بنغالي



মুসলিম
জীবনে গুরুত্বপূর্ণ বিধানসহ

www.tafseer.info

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا رسول الله .... أما بعد:

সম্মানিত মুসলিম ভাই ও মুসলিম বোন (আল্লাহ্ আপনাদেরকে করুণা করুন) জেনে রাখুন, আমাদের প্রত্যেকের জন্য চারটি বিষয় জানা অপরিহার্য।

প্রথমতঃ জ্ঞানার্জন করা : আল্লাহ্ পাক, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা অপরিহার্য। কেননা না জেনে আল্লাহর ইবাদত করা যায় না। করলেও বিভ্রান্তিতে পতিত হতে বাধ্য। যেমন বিভ্রান্ত হয়েছিল খৃষ্টানরা।

দ্বিতীয়তঃ আমল করা : জ্ঞানার্জন করার পর আমল না করলে সে ইহুদীদের মত। কেননা ইহুদীরা শিক্ষা লাভ করার পর তদানুযায়ী আমল করেনি। শয়তানের ষড়যন্ত্র হচ্ছে সে মানুষকে জ্ঞান শিক্ষার প্রতি অনুৎসাহিত করে। তার মধ্যে এমন ধারণা সৃষ্টি করে যে, অজ্ঞ থাকলে আল্লাহ মানুষের ওযুহাত গ্রহণ করবেন। ফলে সে পার পেয়ে যাবে। তার জানা নেই যে, যে সকল বিষয় শিক্ষার্জন করা তার জন্য সম্ভব ছিল তা যদি নাও শিখে তবু তার উপর দলীল কায়েম হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে নূহ (আঃ)এর জাতির চরিত্র। নূহ (আঃ) তাদেরকে নসীহত করতে গেলে: (جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ) **"তারা কানের মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করাতো এবং নিজেদেরকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিত"**, (সূরা নূহঃ ৭) যাতে করে কেউ বলতে না পারে যে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল।

তৃতীয়তঃ দা'ওয়াত বা আহবান : উলামা ও দাঈগণ নবীদের উত্তরাধিকার। তাই নবীদের কাজ আলেম ও জ্ঞানীদেরকে করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বানী ইসরাঈলকে লা'নত করেছেন। কেননা (كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) "তারা যে মন্দ ও গর্হিত কাজ করত তা থেকে তারা পরস্পরকে নিষেধ করত না; বাস্তবিকই তাদের কাজ ছিল অত্যন্ত গর্হিত।" (সূরা মায়েদাঃ ৭৯) সৎ পথের প্রতি আহবান ও শিক্ষা দান ফরযে কেফায়া। কেউ এ কাজ আঞ্জাম দিলে যদি যথেষ্ট হয় তবে অন্যরা গুনাহ থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু কেউ এ দায়িত্ব পালন না করলে সকলেই গুনাহগার হবে।

চতুর্থতঃ ধৈর্য ধারণ করা : ধৈর্য ধারণ করতে হবে জ্ঞান শিক্ষার পথে। ধৈর্য ধারণ করতে হবে তদানুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে। আর ধৈর্য ধারণ করতে হবে দ্বীনের পথে মানুষকে আহবান করার ক্ষেত্রে।

❁ অজ্ঞতার অন্ধকারকে দূরীকরণের প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করার জন্য এবং ইসলামী জীবনের অমীয় সূধা অনুসন্ধানকারীদের পিপাসাকে নিবারণ করার জন্য আমাদের সামান্য এই প্রয়াস। আমরা এই বইটিতে ইসলামী শরীয়তের যে সমস্ত বিষয় একান্ত প্রয়োজন সেগুলোকে অতি সংক্ষেপে সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করেছি।

এখানে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে যা প্রমাণিত হয়েছে তাই একত্রিত করতে চেষ্টা চালিয়েছি। আমরা পূর্ণতার দাবী করি না। পূর্ণতা আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। কিন্তু এটি এক নগণ্য মানুষের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। যদি সত্য-সঠিক হয়ে থাকে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর কোন ক্ষেত্রে ভুল হয়ে থাকলে তা আমাদের পক্ষ থেকে ও শয়তানের পক্ষ থেকে- আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তা থেকে মুক্ত। বস্তুনিষ্ঠ ও গঠন মূলক সমালোচনার মাধ্যমে যাঁরা আমাদের ভুল ধরিয়ে দিবেন আল্লাহ্ তাদের প্রতি দয়া করবেন।

এই বইয়ের লিখক, প্রকাশক, অনুবাদক, সম্পাদক, পাঠক এবং বিভিন্নভাবে এতে যারা অংশ নিয়েছেন তাদের সকলের জন্য প্রার্থনা করি, আল্লাহ্ যেন তাদের সবাইকে উত্তম পারিতোষিকে ভূষিত করেন। তাদের নেক আমলগুলো কবূল করেন এবং ছওয়াব ও প্রতিদানের সংখ্যাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে দেন। আমীন॥

আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞানী। ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন।

www.tafseer.info
bng@tafseer.info

সূচীপত্র

নং	বিষয় বস্তু:	পৃষ্ঠা
১	কুরআন পাঠের ফযীলত	3
২	সূরা আল -ফাতিহা মক্কায় অবতীর্ণঃ	6
৩	আক্বীদাহ্ঃ গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসাঃ	95
৪	অন্তরের আমলঃ	120
৫	অন্তরঙ্গ সংলাপঃ	135
৬	কালেমায়ে শাহাদাতঃ	158
৭	পবিত্রতাঃ	163
৮	নারীদের মাসআলা-মাসায়েল	169
৯	ইসলামে নারীর মর্যাদাঃ	171
১০	নামাযঃ	177
১১	যাকাতঃ	187
১২	সিয়ামঃ	191
১৩	হজ্জঃ	195
১৪	বিভিন্ন উপকারিতাঃ	201
১৫	ঝাড়-ফুঁকঃ	209
১৬	দু'আঃ	219
১৭	মুখস্থের জন্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দু'আঃ	222
১৮	লাভজনক ব্যবসা ও যিকিরঃ	230
১৯	সকাল-সন্ধ্যায় পঠিতব্য দু'আ ও যিকির সমূহঃ	232
২০	নির্দেশিত বিষয়ের বিবরণঃ	236
	নিষিদ্ধ বিষয়ের বিবরণঃ	246
	অনন্তের পথে যাত্রাঃ	252
	ওযুর পদ্ধতিঃ	
	নামাযের পদ্ধতিঃ	

কুরআন পাঠের ফযীলত

কুরআন আল্লাহর বাণী। সৃষ্টিকুলের উপর যেমন স্রষ্টার সম্মান ও মর্যাদা অপরিসীম, তেমনি সকল বাণীর উপর কুরআনের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অতুলনীয়। মানুষের মুখ থেকে যা উচ্চারিত হয়, তম্মধ্যে কুরআন পাঠ সর্বাধিক উত্তম।

❁ কুরআন শিক্ষা করা, অন্যকে শিক্ষা দান করা ও কুরআন অধ্যয়ন করার মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত ফযীলত। নিম্নে কতিপয় উল্লেখ করা হলঃ

কুরআন শিখানোর প্রতিদানঃ	নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ "তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অন্যকে তা শিক্ষা দেয়।" (বুখারী)
কুরআন পাঠ করার প্রতিদানঃ	রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا "যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের একটি অক্ষর পড়বে, সে একটি নেকী পাবে। আর একটি নেকী দশটি নেকীর সমপরিমাণ।" (তিরমিযী)
ইবনে রজব (রহঃ) বলেন, প্রতিটি নেক কাজেরই ছওয়াব দশগুণ বৃদ্ধি হয়। এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণীঃ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا "যে একটি নেক কাজ করবে, তার জন্যে রয়েছে অনুরূপ দশগুণ প্রতিদান।" (আনআমঃ ১৬০) আর আল্লাহ্ যাকে চান তাকে দশগুণেরও বেশী প্রতিদান দিবেন। এই বৃদ্ধি সত্তর থেকে সাতশত থেকে আরো অধিক গুণে বৃদ্ধি হয়। এটা হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ এবং অন্তরের বিনয়সহ গবেষণা ও বুঝে পাঠ করার কারণে।	
কুরআন শিক্ষা করা, মুখস্থ করা ও তাতে দক্ষতা লাভ করার ফযীলতঃ	নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُهُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ "যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে এবং তা মুখস্থ করবে (এবং বিধি-বিধানের) প্রতি যত্নবান হবে, সে উচ্চ সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে অবস্থান করবে। আর যে ব্যক্তি কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কুরআন পাঠ করবে এবং তার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখবে সে দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হবে।" (বুখারী ও মুসলিম) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا "কিয়ামত দিবসে কুরআন অধ্যয়নকারীকে বলা হবে, কুরআন পড় এবং উপরে উঠ। যেভাবে দুনিয়াতে তারতীলের সাথে কুরআন পড়তে সেভাবে পড়। যেখানে তোমার আয়াত পাঠ করা শেষ হবে, জান্নাতের সেই সুউচ্চ স্থানে হবে তোমার বাসস্থান।" (তিরমিযী)	
ইমাম খাত্তাবী (রহঃ) বলেনঃ হাদীছে এসেছে যে, জান্নাতের সিঁড়ির সংখ্যা হচ্ছে কুরআনের আয়াতের সংখ্যা পরিমাণ। কুরআনের পাঠককে বলা হবে, তুমি যতটুকু কুরআন পড়েছো ততটি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠো। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুরআন পড়েছে, সে আখেরাতে জান্নাতের সর্বশেষ সিঁড়িতে উঠে যাবে। যে ব্যক্তি কুরআনের কিছু অংশ পড়েছে সে ততটুকু উপরে উঠবে। অর্থাৎ যেখানে তার পড়া শেষ হবে সেখানে তার ছওয়াবের শেষ সীমানা হবে।	

যার সন্তান কুরআন শিক্ষা করবে তার প্রতিদানঃ	নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَتَعَلَّمَ وَعَمِلَ بِهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجًا مِّنْ نُوْرٍ ضَوْؤُهُ مِثْلُ ضَوْءِ الشَّمْسِ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يَقُوْمُ لَهُمَا الدُّنْيَا فَيَقُوْلَانِ: بِمَ كُسِيْنَا هَذَا؟ فَيُقَالُ: بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ “যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে, শিক্ষা করবে ও তদানুযায়ী আমল করবে। তার পিতা-মাতাকে কিয়ামত দিবসে একটি নূরের তাজ পরানো হবে, যার আলো হবে সূর্যের আলোর মত উজ্জল। তাদেরকে এমন দু’টি পোষাক পরিধান করানো হবে, যা দুনিয়ার সকল বস্তুর চেয়ে অধিক মূল্যবান। তারা বলবে: কোন্ আমলের কারণে আমাদেরকে এত মূল্যবান পোষাক পরানো হয়েছে? বলা হবে, তোমাদের সন্তানের কুরআন গ্রহণ করার কারণে।” (হাকেম)
পরকালে কুরআন সুপারিশ করবেঃ	রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ “তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা কিয়ামত দিবসে কুরআন তার পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হবে।” (মুসলিম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ “কিয়ামত দিবসে সিয়াম ও কুরআন বান্দার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে।” (আহমাদ, হামেক, হাদীছ ছহীহ দ্রঃ ছহীহ্ তারগীব তারহীব হা/৯৮৪।)
কুরআন তেলাওয়াত, অধ্যয়ন এবং কুরআন নিয়ে গবেষণার জন্য একত্রিত হওয়ার ফযীলতঃ	রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ “কোন সম্প্রদায় যদি আল্লাহর কোন ঘরে একত্রিত হয়ে কুরআন পাঠ করে এবং তা পরস্পরে শিক্ষা লাভ করে, তবে তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়, আল্লাহর রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে এবং ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে। আর আল্লাহ্ তাঁর নিকটস্থ ফেরেশতাদের সামনে তাদের কথা আলোচনা করেন।” (মুসলিম)

কুরআন পাঠের কতিপয় নিয়মঃ

কুরআন পাঠের আদবঃ	ইমাম ইবনে কাছীর (রহঃ) কুরআন পাঠের কিছু আদব উল্লেখ করেছেন। যেমনঃ (ক) পবিত্রতা অর্জন না করে কুরআন স্পর্শ করবে না বা তেলাওয়াত করবে না। (খ) কুরআন পাঠের পূর্বে মেসওয়াক করে নিবে। (গ) সুন্দর পোষাক পরিধান করবে। (ঘ) কিবলামুখী হয়ে বসবে। (ঙ) হাই উঠলে কুরআন পড়া বন্ধ করে দিবে। (চ) বিনা প্রয়োজনে কুরআন পড়াবস্থায় কারো সাথে কথা বলবে না। (ছ) মনোযোগ সহকারে কুরআন পাঠ করবে। (জ) ছওয়াবের আয়াত পাঠ করলে থামবে এবং উক্ত ছওয়াব আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। আর শাস্তির আয়াত পাঠ করলে তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। (ঝ) কুরআনকে খুলে রাখবে না বা তার উপরে কোন কিছু চাপিয়ে রাখবে না। (ঞ) অন্যের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় এমন উচ্চ আওয়াজে কুরআন পড়বে না। (ট) বাজারে বা এমন স্থানে কুরআন পড়বে না যেখানে মানুষ আজে-বাজে কথা-কাজে লিপ্ত থাকে।

কিভাবে কুরআন পাঠ করবে?	**কুরআন পাঠ এবং** নামায প্রভৃতি অবস্থায় যে সমস্ত যিকির রয়েছে তা যতক্ষণ না ঠোঁট নাড়িয়ে উচ্চারণ করে নিজেকে শুনিয়ে পাঠ করা হবে, ততক্ষণ উহা বিশুদ্ধ হবে না। তবে অন্যের ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে এরকম আওয়াজে যেন না হয় তার খেয়াল রাখতে হবে। ধীর-স্থীরভাবে কুরআন পাঠ করা উচিত। আনাস বিন মালেক (রাঃ)কে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কুরআন পাঠের পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "তিনি টেনে টেনে পড়তেন। "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" পাঠ করার সময় "বিসমিল্লাহ্" টেনে পড়তেন, "আর্ রহমান" টেনে পড়তেন, "আর্ রাহীম" টেনে পড়তেন।" (বুখারী)
দিনে-রাতে কতটুকু কুরআন পাঠ করবেঃ	নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তাঁদের কেউ সাত দিনের কম সময়ে সর্বদা কুরআন খতম করতেন না। বরং তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করার ব্যাপারে হাদীছে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।
মুখস্ত কুরআন পাঠ	কোন মানুষ যদি মুখস্থ কুরআন তেলাওয়াত করে, তবে কুরআন দেখে পড়ার চাইতে সে বেশী চিন্তা-গবেষণা এবং অন্তর ও দৃষ্টি একত্রিত করে পড়তে পারবে। এ জন্য মুখস্থ কুরআন পাঠ করা উত্তম। আর মুখস্থ ও দেখা পড়া উভয় অবস্থায় যদি গবেষণার সাথে পাঠ করা সম্ভব হয়, তবে দেখে পড়াই উত্তম।

উপদেশঃ অতএব সম্মানিত পাঠক! আপনার সময়ের নির্দিষ্ট একটি অংশ কুরআন পাঠের জন্য নির্ধারণ করুন। যত ব্যস্তই থাকুন না কেন ঐ অংশটুকু পড়ে নিতে সচেষ্ট হোন। কেননা যে কাজ সর্বদা করা হয় তা অল্প হলেও বিচ্ছিন্নভাবে বেশী কাজ করার চেয়ে উত্তম। যদি কখনো উদাসীন হয়ে পড়েন বা ভুলে যান তবে পরবর্তী দিন তা পড়ে ফেলবেন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ الْفَجْرِ وَصَلاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ "কোন মানুষ যদি কুরআনের নির্দিষ্ট অংশ না পড়েই ঘুমিয়ে পড়ে তবে ফজর ও যোহর নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে যেন তা পড়ে নেয়। তাহলে তার আমল নামায় উহা রাতে পড়ার মত ছওয়াব লিখে দেয়া হবে।" (মুসলিম) যারা কুরআন ছেড়ে দেয় বা কুরআন ভুলে যায় আপনি তাদের অন্তর্ভূক্ত হবেন না। কুরআন তেলওয়াত, উহা তারতীলের (তাজবীদ ও সুন্দর কণ্ঠের) সাথে পাঠ করা বা কুরআন গবেষণা বা তদানুযায়ী আমল বা কুরআন দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা ইত্যাদি কোন কিছুই পরিত্যাগ করবেন না।

সূরা আল ফাতিহা

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৭

এই সূরাটির নাম আল ফাতিহা বা প্রারম্ভিকা,কেননা এই সূরা দ্বারাই সুমহান কুরআনের সূচনা হয়েছে। এর আরেকটি নাম হচ্ছে আল মাছানী,কেননা উহা প্রত্যেক রাকাতেই পাঠ করতে হয়। এর আরো অনেক নাম আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ① اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ② الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ③ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ④ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ⑤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ⑥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ⑦

① আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁর কাছে সাহায্য চেয়ে কুরআন পাঠ শুরু করছি। الله 'আল্লাহ' মহান ও বরকতময় পালনকর্তার নাম। তিনিই সত্য মাবূদ,তিনি ব্যতীত কেউ মাবূদ নয়। আল্লাহর নাম সমূহের মধ্যে থেকে এটি তাঁর বিশেষ নাম। তিনি সুবহানাহু ব্যতীত এ নাম কারো জন্যে বৈধ নয়। الرحمن তিনি ব্যাপকভাবে করুণার অধিকারী, সৃষ্টিকুলের সকলের প্রতি তাঁর করুণা ব্যাপৃত। الرحيم তিনি মুমিনদের প্রতি অসীম দয়ালু। আল্লাহর নাম সমূহের মধ্যে থেকে এগুলো দুটি নাম। এ নাম দুটি আল্লাহ তা'আলার করুণার গুণকে অন্তর্ভূক্ত করছে, যেমনটি তাঁর সম্মানিত সত্বার সাথে সামঞ্জস্য হয়।

② আল্লাহর সকল প্রশংসা তাঁর যাবতীয় গুণাবলীর কারণে,যে গুণাবলীগুলো সবই তাঁর পূর্ণতার পরিচয় বহন করে। ধর্মীয় ও পার্থিব ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য নেয়ামতের কারণে তাঁর সকল প্রশংসা। 'আল হামদুলিল্লাহ' এই শব্দের মধ্যে বান্দাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা যেন সর্বদা তাঁর প্রশংসা করে। কেননা তিনিই এককভাবে প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত।তিনিই সুবহানাহু সৃষ্টিকুলকে অস্তিত্বদানকারী, তাদের সকল বিষয়ের তত্বাবধানকারী,তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা সৃষ্টির সবকিছুকে প্রতিপালনকারী এবং ঈমান ও নেক আমল দ্বারা তাঁর বন্ধুদের লালন-পালনকারী।

③ الرحمن তিনি ব্যাপকভাবে করুণার অধিকারী, সৃষ্টিকুলের সকলের প্রতি তাঁর করুণা ব্যাপৃত। الرحيم তিনি মুমিনদের প্রতি অসীম দয়ালু। আল্লাহ তা'আলার নাম সমূহের মধ্যে থেকে এগুলো দু'টি নাম।

④ তিনি সুবহানাহু কিয়ামত দিবসের একচ্ছত্র মালিক। কিয়ামত দিবস হচ্ছে যাবতীয় আমলের প্রতিফল দিবস। সালাতের প্রতি রাকাআতে মুসল্লীর এই আয়াতটি পাঠ করার মাধ্যমে তাকে পরকালের কথা স্মরণ করানো হচ্ছে,আর নেক আমল করা এবং অবাধ্যতা ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

⑤ নিশ্চয় আমরা এককভাবে কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং আমাদের প্রতিটি বিষয়ে এককভাবে তোমার কাছেই সাহায্য চাই। কেননা প্রতিটি বিষয় তোমার হাতে, কেউ বিন্দু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়। এই আয়াতে প্রমাণ হয় যে, ইবাদতের কোন একটি প্রকার এক আল্লাহ ব্যতীত কারো জন্যে নির্ধারণ করা বান্দার জন্যে জায়েয নয়:যেমন,দু'আ, সাহায্য প্রার্থনা, পশু যবেহ, তাওয়াফ ইত্যাদি। এই আয়াতটি অন্তরের ব্যধি সমূহের আরোগ্য স্বরূপ। অন্তরের ব্যধি হচ্ছে গাইরুল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখা, রিয়াকারী,দম্ভ ও অহংকার ইত্যাদি।

⑥ আমাদেরকে দেখাও,নির্দেশনা দাও ও শক্তি দাও সরল পথের এবং তোমার সাথে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত তার উপর দৃঢ় ও অটল রাখ। সরল পথ হচ্ছে ইসলাম, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর জান্নাতে পৌঁছে দেয়ার সুস্পষ্ট পথ। এ পথেরই সন্ধান দিয়েছেন

সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অতএব এই পথের উপর দৃঢ় থাকা ব্যতীত বান্দার সৌভাগ্য ও সফলতার কোন উপায় নেই।

(৭) সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাঁরা হচ্ছেন, নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও নেককারগণ। তাঁরাই ছিলেন সত্য ও সঠিক পথের প্রকৃত অনুসারী। আমাদের অন্তর্ভূক্ত কর না তাদের যারা গজবের পথে চলে, যারা সত্য জেনে সে অনুযায়ী আমল করেনি। আর তারা হল ইহুদী এবং তাদের প্রকৃতির যারা। আর তাদেরও অন্তর্ভূক্ত কর না যারা পথভ্রষ্ট, যারা অজ্ঞতার কারণে সঠিক পথের দিশা পায়নি,ফলে তাঁরা বিভ্রান্ত হয়েছে। আর তারা হচ্ছে খৃষ্টান সম্প্রদায় এবং যারা তাদের রীতি-নীতির অনুসরণ করে।

এই দু'আয় মুসলিম ব্যক্তির অন্তরের ব্যধির আরোগ্য রয়েছে, যে ব্যধি তৈরী হয় অস্বীকার, মূর্খতা ও বিভ্রান্তির মাধ্যমে। আরো প্রমাণ রয়েছে যে,সকল নেয়া'মতের মধ্যে সবচেয়ে বড় নেয়া'মত হল ইসলাম। অতএব সত্যকে যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী জানবে এবং সবচেয়ে বেশী মানবে, সেই সেরাতে মুস্তাক্বীম তথা সরল পথের সর্বাধিক উপযুক্ত। সন্দেহ নেই যে নবী-রাসূল (আঃ)দের পর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ সেরাতে মুস্তাক্বীমে সবচেয়ে উত্তমভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই আয়াত তাঁদের ফযীলত ও বিরাট মর্যাদার প্রমাণ বহন করছে। (রাযিয়্যাল্লাহু আনহুম-আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।)

সালাত অবস্থায় মুসল্লীর জন্যে মুস্তাহাব হচ্ছে সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে *'আমীন'* বলা। এর অর্থ হচ্ছে, হে আল্লাহ তুমি কবুল কর। বিদ্বানদের ঐক্যমতে কথাটি সূরা ফাতিহার অন্তর্ভূক্ত অংশ নয়,তাই শব্দটি মুসহাফ তথা কুরআনে লিপিবদ্ধ না করার ব্যাপারে বিদ্বানগণ ঐক্যমত হয়েছেন।

সূরা মুজাদালা

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত-২২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝۱

(১) আল্লাহ শুনেছেন খাওলা বিনতে ছা'লাবা নাম্নী নারীর কথা,যে তার স্বামী আওস বিন সামেতের বিষয়ে আপনার কাছে সমাধান চাইতে এসেছে। তার স্বামী তার সাথে 'যিহার' করেছে। বলেছে,'তুমি আমার নিকট আমার মাতার পিঠের ন্যায়' অর্থাৎ বিবাহ হারাম। এবং সে নারী মিনতী করছে আল্লাহর নিকট,বিপদোদ্ধারের জন্যে। আল্লাহ আপনাদের উভয়ের কথাবার্তা ও পর্যালোচনা শুনেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবধরণের কথা শুনেন,সবকিছু দেখেন,কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন থাকে না।

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَاۗىِٕهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ۭ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰۗـِٔيْ وَلَدْنَهُمْ ۭ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝۲ وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَاۗىِٕهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاۗسَّا ۭ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝۳ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاۗسَّا ۭ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۭ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۭ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۭ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۴

২তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে ‘যিহার’ করে। যেমন স্ত্রীকে বলে,‘তুমি আমার মাতার ন্যায়’ অর্থাৎ বিবাহ হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে,তারা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে এবং তাঁর শরীয়তের বিরোধিতা করেছে। তাদের স্ত্রীগণ তাদের প্রকৃত মাতা নয়। তারা তো তাদের স্ত্রী। তাদের মাতা কেবল তারাই,যারা তাদেরকে গর্ভে রেখে ভূমিষ্ট করেছে। এই ‘যিহার’কারীরা তো কঠিন গর্হিত,মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী,ক্ষমাশীল ঐ লোকদের জন্যে যারা অপরাধ করে, অতঃপর খাঁটি তাওবা করে অপরাধগুলো শুধরে নেয়।

৩যারা ‘যিহার’ করে তাদের স্ত্রীগণকে নিজেদের জন্যে হারাম করে নেয়,অতঃপর নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে এবং স্ত্রীদের সাথে মিলিত হতে দৃঢ় প্রত্যয় হয়,এ অবস্থায় যিহারকারীকে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। আর তা হচ্ছে একজন মু’মিন দাস বা দাসীকে মুক্ত করা। আর তা হতে হবে উক্ত স্ত্রীকে স্পর্শ তথা তার সাথে সহবাসে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে। যারা স্ত্রীদের সাথে ‘যিহার’ করে তাদের জন্যে এটা আল্লাহর হুকুম। হে মু’মিনগণ এটা তোমাদের জন্যে উপদেশ। যাতে করে ভবিষ্যতে তোমরা যিহারের মত অপরাধ এবং মিথ্যায় লিপ্ত না হও এবং তোমাদেরকে কাফ্ফারার সম্মুখীন হতে না হয় ও এ ধরণের অপরাধ পুনরায় না কর। তোমাদের কোন আমল আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না,আর তিনিই তার প্রতিদান দিবেন।

৪যে দাস মুক্ত করতে পারবে না,তার উপর আবশ্যক হচ্ছে,সে স্ত্রী সহবাস করার পূর্বে একাধিক্রমে দু’মাস রোযা রাখবে। শরীয়ত সম্মত কোন কারণে যদি এতেও অক্ষম হয়, তাহলে এমন ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে,যারা জীবন ধারণের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ ও প্রয়োজন পুরনের সমান সম্পদের মালিক নয়। ‘যিহার’এর এই বিধান আমি এ জন্যেই বর্ণনা করলাম যাতে তোমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর ও তাঁর রসূলের অনুসরণ করে আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী আমল করতে পার,আর জাহেলিয়াতের অন্ধকার যুগে তোমাদের মধ্যে যে কুসংস্কার ছিল তা পরিত্যাগ করতে পার। উল্লেখিত এই বিধানগুলো আল্লাহর নির্ধারিত নির্দেশ ও সীমারেখা। তোমরা তা লঙ্ঘন কর না। এর অস্বীকারকারী কাফেরদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক কঠিন শাস্তি।

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۢ
بَيِّنٰتٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اَحْصٰىهُ
اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ۝ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى
الْاَرْضِ ؕ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ اَدْنٰى
مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝

৫নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তাঁদের নির্দেশের বিপরীত চলে, তারা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়েছে,যেমন অপদস্থ হয়েছে তাদের পূর্ববর্তী যুগের লোকেরা,যারা আল্লাহর নাফরমানী করেছিল এবং তাদের রাসূলের বিরোধিতা করেছিল। আমি সুস্পষ্ট আয়াত ও দলিল সমূহ নাযিল করেছি,যা আল্লাহর শরীয়ত ও তাঁর সীমারেখা যে সত্য তা প্রমাণ করে। এই আয়াত সমূহকে অস্বীকারকারী কাফেরদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

৬হে রাসূল! আপনি কিয়ামতের কথা স্মরণ করুন। যেদিন আল্লাহ সকল মৃতকে জীবিত করবেন। প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত সকল মানুষকে একটি ময়দানে একত্রিত করবেন। অতঃপর তারা ভাল-মন্দ যে আমল করত তা তাদেরকে জানিয়ে দিবেন,যা

আল্লাহ হিসেব করে রেখেছেন এবং লওহে মাহফূযে লিখে রেখেছেন। সেই সাথে তাদের আমলনামাতেও সংরক্ষণ করে রেখেছেন;অথচ তারা তা ভুলে গেছে। আল্লাহর সামনে উপস্থিত আছে সব বস্তুই;কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই।

(7) আপনি কি জানেন না যে,নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে,আল্লাহ তা সব জানেন? তাঁর সৃষ্টির মধ্যে থেকে তিন ব্যক্তির এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি তাঁর জ্ঞান, পরিবেষ্টন ও ক্ষমতার মাধ্যমে চতুর্থজন হিসেবে না থাকেন এবং পাঁচ জনেরও হয় না,যাতে তিনি ষষ্ঠজন হিসেবে না থাকেন। তারা উল্লেখিত সংখ্যার চেয়ে কম হোক বা বেশী হোক,তারা যে স্থানেই থাকুক না কেন তিনি স্বীয় জ্ঞান দ্বারা তাদের সাথে আছেন,তাদের কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নয়। তারা ভাল-মন্দ যে আমলই করে,তিনি কেয়ামতের দিন তাদেরকে তা জানিয়ে দিবেন এবং তার প্রতিদান দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত কোন গোপন বিষয়ও তাঁর নিকট গোপন থাকে না।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ ۫ وَاِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ ۙ وَيَقُوْلُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ ۭ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝ اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَاۗرِّهِمْ شَيْـــًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

(8) হে রাসূল! আপনি কি ঐ ইহুদীদের আচরণ দেখেননি,যাদেরকে বারণ করা হয়েছিল এমন পন্থায় কানাঘুষা করতে যাতে মু'মিনদের অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, অতঃপর তারা নিষিদ্ধ কাজেরই পুনরাবৃত্তি করে এবং কানাঘুষা করতে থাকে এমন বিষয়ে যা হচ্ছে,পাপাচার,সীমালংঘন এবং রসূলের অবাধ্যতা? হে রাসূল! এই ইহূদীরা যখন কোন বিষয় নিয়ে আপনার নিকট আগমন করে,তখন আপনাকে এমন ভাষায় সালাম করে,যদ্বারা আল্লাহ আপনাকে সালাম করেননি,তারা বলে: (আস্ সামু আলাইকা) অর্থাৎ আপনার মরণ হোক। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে,মুহাম্মাদ যদি সত্য রাসূলই হবেন,তাহলে তাকে আমরা যা বলি,তজ্জন্যে আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? জাহান্নামই তাদের জন্যে যথেষ্ট। তারা তাতে প্রবেশ করবে এবং তার প্রখরতা কত বুঝতে পারবে। কতই না নিকৃষ্ট সেই জায়গা।

(9) তোমরা যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে সত্য বিশ্বাস করেছ এবং তাঁর শরীয়ত অনুযায়ী আমল করছ,তোমরা যখন পরস্পর কানাকানি কর, তখন পাপাচারের বিষয়ে,অন্যের প্রতি শত্রুতা সম্পর্কে অথবা রসূলের নির্দেশের অবাধ্যতার বিষয়ে কানাকানি করো না;বরং যাতে কল্যাণ, আনুগত্য,অনুগ্রহ ও আল্লাহভীতি আছে সে ব্যাপারে কানাকানি করো। আল্লাহর নির্দেশ মেনে এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থেকে তোমরা তাঁকে ভয় কর। কেননা এককভাবে তাঁর কাছেই তোমাদের যাবতীয় কথা ও কাজ নিয়ে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে,যা তিনি গণনা করে রেখেছেন এবং তিনি তার প্রতিদান দিবেন।

(10) গোপনে পাপাচার আর শত্রুতার বিষয়ে কানাঘুষা করা তো শয়তানের কুমন্ত্রনার কাজ; সে তা চাকচিক্যময় করে উপস্থাপন করে এবং তাতে লিপ্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে,যাতে মুমিনদের অন্তরে দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করা যায়। তবে আল্লাহর অনুমতি ও ইচ্ছা ব্যতীত মু'মিনদের কোন ক্ষতি সে করতে পারবে না। অতএব মুমিনদের উচিত এককভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করা এবং প্রতিটি বিষয় তাঁর কাছেই ন্যাস্ত করা।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١١﴾

11 তোমরা যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে সত্য বিশ্বাস করেছ এবং তাঁর শরীয়ত অনুযায়ী আমল করছ,যখন তোমাদেরকে বলা হয়ঃ অন্যদের জন্যে মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও,তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও। আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে দুনিয়া আখেরাতে প্রশস্ততা দান করবেন। হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমাদেরকে কোন কারণে বলা হয়ঃ মজলিস থেকে উঠে যাও,তখন উঠে যেয়ো,তাতে তোমাদের কল্যাণ আছে। তোমাদের মধ্যে যারা একনিষ্ঠ ঈমানদার আল্লাহ তাদের মর্যাদাকে সুউচ্চ করবেন। আর যারা বিদ্বান,অঢেল ছোয়াব ও সন্তুষ্টির স্তর দিয়ে আল্লাহ তাঁদের মর্যাদা সুউচ্চ করে দিবেন। আল্লাহ্ তোমাদের সকল আমল সম্পর্কে খবর রাখেন,কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন থাকে না। তিনি তার প্রতিদান দিবেন।
এই আয়াতে বিদ্বানদের সম্মান,ফযীলত ও সুউচ্চ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾ ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ؕ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٣﴾

12 তোমারা যারা আল্লাহ এবং রাসূলকে সত্য বিশ্বাস করেছ এবং তাঁর শরীয়ত অনুযায়ী আমল করছ। তোমরা যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কাছে গোপনে কোন কথা বলতে চাও, তবে তার পূর্বে গরীব-মিসকীনদের কিছু সাদকা প্রদান করবে। এটা তোমাদের জন্যে শ্রেয়, কেননা এটা পূণ্যের কাজ এবং গুনাহ থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখার উপায়। সাদকা করার জন্যে কিছু না পেলে, কোন অসুবিধা নেই। কেননা আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদের প্রতি ক্ষমাশীল ও তাদের প্রতি করুণাকারী।

13 রাসূলের সাথে গোপনে কথা বলতে যাওয়ার পূর্বে সাদকা করতে কি তোমরা দারিদ্রতার ভয় কর? তোমাদেরকে যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা যখন করতে পারলে না, আর আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন এবং সাদকা থেকে অব্যাহতি দিলেন,তখন তোমরা ঈমানের উপর দৃঢ় থাক,সালাত আদায় ও যাকাত প্রদান করতে থাক এবং সকল বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে থাক।আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে খবর রাখেন, তিনি তার প্রতিদান দিবেন।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۙ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٤﴾ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٥﴾ اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٦﴾ لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١٧﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَىْءٍ ؕ اَلَآ اِنَّهُمْ

هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٨﴾ اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰىهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ؕ اَلَآ
اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٩﴾

14 আপনি কি ঐ মুনাফেকদের দেখেননি যারা আল্লাহর গযবে নিপতিত ইহুদী জাতির সাথে সম্পর্ক রাখে এবং বন্ধুত্ব পোষণ করে? মুনাফেকরা মূলত: মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং ইহুদীদেরও অন্তর্ভুক্ত নয়।তারা মিথ্যা শপথ করে বলে যে তারা মুসলমান,আর আপনি আল্লাহর রাসূল;অথচ তারা ভালভাবেই জানে যে তাদের শপথ মিথ্যা।

15 আল্লাহ এই মুনাফেকদের জন্যে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।তারা যে দ্বিমুখী নীতি (নেফাকী) অবলম্বন করে এবং মিথ্যা শপথ করে তা খুবই নিকৃষ্ট কর্ম।

16 মুনাফেকরা তাদের মিথ্যা শপথকে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করছে, যাতে করে কুফরীর কারণে তাদেরকে হত্যা না করা হয় এবং মুসলমানগণ তাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তাদের সম্পদ গণীমত স্বরূপ গ্রহণ না করে। এই কারণে তারা নিজেদেরকে যেমন আল্লাহর পথ ইসলাম থেকে দূরে রাখে, অনুরূপ অন্যদেরকেও বিরত রাখে। তাই জাহান্নামে তাদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনতে অহংকার করেছে এবং সে পথে মানুষকে বাধা দিয়েছে।

17 আল্লাহর আযাব থেকে এই মুনাফেকদের তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কিছুই বাঁচাতে পারবে না। তারা জাহান্নামের অধিবাসী,তথায় তারা প্রবেশ করবে চিরকালের জন্যে, কখনই সেখান থেকে বের হবে না।এই পরিণাম প্রত্যেক ঐ লোকের জন্যে যে আল্লাহর দ্বীন থেকে মানুষকে তার কথা ও কাজ দ্বারা বাধা প্রদান করে।

18 কিয়ামত দিবসে আল্লাহ সকল মুনাফেককে জীবিত অবস্থায় কবর থেকে উঠাবেন। তখন তারা শপথ করে বলবে যে তারা মুমিন ছিল, যেমন হে মুমিনগণ! তারা দুনিয়াতে তোমাদের সম্মুখে মিথ্যা শপথ করে থাকে। তারা বিশ্বাস করে যে এই শপথ তাদের উপকারে আসবে, যেমন দুনিয়াতে মুসলমানদের সামনে উপকারে এসেছিল। সাবধান, তারা সীমা অতিরিক্ত এত মিথ্যা বলে যে, তাদের কাছাকাছি কেউ পৌঁছতে পারে না।

19 শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে এবং তাদের উপর এমনভাবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে যে,তারা আল্লাহর নির্দেশ সমূহ পরিত্যাগ করেছে এবং তাঁর আনুগত্য বর্জন করেছে। তারা শয়তানের দলের লোক এবং তার অনুসরণকারী। জেনে রাখ, শয়তানের দলই দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اُولٰٓئِكَ فِى الْاَذَلِّيْنَ ﴿٢٠﴾ كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
قَوِىٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢١﴾ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ
كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ
وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ رَضِىَ اللّٰهُ
عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٢٢﴾

20 নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে,তারা ঐ লোকদের দলভূক্ত যারা লাঞ্ছিত,পরাজিত এবং দুনিয়া ও আখেরাতে অপমানিত।

21 আল্লাহ লওহে মাহফূযে লিখে দিয়েছেন এবং নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে,বিজয় তাঁর,তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের এবং মুমিন বান্দাদের। নিশ্চয় আল্লাহ সুবহানাহু শক্তিধর- কোন কিছুই তাঁকে অপরাগ করতে পারে না,আর তিনি সৃষ্টিকুলের উপর মহাপরাক্রমশালী।

22 হে রাসূল! যে জাতি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহর শরীয়ত মোতাবেক আমল করে, তাদেরকে কখনই এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে শত্রুতা রাখে ও তাঁদের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা নিকটাত্মীয় হয়। তারা আল্লাহর কারণেই কারো সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং তাঁর কারণেই শত্রুতা পোষণ করে, আল্লাহ তাদের অন্তরে ঈমান দৃঢ় করে দিয়েছেন,তাঁর সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেছেন এবং দুনিয়াতে শত্রুদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করেছেন।আখেরাতে তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার প্রাসাদ ও বৃক্ষ সমূহের তলদেশে প্রবাহিত থাকবে নদী।সেখানে তারা বহুকাল থাকবে যা কখনো শেষ হবে না। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, কখনই রাগান্বিত হবেন না। তারাও তাদের পালনকর্তার প্রতি সন্তুষ্ট তিনি তাদেরকে যে সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন তার কারণে।তারা আল্লাহর দলের লোক এবং তাঁর বন্ধু। তারাই দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা লাভ করে বিজয়ী।

সূরা হাশর

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত-২৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝١ هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ۭ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ
حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۤ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ
بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۤ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ ۝٢ وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ
الْجَلَاۗءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ۭ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۝٣ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاۗقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ
وَمَنْ يُّشَاۗقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٤ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَاۗىِٕمَةً عَلٰٓى
اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ۝٥

1 নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে, তাঁর সত্বার সাথে সামঞ্জস্য নয় এমন প্রত্যেক বিষয় থেকে তাঁকে মুক্ত ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী যাকে পরাজিত করা যায় না, তিনি মহাজ্ঞানী- নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে, পরিচালনার ক্ষেত্রে, নিয়ম-নীতি প্রণয়ণের ক্ষেত্রে।তিনি সকল কিছু যথাযথভাবে সম্পাদন করেন।

2 3 আল্লাহ সুবহানাহু কিতাবধারী ইহূদী কাফেরদেরকে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বহিস্কার করেছিলেন।যারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নবুওতকে অস্বীকার করেছিল। আর তারা ছিল বনু নাযীর গোত্রের ইহূদী।তারা মদীনায় মুসলমানদের প্রতিবেশী হিসেবে ছিল। তাদের এই বহিস্কার প্রথমবার ছিল 'জাযীরাতুল আরব' (আরব উপদ্বীপ) থেকে (শামের দিকে)।হে মুসলমানগণ! তোমরা ধারণাও করতে পারনি যে, তারা এত অপমান ও লাঞ্ছিত অবস্থায় তাদের গৃহ থেকে বের হবে। কেননা তারা ছিল খুবই শক্তিশালী ও তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল মজবুত। ইহূদীরা ধারণা করেছিল যে, তাদের দূর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে নিতে পারবে এবং তা ভেদ করার ক্ষমতা কারো নেই। অতঃপর তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ল এমনভাবে,যার কল্পনাও তারা করতে পারেনি। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ভয়-ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করে দিলেন। তারা তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। অতএব হে সুস্থ দৃষ্টি সম্পন্ন ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী মানুষ তাদের পরিণতি দেখে উপদেশ গ্রহণ কর।

(3) আল্লাহ্ যদি তাদের জন্যে এই নির্বাসন অবধারিত না করতেন এবং তা নির্ধারণ না করে দিতেন, তবে দুনিয়াতেই তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করার মাধ্যমে শাস্তি দিতেন।
আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।
(4) এই শাস্তি যা দুনিয়াতে ইহূদীদের দেয়া হয়েছে এবং আখেরাতে যা অপেক্ষা করছে এই কারণে যে তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশের বিরোধিতা করেছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং বিভিন্নভাবে তাদের অবাধ্য হয়েছিল। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন।
(5) হে মুমিনগণ তোমরা যে সকল খেজুরের গাছ কেটেছ অথবা যা না কেটে মূল গুঁড়ির উপর রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহর অনুমতি ও নির্দেশক্রমেই হয়েছে। যাতে তিনি তাঁর আনুগত্য বর্জনকারী ও আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘনকারী পাপীদের লাঞ্ছিত করেন। আর তা এইভাবে যে, তাদের খর্জুর বৃক্ষ কর্তন ও জ্বালিয়ে দেয়ার ক্ষমতা তোমাদেরকে দিয়েছেন।

وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ
يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝٦ مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ
الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَىْ لَا يَكُوْنَ
دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ؕ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٧

(6) আল্লাহ বনু নাযীর গোত্রের ইহূদীদের যে ধন-সম্পদ তাঁর রাসূলকে প্রদান করেছেন, তা হাসিল করার জন্যে তোমরা ঘোড়ায় বা উটে চড়ে কোন যুদ্ধ করনি। কিন্তু আল্লাহ তাঁর শত্রুদের মধ্যে যার উপর ইচ্ছা, তাঁর রাসূলগণকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তখন শত্রুরা বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে। (ফাই) বলা হয় কাফেরদের সম্পদ বিনা যুদ্ধে সঠিক পন্থায় লাভ করাকে। আর আল্লাহ্ সকল বস্তুর উপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, কোন কিছুই তাঁকে অপারগ করতে পারে না।
(7) আল্লাহ গ্রামবাসী মুশরেকেদের কাছ থেকে যে সম্পদ তাঁর রাসূলকে ঘোড়া বা উটে চড়ে যুদ্ধ করা ব্যতীতই দিয়েছেন, তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যে অর্থাৎ তা মুসলমানদের সাধারণ কল্যাণ মূলক ক্ষেত্র ব্যয় করার জন্যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকটাত্মীয়দের জন্যে- তাঁরা হচ্ছেন বনু হাশেম ও বনু মুত্তালেব, ইয়াতীমদের জন্যে- তারা হচ্ছে দরিদ্র শিশুরা যাদের পিতা তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক রেখে মৃত্যু বরণ করেছে, মিসকীনদের জন্যে-তারা অভাবী লোক যারা এমন সম্পদের মালিক নয় যা তাদের জন্যে যথেষ্ট হবে এবং প্রয়োজন পূরন করবে এবং মুসাফিরদের জন্যে- যারা সফরে বের হয়ে নি:স্ব হয়ে গেছে এবং রাস্তা খরচ ফুরিয়ে গেছে। এই হুকুম এ জন্যে যে যাতে ধন-সম্পদ শুধু বিত্তশালী লোকদের মধ্যে পঞ্জিভূত না হয় এবং ফকীর-মিসকীন শ্রেণীর লোকেরা তা থেকে বঞ্চিত না হয়। রাসূল তোমাদের যে সম্পদ প্রদান করেন অথবা যে নিয়ম-নীতি ও নির্দেশনা দেন, তোমরা তা গ্রহণ কর। আর যা নিতে ও আমল করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। আল্লাহর নির্দেশ মেনে এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থেকে তাঁকে ভয় কর। নিশ্চয় যে আল্লাহর অবাধ্য হয় এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘণ করে তিনি তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। এই আয়াতটি সুন্নাত অনুযায়ী আমল করা যে ওয়াজিব তার মূল দলীল- উক্ত সুন্নাত কাওলী (কথা) ফে'লী (কর্ম)ও তাকরীরী (সমর্থন) যেটাই হোক না কেন।

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۚ ﴿٨﴾

৪ অনুরূপভাবে এই ধন-সম্পদ যা আল্লাহ বিনা যুদ্ধে তাঁর রাসূলকে দিয়েছেন তা দিতে হবে দরিদ্র মুহাজিরদেরকে,যাদেরকে মক্কার কাফেররা জোর করে তাদের গৃহ ও সম্পদ থেকে বের করে দিয়েছে। আর তাঁরাও দুনিয়াতে আল্লাহর রিযিকের অনুগ্রহ এবং আখেরাতে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণে বের হয়ে এসেছে। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দ্বীনকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ দ্বারা সাহায্য করে থাকে। তারাই প্রকৃত সত্যবাদী, তারা তাদের মুখের কথা কর্ম দ্বারা সত্যে পরিণত করেছে।

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚ ﴿٩﴾ وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٠﴾

৯ যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করছিল ও ঈমান এনেছিল- তারা হচ্ছে আনসার- তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, নিজের সম্পদ দিয়ে তাদের দুঃখ মোচন করে, এই মুহাজিরদের যে সম্পদ ইত্যাদি দেয়া হয়েছে তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না; বরং নিজেরা অভাবী ও দরিদ্র থাকা সত্বেও মুহাজির ও অন্যান্য অভাবীদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করে। যারা মনের কার্পণ্য ও উদ্বৃত্ত সম্পদ দান করার কার্পণ্য থেকে মুক্ত থাকবে তারাই তো সেই বিজয়ীদের অন্তর্ভুক্ত যারা নিজের উদ্দেশ্য পুরনে সফল হয়েছে।

১০ আর যারা আনসার ও প্রথম মুহাজিরদের পর আগমন করেছে তারা বলে,হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা কর, আর ক্ষমা কর আমাদের ভ্রাতাগণকে যারা আমাদের পূর্বে ঈমান গ্রহণ করেছিলেন। ঈমান গ্রহণকারী কারো বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের পালনকর্তা নিশ্চয় আপনি আপনার বান্দাদের প্রতি সুপ্রশস্ত দয়া করেন দুনিয়াতে এবং আখেরাতে।

এই আয়াতে প্রমাণ হয় যে,মুসলমানের উচিত পূর্বসূরী নেক লোকদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা, তদের জন্যে দু'আ করা। বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাহাবায়ে কেরামকে ভালবাসা, ভালভাবে তাঁদেরকে স্মরণ করা এবং তাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তথা রাযিয়্যাল্লাহু আনহু বলে দু'আ করা।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۙ وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١١﴾ لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ۚ وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ۫ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١٢﴾ لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿١٣﴾ لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِيْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ ؕ بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ؕ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ۚ ﴿١٤﴾ كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۚ ﴿١٥﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ

اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا
فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ۭ وَذٰلِكَ جَزٰۗؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٧﴾

(11) আপনি কি দেখেননি মুনাফেকদের? তারা কিতাবধারী ইহূদী বনু নাযীর গোত্রের কাফের ভাইদেরকে বলে, যদি মুহাম্মাদ এবং তাঁর সাথীরা তোমাদেরকে তোমাদের গৃহ থেকে বের করে দেয়, তবে অবশ্যই আমরাও তোমাদের সাথে বের হয়ে যাব। তোমাদের ব্যাপারে আমরা কারো কথা মানব না- তোমাদেরকে অপমান করার জন্য কেউ বলুক বা তোমাদের সাথে বের না হওয়ার পরামর্শ দিক- কারো কথা মানব না। যদি তোমরা আক্রান্ত হও,তবে তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের সাথে থেকে লড়াই করব।আর আল্লাহ স্বাক্ষ্য দেন যে, তারা বনু নাযীরকে যে ওয়াদা দিচ্ছে তাতে নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।

(12) ইহূদীরা যদি মদীনা থেকে বহিস্কৃত হয়, তবে মুনাফেকরা তাদের সাথে বের হবে না। ওরা যদি আক্রান্ত হয়, তবে তাদের সাথে থেকে লড়াই করবে না- যেমনটি তারা ওয়াদা করছে আর যদি সাহায্য করার জন্যে তাদের সাথে লড়াই করেও তবু তারা পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে। এরপর আল্লাহ তাদের সাহায্য করবে না; বরং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন।

(13) হে মুমিনগণ! নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রতি ইহূদী ও মুনাফেকদের ভয় ও আতঙ্ক তাদের অন্তরে আল্লাহকে ভয় করার চেয়ে অনেক বেশী ও কঠিন। এই কারণে যে তারা এমন নির্বোধ জাতি যারা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর প্রতি ঈমান কি তা বুঝে না এবং তাঁর শাস্তিকেও ভয় করে না।

(14) ইহূদীরা সংঘবদ্ধভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে সামনা সামনি লড়াই করতে পারবে না। তারা কেবল দেয়াল ঘেরা দুর্গ এবং খন্দক থেকে অথবা প্রাচীরের আড়াল থেকে যুদ্ধ করতে সাহস রাখে। এই কারণে যে তারা কাপুরুষ এবং তাদের অন্তরে আতঙ্ক দৃঢ়ভাবে বসে গেছে। তাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা খুবই প্রকট। আপনি মনে করবেন তারা এক কথার উপর একতাবদ্ধ; কিন্তু মূলতঃ তারা শতধাবিভক্ত। এটা এই কারণে যে তারা এমন অজ্ঞান জাতি যারা আল্লাহর নির্দেশ বুঝে না এবং তাঁর আয়াত সমূহ নিয়ে গবেষণা করে না।

(15) আল্লাহর শাস্তি ভোগ করার ক্ষেত্রে এই ইহূদীদের দৃষ্টান্ত বদরের যুদ্ধে কাফের কুরায়শদের সাথে এবং বনু কাইনুকা ইহূদীদের সাথে। তারা দুনিয়াতে কুফরী করার কারণে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাথে শত্রুতা করার কারণে নিকৃষ্ট শাস্তি ভোগ করেছে। আখেরাতে তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক কঠিন শাস্তি।

(16) এই মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত যারা ইহূদীদেরকে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর বিরুদ্ধে সাহায্য করতে ওয়াদা করেছে, সেই শয়তানের সাথে যে মানুষকে কাফের হতে উদ্বুদ্ধ করে এবং সেপথে আহবান করে। যখন সে কুফরী করে ফেলে তখন বলে, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। নিশ্চয় আমি সৃষ্টিকুলের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি।

(17) এই শয়তান এবং ঐ মানুষ যে শয়তানের আনুগত্য করে কুফরী করেছে উভয়ের পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম। চিরকাল অবস্থান করবে সেখানে। আর এটাই হচ্ছে আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘনকারী জালেমদের শাস্তি।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰىهُمْ اَنْفُسَهُمْ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿١٩﴾
لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۭ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَاۗىِٕزُوْنَ ﴿٢٠﴾

(18) তোমরা যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে সত্য বিশ্বাস করেছ এবং তাঁর শরীয়ত অনুযায়ী আমল করছ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তাঁর শাস্তি থেকে সাবধান থাক-

নির্দেশ মেনে চলা ও নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে। প্রত্যেক মানুষ যেন চিন্তা-ভাবনা করে যে, কিয়ামত দিবসের জন্যে সে কি আমল প্রেরণ করেছে। তোমরা যে আমল কর এবং যে আমল পরিত্যাগ কর তাতে আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ সুবহানাহু তোমাদের আমল সম্পর্কে খবর রাখেন- তোমাদের কোন আমলই তাঁর কাছে গোপন থাকে না, তিনিই তার প্রতিদান দিবেন।

19 হে মুমিনগণ! তোমরা ঐ লোকদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহর নির্ধারিত হককে বর্জন করেছে, যা তিনি তাদের প্রতি আবশ্যক করেছিলেন। ফলে আল্লাহও তাদেরকে এমন কল্যাণকর বিষয় ভুলিয়ে দিয়েছেন যা তাদের কিয়ামতের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারত। তারাই ফাসেক হিসেবে পরিচিত তথা আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য বহির্ভূত লোক।

20 জাহান্নামে শাস্তিপ্রাপ্ত অধিবাসী এবং জান্নাতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত অধিবাসীরা একসমান হতে পারে না। জান্নাতের অধিবাসীরা প্রত্যেক আকাংক্ষিত বস্তু লাভ করে এবং সকল অপছন্দনীয় বস্তু থেকে মুক্তি পেয়ে সফলতা লাভ করেছে।

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ
نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ
الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ
الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ
الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾

21 আমি যদি এই কুরআনকে কোন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, অতঃপর তাতে যে শান্তির অঙ্গিকার ও শাস্তির ধমক আছে তা বুঝতে পারত, তবে আপনি দেখতেন যে এত বিশাল ও কঠিন শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও এই পাহাড় আল্লাহ তায়ালার ভয়ে কিরূপ বিনীত হয়ে বিদীর্ণ হয়ে যেত। এগুলো দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্যে উপস্থাপন করি ও বর্ণনা করি, যাতে তারা আল্লাহর শক্তি ও মহত্বকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। এই আয়াতে কুরআন গবেষণা, তার অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করা এবং তদানুযায়ী আমল করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

22 তিনিই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এমন মাবূদ যিনি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি গোপন-প্রকাশ্য সবকিছুর জ্ঞান রাখেন, অদৃশ্য-উপস্থিত সব জানেন। তিনিই দয়ালু তাঁর দয়া সকল বস্তুর প্রতি সুপ্রশস্ত, তিনি ঈমানদারদের প্রতি বিশেষ করুণাকারী।

23 তিনিই আল্লাহ এমন মাবূদ যিনি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। সকল কিছুর একচ্ছত্র মালিক- সবকিছুকে এমনভাবে পরিচালনা করেন যাতে কেউ বাধা দেয়ার নেই প্রতিহত করার নেই। তিনি সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র, সকল দোষ থেকে মুক্ত, সত্যায়নকারী তাঁর রাসূলগণকে যাদেরকে তিনি সুস্পষ্ট প্রমাণপঞ্জিসহ প্রেরণ করেছিলেন। সৃষ্টি জীবের প্রত্যেকের কর্ম-কান্ডের পর্যবেক্ষক। মহাক্ষমতাধর তাঁকে পরাজিত করে এমন কোন শক্তি নেই। প্রতাপশালী সকল বান্দা তাঁরই অধিনস্ত এবং সৃষ্টিকুল সকলেই তাঁর বশবর্তী, তিনি অহংকারী- শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকার একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। তারা আল্লাহর ইবাদত করতে গিয়ে তাঁর সাথে যে শিরক করে তা থেকে তিনি পূতঃপবিত্র।

24 তিনিই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা স্রষ্টা, সৃষ্টিকে নির্ধারণকারী,সৃজনকর্তা- নিজের পান্ডিত্য অনুযায়ী অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দানকারী।যেভাবে ইচ্ছা তাঁর সৃষ্টিকে অবয়ব প্রদানকারী।সুন্দর সুন্দর নাম সমূহ ও সুউচ্চ গুণাবলী তাঁরই। ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে।তিনি মহাপরাক্রমশালী- শত্রুদের থেকে কঠিন প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। সৃষ্টিকুলকে পরিচালনা করতে প্রজ্ঞাময়।

সূরা মুমতাহিনা
মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াতঃ ১৩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا
جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ
جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ ۚ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ ؕ
وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ۝١ اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْٓا
اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ۝٢ لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَآ
اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝٣

(১) হে ঈমানদারগণ,তোমরা যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে সত্য বিশ্বাস করেছ এবং তাঁর শরীয়ত অনুযায়ী আমল করছ,তোমরা আমার শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু ও ঘনিষ্টজন রূপে গ্রহণ কর না। তোমরা তাদের নিকট নিজেদের ভালবাসাকে প্রকাশ করছ। আর তাদের কাছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও মুসলমানদের গোপন বিষয় সমূহ প্রকাশ করে দিচ্ছ। অথচ তারা অস্বীকার করেছে ঐ সত্যকে যা তোমাদের নিকট আগমন করেছে। আর তা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর রাসূল এবং তাঁর নিকট যে কুরআন নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান। তারা রাসূলকে এবং তোমাদেরকে হে মুমিনগণ-(মক্কা থেকে) বের করে দিয়েছে, এই কারণে যে তোমরা পালনকর্তা আল্লাহকে সত্য বিশ্বাস করেছ, তাঁর একত্ববাদের ঘোষণা দিয়েছ। হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আমার সন্তুষ্টি অনুসন্ধানার্থে আমার পথে মুজাহিদ অবস্থায় হিজরত করে থাক, তবে আমার ও তোমাদের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ো না, গোপনে তাদের কাছে ভালবাসার বার্তা পাঠাইও না। তোমরা যা গোপন কর ও যা প্রকাশ কর তা আমি ভালভাবে জানি। তারপরও তোমাদের মধ্যে যে এরূপ করবে, সে সত্য ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে এবং সরল পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে।

(২) যাদের কাছে গোপনে তোমরা বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে থাক, তারা তোমাদেরকে করতলগত করতে পারলে শত্রু হয়ে তোমাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিবে, আর হত্যা ও বন্দি করার জন্যে তোমাদের প্রতি হাত প্রসারিত করবে। গালিগালাজ ও অশ্লীলতায় তাদের রসনা ব্যবহার করবে। সর্বাবস্থায় তারা কামনা করে তোমরাও তাদের ন্যায় কুফরী করে কাফের হয়ে যাও।

(৩) তোমাদের পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি যাদের কারণে তোমরা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাও কোন উপকারে আসবে না। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তোমাদের মাঝে ফায়সালা করে দিবেন। তখন আনুগত্যকারীকে জান্নাতে দিবেন আর নাফরমানকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন। তোমাদের কোন কাজ ও কথা তাঁর কাছে গোপন থাকে না।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا
تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۫ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا
بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ رَبَّنَا
عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝٤ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا

رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٥ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ
وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝٦

(4) হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় ইবরাহীম এবং তাঁর অনুসারীদের মাঝে তোমাদের জন্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, যখন তাঁরা আল্লাহকে অস্বীকারকারী কাফের সম্প্রদায়কে বলেছিলেন,আমরা তোমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম এবং তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে সকল শরীক ও মাবূদকে আহবান কর তাদের সাথেও সম্পর্কচ্ছেদ করলাম। আমরা তোমাদেরকে মানি না, তোমরা যে কুফরীর উপর প্রতিষ্ঠিত আছ আমরা তার প্রতিবাদ করছি।আর তোমাদের ও আমাদের মাঝে চিরকাল শত্রুতা ও ঘৃণা প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতদিন তোমরা কুফরীর উপর থাকবে এবং এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনবে। কিন্তু ইবরাহীমের তাঁর পিতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনার প্রতিশ্রুতি এই আদর্শের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা তা ছিল ইবরাহীমের একথা জানার পূর্বে যে তাঁর পিতা আল্লাহর শত্রু, যখন তাঁর কাছে সুস্পষ্ট হল যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন এবং বললেন তোমার উপকারের জন্যে আল্লাহর কাছে আমার করার কিছুই নেই। হে আমাদের পালনকর্তা!আমরা আপনার উপর ভরসা করিছ,আপনার নিকটেই তাওবার মাধ্যমে প্রত্যাবর্তন করছি। আর কিয়ামত দিবসে আপনার নিকটেই আমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল।

(5) হে আমাদের পালনকর্তা,আমাদেরকে শাস্তি দিয়ে কাফেরদের জন্যে পরীক্ষার পাত্র কর না অথবা আমাদের উপর তাদেরকে কর্তৃত্ব প্রদান কর না। তখন তারা আমাদেরকে দ্বীন থেকে ফেরানোর জন্যে ফেতনায় ফেলে দিবে অথবা আমাদের উপর বিজয়ী হয়ে আমাদেরকে ফেতনায় ফেলে দিবে আর বলবে,এরা যদি সত্য ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিতই হত, তবে এ ধরণের বিপদে আক্রান্ত হত না। তখন আমাদের এই অবস্থা দেখে তাদের কুফরী আরো বৃদ্ধি পাবে। হে আমাদের পালনকর্তা! আপনার ক্ষমা দ্বারা আমাদের পাপ সমূহকে ঢেকে দাও। নিশ্চয় আপনি মহাপরাক্রমশালী যাকে পরাজিত করার কোন শক্তি নেই। মহাপন্ডিত তাঁর কথায় ও কাজে।

(6) হে মুমিনগণ! নিশ্চয় ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারীদের ভিতরে রয়েছে প্রশংসিত উত্তম আদর্শ,তোমাদের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর কাছে কল্যাণ প্রত্যাশা করে তার জন্যে। আর নবীদের আদর্শকে গ্রহণ করার প্রতি আল্লাহর আহবান থেকে যে মুখ ফিরিয়ে নিবে এবং আল্লাহর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে, তার জানা উচিত যে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি স্বীয় সত্বা ও গুণাবলীতে প্রশংসিত; বরং সর্বাবস্থায় তিনি প্রশংসিত।

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ۭ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ۭ وَاللّٰهُ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٧ لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ
مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝٨ اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ
اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰٓى
اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝٩

(7) হে মুমিনগণ! তোমাদের মুশরিক আত্মীয়দের মধ্যে যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা আছে সম্ভবতঃ তাদের মাঝে এবং তোমাদের মাঝে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিবেন, ঘৃণা-বিদ্বেষের পর ভালবাসা তৈরী করে দিবেন। আর তা হবে তাদের অন্তরকে ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেয়ার মাধ্যমে। আল্লাহ সবকিছু করার ক্ষমতা রাখেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি ক্ষমাশীল ও তাদের প্রতি করুণাময়।

8 হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না যে,যারা তোমাদের সাথে দ্বীনের কারণে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কার করেনি, তাদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করবে এবং তাদের প্রতি করুণা ও সদাচরণ করে ইনসাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন তাদেরকে যারা কথায় ও কাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।

9 আল্লাহ তো কেবল তাদের সাথে সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়তে নিষেধ করেন যারা তোমাদের বিরুদ্ধে ধর্মের ব্যাপারে লড়াই করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিস্কৃত করেছে এবং বহিস্কারের কাজে কাফেরদেরকে সহযোগিতা করেছে। মুমিনদের বিরুদ্ধে যারা তাদেরকে সহযোগী ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা নিজেদের প্রতি জুলুমকারী এবং আল্লাহর সীমালঙ্ঘনকারী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ
عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ؕ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ؕ وَاٰتُوْهُمْ مَّآ
اَنْفَقُوْا ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ؕ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ
الْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ؕ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ؕ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝١٠ وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ
ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ۝١١

10 তোমরা যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে সত্য বিশ্বাস করেছ এবং তাঁর শরীয়ত অনুযায়ী আমল করছ, তোমাদের নিকট যখন ঈমানদার নারীগণ কাফের দেশ থেকে মুসলিম দেশে হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা কর। যাতে তাদের ঈমানের সত্যতা জানতে পার। আল্লাহ তাদের ঈমানের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। যদি তোমরা তাদের বাহ্যিক আলামত ও বিবরণ অনুযায়ী বুঝ যে, তারা ঈমানদার, তবে তাদেরকে তাদের কাফের স্বামীদের নিকট ফেরত পাঠিও না। কেননা মুমিন নারীর জন্যে হালাল নয় কোন কাফেরকে বিবাহ করা। আর কাফেরের জন্যেও হালাল নয় মুমিন নারীকে বিবাহ করা।এই মুসলিম নারীদের কাফের স্বামীরা তাদেরকে যে মোহরের খরচ প্রদান করেছে, তা তাদের দিয়ে দাও। তোমরা এই নারীদেরকে উপযুক্ত মোহর দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের কোন পাপ হবে না। আর তোমরা কাফের নারীদেরকে নিজেদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রেখ না। তোমাদের যে স্ত্রীরা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে মুশরেকদের কাছে চলে গেছে তাদের নিকট থেকে তোমরা যে মোহরনা ব্যয় করেছ তা চেয়ে নাও। ওরাও চেয়ে নিবে যে মোহরনা তারা ব্যয় করেছে তাদের স্ত্রীদের জন্যে যারা মুসলমান হয়ে তোমাদের নিকট চলে এসেছে। আয়াতে উল্লেখিত হুকুম হচ্ছে আল্লাহর বিধান, তিনি তোমাদের মাঝে তা ফায়সালা করেছেন, তোমরা তা লঙ্ঘন কর না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নয়। তিনি তাঁর কথায় ও কাজে প্রজ্ঞাময়।

11 তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ মুরতাদ হয়ে কাফেরদের কাছে চলে যায়, আর কাফেররা তোমাদেরকে মোহর ফেরত না দেয় যা তোমরা স্ত্রীদের দিয়েছিলে,তাহলে যদি তোমরা এই কাফেরদের উপর বা অন্য কাফেরদের উপর যুদ্ধে জয়লাভ করতে পার, তবে যে মুসলিমের স্ত্রীরা চলে গেছে তাকে (ক্ষতিপূরন স্বরূপ) গণীমত বা অন্য কোন অর্থ থেকে সেই পরিমাণ দিয়ে দিবে, যে পরিমাণ অর্থ ইতোপূর্বে মোহর হিসেবে তাদের দিয়েছিল। তোমরা যে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ তাঁকে ভয় কর।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ
وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا

يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ﴿۱۳﴾

(12) হে নবী,আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী নারীরা যখন আপনার নিকট এসে আনুগত্যের অঙ্গীকার করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, কিছু চুরি করবে না, ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না, গর্ভস্থ সন্তানকে ভূমিষ্টের পূর্বে বা পরে হত্যা করবে না,এমন সন্তানকে স্বামীদের অন্তর্ভুক্ত করবে না যারা তাদের সন্তান নয়। (অর্থাৎ ব্যভিচারের মাধ্যমে অন্যের সন্তান গর্ভে ধারণ করবে না।)ভালকাজের যে নির্দেশ আপনি প্রদান করেন তা লঙ্ঘন করবে না, তখন তাদের এই অঙ্গীকার গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুলকারী,তিনি তাঁর বান্দাদের ক্ষমা করেন, তাদের প্রতি করুণা করেন।

(13) তোমরা যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছ, আল্লাহ যে জাতির প্রতি কুফরীর কারণে রুষ্ট হয়েছেন তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক কর না। তারা পরকালে আল্লাহর প্রতিদান থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, যেমন কবরস্থিত কাফেররা আখেরাতে আল্লাহর করুণা থেকে নিরাশ হয়ে যাবে, যখন তারা স্বচোক্ষে বাস্তবতা দেখতে পাবে এবং দৃঢভাবে জানতে পারবে যে সেখানে তাদের মুক্তির কোন ব্যবস্থা নেই। অথবা যেমন কাফেররা কবরস্থিত মৃতদের পুনরুত্থানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে, পুনরুত্থানের ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস না থাকার কারণে।

সূরা আস্ সফ

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত- ১৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۲﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۳﴾ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ﴿۴﴾

(1) নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সকলেই আল্লাহকে এমন দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র ঘোষণা করে যা তাঁর জন্যে উপযুক্ত নয়। তিনি পরাক্রমশালী, তাঁকে পরাজিত করার কেউ নেই। তিনি তাঁর কথায় ও কাজে মহাপন্ডিত।

(2) তোমরা যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে সত্য বিশ্বাস করেছ এবং তাঁর শরীয়ত অনুযায়ী আমল করছ, কেন তোমরা এমন প্রতিশ্রুতি দাও বা এমন কথা বল, যা তোমরা নিজেরা রক্ষা কর না। যে ব্যক্তি কথা অনুযায়ী কাজ করে না আয়াতে তার এই আচরণের প্রতিবাদ করা হয়েছে।

(3) তোমরা যা কর্মে বাস্তবায়ন কর না তা মুখে বলা আল্লাহর নিকট বড়ই ঘৃণিত বিষয়।

(4) নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন তাদেরকে যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসাগালানো সুদৃঢ় প্রাচীর, যা শত্রুরা ভেদ করতে পারবে না। এই আয়াতে জিহাদ ও মুজাহিদদের ফযীলত বয়ান করা হয়েছে। এই কারণে যে মুমিন বান্দাগণ যখন আল্লাহর শত্রুদের সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে তাঁর পথে লড়াই করে তখন তিনি তাদের ভালবাসেন।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ؕ فَلَمَّا زَاغُوْۤا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۵﴾ وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْۤ

اِسۡرَآءِيۡلَ اِنِّىۡ رَسُوۡلُ اللّٰهِ اِلَيۡكُمۡ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيۡنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوۡرٰىةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوۡلٍ يَّاۡتِىۡ مِنۡۢ بَعۡدِى اسۡمُهٗۤ اَحۡمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمۡ بِالۡبَيِّنٰتِ قَالُوۡا هٰذَا سِحۡرٌ مُّبِيۡنٌ ۝٦

(5) হে রাসূল!আপনার জাতির নিকট উল্লেখ করুন, যখন আল্লাহর নবী মূসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন,কেন তোমরা আমাকে কথায় ও কাজে কষ্ট দিচ্ছ; অথচ তোমরা জান যে আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর প্রেরীত রাসূল? অতঃপর তারা যখন তাঁর সম্পর্কে জানার পরও হক থেকে সরে থাকল এবং তার উপরেই অটল থাকল, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরকে হেদায়াত গ্রহণ থেকে ফিরিয়ে রাখলেন, তারা যে বক্রতা নিজেদের জন্যে পছন্দ করেছিল তার শাস্তি স্বরূপ। আর আল্লাহ সে জাতিকে হেদায়াত করেন না যারা আনুগত্য থেকে ও সত্য নীতি থেকে বের হয়ে যায়।

(6) হে রাসূল! আপনার জাতির কছে উল্লেখ করুন, যখন ঈসা বিন মারইয়াম (আঃ) তাঁর জাতিকে বলেছিলেন, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর প্রেরীত রাসূল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং সঠিকভাবে সাক্ষ্য প্রদানকারী ও সুসংবাদদাতা একজন রাসূলের যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম 'আহমাদ'। তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর তাঁকে সত্যায়ন করার জন্যে আমি আহবানকারী। যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে যখন আগমন করলেন, তারা বলল, আপনি যা নিয়ে এসেছেন তা তো প্রকাশ্য যাদু।

وَمَنۡ اَظۡلَمُ مِمَّنِ افۡتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الۡكَذِبَ وَهُوَ يُدۡعٰۤى اِلَى الۡاِسۡلَامِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهۡدِى الۡقَوۡمَ الظّٰلِمِيۡنَ ۝٧ يُرِيۡدُوۡنَ لِيُطۡفِـُٔوۡا نُوۡرَ اللّٰهِ بِاَفۡوَاهِهِمۡ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوۡرِهٖ وَلَوۡ كَرِهَ الۡكٰفِرُوۡنَ ۝٨ هُوَ الَّذِىۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰى وَدِيۡنِ الۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهٗ عَلَى الدِّيۡنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوۡ كَرِهَ الۡمُشۡرِكُوۡنَ ۝٩

(7) ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম ও শত্রু আর কে হতে পারে,যে আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে এবং তাঁর ইবাদতে শরীক নির্ধারণ করে; অথচ তাকে ইসলামে প্রবেশ করার আহবান জানানো হয় এবং খালেসভাবে এক আল্লাহর ইবাদত করতে বলা হয়।যারা কুফরী ও শির্ক করে নিজের প্রতি জুলম করেছে আল্লাহ তাদেরকে সফলতার পথ প্রদর্শন করেন না।

(8) এই জালেমরা চায় আল্লাহর নূর তথা কুরআনকে এবং যে সত্য নিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেছেন তা মুখের ফুঁৎকারে তথা মিথ্যা কথা দ্বারা বাতিল করে দিবে। আল্লাহ সত্যকে বিকশিত করবেন তাঁর দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করার মাধ্যমে, যদিও মিথ্যারোপকারী ও অস্বীকারকারী কাফেররা তা অপছন্দ করে।

(9) তিনিই আল্লাহ যিনি তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআন ও দ্বীন ইসলাম দিয়ে প্রেরণ করেছেন। যাতে করে বিপরীত অন্য সকল ধর্মের উপর তাকে সুউচ্চ ও বিজয়ী করে দেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا هَلۡ اَدُلُّكُمۡ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنۡجِيۡكُمۡ مِّنۡ عَذَابٍ اَلِيۡمٍ ۝١٠ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖ وَتُجَاهِدُوۡنَ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ بِاَمۡوَالِكُمۡ وَاَنۡفُسِكُمۡ ؕ ذٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ۝١١ يَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوۡبَكُمۡ وَيُدۡخِلۡكُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىۡ جَنّٰتِ عَدۡنٍ ؕ ذٰلِكَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ ۝١٢ وَاُخۡرٰى تُحِبُّوۡنَهَا ؕ نَصۡرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتۡحٌ قَرِيۡبٌ ؕ وَبَشِّرِ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ۝١٣

(10) হে ঈমানদারগণ তথা তোমরা যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে সত্য বিশ্বাস করেছ এবং তাঁর শরীয়ত অনুযায়ী আমল করছ,আমি কি তোমাদেরকে এমন মর্যাদা সম্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যের নির্দেশনা দিব,যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে?

১১ তা এই যে, তোমরা স্থায়ীভাবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্যে তোমাদের জান ও মাল দ্বারা। এটা তোমাদের দুনিয়াবী বাণিজ্য থেকে উত্তম। যদি তোমরা সবকিছুর উপকার-অপকার বুঝে থাক, তবে এই নির্দেশ পালন কর।

১২ ১৩ হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে যা আদেশ করেন তা যদি তোমরা বাস্তবায়ন কর, তবে তিনি তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার প্রাসাদ ও বৃক্ষ সমূহের পাদদেশে নদী প্রবাহিত থাকবে এবং এমন উত্তম পবিত্র বাসগৃহে যা জান্নাতের স্থায়ী নিবাস কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। এটা এমন সাফল্য যার পর আর কোন সাফল্য নেই। আর হে মুমিনগণ! তিনি আরেকটি নেয়ামত দিবেন যা তোমরা পছন্দ কর, তা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয় যা তোমাদের হাতেই সম্পন্ন হবে। হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে দুনিয়াতে বিজয় ও সফলতার সুসংবাদ দিন আর আখেরাতে জান্নাতের।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ۝١٤

১৪ তোমরা যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে সত্য বিশ্বাস করেছ এবং তাঁর শরীয়ত অনুযায়ী আমল করছ, তোমরা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী হয়ে যাও। যেমন ঈসা বিন মারইয়াম (আঃ) এর একনিষ্ঠ অনুগত শিষ্যবর্গ আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী হয়েছিলেন, যখন তিনি তাদের বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে কে আমাকে এমন কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করার দায়িত্ব নিবে যা আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে? তারা বলেছিল, আমরা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী। তখন বানী ইসরাঈলের একটি দল সঠিক পথ পেয়েছিল, আরেকটি দল বিভ্রান্ত হয়ে কাফের হয়েছিল। তখন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল আমি তাদের শক্তিশালী করেছিলাম এবং তাদের শত্রু বিভ্রান্ত খৃষ্টান দলের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিলাম, ফলে তাদের উপর তারা বিজয়ী হয়েছিল। আর তা হয়েছে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে নবীরূপে প্রেরণ করার মাধ্যমে।

সূরা আল জুমআহ

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত- ১১

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝١ هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٢ وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٣ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝٤

১ আল্লাহর মর্যাদার সাথে শোভনীয় নয় এমন দোষ-ত্রুটি থেকে তাঁকে মুক্ত ও পবিত্র ঘোষণা করে নভোমন্ডল ও ভূমমন্ডলে যা কিছু আছে সবই। তিনি একাই সব কিছুর মালিক এবং অপ্রতিদ্বন্দী পরিচালক। সব ধরণের ঘাটতি ও ত্রুটি থেকে মুক্ত, মহাপরাক্রমশালী তাঁকে পরাজিত করার কেউ নেই, পরিচালনা ও সৃষ্টিতে প্রজ্ঞাময় পন্ডিত।

২ ৩ আল্লাহ সুবহানাহু, তিনিই নিরক্ষর আরব জনগোষ্ঠি যারা লিখতেও জানত না পড়তেও জানত না যাদের কাছে আসমানী রেসালতের কোন চিহ্নও ছিল না তাদের মাঝে

তাদেরই মধ্যে থেকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদের কাছে কুরআন পাঠ করেন, তাদেরকে নষ্ট আকীদা-বিশ্বাস এবং অসৎ চরিত্র থেকে পবিত্র করেন, আর তাদেরকে শিক্ষা দেন কুরআন ও সুন্নাত। নিঃসন্দেহে তাঁর প্রেরীত হওয়ার পূর্বে তারা ছিল সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।আর আল্লাহ তাঁকে আরো অন্যান্য জাতির জন্যে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, যারা এখনও আগমন করেনি।অচিরেই আরবদের থেকে ও অন্যান্য জাতি থেকে আগমন করবে। আল্লাহ একাই প্রত্যেক বস্তুর উপর বিজয়ী ও ক্ষমতাবান, তিনি তাঁর কথায় ও কাজে মহাপন্ডিত।

4 রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর আরব ও অন্যান্য জাতির নিকট প্রেরীত হওয়া আল্লাহর একটি অনুগ্রহ। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি তা প্রদান করেন। আল্লাহ একাই করুণাকারী ও অফুরন্ত দানকারী।

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ؕ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٥ قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْۤا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٦ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗۤ اَبَدًا ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝٧ قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٨

5 যে সকল ইহুদীকে তাওরাতের প্রতি আমল করতে আদেশ করা হয়েছিল, কিন্তু তার প্রতি আমল করেনি,তাদের দৃষ্টান্ত ঐ গাধার সাথে,যে পুস্তক বহন করে অথচ বুঝেই না তাতে কি আছে। যারা আল্লাহর আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে তাদের দৃষ্টান্ত কত নিকৃষ্ট, ওরা তা দ্বারা উপকৃত হল না। আল্লাহ্ জালেম সম্প্রদায়কে সঠিক পথের নির্দেশনা দেন না- যারা তাঁর সীমা অতিক্রম করে এবং তাঁর আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায়।

6 হে রাসূল!আপনি বলুন তাদের,যারা বিকৃত_ইহুদী ধর্মকে আঁকড়ে ধরে আছে- তোমরা মিথ্যা দাবী করে বল যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু- অন্য কোন মানব নয়,তাহেল তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি নিজেদের দাবীতে সত্যবাদী হও যে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসেন।

7 এই ইহুদীরা কখনই মৃত্যু কামনা করবে না। তারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয় এবং তাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে। এই কারণে যে তারা কুফরী করেছে এবং নিকৃষ্ট কর্ম করে থাকে। আল্লাহ্ জালেমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন, তাদের জুলুমের কোন কিছু তাঁর কাছে গোপন নেই।

8 আপনি বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়ন কর, তা থেকে পালাবার উপাই নেই, মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে তোমরা তার মুখোমুখি হবেই। অতঃপর পুনরুত্থান দিবসে তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে সেই আল্লাহর নিকট যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সকল বিষয়ে জ্ঞানী। তিনি তোমাদেরকে জানাবেন তোমাদের কর্ম সম্পর্কে এবং তিনি তার প্রতিদান দিবেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝٩ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝١٠

9 তোমরা যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে সত্য বিশ্বাস করেছ এবং তাঁর শরীয়ত অনুযায়ী আমল করছ,জুমআর দিবসে মুআযযিন যখন আহবান করে,তখন তোমরা খুতবা শোনার জন্যে এবং সালাত আদায় করার জন্যে দ্রুত অগ্রসর হও,আর বেচা-

কেনা ও যাবতীয় ব্যস্ততা পরিহার কর। তোমাদেরকে যে এই আদেশ করা হয়েছে তা তোমাদের জন্যে উত্তম। কেননা তাতে আছে তোমাদের পাপ মোচন এবং অফুরন্ত ছোয়াব, যদি তোমরা নিজেদের কল্যাণ বুঝতে পার তবে এরূপ কর। এই আয়াত দ্বারা জুমআর সালাত আদায় ও খুতবা শোনা ওয়াজিব প্রমাণিত হচ্ছে।

(10) অতঃপর যখন খুতবা শোনা শেষ হবে এবং সালাত সমাপ্ত হবে, তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং পরিশ্রম করে আল্লাহর রিযিক অনুসন্ধান কর।সর্বাবস্থায় তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভে সফলকাম হতে পার।

وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا ِانْفَضُّوْٓا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا ؕ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿۱۱﴾

(11) মুসলমানদের কেউ কেউ যখন ব্যবসায়ের সুযোগ পায় অথবা দুনিয়ার ক্রীড়াকৌতুক ও চাকচিক্য দেখে, তখন সেদিকে ছুটে যায়, আর আপনাকে মিম্বারে খুতবা অবস্থায় ছেড়ে দেয়। হে নবী আপনি তাদের বলে দিন, আল্লাহর নিকট যে ছোয়াব ও নেয়া'মত আছে তা ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যবসা থেকে অধিক উত্তম। আল্লাহ একক উত্তম রিযিকদাতা, তাঁর কাছেই তা প্রার্থনা কর। তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ হাসিলের জন্যে সাহায্য কামনা কর।

সূরা মুনাফিকূন

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১১

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۱﴾ اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۲﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿۳﴾ وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ؕ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ؕ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ؕ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ؕ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿۴﴾

(1) হে রাসূল!মুনাফিকরা যখন আপনার বৈঠকে উপস্থিত হয়, তখন মুখে মুখে বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ্ জানেন যে আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, মুনাফিকরা আপনার বিষয়ে যে সাক্ষ্য প্রকাশ করছে তাতে অবশ্যই তারা মিথ্যবাদী। তারা মুখে মুখে হলফ করছে কিন্তু অন্তরে কুফরী গোপন রাখছে।

(2) (3) মুনাফিকরা তাদের শপথ সমূহকে অভিযোগ ও শাস্তি থেকে বাঁচার জন্যে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করে। তারা নিজেদেরকে এবং মানুষকে আল্লাহর সঠিক-সোজা পথ থেকে বিরত রাখে। তারা যা করে তা খুবই নিকৃষ্ট। এই কারণে যে বাইরে তারা ঈমানের কথা প্রকাশ করে; কিন্তু ভিতরে কুফরীকে গোপন করে রাখে। তাই কুফরীর কারণে আল্লাহ্ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন, ফলে তারা অনুধাবন করতে পারে না কিসে তাদের কল্যাণ আছে।

(4) এই মুনাফিকদের দিকে আপনি যখন তাকাবেন, তখন তাদের আকৃতি ও দেহাবয়ব আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হবে। তারা কথা বললে আপনি শুনতে থাকবেন,তারা এত বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলে থাকে।অথচ তাদের অন্তর ঈমান শুণ্য হওয়ার কারণে এবং তাদের বিবেক উপকারী বিদ্যা ও জ্ঞান শুণ্য হওয়ার কারণে তারা দেয়ালে ঠেকানো

কাঠ সদৃশ্য- যাতে কোন প্রাণ নেই। প্রত্যেক উচ্চকন্ঠ ও শোরগোলকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর মনে করে। কেননা তারা তো নিজেদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানে যে তারা কিরূপ কাপুরুষ এবং তাদের অন্তরে কিরূপ ভয় বিস্তার করে আছে।তারাই প্রকৃত শত্রু,আপনার সাথে এবং মুমিনদের সাথে তারা কঠোর শত্রুতা পোষণ করে। তাদের থেকে সতর্কতা অবলম্বন করুন। আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করুন ও তাঁর করুণা থেকে বিতাড়িত করুন। কিভাবে তারা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে মুনাফিকী ও বিভ্রান্তির দিকে ধাবিত হচ্ছে?

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ۝٥ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝٦ هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ؕ وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝٧ يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَاۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ؕ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٨

5 এই মুনাফিকদের যখন বলা হয়, তোমরা যে খারাপ কথা ও নির্বুদ্ধিতা মূলক উক্তি করেছ তা থেকে তাওবাকারী ও ক্ষমা প্রার্থনাকারী হয়ে আস ,আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন এবং আল্লাহর কাছে তোমাদের পাপ মোচনের জন্যে মাগফিরাত চাইবেন, তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং বিদ্রূপ ও অহংকার করে মাথা নাড়ায়।হে রাসূল! আপনি দেখবেন তারা আপনার থেকে বিমূখ হচ্ছে,আর তাদেরকে যা বলা হয়েছে তা মানতে তারা অহংকার প্রদর্শন করছে।

6 হে রাসূল! এই মুনাফিকদের জন্যে আপনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা না করুন উভয়ই সমান। আল্লাহ কখনই এদের অপরাধ মার্জনা করবেন না। এই কারণে যে তারা ফাসেকী করতেই থাকে এবং দৃঢ়ভাবে কুফরীতে নিমজ্জিত থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর আনুগত্য বর্জনকারী ফাসেক সম্প্রদায়কে ঈমানের পথ প্রদর্শন করে না।

7 এই মুনাফিকরাই মদীনাবাসীদের বলে, আল্লাহর রাসূলের সহচর্যে যারা আছে সেই মুহাজির সাহাবীদের জন্যে অর্থ ব্যয় কর না। তাহলে তারা আপনা-আপনি বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে যাবে। আকাশ ও পৃথিবীর ভান্ডার সমূহ এবং তন্মধ্যে যে জীবিকা আছে তার মালিকানা একচ্ছত্র আল্লাহর, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন, যাকে ইচ্ছা দান করতে বিরত থাকেন। কিন্তু মুনাফিকরা বুঝে না যে জীবিকা কেবল আল্লাহরই পক্ষ থেকে আসে। কেননা তারা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সম্পর্কে অজ্ঞ।

8 এই মুনাফিকরা বলে, আমরা যদি (বানী মুস্তালেক যুদ্ধ থেকে) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি তবে আমাদের দলের শক্তিশালী লোকেরা মুমিনদের দুর্বল লোকদেরকে সেখান থেকে বের করে দেবে। অথচ প্রকৃত শক্তি ও বিজয় তো আল্লাহর জন্যে, তাঁর রাসূলের জন্যে এবং মুমিনদের জন্যে- অন্য কারো জন্যে নয়। কিন্তু এই মুনাফিকরা বড় জাহেল হওয়ার কারণে তা মোটেও জানে না।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝٩ وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ

الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ⑩
وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ۭ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ⑪

9 হে ঈমানদারগণ!তোমরা যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে সত্য বিশ্বাস করেছ এবং তাঁর শরীয়ত অনুযায়ী আমল করছ,তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য থেকে গাফেল না করে। যাদের ধন-সম্পদ তাদেরকে উহা থেকে উদাসীন রাখে তারাই আল্লাহর করুণা ও সম্মানের অংশ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত।

10 ওহে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছি তা থেকে কিছু কল্যাণের পথে ব্যয় কর। তোমাদের কারো নিকট মৃত্যু আসার আগেই এবং তার আলামত ও লক্ষণ দেখার পূর্বেই তা দ্রুত কর। অন্যথা তখন আফসোস করে বলবে, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরো কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন এবং অল্প সময়ের জন্যে আমার মৃত্যুর সময়কে বিলম্ব করলে না কেন? তাহলে তো আমার সম্পদ থেকে সাদকা করতে পারতাম এবং পরহেজগার সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতাম!

11 প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে এবং তার বয়স শেষ হয়ে যাবে,তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দিবেন না। তোমরা যে সকল ভাল-মন্দ কর্ম করে থাক আল্লাহর তার সব খবর রাখেন, তিনিই তার প্রতিফল দিবেন।

সূরা আত- তাগাবুন

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত- ১৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۡ وَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ①
هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ② خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ③ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ④

1 নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর শানে প্রযোজ্য নয় এমন সকল ত্রুটি থেকে তাঁকে পবিত্র ঘোষণা করে। তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ব্যাপক কর্তৃত্ব ও রাজত্ব প্রতিটি বস্তুতে, তিনিই সর্বোত্তম ও সুন্দর প্রশংসার অধিকারী। তিনি সকল বস্তুর উপর সর্বময় ক্ষমতাবান।

2 তিনিই তোমাদেরকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে নিয়ে এসেছেন অর্থাৎ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ তাঁর উলুহিয়্যাতকে (দাসত্বের দাবীকে) অস্বীকার করে, আবার কেউ তার প্রতি বিশ্বাস রেখে তাঁর শরীয়ত মোতাবেক আমল করে।তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তোমাদের আমল সমূহ দেখেন, তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন থাকে না,অচিরেই তোমাদেরকে তিনি তার প্রতিফল দিবেন।

3 তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে পরিপূর্ণ বিচক্ষণতার সাথে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। আর তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সর্বোত্তম আকৃতি দিয়ে। কিয়ামত দিবসে প্রত্যাবর্তন তাঁর কাছেই। তখন প্রত্যেককে তিনি তার কর্মের প্রতিফল দিবেন।

4 আল্লাহ সুবহানাহু নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে তা সব জানেন। হে লোক সকল! আর তোমরা পরস্পরের মাঝে যা লুকিয়ে রাখ এবং যা প্রকাশ কর তিনি তাও জানেন। বক্ষ সমূহ যা গোপন করে এবং অন্তর সমূহ যা লুকিয়ে রাখ সে সম্পর্কেও আল্লাহ সম্যক জ্ঞান রাখেন।

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۫ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٥
ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا
وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ۭ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝٦

5 হে মুশরিকগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি যারা কাফের ছিল তাদের বৃত্তান্ত কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? যখন তাদের কুফরী ও নিকৃষ্ট কর্মের অশুভ পরিণতি তাদেরকে গ্রাস করেছিল। আর পরকালে রয়েছে তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক কঠিন শাস্তি।

6 দুনিয়াতে তাদের এই শাস্তি এবং আখেরাতে যার সম্মুখীন হবে এটা এই কারণে যে, তাদের নিকট আল্লাহর রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও প্রকাশ্য মো'জেযা নিয়ে যখন আগমন করেছিলেন, তখন তারা অমান্য করে বলেছিল, আমাদের মত মানুষই কি আমাদেরকে পথপ্রদর্শন করবে? অতঃপর তারা আল্লাহর সাথে কুফরী করেছিল এবং তাঁর রাসূলদের রিসালাতকে অস্বীকার করেছিল। সত্য থেকে বিমুখ হয়েছিল এবং তা গ্রহণ করেনি। আল্লাহ তাদের ঈমান ও ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি ব্যাপকভাবে পরিপূর্ণ ঐশর্যশালী। নিজ কথা, কাজ ও গুণাবলীতে প্রশংসিত। তিনি কাফেরদের পরওয়া করেন না, তাদের গুমরাহীতের তাঁর কিছু আসে যায় না।

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ۭ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۭ وَذٰلِكَ عَلَى
اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝٧ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝٨ يَوْمَ
يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ۭ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۭ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ
سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝٩
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝١٠

7 যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে তাদের মিথ্যা দাবী হচ্ছে যে, তারা মৃত্যুর পর কখনই পুনরুত্থিত হবে না। হে রাসূল আপনি তাদের বলে দিন, হ্যাঁ অবশ্যই আমার পালনকর্তার কসম,তোমরা নিশ্চয় কবর থেকে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে। তারপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে দুনিয়াতে তোমরা যে সকল আমল করতে সে সম্পর্কে। আর এটা আল্লাহর কাছে খুবই সহজ ও তুচ্ছ বিষয়।

8 অতএব হে মুশরিকরা, তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। আর সেই কুরআনের হেদায়াত গ্রহণ কর যা তাঁর রাসূলের নিকট অবতীর্ণ করেছেন। তোমরা যে আমল কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন, তোমাদের কোন কথা ও কাজ তাঁর নিকট গোপন থাকে না, আর কিয়ামত দিবসে তিনি তার প্রতিফল দিবেন।

9 স্মরণ কর তোমরা সেই হাশরের দিন, যখন আল্লাহ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবাইকে সমবেত করবেন। এ দিন কে হারে কে জিতে তা প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং সৃষ্টির মধ্যে ব্যবধান সুস্পষ্ট হবে। মুমিনগণ কাফের ও ফাসেকদেরকে পরাজিত করবে। ঈমানদারগণ আল্লাহর করুণায় জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর কাফেররা আল্লাহর ন্যায় বিচারে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর আনুগত্য করে, তিনি তার গুনাহ সমূহ মোচন করবেন এবং প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে যার প্রাসাদ ও বৃক্ষ সমূহের পাদদেশে নির্ঝরিণী সমূহ প্রবাহিত হবে। তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। জান্নাতের এই চিরকালীন আবাস এমন এক বিরাট সাফল্য যার অনুরূপ সাফল্য আর হয় না।

10 আর যারা আল্লাহকে সত্য মাবূদ মানতে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর প্রভুত্বের প্রমাণ ও দাসত্বের নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা ভেবেছে যা দিয়ে তিনি রাসূলদের প্রেরণ

করেছিলেন, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী, তথায় তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল এই 'জাহান্নাম' নামক জায়গাটি কতই না নিকৃষ্ট।

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيْمٌ ﴿١١﴾ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ
الْمُبِيْنُ ﴿١٢﴾ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٣﴾

11 আল্লাহর নির্দেশ, ফায়সালা ও তাঁর তকদীরের নির্ধারণ ব্যতীত কেউ কোন বিপদে পতিত হয় না। যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে, তিনি তার অন্তরকে তাঁর নির্দেশের প্রতি আত্মসমর্পণ ও তাঁর ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার পথপ্রদর্শন করেন, আর তাকে পথ দেখান উত্তম কথা, কাজ ও অবস্থার প্রতি। কেননা অন্তরের হেদায়াতই হচ্ছে আসল, আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্তরের অনুসরণকারী। আল্লাহ সকল বিষয়ে মহাজ্ঞানী, কোন বস্তু তাঁর জ্ঞানের বাইরে গোপন থাকে না।

12 হে মানব জাতি,তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং তিনি যা আদেশ-নিষেধ করেন তার প্রতি আত্মসমর্পন কর, আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পালনকর্তার নিকট থেকে যা পৌঁছিয়েছেন তারও আনুগত্য কর। তোমরা যদি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তোমাদের এই উপেক্ষায় আমার রাসূলের কোন ক্ষতি হবে না। তাঁর দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌঁছিয়ে দেয়া যা দিয়ে তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে।

13 আল্লাহ একক, তিনি ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ নেই। মুমিনদের উপর আবশ্যক হচ্ছে প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর একত্বের উপর ভরসা করা।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا
وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤﴾ اِنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗۤ
اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٥﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَنْ يُّوْقَ
شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٦﴾ اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ
لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٧﴾ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾

14 ওহে আল্লাহ ও রাসূলের উপর বিশ্বাসীগণ!নিশ্চয় তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন, তারা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বাধা প্রদান করে এবং তাঁর আনুগতের পথ থেকে বিরত রাখে। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক, তাদের অনুসরন কর না। যদি তাদের অপরাধগুলো মার্জনা কর, উপেক্ষা কর এবং তা গোপন রাখ, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়- তিনি তোমাদের অপরাধ মার্জনা করবেন। কেননা তিনি মহান ক্ষমাশীল ও সুপ্রশস্ত করুণার অধিকারী।

15 তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল তোমাদের (ঈমানের) পরীক্ষা স্বরূপ। যে আল্লাহর আনুগত্যকে অন্যের আনুগত্যের উপর প্রাধান্য দিবে এবং নিজ সম্পদের হক আদায় করবে, তার জন্যে রয়েছে আল্লাহর কাছে মহাপুরস্কার।

16 অতএব হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে যথাসাধ্য চেষ্টা কর এবং সর্বশক্তি প্রয়োগ কর।রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কথা শুন ও তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা কর, তাঁর নির্দেশ মেনে চল এবং নিষেধ থেকে বিরত থাক। তোমাদেরকে আল্লাহ যে জীবিকা প্রদান করেছেন তা ব্যয় কর, এগুলো তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। যারা অন্তরের কৃপণতা থেকে মুক্ত থাকবে এবং উদ্বৃত্ত সম্পদ দান করবে, তারাই কল্যাণ লাভে বিজয়ী হবে এবং সকল উদ্দেশ্য পুরনে সফলকাম হবে।

(17) তোমরা যদি একনিষ্ঠভাবে খুশী মনে আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় কর, তবে যা ব্যয় করবে তার ছোয়াবকে আল্লাহ দ্বিগুণ করে দিবেন, তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ দানকারীদের গুণাগ্রাহী, তারা যা ব্যয় করে তার উত্তম বিনিময় দিয়ে কৃতজ্ঞতাকারী।

(18) তিনি সুবহানাহু সকল দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে মহাজ্ঞানী, পরাক্রান্ত- তাঁকে পরাজিত করার কেউ নেই। নিজ কথা ও কাজে তিনি প্রজ্ঞাময়।

সূরা আত্ব-ত্বালাক

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াতঃ ১২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۭ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۭ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۭ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ۝۱

(1) হে নবী,তুমি এবং মুমিনগণ যখন স্ত্রীদের তালাক দিতে চাও, তখন তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দিবে- অর্থাৎ ঋতুস্রাব শেষ হওয়ার পর পবিত্র অবস্থায় যখন তার সাথে সহবাস হয়নি অথবা গর্ভধারণ সুস্পষ্ট হওয়ার পর তালাক দিবে। আর ইদ্দত গণনা করে রাখবে।যাতে ফেরত নিতে চাইলে ফেরত নেয়ার সময় আছে কি না জানা যায়। তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় কর। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে সে গৃহ থেকে বের করে দিও না যেখানে তারা বসবাস করছিল,যে পর্যন্ত তাদের ইদ্দত শেষ না হয়। ইদ্দতের সময়সীমা হচ্ছে তিন হায়য যা অপ্রাপ্ত বয়স্কা, বৃদ্ধা তথা যাদের ঋতু বন্ধ হয়ে গেছে এবং গর্ভবতী নারী ব্যতীত অন্যান্যদের জন্যে। স্ত্রীরাও নিজেরা ঐ গৃহ থেকে বের হবে না। তবে তারা যদি সুস্পষ্ট কোন নির্লজ্জতায় যেমন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন বের করে দিবে।এগুলো আল্লাহর বিধি-বিধান যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্যে আইন হিসেবে প্রবর্তন করেছেন। যে আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করবে, সে নিজের উপর জুলুম করবে এবং নিজেকে ধ্বংসের পথে ঠিলে দিবে। হে তালাক প্রদানকারী তুমি জান না, হতে পারে এই তালাকের পর আল্লাহ তোমার ধারণার বাইরে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দিবেন, তখন তুমি স্ত্রীকে ফেরত নিয়ে নিবে।

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ۭ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝۲ۙ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۭ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَي اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۭ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝۳ وَالّٰۗـِٔيْ يَىِٕسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَاۗىِٕكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰۗـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ۭ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۭ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ۝۴ ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗٓ اِلَيْكُمْ ۭ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗٓ اَجْرًا ۝۵

(2)(3) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের ইদ্দতের সময় যখন শেষ দিকে পৌঁছবে তখন উত্তম আচরণের সাথে যথোপযুক্ত পন্থায় ফেরত নিয়ে নিবে এবং তাদের খরচ দিবে। অথবা তাদের উপযুক্ত পাওনা পরিশোধ করে ছেড়ে দিবে, তাদের কোন ক্ষতি করবে না।আর ফেরত নিলে বা ছেড়ে দিলে তোমাদের মধ্যে থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী

রাখবে।আর হে সাক্ষীগণ,তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দিবে অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। আল্লাহ তোমাদেরকে যে এই আদেশ করছেন,তা দ্বারা তিনি উপদেশ দিচ্ছেন তাদেরকে যারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে। যে আল্লাহকে ভয় করে তাঁর নির্দেশ মোতাবেক কাজ করে এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকে, সকল সংকীর্ণতা থেকে তাকে তিনি মুক্ত থাকার ব্যবস্থা করে দেন এবং এমনভাবে জীবিকার উপকরণ সহজ করে দেন যা তার ধারণাতীত এবং কল্পনারও বাইরে ছিল। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করবে তিনিই তার চিন্তনীয় সকল বিষয়ের সমাধানের জন্যে যথেষ্ট হবেন। আল্লাহ্ তার কাজকে পূর্ণ করবেন কোন কিছুই ছুটবে না এবং কোন বস্তু তাকে অপারগ করতে পারবে না। আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর জন্যে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন, ঐ সময় উপস্থিত হলে তা বিলীন হয়ে যাবে এবং পরিমাণ স্থির করেছেন যা অতিক্রম করবে না।

4 তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে তালাকপ্রাপ্তা যে নারীর বয়বৃদ্ধা হওয়ার কারণে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে, তোমরা যদি সন্দেহ কর যে তাদের ব্যাপারে হুকুম কি? তবে তাদের ইদ্দত হল তিন মাস। আর ঋতুবতী হয়নি এমন অপ্রাপ্তা বয়স্কা নারীর ইদ্দতও তিন মাস।গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল হচ্ছে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত।যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তাঁর হুকুম পালন করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি তার প্রতিটি বিষয়কে সহজ করে দিবেন।

5 তালাক ও ইদ্দত সংক্রান্ত যে বিষয় উল্লেখ করা হল তা আল্লাহর নির্দেশ, হে লোক সকল, তিনি তোমাদের প্রতি তা নাযিল করেছেন, যাতে করে তোমরা জানতে পার। যে আল্লাহকে ভয় করে তাঁর নাফরমানী থেকে বিরত থাকবে এবং ফরয বিষয় সমূহ আদায় করবে, তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং আখেরাতে মহাপুরস্কার প্রদান করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ؕ وَاِنْ كُنَّ
اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ
وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗۤ اُخْرٰى ۝ لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ
وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّاۤ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ؕ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَاۤ اٰتٰىهَا ؕ سَيَجْعَلُ
اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۝

6 তোমরা তোমাদের শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী যেরূপ বাসগৃহে বসবাস কর,তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরও ইদ্দত পালনকালীন সময়ে অনুরূপ বাসগৃহ প্রদান কর। বাসস্থানে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ কর না। তোমাদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা যদি গর্ভবতী হয়,তবে সন্তান প্রসব পর্যন্ত ইদ্দতের পুরা সময় তাদের ব্যয়ভার বহন করবে।তাদের গর্ভস্থ সন্তানকে যদি তারা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্তন্যপান করায়, তবে তাদের পারিশ্রমিক পূর্ণরূপে প্রদান করবে।আর তোমরা পরস্পরকে সমাজে পরিচিত উদারতা ও সন্তুষ্টচিত্তে অবলম্বনের পরামর্শ দিবে। মাতার স্তন্যপানের ব্যাপারে যদি তোমরা কোন ঐক্যমতে পৌঁছতে না পার, তবে পিতার ঐ সন্তানকে তালাকপ্রাপ্তা মাতা ব্যতীত অন্য কোন নারী স্তন্যদান করবে।

7 আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন এরূপ বিত্তশালী স্বামী স্বীয় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্যে অর্থ ব্যয় করবে।অনুরূপভাবে স্বামী প্রশস্ত জীবিকার অধিকারী হলে নিজ সন্তানের জন্যেও অর্থ ব্যয় করবে।আর যাকে সংকীর্ণ জীবিকা দেয়া হয়েছে এরূপ দরিদ্র লোক,আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে সাধ্যানুযায়ী ব্যয় করবে।ধনী লোকের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে দরিদ্র লোকের উপর তদরূপ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি। অচিরেই আল্লাহ সংকীর্ণতা ও কষ্টের পর প্রশস্ততা ও সুখ-সাচ্ছন্দ প্রদান করবেন।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ۝٨ فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا ۝٩ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ ۚ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝١٠ رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۭ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ۝١١

৮ ৯ অনেক জনপদের লোকেরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণের আদেশ অমান্য করেছিল এবং কুফরী ও অবাধ্যতায় সীমালঙ্ঘন করেছিল, তখন তাদের কর্মের জন্যে দুনিয়াতেই কঠোরভাবে হিসাব নিয়েছিলাম এবং ভীষণ কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম। ফলে সীমালঙ্ঘন ও কুফরীর নিকৃষ্ট পরিণাম তারা আস্বাদন করেছিল। আর তাদের কুফরীর পরিণাম ছিল এমন ধ্বংস ও ক্ষতি যার পর আর ক্ষতি থাকতে পারে না।

১০ ১১ এই সম্প্রদায় যারা সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের আদেশ অমান্য করেছিল, আল্লাহ তাদের জন্যে ভয়ানক কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। অতএব হে সুস্থ বিবেকের অধিকারীরা!যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণকে সত্য বিশ্বাস করেছ এবং তাঁর বিধান মোতাবেক আমল করছ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর ক্রোধ থেকে সাবধান থাক। আল্লাহ নাযিল করেছেন তোমাদের নিকট হে মু'মিনগণ এমন উপদেশ, যা তোমাদেরকে স্মরণ করাবে এবং সতর্ক করবে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর আনুগত্যের প্রতি আমলকে। সেই উপদেশ হচ্ছে একজন রসূল, তিনি তোমাদের কাছে আল্লাহর আয়াত সমূহ পাঠ করে শোনাবেন, যা তোমাদের সামনে মিথ্যা থেকে সত্যকে সুস্পষ্ট করে দিবে। যাতে কুফরীর অন্ধকার থেকে ঈমানের আলোর দিকে বের করে নিয়ে আসেন ঐ লোকদের যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সত্যায়ন করেছিল এবং আল্লাহ তাদেরকে যে হুকুম করেছিলেন সে অনুযায়ী সৎকর্ম করেছিল ও তাঁর আনুগত্য করেছিল। আর যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে,যার প্রাসাদ ও বৃক্ষ সমূহের পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তারা অবস্থান করবে অনন্তকাল।আল্লাহ্ সৎকর্মশীল মু'মিনকে জান্নাতে উত্তম রিযিক দান করবেন।

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۭ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝١٢

১২ একক আল্লাহই সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং অনুরূপ সপ্ত যমীনও সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ ওহী করে তাঁর রসূলগণের নিকট নির্দেশনা নাযিল করেছেন যা দ্বারা তিনি ভূমন্ডল ও পৃথিবীর মধ্যে তাঁর সৃষ্টিকুলকে পরিচালনা করেন। যাতে তোমরা জানতে পার হে মানবকুল যে, আল্লাহই সর্বশক্তিমান-কোন কিছুই তাঁকে অপারগ করতে পারে না। আর নিশ্চয় আল্লাহ সকল বস্তুকে তাঁর জ্ঞানের আয়ত্বের মধ্যে রেখেছেন, তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতার বাইরে কোন কিছুই নেই।

সূরা আত তাহরীমঃ

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝١ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝٢ وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ۭ قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝٣ اِنْ تَتُوْبَآ اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلٰۗىِٕكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ۝٤ عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰۗىِٕبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰۗىِٕحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ۝٥

(১) হে নবী কেন আপনি হালাল বস্তুকে হারাম করে নিজেকে তা থেকে বিরত রাখছেন যা আল্লাহ আপনার জন্যে হালাল করেছেন? আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছেন? আল্লাহ আপনার জন্যে ক্ষমাশীল এবং আপনার প্রতি দয়াবান।

(২) হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্যে আল্লাহ কসম থেকে অব্যাহতি লাভের বিধান কাফ্ফারা আদায় করার মাধ্যমে প্রণয়ন করেছেন। আর তা হল, দশজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান, অথবা তাদেরকে পোষাক প্রদান করা অথবা একজন দাস মুক্ত করা। এগুলোর কোন একটি করতে না পারলে তিনদিন সিয়াম পালন করা। আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী ও তোমাদের প্রতিটি বিষয় তত্বাবধানকারী। তিনি তোমাদের কল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে মহাজ্ঞানী তাই সে অনুযায়ী তিনি বিধান প্রণয়ন করেন। তিনি নিজ কথা ও কাজে প্রজ্ঞাময়।

(৩) নবী যখন একটি কথা তাঁর স্ত্রী হাফসা (রাঃ)এর কাছে গোপনে বললেন, অতঃপর স্ত্রী তা আয়েশা (রাঃ)এর নিকট প্রকাশ করে দিল, আর আল্লাহ তাঁর নবীকে তাঁর গোপন কথা প্রকাশ করার কথা জানিয়ে দিলেন। তখন তিনি হাফসাকে কিছু কথা জানালেন যা সে প্রকাশ করে দিয়েছিল আর কিছু জানাতে বিরত থাকলেন। নবী যখন স্ত্রীকে তার গোপন কথা প্রকাশ করার বিষয়টি জানালেন, সে বলল, কে আপনাকে এটা অবহিত করল? তিনি বললেন, যিনি মহাজ্ঞানী ও সববিষয়ে ওয়াকিফহাল তিনি আমাকে অবহিত করেছেন। যাঁর কাছে কোন গোপন বস্তু গোপন থাকে না।

(৪) তোমরা যদি হে হাফসা ও আয়েশা তাওবার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে ফিরে আস (তবে ভাল কথা), তোমাদের থেকে এমন আচরণ প্রকাশ হয়েছে যার জন্যে তাওবা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কেননা তোমাদের অন্তর এমন বিষয়কে পছন্দ করার দিকে ধাবিত হয়েছে যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অপছন্দ করেছেন। আর তা হচ্ছে তাঁর গোপন কথা ফাঁস করে দেয়া। নবীকে যা খারাপ লাগে তাতে যদি তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা কর, তবে জেনে রাখ আল্লাহ, জিবরীল ও সৎকর্মশীল মু'মিনগণ তাঁর বন্ধু ও সাহায্যকারী। তাছাড়া আল্লাহর সাহায্যের পর ফেরেশতাগণও তাঁকে সহযোগিতাকারী এবং যারা তাঁকে কষ্ট দেয় ও শত্রুতা করে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্যকারী।

(৫) হে নবীর স্ত্রীরা,নবী যদি তোমাদের সকলকে তালাক দিয়ে পরিত্যাগ করেন, তবে সম্ভবতঃ তাঁর পালনকর্তা তোমাদের পরিবর্তে তাঁকে এমন উত্তম স্ত্রী দিবেন যারা হবে সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি বিনয়ী, আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী, আল্লাহর

আনুগত্যকারিণী, আল্লাহ পছন্দ করেন এমন নেককর্মের প্রতি প্রত্যবর্তকারিণী, অধিকহারে তাঁর ইবাদতকারিণী, রোযাদার, কেউ হবে অকুমারী এবং কেউ কুমারী।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝٦ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۭ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٧ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ۭ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٨

৬হে ঈমানদারগণ-যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সত্যায়ন করেছ এবং তাঁর শরীয়ত মোতাবেক আমল করছ, তোমরা আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা মেনে চলার মাধ্যমে এবং যা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করার মাধ্যমে নিজেদরকে রক্ষা কর এবং যার মাধ্যমে নিজেদেরকে রক্ষা করছ তা দ্বারা তোমাদের পরিবারের লোকদেরকেও রক্ষা কর এমন আগুন থেকে যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর। এই আগুনের অধিবাসীদের শাস্তি দেয়ার জন্যে নিয়োজিত আছে এমন ফেরেশতা যারা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং আচরণে পাষাণ হৃদয়, তারা আল্লাহ যা আদেশ করেন লঙ্ঘন করে না। তাদেরকে যা করতে আদেশ করা হয় তারা তাই বাস্তবায়ন করেন।

7যারা কুফরী করেছিল তথা আল্লাহকে সত্য মা'বূদ মানতে অস্বীকার করেছিল তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার সময় বলা হবে, আজকের দিন তোমরা ওযর পেশ কর না, তোমরা দুনিয়াতে যে ধরণের কর্ম করতে তোমাদেরকে তো আজ তারই প্রতিফল দেয়া হবে।

8হে মু'মিনগণ-তোমরা যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সত্যায়ন করেছ এবং তাঁর শরীয়ত মোতাবেক আমল করছ, তোমরা তাওবা নাসূহা কর তথা পাপাচার থেকে এমন আন্তরিকভাবে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর যার পরে আর কোন পাপাচার থাকবে না। আশা করা যায়, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্ম সমূহ মোচন করে দিবেন এবং তোমাদের দাখিল করবেন এমন জান্নাতে যার প্রাসাদ সমূহের তলদেশে নদী প্রবাহিত থাকবে। সেদিন আল্লাহ্ নবী এবং তাঁর বিশ্বাসী সহচরদেরকে অপদস্থ করবেন না, তাদেরকে শাস্তি দিবেন না; বরং তাদের মর্যাদাকে সুউচ্চ করবেন। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে। তারা বলবে, হে আমাদের পালনর্কতা আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন, যাতে পুলসিরাত পার হতে পারি এবং জান্নাতে পৌঁছতে পারি। আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদের গুনাহগুলো মার্জনা করুন ও তা গোপন করে দিন। নিশ্চয় আপনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۭ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝٩ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ۭ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـــًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ۝١٠

9হে নবী! যারা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে কুফরী করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তরবারীর সাহায্যে লড়াই করুন। আর যারা অন্তরে কুফরী গোপন রেখে মুনাফেকী করে তাদের বিরুদ্ধে হুজ্জত-প্রমাণ দ্বারা,দন্ড প্রয়োগ ও দ্বীনের নিদর্শনাবলী দ্বারা জিহাদ করুন। উভয় দলের বিরুদ্ধে জিহাদে কঠোর ও শক্ত আচরণ করুন। আখেরাতে যে ঠিকানায় তারা অবস্থান করবে তা হচ্ছে জাহান্নাম। প্রত্যাবর্তন স্থল হিসেবে তা কতই না নিকৃষ্ট স্থান।

10 আল্লাহ কাফেরদের অবস্থার একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যারা মুসলমানদের সাথে চলাফেরা করে, তাদের নিকটে থাকে এবং মিলেমিশে চলে, তাদের এই আচরণ আল্লাহর সাথে কুফরী করার কারণে কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহর নবী নূহ (আঃ)এর পত্নী ও লূত (আঃ)এর পত্নীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। কেননা তারা ছিল আমার দু'জন নেক বান্দার বন্ধনে। তারা দ্বীনী বিষয়ে তাদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে। তারা দু'জনই ছিল কাফের। ফলে এ দু'জন রাসূল তাঁদের স্ত্রীদের আল্লাহর শাস্তি থেকে কিছু মাত্র রক্ষা করতে পারল না। ঐ দু'স্ত্রীকে বলা হল, জাহান্নামীদের সোথে তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ কর। এই দৃষ্টান্ত থেকে দলীল পাওয়া যায় যে, নবী ও নেক লোকদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন অসৎ আমলের ক্ষেত্রে কোন উপকারে আসবে না।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١١﴾ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ﴿١٢﴾

11 আল্লাহ মু'মিনদের অবস্থার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করেছে, একক্ভাবে তাঁর ইবাদত করেছে এবং তাঁর শরীয়ত অনুযায়ী আমল করেছে,লেনদেনের ক্ষেত্রে কাফেরদের সাথে মিলেমিশে চলাতে তাদের কোন ক্ষতি নেই, আল্লাহ এই মু'মিনদের জন্যে ফেরাউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যে স্ত্রী আল্লাহকে অস্বীকারকারী সবচেয়ে বড় কাফের ফেরাউনের বন্ধনে ছিল; অথচ সে ছিল মু'মেনা। যখন সে বলেছিল, হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্নিকটে জান্নাতের ভিতর আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন। আর ফেরাউনের কর্তৃত্ব, ফেৎনা ও যে দুষ্কর্ম সে করে থাকে তা থেকে আমাকে উদ্ধার করুন। আর অত্যাচার ও গুমরাহীতে যারা তার অনুসরণকারী সেই সম্প্রদায় ও তাদের শাস্তি থেকে আমাকে পরিত্রাণ দিন।

12 ঈমানদারদের জন্যে আল্লাহ আরো দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ইমরান তনয়া মারইয়ামের, যে তার সতিত্ব বজায় রেখেছিল, ব্যভিচারের অপরাধ থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছিল। তখন আল্লাহ জিবরীল (আঃ)কে আদেশ করলেন, তার জামার গলাবন্ধের মধ্যে তাঁর পক্ষ থেকে একটি রূহ (জীবন) ফুঁকে দিতে। অতঃপর তা তার গর্ভাশয়ে গিয়ে পৌঁছে এবং তিনি ঈসাকে গর্ভে ধারণ করেন। সে তার পালনকর্তার বাণী সমূহেকে সত্যায়ন করেছিল, তাঁর শরীয়ত অনুযায়ী আমল করেছিল যা তিনি বান্দাদের জন্যে প্রণয়ন করেছিলেন, তাঁর কিতাব মেনেছিল যা তিনি রাসূলদের উপর অবতরন করেছিলেন।সে ছিল আনুগত্যকারীদের একজন।

সূরা আল-মুলক্

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৩০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ۖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۙ﴿١﴾ الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۙ﴿٢﴾ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۭ مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ۭ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ﴿٣﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ﴿٤﴾ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاۗءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ﴿٥﴾

1 আল্লাহর কল্যাণ ও করুণা সৃষ্টিকুলের সকলের প্রতি অসংখ্য ও অগণিত, যার হাতেই রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের কর্তৃত্ব ও রাজত্ব, তাতে তাঁর নির্দেশ ও ফায়সালা বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। এই আয়াত থেকে আল্লাহ

সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সম্বাগত বৈশিষ্ট 'হাত'এর পরিচয় পাওয়া। এই হাতের প্রকৃতি তেমনই যেমন তাঁর সম্বার সাথে উপযুক্ত। কোন আকার-আকৃতি নির্ধারণ করা যাবে না।

(2) তিনি জীবন ও মরণ সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে হে লোক সকল, তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন, তোমাদের মাঝে কে আমলের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ও একনিষ্ঠতার পরিচয় দিতে পারে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, তাঁকে পরাজিত করার কেউ নেই। বান্দাদের মধ্যে যে তাওবা করে তিনি তাকে ক্ষমাকারী। এই আয়াতে সৎ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

(3) তিনি সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন,আকাশগুলো একটির উপর আরেকটি স্তর আকারে সাজানো আছে। হে দৃষ্টিপাতকারী! দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে অনৈক ও ভিন্নতা পাবে না। তুমি পুনরায় আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত কর, তাতে কি কোন ছিদ্র বা ফাটল দেখতে পাও?

(4) তারপর বারবার দৃষ্টি ঘুরাও,তোমার দৃষ্টি কোন খুঁত খুঁজে না পেয়ে বিফল ও লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে আসবে,তখন সে হবে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত।

(5) নিশ্চয় আমি দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশ যা তুমি নিজ চোখে দেখতে পাও তাকে সুসজ্জিত করেছি বিশাল বিশাল আলোকিত তারকারাজি দ্বারা এবং সেগুলোকে আকাশ থেকে চুরি করে কথা শ্রবণকারী শয়তানদের তাড়া করার জন্যে দগ্ধকারী অগ্নিস্ফুলিংগ স্বরূপ করেছি। আর আখেরাতে আমি তাদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি, যার গরমের প্রচন্ডতা তারা অনুমান করতে পারবে।

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝ اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا
شَهِيْقًا وَّهِىَ تَفُوْرُ ۝ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۭ كُلَّمَآ اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ
يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ۝ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَاۗءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ اِنْ
اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ۝ وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝
فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝

(6) এই কাফেররা যখন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে,তখন তারা ভয়ানক বিকট গর্জন শুনতে পাবে।তখন তা কঠিনভাবে উত্থলাতে থাকবে।

(7) পালনকর্তা স্রষ্টাকে অস্বীকারকারী কাফেরদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল হিসেবে জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট জায়গা।

(8) জাহান্নাম কাফেরদের উপর যেন ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইবে। যখনইএক দল মানুষকে তথায় নিক্ষেপ করা হবে, তখন তাদেরকে জাহান্নামের দায়িত্বপ্রাপ্ত সিপাহীরা ধমকের স্বরে জিজ্ঞেস করবে,দুনিয়ায় তোমাদের নিকট কি কোন রাসূল আসেনি, যে তোমাদেরকে এই শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছে, যার মধ্যে তোমরা নিক্ষিপ্ত হয়েছ?

(9) জবাবে তারা বলবে,হ্যাঁ আমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল এসেছিলেন এবং সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু আমরা তাকে মিথ্যা মনে করেছি। তিনি যে সকল নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেছিলেন সে সম্পর্কে আমরা বলেছি, কোন মানুষের নিকট আল্লাহ কোন কিছু নাযিল করেনি, বলেছি,হে রাসূলগণ!তোমরা মহা বিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ।

(10) তারা আরো স্বীকার করবে যে, সত্য অনুসন্ধানকারীর শ্রবণ করার ন্যায় যদি আমরা শ্রবণ করতাম অথবা যে পথে আমাদের আহবান করা হয়েছে তা নিয়ে চিন্তা-ফিকির করতাম, তবে জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত থাকতাম না।

(11) অতএব তারা রাসূলদের মিথ্যা মনে করা ও তাঁদের সাথে কুফরীর অপরাধ স্বীকার করবে যে কারণে তারা শাস্তির উপযুক্ত হয়েছে। তাই জাহান্নামীরা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হোক।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿١٢﴾ وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿١٣﴾ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٤﴾ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ﴿١٥﴾

12 নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং মানুষের চোখের আড়ালে থাকা সত্ত্বেও তাঁর ইবাদত করে এবং তাঁর নাফরমানী করে না, আর আখেরাতের শাস্তি চোখে না দেখেও তা ভয় করে, তাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আছে গুনাহ সমূহের ক্ষমা এবং বিরাট পুরস্কার,আর তা হচ্ছে জান্নাত।

13 হে লোক সকল,তোমাদের কোন বিষয়ের কথা গোপনে বল অথবা প্রকাশ্যে বল-উভয়ই আল্লাহর নিকট বরাবর। নিশ্চয় আল্লাহ সুবহানাহু অন্তরের লুকায়িত বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত। অতএব তোমাদের কথা ও কাজ কিভাবে তাঁর নিকট গোপন থাকতে পারে?

14 সমস্ত জগতের পালনকর্তা কি তাঁর সৃষ্টি ও তাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন না; অথচ তিনিই তাদের সৃষ্টি করেছেন, তাদের সৃষ্টিকে সুদৃঢ় ও সুন্দর করেছেন? তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু, তাদের সম্পর্কে ও তাদের কর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

15 আল্লাহ একক, তিনিই তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম করেছেন ও বিছিয়ে দিয়েছেন, যাতে তোমরা স্থীর থাকতে পার। অতএব তোমরা তার দিগন্তে ও সকল স্থানে হাঁটাচলা কর এবং ভূমি থেকে তিনি তোমাদের জন্যে যে জীবিকা উৎপন্ন করেন তা আহার কর। তাঁর কাছেই এককভাবে হিসাব ও প্রতিদানের জন্যে তোমাদের কবর থেকে পুনরুত্থান হবে।

এই আয়াতে জীবিকা অনুসন্ধান ও কামাই-রোজগার করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।এখানে আরো প্রমাণ হয় যে, আল্লাহই একমাত্র সত্য মা'বূদ, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর ক্ষমতাতেও কোন অংশী নেই। এই আয়াতে তাঁর নে'য়ামতের কথা স্মরণ করানো হয়েছে এবং দুনিয়া নির্ভর হতে সতর্ক করা হয়েছে।

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ ﴿١٦﴾ اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿١٨﴾

16 17 হে মক্কার কাফের সম্প্রদায়!তোমরা কি ঐ আল্লাহর ব্যাপারে নিরাপদ হয়ে গেছ যিনি আকাশে আছেন যে, তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিবেন না? যখন তা তোমাদেরকে নিয়ে কাঁপতে থাকবে যতক্ষণ তোমরা ধ্বংস না হও।যিনি আকাশের উপরে আছেন তাঁর ব্যাপারে কি তোমরা ভাবনামুক্ত হয়ে আছ যে,তিনি তোমাদের উপর এমন ঝড় প্রেরণ করবেন না যা তোমাদের উপর ছোট ছোট প্রস্তর বৃষ্টি করবে? হে কাফের সম্প্রদায়! স্বচোক্ষে শাস্তি দেখার পর তোমরা জানতে পারবে যে, তোমাদের প্রতি আমার সতর্কবাণী কিরূপ ছিল? অথচ সে সময় এই জানা কোন কাজে লাগবে না। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সুউচ্চে আছেন তা প্রমাণ করা হয়েছে।তাঁর সম্মানের সাথে যেভাবে উপযুক্ত হয় তিনি সেভাবে সুউচ্চে অবস্থান করেন।

18 যারা মক্কার কাফেরদের পূর্বে ছিল,যেমন নূহ (আঃ)এর সম্প্রদায় এবং আ'দ ও ছামূদ জাতি-তারা রাসূলদের অবিশ্বাস করেছিল। ফলে তাদের প্রতি আমার শাস্তি কত কঠোর হয়েছিল এবং তারা যে নেয়া'মতের মধ্যে ছিল তা আযাব নাযিল করে ও তাদেরকে ধ্বংস করে কিভাবে পরিবর্তন করে দিয়েছিলাম।

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ۛ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ۭ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۢ
بَصِيْرٌ ﴿١٩﴾ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ۭ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا
فِيْ غُرُوْرٍ ﴿٢٠﴾ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۚ بَلْ لَّجُّوْا فِيْ عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ ﴿٢١﴾ اَفَمَنْ
يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰي وَجْهِهٖٓ اَهْدٰٓى اَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٢﴾ قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ
اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِيْ
ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾
قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۡ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْۗـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ﴿٢٧﴾

(19)-(21)এই কাফেররা কি গাফেল হয়ে গেছে যে তারা তাকায় না ঐ পাখীদের প্রতি যারা তাদের মাথার উপর শুণ্যে উড়ে বেড়ায় পাখাগুলোকে বিস্তার করে এবং কখনো দুপাশে পাখাগুলোকে সংকোচন করে?ঐ সময় তাদেরকে পড়ে যাওয়া থেকে দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কেউ রক্ষা করে না।তিনি সকল কিছুর দ্রষ্টা, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোন ত্রুটি ও বিভেদ দেখা যাবে না। বরং হে কাফেরের দল!তোমাদের ধারণা মতে রহমান আল্লাহ ব্যতীত কে তোমাদের জন্যে বাহিনী গঠন করবে যে তোমাদের সাহায্য করবে- যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল করার ইচ্ছা পোষণ করেন? কাফেররা তাদের এই ধরণায় শয়তানের বিভ্রান্তি ও ধোকার মধ্যে পড়ে আছে।বরং কে আছে তোমাদের কথিত রিযিকদাতা যে তোমাদেরকে রিযিক দিবে- যদি আল্লাহ তোমাদেরকে রিযকি দেয়া থেকে বিরত থাকেন ও তা নিষেধ করেন? বরং কাফেররা সীমালঙ্ঘন ও বিভ্রান্তির মধ্যে থেকে একগুঁয়েমী ও অহংকার বশতঃ সত্য বিমুখতায় ডুবে আছে। তারা সত্য কথা শুনতে চায় না এবং তার অনুসরনও করে না।

(22)যে ব্যক্তি মুখের উপর ভর করে উপুড় হয়ে চলে বুঝতে পারে না কোথায় যাচ্ছে কিভাবে যাচ্ছে, সেই কি সৎপথের উপর দৃঢ় আছে এবং বেশী হেদায়াত লাভ করেছে,না সে ব্যক্তি যে মেরুদন্ড সোজা রেখে সঠিকভাবে সুস্পষ্ট পথে চলে যাতে কোন বক্রতা নেই? এটি একটি দৃষ্টান্ত আল্লাহ কাফের ও মু'মিনের জন্যে পেশ করেছেন।

(23)(24)হে রাসূল! আপনি তাদের বলে দিন, আল্লাহই তোমাদেরকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে কর্ণ দিয়েছেন শোনার জন্যে চক্ষু দিয়েছেন দেখার জন্যে, অন্তর দিয়েছেন অনুধাবন করার জন্যে। কিন্তু হে কাফের সম্প্রদায়! খুব কমই তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এই নেয়া'মতরাজীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক যিনি তোমাদের প্রতি এত অনুগ্রহ করেছেন। তাদেরকে বলুন, আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন।এই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকার পর এককভাবে তাঁর কাছেই তোমাদেরকে সমবেত করা হবে হিসাবের জন্যে এবং প্রতিদানের জন্যে।

(25)(26)কাফেররা বলে,হে মুহাম্মাদ!সমবেত হওয়ার এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়ন হবে? হে মু'মিনগণ তোমরা যা দাবী করছ তাতে সত্যবাদী হয়ে থাকলে তার সময় কখন আমাদেরকে জানাও। হে রাসূল! আপনি তাদের বলে দিন, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়ের জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই আছে। আমি তো শুধু একজন সতর্ককারী, তোমাদের কুফরীর পরিণাম সম্পর্কে ভয় দেখাই এবং আল্লাহ আমাকে যা বর্ণনা করার নির্দেশ দিয়েছেন তা যথাযথভাবে পরিস্কার বর্ণনা করে দেই।

(27)যখন কাফেররা আল্লাহর প্রতিশ্রুত শাস্তি স্বচোক্ষে অবলকন করবে, তখন তাদের তাদের মুখমন্ডলে লাঞ্ছনা ও মলিনতা ফুটে উঠবে, তখন তাদেরকে ধমকের স্বরে বলা হবে, এই শাস্তিই তোমরা দুনিয়াতে চাইছিলে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ
الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ
غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ﴿٣٠﴾

(28)হে রাসূল! আপনি এই কাফেরদের বলে দিন, তোমরা আমাকে বল তো যদি আল্লাহ আমাকে মৃত্যু দান করেন এবং আমার সঙ্গী মু'মিনদের- যেমনটি তোমরা কামনা কর, অথবা আমাদের প্রতি দয়া করেন এবং আমাদের মৃত্যুকে পিছিয়ে দেন ও তাঁর শাস্তি থেকে মুক্ত করেন,তবে কে সে তোমাদেরকে রক্ষা করবে এবং যন্ত্রণাদায়ক কঠিন শাস্তি থেকে তোমাদেরকে বাঁচাবে?

(29)বলুন,আল্লাহই সেই দয়াবান আমরা যাকে সত্য জেনে বিশ্বাস করি,তাঁর বিধান অনুযায়ী আমল করি,তাঁর আনুগত্য করি,আমরা এককভাবে তাঁর উপরেই আমাদের প্রতিটি বিষয়ে ভরসা রাখি।হে কাফেররা অচিরেই যখন শাস্তি আপতিত হবে জানতে পারবে তোমাদের এবং আমাদের দু'দলের মধ্যে কারা আল্লাহর সরল-সঠিক পথ থেকে সুস্পষ্ট দূরত্বে প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল।

(30)হে রাসূল!এই মুশরেকদের বলুন,তোমরা আমাকে বল, তোমরা যে পানি পান করে থাক তা যদি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায় এবং কোন উপায়েই সেখানে পৌঁছতে না পার, তবে আল্লাহ ব্যতীত কে তোমাদের জন্যে মাটির উপর পানির স্রোতাধারা ঝর্ণা প্রবাহিত করবে?

সূরা আল ক্বলম

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৫২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

نٓ ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ﴿١﴾ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ﴿٢﴾ وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ﴿٣﴾
وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴿٤﴾ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ﴿٥﴾ بِاَيِّيْكُمُ الْمَفْتُوْنُ ﴿٦﴾ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ
ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿٧﴾

(1)-(4)(নূন)বিচ্ছিন্ন অক্ষর সমূহ সম্পর্কে সূরা বাক্বারার প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে।যে কলম দ্বারা ফেরেশতা এবং মানুষ লিখে থাকে তার এবং তারা যে কল্যাণ, উপকারিতা ও জ্ঞান লিপিবদ্ধ করে থাকে আল্লাহ তার শপথ করে বলছেন,হে রাসূল! আপনার প্রতি আল্লাহর নেয়া'মত নবুওত ও রিসালতের কারণে আপনি উন্মাদ বা নির্বোধ নন।আপনি আল্লাহর বাণী পৌঁছানোর কারণে যে কষ্টের সম্মুখীন হন তার জন্যে বিরাট পুরস্কার লাভ করবেন যা হ্রাস হবে না এবং বিচ্ছিন্ন হবে না।নিশ্চয় হে রাসূল! আপনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী। আর তা হচ্ছে, কুরআনে যে উত্তম চরিত্রের সমাহার ঘটেছে তা সবই।কেননা তাঁর স্বভাব-প্রকৃতি ছিল কুরআন মান্য করা। তিনি কুরআনের আদেশ অনুযায়ী চলতেন এবং যা নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে বিরত থাকতেন।

(5)(6) হে রাসূল! অচিরেই আপনি দেখবেন এবং কাফেররাও দেখতে পাবে যে, কে তোমাদের মধ্যে ফেতনা ও উন্মাদায় পতিত আছে।

(7) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা অধিক জানেন কে হেদায়াতের পথ তথা আল্লাহর দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে হতভাগ্য হয়েছে। তিনি তার সম্পর্কেও অধিক জানেন কে পরহেজগার ও সত্য দ্বীনের হেদায়াত প্রাপ্ত।

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝٨ وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ۝٩ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ۝١٠ هَمَّازٍ
مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيْمٍ ۝١١ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝١٢ عُتُلٍّۢ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ۝١٣ اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ
وَّبَنِيْنَ ۝١٤ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٥ سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ۝١٦

8 অতএব হে রাসূল! মিথ্যারোপকারীদের বিরোধীতার যে পথে আপনি আছেন তাতে দৃঢ় থাকুন এবং তাদের আনুগত্য করবেন না।

9 তারা কামনা করে ও পছন্দ করে যে,আপনি তাদের প্রতি নমনীয় হন, তারা যার উপর প্রতিষ্ঠিত তার ব্যাপারে কৃত্রিমতা করেন, তাহলে তারাও আপনার প্রতি নমনীয় হবে।

10-15 হে রাসূল! আপনি প্রত্যেক এমন লোকের আনুগত্য করবেন না, যে অধিক শপথ করে, নিকৃষ্ট মিথ্যুক, মানুষের পশ্চাতে নিন্দা (গীবত)করে,
চুগোলখোরী করে এবং গন্ডোগোল সৃষ্টির জন্যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে ফিরে,সম্পদের প্রতি লোভী, সত্য পথে খরচ করতে কৃপণ, সৎকাজে কঠিনভাবে বাধা প্রদানকারী, মানুষের প্রতি শত্রুতা এবং হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ায় সীমালঙ্ঘনকারী, প্রচুর পাপচারিতায় লিপ্ত, কুফরীতে কঠোর,কুখ্যাত অশ্লীল এবং নিজের জন্মদাতা পিতা ব্যতীত অন্যের সন্তান হিসেবে পরিচিত (জারজ সন্তান) প্রচুর সম্পদ ও অনেক সন্তানের অধিকারী হওয়ার কারণে অবাধ্য হয়েছে এবং সত্য গ্রহণ করতে অহংকার প্রদর্শন করেছে, তার কাছে কেউ কুরআনের আয়াত সমূহ পাঠ করলে তা মিথ্যা মনে করে আর বলে, এ তো পূর্ব যুগের বাতিল কাহিনী এবং তাদের কুসংস্কার। এই আয়াত সমূহ যদিও কতিপয় মুশরিকের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছিল- যেমন ওয়ালিদ বিন মুগীরা, কিন্তু তাতে মুসলমানদের সতর্ক করা হয়েছে সেই লোকদের সমর্থন করতে যাদের মধ্যে উক্ত নিকৃষ্ট দোষগুলো রয়েছে।

16 শাস্তি স্বরূপ তার নাকে আমি এমন দাগ লাগিয়ে দিব যা সর্বক্ষণ থাকবে এবং সে কারণে মানুষের কাছে সে অপদস্থ হতে থাকবে।

اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ۚ اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ۝١٧ وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ ۝١٨
فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ ۝١٩ فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ۝٢٠ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ
۝٢١ اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ ۝٢٢ فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ۝٢٣ اَنْ لَّا
يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ۝٢٤ وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ ۝٢٥ فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْٓا اِنَّا
لَضَآلُّوْنَ ۝٢٦ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ۝٢٧ قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ ۝٢٨ قَالُوْا
سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝٢٩ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ۝٣٠ قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا
كُنَّا طٰغِيْنَ ۝٣١ عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ۝٣٢ كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ؕ
وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝٣٣

17 18 নিশ্চয় আমি মক্কাবাসীকে ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যেমন করেছি উদ্যানওয়ালাদের যখন তারা পরস্পর শপথ করেছিল যে,তারা সকাল সকাল উদ্যানের ফসল আহরণ করবে, ফলে তারা ব্যতীত মিসকীন প্রভৃতি কেউ খেতে সুযোগ পাবে না। কিন্তু সে সময় তারা 'ইনশাআল্লাহ' বলেনি।

19 20 অতঃপর রাতের বেলায় আল্লাহ তাদের বাগানে আগুন প্রেরণ করে তা জ্বালিয়ে দিলেন। তারা তখন ঘুমিয়েই ছিল। ফলে সকালে ঐ বাগান রাত্রির অন্ধকারের ন্যায় পুড়ে কালো ছাইয়ে পরিণত হল।

21 22 সকালে তারা একে অপরকে ডেকে বলতে লাগল,তোমরা যদি ফল আহরণ করতেই চাও তবে সকাল সকাল ক্ষেতে চল।
23 24 অতঃপর তারা দ্রুত বের হয়ে গেল, তখন তারা পরস্পরের মাঝে ফিসফিস করে কথা বলাবলি করছিল যে,আজ তোমাদের বাগানে কোন দরিদ্র লোক প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না।
25 তারা দিনের প্রথমভাগেই মিসকীনদের বাগানের ফল থেকে বঞ্চিত করার খারাপ বাসনা নিয়ে চলতে লাগল, তাদের ধারণা মতে উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে তারা সম্পূর্ণ সক্ষম।
26 - 33 কিন্তু তারা সেখানে পৌঁছে যখন আগুনে দগ্ধ হওয়া বাগান দেখল তখন চিনতে পারল না,বলল, আমরা তো পথ ভুল করেছি। শেষ পর্যন্ত যখন চিনতে পারল যে এটাই তাদের বাগান,বলল, বরং আমরা এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত কপালপোড়া- নিজেদের কৃপণতার কারণে এবং দরিদ্রদের তা থেকে বিরত রাখার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করার কারণে। তাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি বলল, আমি কি তোমাদের বলিনি তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছো না কেন এবং ইনশাআল্লাহ কেন বলছ না? তারা হুঁশে ফিরে আসার পর বলল, আল্লাহ আমাদের যে শাস্তি দিয়েছেন তাতে যুলুম করা থেকে তিনি পূতঃপবিত্র; বরং আমরাই নিজেদের প্রতি অত্যাচারী ছিলাম- ইনশাআল্লাহ্ না বলে এবং খারাপ ইচ্ছা পোষণ করে। অতঃপর তারা পরস্পরের সম্মুখবর্তী হয়ে একজন আরেক জনকে ইনশাআল্লাহ পরিত্যাগ ও খারাপ ইচ্ছা পোষণ করার কারণে তিরস্কার করতে লাগল। বলল,হায় দূর্ভোগ আমাদের আমরা ছিলাম সীমালঙ্ঘনকারী, দরিদ্রদের বাধা দেয়ার কারণে এবং আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার কারণে। সম্ভবতঃ আমাদের তাওবা ও অপরাধের স্বীকারোক্তির প্রতিফল স্বরূপ আমাদের পালনকর্তা এর চেয়ে উত্তম বাগান আমাদেরকে প্রদান করবেন। আমরা আমাদের একক পালনকর্তার কাছে আশাবাদী, তাঁর ক্ষমা কামনা করি এবং কল্যাণ প্রার্থনা করি। এই উদ্যানওয়ালাদের যেভাবে আমি শাস্তি দিয়েছি, অনুরূপ আমার শাস্তি দুনিয়াতে প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্যে রয়েছে, যারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করবে, আল্লাহ যে নিয়া'মত দিয়েছেন তাতে কৃপণতা করে তার হক আদায় করবে না। আর আখেরাতের শাস্তি দুনিয়ার শাস্তির চেয়ে বড়ই কঠিন ও অত্যন্ত ভয়ানক। তারা যদি জানত তবে শাস্তি আবশ্যক হওয়ার প্রতিটি কারণ থেকে সতর্ক থাকত।

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٣٤﴾ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٦﴾ اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ﴿٣٧﴾ اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ﴿٣٨﴾ اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٩﴾ سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ ﴿٤٠﴾ اَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿٤١﴾

34 নিশ্চয় যারা মুত্তাকী তথা যারা আল্লাহর আদেশ মত কাজ করে এবং তার নিষেধ থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে তাঁর শাস্তিকে ভয় করে, তাদের জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে আখেরাতে রয়েছে স্থায়ী নেয়া'মতের জান্নাত।
35 36 যারা আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর অজ্ঞাবহ তাদেরকে কি অপরাধী কাফেরদের ন্যায় গণ্য করব? কিভাবে তোমরা এ ধরণের জালেমানা সিদ্ধান্ত দিচ্ছ এবং ছোয়াবের ক্ষেত্রে উভয়কে বরাবর বানিয়ে দিচ্ছ?
37 38 তোমাদের কাছে কি আকাশ থেকে নাযিলকৃত কোন কিতাব আছে যাতে পেয়েছ যে আনুগত্যকারী অপরাধীর মতই, তখন তোমরা যা দাবী কর তা সেখানে পাঠ করে থাক? তাহলে তো এই কিতাবে তোমরা যা চাও তাই পাও? অথচ মূলতঃ তোমাদের কাছে এরূপ কিছুই নেই।
39 না তোমরা আমার কাছে কিয়ামত পর্যন্ত কোন অঙ্গিকার নিয়েছ ও চুক্তি করেছ যে, তোমরা যা চাইবে ও কামনা করবে তাই হাসিল হয়ে যাবে?

(40) (41) হে রাসূল! আপনি মুশরিকদের জিজ্ঞেস করুন এই বিষয়ে কে দায়িত্বশীল ও জিম্মাদার হবে যে তারা চাইবে তাই প্রাপ্ত হবে? না তাদের কোন শরীক উপাস্য আছে যে,তারা যা দাবী করছে তার দায়িত্বশীল হবে এবং তাদের কামনা লাভ করতে সহযোগিতা করবে? থাকলে তাদের শরীক উপাস্যদের উপস্থিত করুক, যদি তারা নিজেদের দাবীতে সত্যবাদী হয়।

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۝ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ
تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ۝ فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا
الْحَدِيْثِ ؕ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ وَاُمْلِيْ لَهُمْ ؕ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ۝ اَمْ
تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ۝ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ۝ فَاصْبِرْ
لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ۝

(42) কিয়ামত দিবস খুবই কঠিন এবং তার অবস্থা অত্যন্ত ভয়ানক থাকবে। সেদিন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলের মাঝে বিচার-ফায়সালা করার জন্যে আসবেন, তখন তিনি তাঁর সম্মানিত পায়ের নলা (হাঁটুর নিম্নাংশ)পর্যন্ত উন্মোচন করবেন। তাঁর পায়ের নলা সৃষ্টির কারো সাথে সদৃশ্যপূর্ণ নয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"আমাদের পালনকর্তা তাঁর পায়ের নলা উন্মোচন করবেন, তখন প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও নারী তাঁকে সিজদা করতে লুটিয়ে পড়বে। কিন্তু দুনিয়াতে যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্যে এবং মানুষের প্রশংসা শোনার জন্যে সিজদা করত সে সিজদা করতে সক্ষম হবে না। সে সিজদা করতে উদ্যোত হবে, কিন্তু তার মেরুদন্ড শক্ত হয়ে যাবে বাঁকা হবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

(43) তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে, আল্লাহর শাস্তির ভীষণ লাঞ্ছনা তাদেরকে ঘিরে ধরবে। দুনিয়াতে যখন তারা সুস্থ ও সামর্থবান ছিল তাদেরকে সালাত ও ইবাদত করতে আহবান করা হত, কিন্তু তারা বড়ত্ব ও অহংকার বশতঃ সিজদা করত না।

(44) (45) অতএব হে রাসূল! যারা এই কুরআনকে মিথ্যা মনে করে তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, তাদেরকে শাস্তি দেয়া ও বদলা নেয়ার দায়িত্ব আমার। ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও নেয়া'মত প্রদান করে আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে ধীরে ধীরে এমন পরিণতির দিকে নিয়ে যাব, তারা অনুভব করতে পারবে না যে, তা তাদের ধ্বংসের কারণ হবে। তাদেরকে ঢিল দিয়ে তাদের বয়স বৃদ্ধি করে দিব যাতে তারা আরো বেশী অপরাধ করে, কাফেরদের শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে আমার কৌশল খুবই মজবুত।

(46) (47) হে রাসূল! আপনি কি এই মুশরিকদের নিকট রেসালাতের বাণী পৌঁছানোর পারিশ্রমিক চাইছেন যে, তারা তা জরিমানা ভেবে ভারি বোঝা মনে করছে? না তাদের কাছে অদৃশ্যের সংবাদ আছে, ফলে ঐ সংবাদের ভিত্তিতে তারা নিজেদের ব্যাপারে যা দাবী করে তা লিপিবদ্ধ করে বলে যে, ঈমানদারদের চেয়ে আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা বেশী?

لَوْلَاۤ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ۝ فَاجْتَبٰىهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ
الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ
لَمَجْنُوْنٌ ۝ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

(48)-(50) হে রাসূল! আপনার পালনকর্তা যা হুকুম করেছেন ও ফায়সালা করেছেন তাতে আপনি সবর করেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে তাদেরকে অবকাশ দেয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে বিজয়ী করতে বিলম্ব করা। আপনি মৎস-সহোচর _ইউনুস (আঃ)এর ন্যায় হবেন না,তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি সবর না করে তাদের প্রতি রাগান্বিত হয়ে তাঁর পালনকর্তাকে ডেকেছিলেন, তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে তাদের দ্রুত ধ্বংসের জন্যে

প্রার্থনা করেছিলেন।তাকে তাওবা করার সুযোগ দিয়ে ও তা কবুল করার মাধ্যমে যদি তাঁর পালনকর্তার অনুগ্রহ তাকে সংশোধন না করত, তবে মাছের পেট থেকে তাকে বিপজ্জনক জনশুণ্য প্রান্তরে নিক্ষেপ করা হত; অথচ তিনি এমন কাজ করেছেন যা তিরস্কারের যোগ্য। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে তাঁর রিসালাতের জন্যে মনোনিত করলেন। আর অন্তর্ভুক্ত করলেন এমন সৎকর্মশীলদের যাদের নিয়ত, কথা ও কাজ ছিল সৎ।

51 কাফেররা যখন কুরআন শুনে,তখন বদনযর দ্বারা তারা যেন আপনাকে ধরাশায়ী করে ফেলবে, তারা আপনাকে এত ঘৃণা করে। আপনার প্রতি আল্লাহর হেফাযত ও সুরক্ষার ব্যাবস্থা না থাকলে তারা তা করে ফেলত। তারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে বলে, নিশ্চয় সে তো একজন পাগল।

52 অথচ এই কুরআন বিশ্বজগতের মানুষ ও জিনের জন্যে শিক্ষা ও হিতোপদেশ ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

সূরা আল হাক্কাহ

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৫২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

اَلْحَآقَّةُ ۙ﴿۱﴾ مَا الْحَآقَّةُ ۚ﴿۲﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحَآقَّةُ ؕ﴿۳﴾ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ؕ﴿۴﴾ فَاَمَّا
ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ۙ﴿۵﴾ وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۙ﴿۶﴾ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ
سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۚ﴿۷﴾
فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ﴿۸﴾ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ۚ﴿۹﴾ فَعَصَوْا
رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿۱۰﴾ اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ ۙ﴿۱۱﴾ لِنَجْعَلَهَا
لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ﴿۱۲﴾

1-3 কিয়ামতের ঘটনা সুনিশ্চিত বিষয়, তাতে অঙ্গিকার ও শাস্তি বাস্তবায়িত হবে। সত্যিকারভাবে সংঘটিত কিয়ামতের বর্ণনা ও অবস্থা কি? হে রাসূল! কোন বস্তু আপনাকে কিয়ামতের প্রকৃত অবস্থা জানাবে এবং তার ভয়ানক ও কষ্টকর পরিবেশের চিত্র তুলে ধরবে?

4 'ছামূদ' (সালেহ (আঃ)এর সম্প্রদায়) ও 'আ'দ' (হূদ (আঃ)এর সম্প্রদায়) কিয়ামতকে মিথ্যা বলেছিল যার ভয়াবহতা অন্তরকে আঘাত করবে।

5-8 অতঃপর ছামূদ জাতিকে সীমাতিরক্ত ভীষণ কঠিন চিৎকারের আওয়াজ দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। আর আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে প্রচন্ড বেগে প্রবাহিত ঠান্ডা ঝড় দ্বারা। ঐ ঝড় আল্লাহ তাদের প্রতি সাত রাত্রি ও আট দিন পর্যন্ত অবিরাম ধারায় প্রবাহিত রেখেছিলেন। যা বিচ্ছিন্ন হয়নি ও বন্ধ হয়নি। ফলে আপনি তাদেরকে ঐ রাত ও দিনগুলোতে এমনভাবে মৃত অবস্থায় দেখতেন যে, অসাড় খর্জুর বৃক্ষের গুঁড়ির ন্যায় ভূপাতিত হয়ে রয়েছে। তখন এই সম্প্রদায়ের ধ্বংস ব্যতীত কোন প্রাণের অস্তিত্ব কি আপনি দেখতে পাবেন?

9 10 স্বেচ্ছাচারী ফেরাউন এসেছিল, তার পূর্ববর্তী জাতির লোকেরাও এসেছিল যারা রাসূলগণকে অমান্য করেছিল এবং গ্রামবাসী লূত (আঃ)এর সম্প্রদায়- কুফরী,শির্ক ও অশ্লীলতা প্রভৃতি নিকৃষ্ট কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে তাদের বস্তিকে উল্টে দেয়া হয়েছিল। এই প্রত্যেক জাতি তাদের পালনকর্তার রাসূলকে অমান্য করেছিল, যাদেরকে তিনি তাদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন,তখন আল্লাহ তাদের কঠোর হস্তে পাকড়াও করেছিলেন।

11 12 যখন জলোচ্ছাস হয়েছিল এবং পানি প্রত্যেক বস্তুর উপর দিয়ে প্রাবাহিত হচ্ছিল, তখন তোমাদের পূর্বপুরুষকে নূহ (আঃ)এর সাথে নৌযানে আরোহন করিয়েছিলাম যা পানির উপর চলছিল, যাতে মুমিনদের মুক্তি ও কাফেরদের ডুবে মরার এ ঘটনাটি

তোমাদের জন্যে উপদেশ ও স্মৃতি হিসেবে করে দেই, আর প্রত্যেক কান তা ভালভাবে ধারণ করে-যার কাজ হচ্ছে আল্লাহর নিকট থেকে যা শুনেছে তা বুঝে নেয়া ও স্মরণ রাখা।

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿١٤﴾
فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿١٦﴾ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا
وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ﴿١٧﴾ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾

13-18 যখন ফেরেশতা শিঙ্গায় একটি মাত্র ফুৎকার দিবে- এটা হচ্ছে প্রথম ফুঁৎকার যার মাধ্যমে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন পৃথিবী ও পর্বতমালা স্বস্থান থেকে উত্তোলিত করে ভেঙ্গে ফেলা হবে এবং একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে, তখনই কিয়ামত সংঘটিত হবে,আকাশ বিদীর্ণ হবে, সেদিন আকাশ দুর্বল হয়ে ঢিলা হয়ে যাবে তাতে শক্তি ও দৃঢ়তা থাকবে না। সে সময় ফেরেশতারা আকাশের চতুর্পার্শে ও প্রান্তদেশে অবস্থান করবে, তখন তাদের উপরে বিশাল দেহের আটজন ফেরেশতা আপনার পালনকর্তার আরশ বহন করবে। সেই দিন হে লোক সকল, তোমাদেরকে আল্লাহর সামনে হিসাব ও প্রতিদানের জন্যে পেশ করা হবে। তোমাদের গোপনীয় কোন কিছুই তাঁর নিকট লুকায়িত থাকবে না।

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ﴿١٩﴾ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ
﴿٢٠﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا
أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

19-24 অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে,সে খুশি ও আনন্দিত হয়ে বলবে,নাও, তোমরা আমার আমলনামা পড়ে দেখ। আমি দুনিয়াতে দৃঢ় বিশ্বাস করেছিলাম যে, অচিরেই আমি কিয়ামত দিবসে কর্মফল লাভ করব, সেই জন্যে ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে আমি তার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। অতঃপর সে সন্তুষ্ট ও সুখে জীবন-যাপন করবে এমন জান্নাতে যা স্থান ও মর্যাদার দিক থেকে সুউচ্চ, তার ফল সমূহ এত নিকটে থাকবে যে, দাঁড়ানো,বসা ও শোয়া অবস্থাতেও হাতের কাছে পাবে। তাদেরকে বলা হবে, দুনিয়ার বিগত জীবনে যে নেক আমল তোমরা করেছিলে, তার প্রতিফল স্বরূপ তোমরা এমনভাবে খাও ও পান কর, যা সবধরণের কষ্ট থেকে দূরে থাকবে এবং সবধরণের অপছন্দনীয় বিষয় থেকে মুক্ত থাকবে।

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾
يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ﴿٢٩﴾ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ
﴿٣٠﴾ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾ إِنَّهُ كَانَ لَا
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣٤﴾ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ
﴿٣٥﴾ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴿٣٦﴾ لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴿٣٧﴾

25-29 যার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে, সে লজ্জিত হয়ে ও আফসোস করে বলবে, হায়! আমাকে যদি আমালনামা না দেয়া হতো! আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব কি হবে? হায় যে মৃত্যু দুনিয়াতে আমি বরণ করেছি সেটাই যদি আমার জন্যে শেষ হত, তারপর পুনরুত্থান না হত!যে সম্পদ আমি দুনিয়াতে সঞ্চয় করেছিলাম তা কোন কাজে এল না, আমার সকল ক্ষমতা বরবাদ হয়ে গেল,সকল যুক্তি-প্রমাণ শেষ হয়ে গেল,নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে আর কোন দলিল থাকল না।

30-34 জাহান্নামের রক্ষী ফেরেশতাদের বলা হবে,ধর এই গুনাহগার অপরাধীকে, তার দু'হাতকে গলার সাথে রেখে বেড়ি পরাও, তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর, যাতে গরমের প্রচন্ডতা অনুমান করতে পারে। তারপর সত্তর হাত দীর্ঘ লোহার শিকলে তাকে শৃঙ্খলিত কর, নিশ্চয় সে বিশ্বাস করত না যে, আল্লাহই একক সত্য মা'বুদ তার কোন শরীক নেই, তার নির্দেশ মোতাবেক কোন আমলও করত না। দুনিয়াতে অভাবী মিসকীন প্রভৃতিদের খাদ্য দানের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধও করত না।

35-37 অতএব এই কাফেরের জন্যে কিয়ামতের আজকের দিনে কোন সুহৃদ নেই, যে তার পক্ষ থেকে শাস্তি প্রতিহত করবে। তার জন্যে জাহান্নামীদের ক্ষত-নিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত কোন খাদ্যও নেই। অপরাধী ব্যতীত কেউ তা খাবে না- যারা আল্লাহর কুফরীর উপর জিদ ধরে ছিল।

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٣٩﴾ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿٤٠﴾ وَّمَا هُوَ
بِقَوْلِ شَاعِرٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ﴿٤١﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٢﴾ تَنْزِيْلٌ مِّنْ
رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٣﴾

38-43 তোমরা যে সকল দৃশ্য বস্তু দেখে থাক তার এবং তোমাদের চোখের আড়ালে যা তোমরা দেখতে পাও না আমি তার শপথ করে বলছি, নিশ্চয় এই কুরআন আল্লাহর কালাম বা বাণী, উচ্চ সম্মানিত ও মর্যাদাবান একজন দূত তা পাঠ করে থাকেন। তা কোন কবিরও কথা নয়,যেমন তোমরা ধারণা করছ। খুব কমই তোমরা বিশ্বাস করে থাক। এটা কোন জ্যোতিষীর ছান্দিক কথাও নয়, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করার জন্যে খুব কমই তোমরা চিন্তা ও অনুধাবন কর। কিন্তু এটা বিশ্বপালনকর্তার বাণী, যা তিনি তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ﴿٤٤﴾ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ﴿٤٦﴾ فَمَا
مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾ وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾
وَاِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾ وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٥١﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٥٢﴾

44-48 আমি যা বলিনি এরূপ কথা যদি মুহাম্মাদ আমার নামে মিথ্যা করে রচনা করতেন, তবে তার প্রতিশোধ নিতাম, তাকে ডান হাত দ্বারা ধরে ফেলতাম তারপর তার হৃৎপিন্ডের ধমনী কেটে ফেলতাম, তখন তোমাদের মধ্যে কেউ তাকে আমার শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারত না। নিশ্চয় এই কুরআন মুত্তাকীদের জন্যে উপদেশ, যারা আল্লাহকে ভয় করে তাঁর আদেশ মেনে চলে ও নিষেধ থেকে বিরত থাকে।

49-52 আমি জানি এই কুরআনের আয়াত সমূহ সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ তা মিথ্যা মনে করবে। এটাকে মিথ্যা মনে করার পরিণাম কাফেরদের জন্যে বিরাট অনুতাপের বিষয় হবে,যখন তারা নিজেদের শাস্তি দেখতে পাবে এবং কুরআনের প্রতি বিশ্বাসীদের সুখ-আনন্দ দেখতে পাবে। নিশ্চয় ইহা সুদৃঢ় সত্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অতএব আপনার পালনকর্তা আল্লাহ সুবহানাহুর শানে প্রজোয্য নয় এমন সকল ত্রুটি থেকে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং তাঁর সুমহান নাম নিয়ে তাঁকে স্মরণ করুন।

সূরা আল মাআরিজ

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৪৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۙ﴿۱﴾ لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ۙ﴿۲﴾ مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ۭ﴿۳﴾ تَعْرُجُ
الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ﴿۴﴾ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ۝﴿۵﴾
اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ۙ﴿۶﴾ وَّنَرٰىهُ قَرِيْبًا ۭ﴿۷﴾

(1)-(4) মুশরেকদের এক ব্যক্তি দাবী করল যে তার উপর এবং তার সম্প্রদায়ের উপর আযাব সংঘটিত হোক। তা কিয়ামত দিবসে নিশ্চিতরূপে সংঘটিত হবে,কাফেরদের জন্যে এমন কোন প্রতিরোধকারী নেই, যে সমুন্নত ও বড়ত্বের অধিকারী আল্লাহ থেকে তা প্রতিরোধ করতে পারবে। ফেরেশতাগণ এবং জিবরীল আল্লাহ তা'আলার দিকে উর্ধ্বগামী হবে এমন দিনে,যার পরিমাণ হবে দুনিয়ার বছরের হিসেবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। কিন্তু দিনটি মুমিনের জন্যে হবে একটি ফরয সালাত আদায়ের সময়ের বরাবর।

(5) অতএব অতএব হে রাসূল! কাফেরদের উপহাস এবং দ্রুত শাস্তি কামনার ব্যাপারে এমনভাবে সবর করুন, যাতে থাকবে না অস্থিরতা, থাকবে না গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছে অভিযোগ।

(6) (7) নিশ্চয় কাফেররা এই আযাবকে সুদূর পরাহত মনে করছে, ভাবছে তা সংঘটিত হবে না। অথচ আমি দেখছি নিশ্চিতরূপে তা অসন্ন।

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ۙ﴿۸﴾ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۙ﴿۹﴾ وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۙ﴿۱۰﴾
يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ۭ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۢ بِبَنِيْهِ ۙ﴿۱۱﴾ وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ۙ﴿۱۲﴾
وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُـْٔوِيْهِ ۙ﴿۱۳﴾ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ ثُمَّ يُنْجِيْهِ ۙ﴿۱۴﴾ كَلَّا ۭ اِنَّهَا لَظٰى ۙ﴿۱۵﴾ نَزَّاعَةً
لِّلشَّوٰى ۚ﴿۱۶﴾ تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى ۙ﴿۱۷﴾ وَجَمَعَ فَاَوْعٰى ۭ﴿۱۸﴾

(8) (9) সেদিন আকাশ তেলের বর্জিত অংশের (গাদের) ন্যায় গলিত হবে। পর্বতসমূহ হবে রঙ্গিন পশমের মত ছড়ানো যা বায়ু উড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে।

(10) তখন নিকটতম বন্ধু তার বন্ধুর অবস্থা সম্পর্কে খবর নিবে না। কেননা তখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে।

(11)-(14) সেদিন তারা একে অপরকে দেখতে পাবে এবং চিনতেও পারবে। কিন্তু কেউ কারো উপকার করতে সক্ষম হবে না। কাফের কিয়ামতের আযাব থেকে বাঁচার জন্যে মুক্তিপণ স্বরূপ দিতে কামনা করবে তার সন্তানদেরকে, স্ত্রীকে, ভ্রাতাকে, গোষ্ঠির লোকদেরকে সে যাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং যাদের সাথে তার আত্মীয়তার পরিচয় ছিল, এবং পৃথিবীতে মানুষ প্রভৃতি যা আছে সবকিছুকে দিয়ে দিবে, অতঃপর আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে চাইবে।

(15)-(18) কাফের মুক্তিপণ দেয়ার যে কামনা করবে তা কখনই হবে না। নিশ্চয় এটা এমন জাহান্নাম যার আগুন দাউদাউ করে জ্বলবে, তার প্রখর তাপ মাথার ও সমস্ত শরীরের চামড়া তুলে নিবে। সে এমন লোককে ডাকবে যে দুনিয়াতে সত্য পথ থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য বর্জন করেছিল। সম্পদ পঞ্জিভূত করে গুদামে জমা করে রেখেছিল, তাতে আল্লাহর হক আদায় করেনি।

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ۙ﴿۱۹﴾ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ۙ﴿۲۰﴾ وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ۙ﴿۲۱﴾ اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ
ۙ﴿۲۲﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ۙ﴿۲۳﴾ وَالَّذِيْنَ فِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۙ﴿۲۴﴾ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ﴿٢٧﴾ اِنَّ عَذَابَ
رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ﴿٢٩﴾ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ
اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ﴿٣٠﴾ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ﴿٣١﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ
لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ
يُحَافِظُوْنَ ﴿٣٤﴾ اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٣٥﴾

(19)-(30) নিশ্চয়ই মানুষকে অস্থিরতা ও লোভী স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। অকল্যাণ স্পর্শ করলে বা দারিদ্রতা পড়লে ভীষণ ঘাবড়ে যায় অনেক হায়হুতাশ করে। আর কল্যাণ লাভ করলে ও স্বচ্ছল হলে খুব বেশী কৃপণ হয়ে যায় এবং সম্পদ আঁকড়ে থাকে। কিন্তু স্বতন্ত্র তারা যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে- সময়মত তা আদায় করতে যত্নবান থাকে, কোন ব্যস্ততা তাদেরকে সালাত থেকে বিমুখ করতে পারে না। যাদের সম্পদে নির্দিষ্ট পরিমাণ যে যাকাত আল্লাহ ফরয করেছেন তাতে হক আছে সাহায্য প্রার্থনাকারী ও প্রার্থনা থেকে যে বেঁচে থাকে তার জন্যে। আর যারা হিসাব ও প্রতিফলের দিবসকে বিশ্বাস করে, ফলে তার জন্যে সৎকর্মের মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এবং যারা আল্লাহর আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয় তাদের পালনকর্তার আযাব থেকে কারো নিঃশঙ্ক থাকা উচিত নয়। আর যারা তাদের যৌনাঙ্গকে হারাম কর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে সংযত রাখে, কিন্তু তাদের স্ত্রী অথবা মালিকানাভূক্ত দাসীদের বেলায় তিরস্কৃত হবে না।

(31)-(35) অতএব যারা স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত অন্যভাবে যৌনাচার কামনা করবে, তারা হালালের সীমাকে লঙ্ঘন করে হারামে পতিত হবে। আর যারা আল্লাহ ও বান্দাদের আমানত সমূহ এবং আল্লাহ ও বান্দাদের সাথে কৃত অঙ্গিকার সমূহ রক্ষা করে, যারা সততার সাথে সাক্ষ্য প্রদান করে- কোন কিছু পরিবর্তন করে না বা গোপন করে না। যারা সালাত আদায় করতে যত্নবান হয় এবং তার আবশ্যক বিষয়ে কোন ত্রুটি করে না। উল্লেখিত প্রশংসিত সুন্দর গুণাবলীর লোকেরাই তো নেয়া'মতের জান্নাতে ঠাঁই পাবে এবং সবধরণের সম্মানী দ্বারা তাদেরকে মর্যাদাবান করা হবে।

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ﴿٣٦﴾ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ﴿٣٧﴾ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ
مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ﴿٣٨﴾ كَلَّا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾ فَلَآ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ
وَالْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ﴿٤٠﴾ عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۙ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٤١﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا
وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى
نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ﴿٤٣﴾ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٤﴾

(36)-(39) অতএব হে রাসূল! কিসের ঝোঁকে এই কাফেররা আপনার দিকে উর্ধ্বশ্বাসে দ্রুতগতিতে ছুটে আসছে, আপনার উপর তাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে তাদের স্কন্ধকে আপনার দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে, আপনার ডান দিকে ও বাম দিকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে একত্রিত হয়েছে, পরস্পর কথা বলছে ও আশ্চর্য হচ্ছে? এই কাফেরদের প্রত্যেকেই কি আশা করছে যে, আল্লাহ তাকে চিরস্থায়ী নিয়া'মতের বাসস্থান জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। ওরা যা কামনা করে তা কখনই হবে না, তারা কক্ষনো সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না। নিশ্চয় তাদেরকে অন্যান্যদের ন্যায় এমন তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করেছি, যা তারা জানে, তারপরও তারা ঈমান আনেনি, অতএব কিভাবে তারা নেয়া'মতের জান্নাতে প্রবেশ করার সম্মান লাভ করবে?

(40) আল্লাহ্ নিজের শপথ করছেন; অথচ তিনি সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজির উদয়াচল ও অস্তাচল সমূহের পালনকর্তা। কেননা এগুলো উজ্জল নিদর্শন যা পুনরুত্থানকে প্রমাণ করছে। আমি পরিপূর্ণরূপে সক্ষম-
(41) তাদের পরিবর্তে এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে, যারা তাদের চেয়ে উত্তম হবে এবং আল্লাহর অধিক আনুগত্যকারী হবে। আমি যদি তাদের চেয়ে উত্তম কোন সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে চাই, তবে কেউ আমার অগ্রসর হতে পারবে না, কেউ পরাজিত ও অপারগ করতে পারবে না।
(42)-(44) কিন্তু আমার পূর্বজ্ঞান ও পূর্বইচ্ছা অনুসারে এই কাফেরদের শাস্তি প্রদানে বিলম্ব নির্ধারণ করা আছে। তাই আপনি তাদেরকে বাতিলে লিপ্ত থাকতে ছেড়ে দিন, তারা দুনিয়া নিয়ে মত্ত হয়ে থাকুক, শেষ পর্যন্ত তারা সেই কিয়ামত দিবেসের সম্মুখিন হবে, যেদিন তাদের শাস্তি দেয়ার অঙ্গিকার করা হয়েছে। সেদিন তারা কবর থেকে দ্রুতবেগে বের হবে। দুনিয়াতে তারা যেমন ইবাদতের জন্যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে মনগড়া মা'বূদদের দিকে যেত, তারা দ্রুত পায়ে ছুটতে থাকবে, তাদের দৃষ্টি লাঞ্ছিত হয়ে মাটির দিকে অবনমিত থাকবে, লাঞ্ছনা আর হীনতা তাদেরকে ঘিরে ধরবে। এটা সেই দিন দুনিয়াতে তাদেরকে যার ওয়াদা দেয়া হত, আর তা নিয়ে তারা উপহাস করত এবং অবিশ্বাস করত।

সূরা নূহ

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত- ২৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

اِنَّآ اَرۡسَلۡنَا نُوۡحًا اِلٰى قَوۡمِهٖۤ اَنۡ اَنۡذِرۡ قَوۡمَكَ مِنۡ قَبۡلِ اَنۡ يَّاۡتِيَهُمۡ عَذَابٌ اَلِيۡمٌ ۝١ قَالَ يٰقَوۡمِ اِنِّىۡ
لَـكُمۡ نَذِيۡرٌ مُّبِيۡنٌ ۝٢ اَنِ اعۡبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوۡهُ وَاَطِيۡعُوۡنِ ۝٣ يَغۡفِرۡ لَـكُمۡ مِّنۡ ذُنُوۡبِكُمۡ
وَيُؤَخِّرۡكُمۡ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ۝٤

(1)-(4) আমি নূহ (আঃ)কে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর, তাদের প্রতি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসার পূর্বে। তখন নূহ বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে সতর্ককারী, আল্লাহর আযাবের ব্যাপারে সুস্পষ্ট সতর্ক-যদি তোমরা তার নাফরমানী কর। আর নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল,অতএব তোমরা এককভাবে তাঁর ইবাদত কর, তাঁর শাস্তিকে ভয় কর,আর আমি যা আদেশ করি ও নিষেধ করি তার আনুগত্য কর। তোমরা যদি আমার আনুগত্য কর এবং আমার কথা মেনে নাও,তবে আল্লাহ তোমাদের পাপ সমূহ মার্জনা করবেন ও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন এবং আল্লাহর জ্ঞান অনুযায়ী নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তোমাদের বয়স বৃদ্ধি করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহর নির্ধারিত সময়ে মৃত্যু যখন এসে যাবে তখন একটুও অবকাশ দেয়া হবে না, তোমরা যদি তা জানতে তবে অবশ্যই ঈমান ও আনুগত্যের প্রতি দ্রুত অগ্রসর হতে।

قَالَ رَبِّ اِنِّىۡ دَعَوۡتُ قَوۡمِىۡ لَيۡلًا وَّنَهَارًا ۝٥ فَلَمۡ يَزِدۡهُمۡ دُعَآءِىۡۤ اِلَّا فِرَارًا ۝٦ وَاِنِّىۡ كُلَّمَا
دَعَوۡتُهُمۡ لِتَغۡفِرَ لَهُمۡ جَعَلُوۡۤا اَصَابِعَهُمۡ فِىۡۤ اٰذَانِهِمۡ وَاسۡتَغۡشَوۡا ثِيَابَهُمۡ وَاَصَرُّوۡا وَاسۡتَكۡبَرُوا
اسۡتِكۡبَارًا ۝٧ ثُمَّ اِنِّىۡ دَعَوۡتُهُمۡ جِهَارًا ۝٨ ثُمَّ اِنِّىۡۤ اَعۡلَنۡتُ لَهُمۡ وَاَسۡرَرۡتُ لَهُمۡ اِسۡرَارًا ۝٩
فَقُلۡتُ اسۡتَغۡفِرُوۡا رَبَّكُمۡ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۝١٠ يُّرۡسِلِ السَّمَآءَ عَلَيۡكُمۡ مِّدۡرَارًا ۝١١
وَّيُمۡدِدۡكُمۡ بِاَمۡوَالٍ وَّبَنِيۡنَ وَيَجۡعَلۡ لَّـكُمۡ جَنّٰتٍ وَّيَجۡعَلۡ لَّـكُمۡ اَنۡهٰرًا ۝١٢ مَا لَـكُمۡ لَا
تَرۡجُوۡنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ۝١٣ وَقَدۡ خَلَقَكُمۡ اَطۡوَارًا ۝١٤ اَلَمۡ تَرَوۡا كَيۡفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبۡعَ سَمٰوٰتٍ
طِبَاقًا ۝١٥ وَّجَعَلَ الۡقَمَرَ فِيۡهِنَّ نُوۡرًا وَّجَعَلَ الشَّمۡسَ سِرَاجًا ۝١٦ وَاللّٰهُ اَنۡۢبَتَكُمۡ مِّنَ

الْاَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ﴿١٨﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ
بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾

(3)-(10)নূহ বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমার সম্প্রদায়কে আমি আপনার প্রতি ঈমান ও আপনার আনুগত্যের পথে রাতদিন আহবান করেছি;কিন্তু ঈমানের প্রতি আমার এই আহবান, শুধু তাদের পলায়ন ও বিমুখতাকেই বৃদ্ধি করেছে। আমি যখনই তাদেরকে আপনার প্রতি ঈমানের জন্যে আহবান করেছি, যাতে আপনি তাদের পাপরাশী ক্ষমা করেন,তখনই তারা কানে আঙ্গুলি দিয়েছে যাতে সত্যের ডাক শুনতে না পায়, মুখমন্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে যাতে আমাকে দেখতে না পায়। আর কুফরীর উপর দৃঢ় থেকেছে এবং ঈমান গ্রহণ করার ব্যাপারে কঠিনভাবে অহংকার প্রদর্শন করেছে। তারপর কোন গোপনীয়তা না রেখে প্রকাশ্যে আমি তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছি, আবার অন্য সময় উচ্চস্বরে ঘোষণা সহকারে দাওয়াত দিয়েছে। আরেক সময় নিচু আওয়াজে চুপিসারেও বলেছি। আমার সম্প্রদায়কে বলেছি, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকট গুনাহ সমূহের ক্ষমা প্রার্থনা কর, তোমাদের কুফরী থেকে তাওবা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যে তাওবা করে ও তাঁর নিকট ফিরে আসে তাকে ক্ষমা করে দেন।

(11)-(16)তোমরা যদি তাওবা কর ও ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তোমাদের উপর মূষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করবেন, তোমাদের জন্যে উদ্যান স্থাপন করবেন যার সৌন্দর্য ও ফল সমূহ তোমরা উপভোগ করতে পারবে এবং প্রবাহিত করবেন তোমাদের জন্যে নদীনালা যা থেকে তোমাদের ক্ষেত-ক্ষমারে পানি সেচ করবে এবং গবাদি পশুকে পান করাবে। কি হয়েছে তোমাদের হে সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্বকে ভয় করছ না? অথচ তিনি তোমাদেরকে কয়েকটি স্তরে সৃষ্টি করেছেন: বীর্য, তারপর রক্ত পিন্ড, তারপর মাংশপিন্ড তারপর হাড় এবং হাড়ে গোস্ত পরিয়েছেন। তোমরা কি লক্ষ্য কর না কিভাবে আল্লাহ সপ্তাকাশকে স্তরে স্তরে একটিকে আরেকটির উপর সৃষ্টি করেছেন? এবং এই আকাশ সমূহে চন্দ্রকে করেছেন আলো স্বরূপ ও সূর্যকে রেখেছেন উজ্জল প্রদীপরূপে- পৃথিবীবাসী যার আলো গ্রহণ করে থাকে?

(17)-(20)আল্লাহ তোমাদের মূল জন্মকে মৃত্তিকা থেকে উদগত করেছেন। অতঃপর মৃত্যুর পর তা মৃত্তিকাতেই ফিরিয়ে দিবেন। আবার পুনরুত্থান দিবসে নিশ্চিতভাবে তোমাদেরকে সেখান থেকে বের করবেন। আল্লাহ তোমাদের জন্যে ভূমিকে বিছানার ন্যায় প্রস্তুত করেছেন, যাতে তোমরা তার প্রশস্ত পথে চলাফেরা করতে পার।

قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَوَلَدُهٗٓ اِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾ وَمَكَرُوْا
مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۙ وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ
وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا ۚ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ﴿٢٤﴾ مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا
فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۙ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ﴿٢٥﴾

(21)-(25)নূহ বললেন,হে আমার পালনকর্তা, নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় আমাকে অমান্য ও মিথ্যা আরোপ করতে অতিরঞ্জন করেছে, আর অনুসরণ করেছে এমন দুর্বল জ্ঞান সম্পন্ন বিভ্রান্ত নেতাদের যাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবল দুনিয়াতে তাদের বিভ্রান্তি ও আখেরাতে শাস্তিকেই বৃদ্ধি করেছে। ঐ বিভ্রান্ত নেতারা তাদের দুর্বল প্রকৃতির অনুসারীদের নিয়ে ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে। তাদেরকে বলেছে, তোমরা তোমাদের মা'বূদদের উপাসনা বর্জন করে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে যেও না- যে পথে নূহ তোমাদেরকে আহবান করে থাকে। তোমরা ওয়াদ,সুওয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে ত্যাগ কর না। এগুলো হচ্ছে তাদের মূর্তিদের নাম, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যার ইবাদত করত। মূলতঃ এগুলো কতিপয় সৎলোকের নাম ছিল। তারা মৃত্যু বরণ করলে শয়তান সে সম্প্রদায়কে কুমন্ত্রণা দেয়, এদের

নামে ছবি ও প্রতিকৃতি স্থাপন করতে, যাতে তাদেরকে দেখলে ইবাদত ও আনুগত্যে কথিত উদ্দিপনা লাভ করবে। যখন এই সম্প্রদায়ের লোকেরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিল এবং এভাবে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হল ও নতুন প্রজন্ম তাদের স্থলাভিষিক্ত হল,শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল যে, তাদের পূর্ব-পুরুষ এই মূর্তি ও প্রতিকৃতিগুলোর ইবাদত করত এবং তাদেরকে মাধ্যম করে আল্লাহকে ডাকত। আর এই কারণেই ইসলামে মূর্তি-প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্য হারাম করা হয়েছে, হারাম করা হয়েছে কবরের উপর ঘর ও গম্বুজ নির্মাণ করতে। কেননা দীর্ঘ যুগ অতিক্রম হওয়ার পর এক সময় তা মূর্খদের মা'বূদে পরিণত হতে পারে। এই অনুসারীরা অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে- তাদের সামনে গুমরাহী ও বিভ্রান্তির পথকে সুসজ্জিত করে তুলে ধরার মাধ্যমে। তারপর নূহ (আঃ) বললেন,হে আমার পলনকর্তা, কুফরী ও অবাধ্যতার কারণে নিজেদের প্রতি যুলুমকারী এই লোকদের জন্যে পথভ্রষ্টতা ও সত্য থেকে বিচ্যুতিকেই বাড়িয়ে দিন। অতঃপর পাপাচার এবং কুফরী ও সীমলঙ্ঘনের উপর অটল থাকার কারণে তাদেরকে প্লাবনে নিমজ্জিত করা হয়েছে। ডুবিয়ে মারার পর তাদেরকে লেলিহান উত্তপ্ত ভয়ানক আগুনে দাখিল করা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ ব্যতীত তাদের সাহায্য করবে অথবা তাদের থেকে আল্লাহর শাস্তিকে প্রতিহত করবে এমন কাউকে তারা পায়নি।

وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ
وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُؤْمِنٰتِ ۭ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

(26-28) নূহ (আঃ) তার সম্প্রদায়ের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে আরো বললেন,হে আমার পালনকর্তা, এই কাফেরদের একজনকেও পৃথিবীতে বসবাস করতে ও চলাফেরা করতে জীবিত ছেড়ে দিবেন না। তাদেরকে ধ্বংস না করে যদি রেহাই দিয়ে দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে যারা আপনার প্রতি ঈমান এনেছে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিবে। আর তাদের ঔরস ও গর্ভ থেকে জন্ম দিতে থাকবে এমন লোক যারা হবে সত্য থেকে বিচ্যুত পাপাচারী এবং আপনার সাথে কুফরী ও অবাধ্যতায় কাঠোর। হে আমার পালনকর্তা, আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, মুমিন হয়ে যে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন। আর যালেম সম্প্রদায়ের দুনিয়া ও আখেরাতে কেবল ক্ষতি ও ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন।

সূরা আল-জিন

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত- ২৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ
فَاٰمَنَّا بِهٖ ۭ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ﴿٢﴾ وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ﴿٣﴾
وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ﴿٤﴾ وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ
كَذِبًا ﴿٥﴾ وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾ وَّاَنَّهُمْ
ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ﴿٧﴾

(1-2) বলুন হে রাসূল! আমার নিকট ওহী করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল আমার কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করেছে। তা শ্রবণ করার পর তাদের জাতিকে বলেছে, আমরা এমন কুরআন শ্রবণ করেছি যার বাগ্মিতা ও বচনভঙ্গি বিস্ময়কর এবং জ্ঞান, বিধি-বিধান ও সংবাদ সমূহ অতি উৎকৃষ্টমানের। যা সৎপথ ও হেদায়াতের প্রতি আহবান করে। তাই আমরা এই

কুরআনকে সত্যায়ন করে তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং তার প্রতি আমল করেছি। আমরা কখনো আমাদের স্রষ্টা পালনকর্তার ইবাদতে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করব না।

3 আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার মহত্ব ও সম্মান সকলের উর্ধ্বে। তিনি কোন পত্নী গ্রহণ করেননি এবং কোন সন্তানও গ্রহণ করেননি।

4 আমাদের নির্বোধ অর্থ্যাৎ ইবলীস আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে এমন বাড়াবাড়ি মূলক কথা বলত, যা সত্য ও সঠিক থেকে বহু দূরে। সে দাবী করত যে,আল্লাহর স্ত্রী ও সন্তান আছে।

5 আমরা ধারণা করতাম যে,আল্লাহর উপর কেউ কখনো মিথ্যারোপ করতে পারবে না, না মানুষের মধ্যে কেউ না জিনের মধ্যে কেউ যে, আল্লাহর সঙ্গিনী ও সন্তান আছে।

6 অনেক মানুষ ছিল যারা অনেক জিনের কাছে আশ্রয় চাইত,ফলে জিনরা মানুষদের ভয়-ভীতি ও আতঙ্ককেই বাড়িয়ে দিত তাদের কাছে আশ্রয় চাওয়ার কারণে।এটাই হচ্ছে গাইরুল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা,যা আল্লাহ জাহেলী যুগের লোকদের জন্যে বড় শির্ক হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যা থেকে একনিষ্ঠভাবে তাওবা না করলে আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন না।এই আয়াতে যাদুকর, জ্যোতীষী ও ভেল্কিবাজ প্রভৃতিদের স্মরণাপন্ন হতে কঠিনভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

7 মানুষের মধ্যে কাফেররা ধারণা করত যেমন তোমরা ধারণা করতে হে জিন জাতি যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ কখনো কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না।

وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا ۝٨ وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۝٩ وَّاَنَّا لَا نَدْرِيْۤ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝١٠ وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ۝١١ وَّاَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِى الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ۝١٢ وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰۤى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ۝١٣ وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝١٤ وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝١٥ وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ۝١٦ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۝١٧

8 আমরা জিন জাতি আকাশে পৌঁছার জন্যে চেষ্টা করেছি- আকাশবাসীর কথা শ্রবণ করার জন্যে, কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি যে, অসংখ্য ফেরেশতা দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে আছে, তারা আকাশ পাহারা দিচ্ছে এবং জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড নিয়োগ করা হয়েছে, কেউ আকাশের নিকটবর্তী হলেই তাকে তা নিক্ষেপ করা হচ্ছে।

9 আমরা ইতোপূর্বে আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সেখান থেকে সংবাদ শ্রবণার্থে জায়গা নিয়ে বসতাম। এখন কেউ চুরি করে সংবাদ শুনার চেষ্টা করলে দেখতে পাবে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড ওঁৎ পেতে আছে, তাকে জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দিবে। এই আয়াত দু'টিতে যাদুকর, গণক ও জ্যোতিষীদের দাবী বাতিল করা হয়েছে, যারা অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী করে এবং মিথ্যা রটনা করে দুর্বল বিবেকের লোকদের ধোকায় ফেলে থাকে।

10 আমরা জিন জাতি জানি না- আল্লাহ পৃথিবীবাসীদের অমঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করেন, না তাদের জন্যে মঙ্গল সাধন ও হেদায়াতের ইচ্ছা রাখেন।

11 আমাদের মধ্যে কেউ সৎকর্ম পরায়ন ও আল্লাহভীরু।কেউ আবার অন্য ধরণের কাফের ও ফাসেক।আমরা ছিলাম বিভিন্ন দল ও মতে বিভক্ত।

12 এখন আমরা দৃঢ়ভাবে বুঝতে পেরেছি যে, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের উপর ক্ষমতাবান, আমরা তাঁর কর্তৃত্ব ও কবজার মধ্যে। আমরা যেখানেই থাকি তিনি আমাদের বিষয়ে কিছু ইচ্ছা করলে আমরা তাঁকে অপারগ করতে পারব না, আর তিনি যদি আমাদের অমঙ্গল

ইচ্ছা করেন, তবে তাঁর শাস্তি থেকে বাঁচার জন্যে আকাশের দিকে পালিয়ে কখনই ছুটে যেতে পারব না।

(13) আমরা যখন হেদায়াতের বাণী কুরআন শুনলাম, তার প্রতি ঈমান আনলাম, স্বীকার করলাম যে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য। অতএব যে তার পালনকর্তার প্রতি ঈমান রাখবে, সে তার নেকীর কোন কিছু হ্রাস হওয়ার ভয় করবে না এবং অসৎ কর্ম করলে অতিরিক্ত কোন যুলম হবে এমন আশংকাও করবে না।

(14) (15) আমাদের মধ্যে কিছু আছে আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর আজ্ঞাবহ বিনয়ী। আর কিছু আছে অন্যায়কারী জালেম। যারা আত্মসমর্পণ করে আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর জন্যে বিনয়ী হয়, তারাই সত্য ও সঠিক পথ বেছে নিয়েছে, তা গ্রহণ করার জন্যে প্রচেষ্টা করেছে, তাই আল্লাহও তাদেরকে সে পথের হেদায়াত দিয়েছেন। কিন্তু যারা অন্যায় করে ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তারা হবে জাহান্নামের ইন্ধন।

(16) (17) মানুষ ও জিন জাতির কাফেররা যদি ইসলামের সত্য পথে দৃঢ় থাকত, বিপথে না যেত, তবে তাদেরকে আমি প্রচুর পানি বর্ষণে সিক্ত করতাম, দুনিয়াতে প্রশস্ত রিযিক প্রদান করতাম, যাতে তাদেরকে পরীক্ষা করি যে, কিভাবে তারা আল্লাহর নেয়া'মতের শুকরিয়া আদায় করে? পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার আনুগত্য থেকে এবং কুরআন শোনা, গবেষণা ও তদানুযায়ী আমল করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাকে তিনি দুঃসহ কঠিন আযাবে দাখিল করবেন।

(18) নিশ্চয় মসজিদ সমূহ হচ্ছে একক আল্লাহর ইবাদত করার জন্যে, অতএব সেখানে তিনি ব্যতীত কারো ইবাদত করো না। একনিষ্ঠভাবে তাঁর কাছে দু'আ কর ও তাঁর ইবাদত কর। কেননা মসজিদ সমূহ কেবল নির্মাণ করা হয় একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্যেই- তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত নয়। এই আয়াতে আল্লাহর ইখলাস এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর অনুসরণকে নষ্ট করে এমন সব কার্যকলাপ থেকে মসজিদকে পরিচ্ছন্ন রাখা ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে।

وَاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ﴿١٨﴾ وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا
يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾ قُلْ اِنَّمَاۤ اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَاۤ اُشْرِكُ بِهٖۤ اَحَدًا ﴿٢٠﴾ قُلْ اِنِّيْ لَاۤ اَمْلِكُ لَكُمْ
ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾ اِلَّا
بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ﴿٢٣﴾ حَتّٰۤى
اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾

(19) আর যখন আল্লাহর বান্দা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)তাঁর পালনকর্তার ইবাদত করার জন্যে দন্ডায়মান হলেন, তখন জিনেরা জামাতবদ্ধ হয়ে তাঁর নিকট জড়ো হল,তাঁর নিকট থেকে কুরআন শোনার জন্যে কঠিন ভীড়ে একজন অপরজনের উপর একত্রিত হল।

(20) হে রাসূল,আপনি এই কাফেরদের বলুন, নিশ্চয় আমি একমাত্র আমার পলনকর্তারই ইবাদত করি,ইবাদতে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না।

(21)-(23) হে রাসূল!আপনি তাদেরকে বলুন, আমি তোমাদের কোন ক্ষতি প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখি না। আর তোমাদের জন্যে কোন কল্যাণ আনয়নেরও শক্তি রাখি না। বলুন, আমি যদি আল্লাহর অবাধ্য হই তবে তাঁর শাস্তি থেকে কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না। তাঁর শাস্তি থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্যে তিনি ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থলও পাব না। তবে আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে যে আদেশ আমাকে করেছেন এবং তোমাদের নিকট যে রিসালাত দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন তা তোমাদের নিকট পৌঁছে দেয়ার ক্ষমতা আমি রাখি।যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করবে এবং আল্লাহর দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নামের অগ্নি, সেখান থেকে সে কখনই বের হতে পারবে না।

24 এমনকি মুশরিকরা যখন প্রতিশ্রুত আযাব স্বচোক্ষে দেখতে পাবে, তখন তাদের উপর তা পতিত হওয়ার পর জানতে পারবে, কার সাহায্যকারী দুর্বল এবং কার সৈন্য সংখ্যা কম?

قُلْ اِنْ اَدْرِیْۤ اَقَرِیْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ یَجْعَلُ لَهٗ رَبِّیْۤ اَمَدًا ﴿۲۵﴾ عٰلِمُ الْغَیْبِ فَلَا یُظْهِرُ عَلٰی غَیْبِهٖۤ اَحَدًا ﴿۲۶﴾ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰی مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ یَسْلُكُ مِنْۢ بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ﴿۲۷﴾ لِّیَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَیْهِمْ وَاَحْصٰی كُلَّ شَیْءٍ عَدَدًا ﴿۲۸﴾

25-28 হে রাসূল,এই মুশরিকদের বলুন, আমি জানি না,যে আযাবের প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হয়েছে, তার সময় কি আসন্ন, না আমার পালনকর্তা এর জন্যে দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করে রেখেছেন? আল্লাহ সুবহানাহুই দৃষ্টির আড়ালের অদৃশ্য বস্তুর জ্ঞান রাখেন। তাই তাঁর সৃষ্টির কারো কাছে অদৃশ্য বিষয় প্রকাশ করেন না। তবে তাঁর রিসালাতের দায়িত্বের জন্যে যাদেরকে পছন্দ ও মনোনিত করেন তাঁরা ব্যতীত, কেননা তাদেরকে তিনি অদৃশ্যের কিছু বিষয় জানিয়ে থাকেন। তখন রাসূলের অগ্রে ও পশ্চাতে ফেরেশতাদেরকে প্রহরী নিযুক্ত করেন, যাতে জিনেরা চুরি করে শ্রবণ করে তা গণকদের কানে পৌঁছাতে না পারে। আর যাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম) জানতে পারেন যে, তাঁর পূর্বের রাসূলগণও তাঁর অনুরূপ হক ও সত্য পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তাদের যেমন জিনদের থেকে হেফাযত করা হয়েছিল তাকেও তেমন হেফাযত করা হবে। নিশ্চয় আল্লাহ সুবহানাহুর জ্ঞান তাদের নিকট শরীয়তের বিধি-বিধান গোপন-প্রকাশ্য যা আছে সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে। কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টির আড়ালে থাকে না। নিশ্চয় তিনি সবকিছুর সংখ্যা গণনা করে রাখেন, কোন কিছু তাঁর নিকট গোপন থাকে না।

সূরা মুযযাম্মিল

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-২০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

یٰۤاَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿۱﴾ قُمِ الَّیْلَ اِلَّا قَلِیْلًا ﴿۲﴾ نِّصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِیْلًا ﴿۳﴾ اَوْ زِدْ عَلَیْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِیْلًا ﴿۴﴾ اِنَّا سَنُلْقِیْ عَلَیْكَ قَوْلًا ثَقِیْلًا ﴿۵﴾ اِنَّ نَاشِئَةَ الَّیْلِ هِیَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِیْلًا ﴿۶﴾ اِنَّ لَكَ فِی النَّهَارِ سَبْحًا طَوِیْلًا ﴿۷﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَیْهِ تَبْتِیْلًا ﴿۸﴾ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِیْلًا ﴿۹﴾

1-4 হে বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি,রাতে সালাত আদায় করার জন্যে উঠুন, তার কিছু অংশ বাদ দিয়ে। অর্ধরাত্রি অথবা অর্ধেকের সামান্য কম অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ অথবা অর্ধেকের সামান্য বেশী অর্থাৎ দু'তৃতীয়াংশ পরিমাণ সময় সালাত আদায় করুন। আর কুরআনকে ধীরস্থীরভাবে প্রতিটি অক্ষর ও যোতি চিহ্ন সুস্পষ্ট করে পাঠ করুন।

5 নিশ্চয় হে রাসূল,অচিরেই আমি আপনার প্রতি সুমহান কুরআন অবতীর্ণ করব। যাতে আদেশ-নিষেধ ও শরীয়তের বিধি-বিধান সন্নিবেশিত থাকবে।

6 নিশ্চয় রাত্রির মধ্যভাগে যে ইবাদত হয়, তাতে প্রবৃত্তি দমনের জন্যে অন্তরের উপর অধিক প্রভাব পড়ে এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকুল হয়। কেননা সে সময় অন্তর দুনিয়ার ব্যস্ততা থেকে মুক্ত থাকে।

7 নিশ্চয় দিবাভাগে রয়েছে আপনার ব্যক্তিগত সাংসারিক কর্মব্যস্ততা ও নড়াচড়া এবং দ্বীনের তাবলীগে লিপ্ত থাকার দীর্ঘ কাজ। তাই রাতের বেলায় আপনার প্রতিপালকের ইবাদতের জন্যে নিজেকে মুক্ত করুন।

৮ ৯ হে নবী, আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে তা দ্বারা তাঁকে ডাকুন এবং আপনার ইবাদতের ভিতর তাঁর প্রতি সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হোন। তাঁর প্রতি ভরসা করুন। তিনিই পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের মালিক, তিনি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। তাঁর উপর আস্থা রাখুন এবং আপনার সকল বিষয় তাঁর নিকট সোপর্দ করুন।

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ﴿١٠﴾ وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ
قَلِيْلًا ﴿١١﴾ اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ﴿١٢﴾ وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٣﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ
وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ﴿١٤﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا ۢ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَآ
اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾ فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ﴿١٦﴾ فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ
يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ﴿١٧﴾ السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌ ۢ بِهٖ ؕ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ﴿١٨﴾

১০ আপনার ব্যাপারে এবং আপনার দ্বীনের বিষয়ে কাফেররা যা বলে তজ্জন্যে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। তাদের বাতিল কর্মকান্ডকে সুন্দরভাবে পরিহার করে চলুন। তাদের থেকে বিমুখ থাকবেন, সেই সাথে প্রতিশোধও নিবেন না।

১১ হে রাসূল, দুনিয়াতে বিত্ত-বৈভবের অধিকারী এবং আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা আরোপকারী এই কাফেরদের আমার হাতে ছেড়ে দিনে। বিলম্বে শাস্তি আসার জন্যে কিছু সময় তাদেরকে অবকাশ দিন,যে পর্যন্ত তাদেরকে আযাব দেয়ার বিষয়ে কিতাবে নির্ধারণকৃত সময় উপস্থিত না হয়।

১২ ১৩ নিশ্চয় আখেরাতে তাদের জন্যে আমার কাছে আছে ভারী ডান্ডাবেড়ি এবং প্রজ্জলিত অগ্নি যাতে তাদেরকে জ্বালানো হবে। আরো আছে নিকৃষ্ট খাদ্য যা গলায় আটকে যাবে নিচে নামবে না এবং আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৪ যেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে, এমনকি পর্বত সমূহ হবে বহমান ছিটানো বালুর স্তুপ;অথচ তা ছিল কঠিন শক্ত জড় বস্তু।

১৫ ১৬ হে মক্কাবাসী, আমি তোমাদের নিকট মুহাম্মাদকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি। তোমাদের থেকে যে কুফরী ও অবাধ্যতা প্রকাশ হয় তিনি তোমাদের বিরুদ্ধে তার সাক্ষী স্বরূপ। যেমন স্বেচ্ছাচারী ফেরাউনের নিকট মুসাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছিলাম। তখন ফেরাউন মুসাকে মিথ্যা ভেবেছিল, তাঁর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস করেনি, তাঁর আদেশ অমান্য করেছিল। ফলে আমি তাকে কঠিনভাবে ধ্বংস করেছিলাম।

এই আয়াতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্যতা থেকে সতর্ক করা হয়েছে; অন্যথা ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়ের যে পরিণতি হয়েছিল এই অবাধ্যদেরও সেই পরিণতি হবে।

১৭ অতএব কিরূপে তোমরা আত্মরক্ষা করবে যদি কিয়ামত দিবসের শাস্তিকে অস্বীকার কর, যেদিনের ভয়াবহতা ও কঠিন বিপদের কারণে ছোট শিশুদের বৃদ্ধ করে দিবে?

১৮ সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে, অবস্থা ভয়ানক হওয়ার কারণে। আর ঐ দিনের আগমন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿١٩﴾ اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ
وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ؕ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي
الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَاَقِيْمُوا

الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ؕ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾

(19) নিশ্চয় ভীতি প্রদর্শনকারী এই আয়াত সমূহে যে ধমক রয়েছে তা মানুষের জন্যে উপদেশ ও নসীহত স্বরূপ।অতএব তা থেকে যে উপদেশ গ্রহণ করবে ও উপকৃত হবে সে আনুগত্য ও তাক্বওয়ার পথ অবলম্বন করবে, যা তাকে পালনকর্তার সন্তুষ্টিতে পৌঁছিয়ে দিবে,যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন ও প্রতিপালন করেন।

(20) নিশ্চয় হে নবী, আপনার পালনকর্তা জানেন যে, আপনি তাহাজ্জুদ সালাতের জন্যে দন্ডায়মান হন কখনো রাতের প্রায় দু'তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ, আবার কখনো এক তৃতীয়াংশ এবং আপনার সাথে আপনার সাহাবীদের একটি দলও দন্ডায়মান হয়। আল্লাহই এককভাবে দিবা ও রাত্রি পরিমাপ করেন। তিনিই এর সময় সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন কতটুকু অতিবাহিত হয়েছে এবং কতটুকু অবশিষ্ট আছে। আল্লাহ জানেন যে, পুরা রাত্রি দন্ডায়মান হয়ে ইবাদত করা তোমাদের জন্যে সম্ভব নয়, তাই তিনি তোমাদের জন্যে সহজ করে দিয়েছেন। কাজেই রাতের সালাতে কুরআন থেকে যতটুকু পাঠ করা তোমাদের জন্যে সহজসাধ্য হয় তোমরা তা পাঠ কর। আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে এমন লোক পাওয়া যাবে,যে অসুস্থতার কারণে কিয়ামুল্লায়ল (রাত জেগে তাহাজ্জুদ সালাত আদায়) করতে অপারগ হবে,আরো এমন লোক পাওয়া যাবে যারা আল্লাহর হালাল রিযিক অনুসন্ধান করার জন্যে ব্যবসা ও কাজের উদ্দেশ্যে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াবে, আরেক দল আল্লাহর পথে জিহাদে রত থাকবে আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্যে এবং তাঁর দ্বীনকে প্রচার করার জন্যে। অতএব তোমরা সালাতে কুরআন থেকে যা সহজসাধ্য তা পাঠ কর এবং ফরয সালাত সমূহ সর্বদা আদায় করতে থাক, তোমাদের উপর আবশ্যক যাকাত আদায় কর, আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের সম্পদ থেকে কল্যাণ মূলক স্থানে সাদকা কর। তোমরা যে সকল নেক ও কল্যাণকর কর্ম ও আনুগত্যের কাজ করে থাক,তোমরা কিয়ামত দিবসে দুনিয়াতে যা করেছ তার চেয়ে উত্তম ছোয়াব ও পুরস্কার বর্ধিতরূপে আল্লাহর কাছে লাভ করবে। সর্বাবস্থায় তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি তোমাদেরকে ক্ষমাকারী ও তোমাদের প্রতি দয়ালু।

সূরা আল মুদ্দাসসির

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত- ৫৬

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَاَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾ فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ ﴿٨﴾ فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ﴿٩﴾ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ﴿١٠﴾

(1)-(7) হে বস্ত্র দ্বারা আবৃত ব্যক্তি, বিছানা থেকে উঠুন, মানুষকে আল্লাহর আযাব থেকে সতর্ক করুন। বড়ত্ব, তাওহীদ ও ইবাদতের মাধ্যমে আপনার একক পালনকর্তার মহাত্ম ঘোষণা করুন। আপনার পোষাক ময়লা-আবর্জনা থকে পবিত্র করুন, কেননা বাহ্যিক পবিত্রতা ভিতরের পবিত্রতাকে পরিপূর্ণ করে। মূর্তি ও সবধরণের শিকী কার্যকলাপ বর্জন করতে থাকুন। অধিক পাবেন সেই আশায় দান করবেন না। আপনার প্রতিপালকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আদেশ-নিষেধ পালনে ধৈর্য অবলম্বন করুন।

(8)-(10) যে দিন পুনরুত্থান ও নতুনভাবে জীবিত করার জন্যে শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন ঐ সময়টি কাফেরদের জন্যে হবে ভয়াবহ। তাদের জন্যে সহজ হবে না হিসাবের জন্যে জিজ্ঞাসাবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া ।

ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ﴿١١﴾ وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ﴿١٢﴾ وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا ﴿١٣﴾ وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ
تَمْهِيْدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا ؕ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا ﴿١٦﴾ سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا ﴿١٧﴾ اِنَّهٗ
فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ
﴿٢٢﴾ ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ ﴿٢٤﴾ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾
سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِيْ وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا
تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾

(11)-(17)হে রাসূল,আমি যাকে মাতৃগর্ভে এককভাবে সম্পদহীন ও সন্তানহীন অবস্থায় সৃষ্টি করেছি তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। অতঃপর তাকে বিপুল পরিমাণে ধন-সম্পদ দিয়েছি, দিয়েছি পুত্রবর্গ যারা সর্বদা তার কাছে মক্কায় উপস্থিত থাকে, তার থেকে অনুপস্থিত থাকে না। তার জন্যে জীবিকার পথকে সহজ করে দিয়েছি। অতঃপর এত দান পাওয়ার পরও আশা করে যে, আমি তাকে আরো বেশী সম্পদ ও সন্তানাদি দেই; অথচ সে আমার সাথে কুফরী করে চলেছে। কখনই নয় যেমনটি এই অপরাধী পাপিষ্ঠ ধারণা করে থাকে, এর চেয়ে বেশী তাকে আমি দেব না। সে কুরআন ও সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর নিদর্শন সমূহের বিরুদ্ধাচরণকারী ও তা মিথ্যারোপকারী। অচিরেই আমি তাকে এমন কঠিন আযাব ও বিপদের সম্মুখীন করব যা থেকে কখনই সে মুক্তি পাবে না। (এই আয়াতগুলোতে ওয়ালিদ বিন মুগীরাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। সে ছিল সত্যের বিরোধিতাকারী আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী। এরূপ যে কেউ সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করবে ও তা প্রত্যাখ্যান করবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে।)

(18)-(25)সে মনে মনে চিন্তা করে এমন কথার প্রস্তুতি নিয়েছে যা দ্বারা সে মুহাম্মাদ ও কুরআনের নিন্দা করবে। ফলে সে অভিশপ্ত হয়েছে এবং ধ্বংসের উপযুক্ত হয়েছে। কিভাবে এরূপ নিন্দনীয় কথা সে মনঃস্থির করেছে? অতঃপর একইভাবে তাকে অভিশপ্ত করা হয়েছে। তারপর পুনরায় কুরআনকে নিন্দা করার জন্যে সে প্রস্তুতি নিয়েছে ও স্থির করেছে এবং তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছে।অতঃপর যখন তার সব কৌশল ফুরিয়ে গেছে এবং কুরআনের নিন্দা করার কোন সুযোগ পায়নি তখন ভ্রুকুঞ্চিত করেছে ও খারাপভাবে মুখ বিকৃত ও বিষন্ন করেছে। তারপর সত্য থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে এবং তা মানতে অহংকার করেছে,অতঃপর কুরআন সম্পর্কে বলেছে, মুহাম্মাদ এগুলো যা বলে তা কেবল যাদু, যা পূর্বযুগের লোকদের থেকে পরম্পরায় প্রাপ্ত হয়েছে। এটা তো সৃষ্ট মানুষের উক্তি বৈ কিছুই নয়, মুহাম্মাদ তাদের থেকেই শিখেছে তারপর বলছে যে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে পেয়েছে।

(26)-(30)অচিরেই তাকে জাহান্নামে দাখিল করব, যাতে তার প্রখরতায় প্রবেশ করে এবং তার অগ্নিতে দগ্ধ হয়। আপনি কি জানেন জাহান্নাম কি? শরীরের গোস্ত অক্ষত রাখবে না,হাড়ও ছাড়বে না জ্বালিয়ে দিবে। শরীরের চামড়া পরিবর্তন করে দিবে, পুড়িয়ে ভস্ম করে দিবে। জাহান্নামের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে এবং তার অধিবাসদের শাস্তি দিবে উনিশ জন ফেরেশতা, তারা সকলেই কঠিন প্রকৃতির প্রহরী।

وَمَا جَعَلْنَاۤ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ
لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ؕ كَذٰلِكَ

يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ؕ وَمَا هِىَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ۝٣١ كَلَّا ۙ وَالْقَمَرِ ۝٣٢ ۙ وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ۝٣٣ ۙ وَالصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ ۝٣٤ ۙ

(31) আমি দোজখের তত্বাবধায়ক নিয়োগ করেছি কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাকেই। আমি কাফেরদের পরীক্ষা করার জন্যেই এ সংখ্যা নির্ধারণ করেছি। আর যাতে কিতাবধারী ইহুদী ও খৃষ্টানরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয় যে, কুরআনে দোযখের তত্বাবধায়ক সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সত্য। কেননা তাদের কিতাবে যা উল্লেখ হয়েছে তা তার অনুকূল। আর মুমিনদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান ও তাঁর শরীয়েতের প্রতি আমল বৃদ্ধি পায় এবং ইহুদী-খৃষ্টান যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তারা এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমানদাররা তাতে সন্দেহ পোষণ না করে। আর যাদের অন্তরে মুনাফেকী আছে তারা এবং কাফেররা বলে, আল্লাহ এই আশ্চর্য রকমের সংখ্যা দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন? উল্লেখিত এধরণের বিষয় দ্বারা আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করতে ইচ্ছা করেন তাকে বিভ্রান্ত করেন, যাকে সৎপথ প্রদর্শনের ইচ্ছা করেন তাকে হেদায়াত করেন। আপনার পালনকর্তার বাহিনী- ফেরেশতা- প্রভৃতি সম্পর্কে এক আল্লাহ ব্যতীত কেউ কিছু জানে না। জাহান্নাম তো মানুষের জন্যে উপদেশ বৈ কিছু নয়।

(32)-(37) কখনই নয়, অর্থাৎ রাসূল যা নিয়ে এসছেন তা মিথ্যা সাব্যস্ত করার জন্যে তারা যা উল্লেখ করেছে বিষয়টি সেরূপ নয়। আল্লাহ সুবহানাহু চন্দ্রের শপথ করেছেন এবং শপথ করেছেন রাত্রির যখন তা শেষ হয়ে যায় এবং চলে যায়। আরো শপথ করেছেন প্রভাতের যখন তা আলোকজ্জ্বোল হয় ও উদ্ভাসিত হয়। নিশ্চয় জাহান্নাম মানুষকে সতর্ক করার জন্যে এবং ভয় দেখানোর জন্যে গুরুতর বিপদ সমূহের অন্যতম একটি স্থান- ঐ ব্যক্তির জন্যে, তোমাদের মধ্যে যে তার পালনকর্তার আনুগত্য করে সামনে অগ্রসর হয় তথা তাঁর নৈকট্য লাভ করে অথবা পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পশ্চাতে চলে যায়।

اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ۝٣٥ ۙ نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ۝٣٦ ۙ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ ۝٣٧ ؕ كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۝٣٨ ۙ اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ۝٣٩ ۛ فِىْ جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُوْنَ ۝٤٠ ۙ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝٤١ ۙ مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ ۝٤٢ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۝٤٣ ۙ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ۝٤٤ ۙ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ۝٤٥ ۙ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝٤٦ ۙ حَتّٰٓى اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ۝٤٧ ؕ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ۝٤٨ ؕ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ۝٤٩ ۙ كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۝٥٠ ۙ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۝٥١ ؕ بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۝٥٢ ۙ كَلَّا ؕ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۝٥٣ ؕ كَلَّآ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ۝٥٤ ۚ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۝٥٥ ؕ وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝٥٦ ۧ

(38)-(47) প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃত অসৎ ও খারাপ কর্মের জন্যে বন্দি ও দায়ী থাকবে,যতক্ষণ তার উপর অর্পিত দাবী আদায় না করবে উপযুক্ত শাস্তি না পাবে মুক্তি পাবে না। কিন্তু যারা একনিষ্ঠ মুসলমান তারা ডানদিকে থাকবে,যারা আনুগত্যশীল কর্মের মাধ্যমে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে, তারা এমন জান্নাতে বসবাস করবে যার বিবরণ প্রদান করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে ঐ কাফেরদের সম্পর্কে যারা নিজেদের ব্যাপারে অপরাধ করেছে, কিসে তোমাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছে এবং তার উত্তাপ ভোগ করতে বাধ্য করেছে? অপরাধীরা বলবে, আমরা দুনিয়াতে সালাত আদায়কারী ছিলাম না। আমরা ফকীর-মিসকীনদের সাদকা দিতাম না এবং তাদের প্রতি করুণা করে খাদ্য দিতাম না। আর বিভ্রান্ত-পথভ্রষ্ট লোকদের সাথে বাতিল বিষয়ে কথাবার্তায় লিপ্ত

থাকতাম। কিয়ামত তথা হিসাব ও প্রতিদানের দিবসকে অস্বীকার করতাম, এভাবে আমাদের মৃত্যু এসে গেছে; অথচ আমরা ঐ বিভ্রান্তি ও গর্হিত কাজে লিপ্তই থেকেছি।

48 অতএব সবধরণের সুপারিশকারী ফেরশতা, নবী প্রভৃতি কারই সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না।কেননা সুপারিশ তার পক্ষেই হবে, যার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন এবং সুপারিশকারীকে তার জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন।

49-51 এই মুশরিকদের কি হল যে, কুরআন ও তার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে,যেন তারা বন্য গাধার ন্যায় দ্রুত পালায়নকারী, হিংস্র সিংহের থাবা থেকে বাঁচার জন্যে পলায়ন করছে।

52 53 বরং এই মুশরিকদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাদের প্রত্যেকের কাছে আল্লাহ আকাশ থেকে উন্মুক্ত একটি গ্রন্থ নাযিল করুন। যেমন তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নাযিল করেছেন। কখনো এরূপ হবে না;বরং প্রকৃত কথা হচ্ছে তারা আখেরাতকে ভয় করে না এবং পুনরুত্থান ও প্রতিদানকে বিশ্বাস করে না।

54-56 প্রকৃত পক্ষে কুরআন এমন একটি উপদেশ যা প্রভাবপূর্ণ এবং শিক্ষা গ্রহণের জন্যে যথেষ্ট। অতএব যার ইচ্ছা সে এখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং তা দ্বারা উপকৃত হবে। আর তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে না তারা ব্যতীত,আল্লাহ যাদের হেদায়াত চেয়েছেন। তিনিই সুবহানাহু ভয়ের যোগ্য ও আনুগত্য পাওয়ার উপযুক্ত। তিনিই ক্ষমার অধিকারী ঐ ব্যক্তিকে যে তার প্রতি ঈমান রাখে এবং তাঁর আনুগত্য করে।

সূরা আল ক্বিয়ামাহ

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত- ৪০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۝١ وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝٢ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ۝٣ بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى أَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ ۝٤ بَلْ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهٗ ۝٥ يَسْـَٔلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ۝٦ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝٧ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝٨ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝٩ يَقُوْلُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ۝١٠ كَلَّا لَا وَزَرَ ۝١١ إِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ِالْمُسْتَقَرُّ ۝١٢ يُنَبَّؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۝١٣ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ۝١٤ وَّلَوْ أَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ۝١٥

1-4 আল্লাহ সুবহানাহু শপথ করেছেন কিয়ামত তথা হিসাব ও প্রতিদান দিবসের। শপথ করেছেন সেই ঈমানদার পরহেযগার আত্মার যে নিজেকে তিরস্কার করে আনুগত্য বর্জনের কারণে ও মন্দ কর্মের কারণে- নিশ্চয় মানুষ অচিরেই পুনরুত্থিত হবে, কাফের মানুষ কি ধারণা করে যে, তার অস্থি সমূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার পর আমি তা একত্রিত করতে সক্ষম হব না? বরং আমি তা অচিরেই একত্রিত করব। তার অংগুলি সমূহ বা অংগুলির অগ্রভাগ সমূহ একত্রিত করে একটি সুবিন্যস্ত সৃষ্টিতে পরিণত করতে সক্ষম, যেমন সে ছিল মৃত্যুর পূর্বে।

5 6 বরং মানুষ পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে আর জীবনের ভবিষ্যত দিনগুলোতে পাপাচারের উপর দৃঢ় থাকার ধৃষ্টতা দেখাতে চায়। এই কাফের কিয়ামত সংঘটিত হওয়া সুদূর পরাহত ভেবে প্রশ্ন করে, কখন হবে কিয়ামত?

7-10 যখন কিয়ামতের ভয়ানক অবস্থা দেখে দৃষ্টি দিশেহারা হয়ে ভয়ে চমকে যাবে। চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে অর্থাৎ উভয়টি আলোহীন হয়ে যাবে- কারো কোন আলো থাকবে না, সে সময় মানুষ বলবে, আযাব থেকে পালানোর জায়গা কোথায়?

11 12 কখনই নয়,অর্থাৎ মানুষ যে পালাতে চাইবে তা কখনই হবে না। কোন আশ্রয়স্থল নেই, মুক্তির কোন ব্যবস্থা নেই। আপনার পালনকর্তা একক আল্লাহর কাছেই কিয়ামত

দিবসে সকল সৃষ্টিকে ফিরে যেতে হবে, সেখানেই তাদের ঠাঁই হবে। তখন প্রত্যেককে উপযুক্ত কর্মফল দেয়া হবে।

13 সেদিন মানুষকে তার যাবতীয় আমল সম্পর্কে অবহিত করা হবে, ভাল হোক আর মন্দ,যা সে জীবদ্দশায় সামনে প্রেরণ করেছে এবং পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে।

14 15 বরং মানুষ নিজের কর্ম যা সে করেছে বা বর্জন করেছে সে সম্পর্কে নিজেই তার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণ। সে যত প্রকারের অযুহাত তার অপরাধ সম্পর্কে উপস্থিত করুক, তা কোন উপকারে আসবে না।

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ﴿١٦﴾ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ﴿١٧﴾ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ﴿١٨﴾
ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ﴿١٩﴾ كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ﴿٢١﴾ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ
﴿٢٢﴾ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍۢ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾ تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾

16-19 হে নবী!ওহী নাযিল হওয়ার সময় কুরআন ছুটে যাওয়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি মুখস্ত করার জন্যে দ্রুত জিহ্বা নাড়াবেন না। নিশ্চয় তা আপনার বক্ষে ধারণ করে দেয়ার দায়িত্ব আমার। তারপর আপনি যখন চাইবেন পাঠ করবেন। তাই যখন আমার দূত জিবরীল (আঃ)আপনার নিকট তা পাঠ করে, আপনি শুধু তা শ্রবণ করুন এবং নিরব থাকুন। তারপর তিনি যেভাবে আপনাকে পড়িয়েছেন তার অনুসরন করে সেভাবে আবৃত্তি করুন। অতঃপর এর কোন অর্থ ও বিধান যদি বুঝতে আপনার অসুবিধা হয়, তবে তার বিশদ ব্যাখ্যা করে দেয়া আমরই দায়িত্ব।

20 21 কখনই নয়, অর্থাৎ হে মুশরিকরা তোমরা যেমন ধারণ কর যে পুনরুত্থান নেই প্রতিদান নেই- তোমাদের ধারণা সঠিক নয়; বরং তোমরা পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যকেই পছন্দ করে থাক, আর আখেরাত ও তার নেয়ামতকে উপেক্ষা করে থাক।

22 23 কিয়ামত দিবসে সৌভাগ্যবানদের মুখমন্ডল উজ্জল ও সুন্দর হবে। তাদের স্রষ্টা ও মালিককে তারা দেখবে এবং আনন্দ উপভোগ করবে।

24 25 আর দূর্ভাগাদের মুখমন্ডল সেদিন উদাস ও বিষণ্ন হয়ে পড়বে। ধারণা করবে কখন যে তাদের উপর বিরাট বিপদ আপতিত হয়, যা তাদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিবে।

كَلَّاۤ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾ وَقِيْلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾ وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ
﴿٢٩﴾ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ِۨالْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى ﴿٣١﴾ وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿٣٢﴾ ثُمَّ ذَهَبَ
اِلٰۤى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ﴿٣٣﴾ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٤﴾ ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٥﴾ اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ
سُدًى ﴿٣٦﴾ اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ
الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿٣٩﴾ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ﴿٤٠﴾

26-30 সত্যই যখন প্রাণ বায়ু বক্ষের উপর কণ্ঠনালিতে পৌছবে, আর উপস্থিত লোকেরা পরস্পরকে বলবে,ঝাড়-ফুঁক করার কেউ আছে কি যে তাকে বিপদ মুক্ত করার জন্যে ঝাড়-ফুঁক দিবে। তখন এই মুমূর্ষু দৃঢ় বিশ্বাস করবে যে, যে বিপদে সে পড়েছে, তা দুনিয়া থেকে বিদায়ের বিপদ। কেননা তখন সে মৃত্যুর ফেরেশতাদের স্বচোক্ষে দেখতে পাবে। সে সময় পার্থিব জীবনের শেষ কষ্ট, পরকালের জীবনের প্রথম কষ্টের সাথে মিলিত হয়ে যাবে। কিয়ামত দিবসে বান্দাদের হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে আল্লাহ তাআলার দিকে- অর্থাৎ জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে।

30-35 কাফের না বিশ্বাস করেছে রাসূলকে না বিশ্বাস করেছে কুরআনকে, না আদায় করেছে আল্লাহর জন্যে ফরয সালাত সমূহ। পরন্তু কুরআনকে মিথ্যা ভেবেছে, ঈমান থেকে বিমুখ হয়েছে। তারপর চলাফেরায় দম্ভ ও অহংকার প্রকাশ করে পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছে। অতএব তোমার জন্যে ধ্বংসই ধ্বংস, অতঃপর তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ।

(36)-(40) পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারী এই মানুষ কি ধারণা করে যে, এমনি ছেড়ে দেয়া হবে, তাকে কোন আদেশ-নিষেধ দেয়া হবে না? তার কোন হিসাব হবে না, শাস্তি হবে না? এই লোকটি কি তুচ্ছ পানি বীর্যের একটি দুর্বল ফোটা ছিল না, যা রেহেমে (গর্ভে) ঢেলে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তা পরিণত হয়েছে জমাট রক্তের একটি টুকরায়। অতঃপর আল্লাহ তাঁর ক্ষমতায় তাকে উত্তম আকৃতিতে গঠন করেছেন। তারপর এই মানুষ থেকেই দুধরণের মানুষ সৃষ্টি করেছেন- পুরুষ ও নারী। এই বস্তু সমূহের স্রষ্টা মাবূদ আল্লাহ কি সৃষ্টকুল মৃত্যু বরণ ও ধ্বংস হওয়ার পর তা পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তা করতে সক্ষম।

সূরা আদ্ দাহর

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত- ৩১

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ۝١ اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ
نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝٢ اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ۝٣

(1) মানুষের সৃষ্টিতে তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়ার পূর্বে তার উপর এমন দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে,যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না, তার কোন চিহ্ন ছিল না।

(2) (3) নিশ্চয় আমি মানুষকে এমন শুক্র বিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছি যা পুরুষ ও নারীর বীর্য মিশ্রিত।অচিরেই আমি তাকে শরীয়তের বিধি-নিষেধ দিয়ে পরীক্ষা করব।এই কারণে আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।যাতে নিদর্শন সমূহ শুনতে পায় এবং দলীল সমূহ অবলোকন করতে পারে।আমি তার সামনে বর্ণনা করেছি এবং তাকে চিনিয়েছি হেদায়াত ও গুমরাহী এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের পথ।যাতে সে হতে পারে কৃতজ্ঞ মুমিন অথবা হয়ে যায় অস্বীকারকারী অকৃতজ্ঞ কাফের।

اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا۠ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ۝٤ اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ
مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۝٥ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ۝٦ يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ
وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ۝٧ وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا
وَّاَسِيْرًا ۝٨ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ۝٩ اِنَّا نَخَافُ
مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ۝١٠ فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ۝١١
وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ۝١٢

(4) নিশ্চয় আমি প্রস্তুত রেখেছি কাফেরদের জন্যে লোহার শিকল যা দ্বারা তাদের পদযুগোল বাঁধা হবে এবং বেড়ি যা দ্বারা তাদের হস্তদ্বয়কে কাঁধের সাথে বাঁধা হবে,আরো প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নি।

(5) নিশ্চয় নিশ্চয় আনুগত্যশীল একনিষ্ঠ লোকেরা যারা আল্লাহর দাবী পুরণ করত,তারা পান করবে কিয়ামত দিবসে এমন পানপাত্র থেকে যাতে সুরার সাথে মিশ্রিত থাকবে সর্বোত্তম প্রকারের সুগন্ধি অর্থাৎ কর্পূর মিশ্রিত পানি।

(6)-(10) কর্পূর মিশ্রিত এই সুরা হচ্ছে একটি ঝর্ণা, যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে। তারাই তা পরিচালনা করবে, যেভাবে মন চায় ইচ্ছামত সহজভাবে প্রবাহিত করবে।তারা দুনিয়াতে যে মান্নত করত অর্থাৎ আল্লাহর যে আনুগত্য নিজের উপর আবশ্যক করে নিত তা পুরা করত এবং ভয় করত কিয়ামত দিবসের সেই শাস্তি যার ক্ষতি হবে ভয়ানক ও অনিষ্ট হবে সকল মানুষের জন্যে ব্যাপক সুদূরপ্রসারী- আল্লাহ যাদের প্রতি দয়া করবেন তারা ব্যতীত।আর তারা খাদ্যের প্রতি আগ্রহ ও প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও খাদ্য দান করে এমন দরিদ্রকে যারা উপার্জন করতে অপারগ এবং যারা দরকারী এবং প্রয়োজন মেটানোর মত

সম্পদের মালিক নয়,দান করে ইয়াতিমকে- অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বেই যার পিতা মৃত্যু বরণ করেছে এবং তার জন্যে কোন সম্পদও রেখে যায়নি।আরো দান করে বন্দিকে,অর্থাৎ ধর্ম যুদ্ধে মুশরেক ইত্যাদি যারা বন্দি হয়।তারা মনে মনে বলে,খাদ্য দান করে তোমাদের প্রতি আমাদের এই করুণা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর নিকট থেকে প্রতিদান অনুসন্ধানের লক্ষ্যে।তোমাদের থেকে এর জন্যে কোন ধরণের বিনিময় চাইনা,চাইনা তোমাদের কোন প্রশংসা ও গুণগান। আমরা আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এমন কঠিন দিনের ভয় করি যেদিন মানুষের মুখমন্ডল মলিন হবে এবং সেদিনের ভয়ানক কঠিন অবস্থার কারণে ললাট কুঞ্চিত হবে।

مُّتَّكِـِٔيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ﴿١٣﴾ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا
وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ﴿١٤﴾ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا ﴿١٥﴾
قَوَارِيْرَاۡ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ﴿١٦﴾ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ﴿١٧﴾ عَيْنًا
فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ﴿١٨﴾ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۚ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا
مَّنْثُوْرًا ﴿١٩﴾ وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا ﴿٢٠﴾ عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ
وَّاِسْتَبْرَقٌ ۖ وَّحُلُّوْٓا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۚ وَسَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ﴿٢١﴾ اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ
جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿٢٢﴾

(11)-(14) অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদের মুখমন্ডলে দিবেন সৌন্দর্যতা ও নূর এবং অন্তরে দিবেন সজীবতা ও আনন্দ। আর দুনিয়াতে আনুগত্যের কাজে সবরের কারণে দিবেন বিশাল জান্নাত, যেখানে তারা ইচ্ছামত আহার করবে এবং পরিধান করবে মোলায়েম রেশমের পোষাক,উন্নতমানের চমৎকার কাপড় ও পর্দায় সুসজ্জিত সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে তারা সূর্যের তাপ আর শীতের প্রকোপ অনুভব করবে না। জান্নাতের বৃক্ষছায়া তাদের নিকটবর্তী থাকবে এবং তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে। আর তার ফল সমূহ পাড়া তাদের জন্যে সহজতর করে দেয়া হবে।

(15)-(18) খাদেমগণ রৌপ্যের পাত্রে খাদ্য এবং স্ফটিকের মত রৌপ্যের পানপাত্র নিয়ে ঘুরতে থাকবে।রূপালী স্ফটিক পাত্রে পানীয় বিতরণকারীরা পানকারীদের চাহিদা অনুযায়ী পরিমাপ করে বিতরণ করবে, চাহিদার কম নয় এবং বেশীও নয়।এই সৎকর্মশীলদের পান করানো হবে জান্নাতের মধ্যে 'যানজাবীল' (আদা) মিশ্রিত সুরায় পরিপূর্ণ পানপাত্র।তারা পান করবে জান্নাতের একটি ঝর্ণা থেকে যার নাম হবে সালসাবীল। কেননা তার পানীয় হবে জীবানুমুক্ত, সহজ উপযোগী ও পবিত্র।

(19) এই পূণ্যবানদের খেদমতের জন্যে তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে গেলমান- যারা চিরকাল কিশোর থাকবে। তাদেরকে দেখলে তাদের শরীরের রংয়ের সৌন্দর্য আর মুখের উজ্জলতা দেখে আপনি ধারণা করবেন যেন উজ্জল মণি-মুক্তা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়ানো আছে।

(20) আপনি জান্নাতের মধ্যে যে কোন স্থান অবলোকন করবেন,দেখতে পাবেন এত নেয়ামত ও সৌন্দর্য যার বিবরণ ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। এত বিশাল রাজ্য পাবেন তার যেন সীমানা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

(21) তাদের শরীরে শোভা পাবে এমন পোষাক যার ভিতরের অংশ হবে চিকন সবুজ রেশমের, আর বাইরের অংশ হবে মোটা সবুজ রেশমের। তাদেরকে সুসজ্জিত করা হবে রৌপ্য নির্মিত কংকণের অলংকার দ্বারা। তারপর তাদের প্রতিপালক পান করাবেন 'শারাবান তহূরা' তথা এমন পানীয় যাতে থাকবে না নাপাকী বা আবর্জনা।

(22) আর তাদেরকে বলা হবে,এগুলো তোমাদের জন্যেই প্রস্তুত করা হয়েছে, তোমাদের সৎকর্মের প্রতিফল স্বরূপ। দুনিয়াতে তোমাদের আমল ছিল আল্লাহর নিকট সন্তুষ্টি মূলক ও গ্রহণযোগ্য।

اِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ الۡقُرۡاٰنَ تَنۡزِيۡلًا ﴿۲۳﴾ فَاصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعۡ مِنۡهُمۡ اٰثِمًا اَوۡ كَفُوۡرًا ﴿۲۴﴾ وَاذۡكُرِ اسۡمَ رَبِّكَ بُكۡرَةً وَّاَصِيۡلًا ﴿۲۵﴾ وَمِنَ الَّيۡلِ فَاسۡجُدۡ لَهٗ وَسَبِّحۡهُ لَيۡلًا طَوِيۡلًا ﴿۲۶﴾ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوۡنَ الۡعَاجِلَةَ وَيَذَرُوۡنَ وَرَآءَهُمۡ يَوۡمًا ثَقِيۡلًا ﴿۲۷﴾ نَحۡنُ خَلَقۡنٰهُمۡ وَشَدَدۡنَاۤ اَسۡرَهُمۡ ۚ وَاِذَا شِئۡنَا بَدَّلۡنَاۤ اَمۡثَالَهُمۡ تَبۡدِيۡلًا ﴿۲۸﴾ اِنَّ هٰذِهٖ تَذۡكِرَةٌ ۚ فَمَنۡ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيۡلًا ﴿۲۹﴾ وَمَا تَشَآءُوۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيۡمًا حَكِيۡمًا ﴿۳۰﴾ ۙ يُّدۡخِلُ مَنۡ يَّشَآءُ فِىۡ رَحۡمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمِيۡنَ اَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابًا اَلِيۡمًا ﴿۳۱﴾ ۚ

(23) হে রাসূল, নিশ্চয় আমি আপনার নিকট কুরআনকে আমার পক্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি। যাতে আপনি মানুষকে তার প্রতিশ্রুতি ও ধমক এবং প্রতিদান ও শাস্তির কথা স্মরণ করাতে পারেন।

(24) (25) অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার নির্ধারিত আদেশের ব্যাপারে ধৈর্য অবলম্বন করুন এবং তা মেনে নিন, তাঁর দ্বীনী হুকুম গ্রহণ করে তার উপর চলুন। আর এমন মুশরিকের আনুগত্য করবেন না যারা পাপাচারে নিমগ্ন অথবা কুফরী ও বিভ্রান্তিতে সীমালঙ্ঘনকারী। এবং সকাল-সন্ধ্যায় সর্বদা আপনার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করুন এবং তাঁর কাছে দুআ করতে থাকুন।

(26) রাত্রির কিছু অংশে আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে বিনয়ী হয়ে তাঁর জন্যে সালাত আদায় করুন এবং সে সময় তাঁর জন্যে দীর্ঘ সময় পবিত্রতা বর্ণনা করুন।

(27) নিশ্চয় এই মুশরিকরা পার্থিব জীবনকে ভালবাসে এবং তা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। আর তাদের পশ্চাতে ফেলে রাখে পরকালের আমলকে;যাতে আছে তাদের নাজাত সেই কঠিন বিপদের দিনে।

(28) আমিই তাদের সৃষ্টি করেছি এবং মজবুত করেছি তাদের গঠন-প্রকৃতি। আমি যখন ইচ্ছা করব তাদেরকে ধ্বংস করে দিব এবং তাদের পরিবর্তে এমন লোককে আনব যারা হবে আনুগত্যকারী এবং আল্লাহর আদেশ সমূহকে মান্যকারী।

(29) - (31) এই সূরাটি,যাতে আছে উদ্বুদ্ধ করণ ও সতর্কী করণ এবং আছে প্রতিশ্রুতি ও ধমক তা হচ্ছে বিশ্বজগতের জন্যে উপদেশ। অতএব যে দুনিয়া ও আখেরাতে নিজের কল্যাণের ইচ্ছা রাখে সে যেন ঈমান ও তাক্বওয়ার পথ অবলম্বন করে যা তাকে আল্লাহর মাগফিরাত ও সন্তুষ্টিতে পৌঁছে দিবে। আল্লাহর নির্ধারণ ও অভিপ্রায় ব্যতীত কোন বিষয়ে তোমরা অভিপ্রায় পোষণ করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির অবস্থা সম্পর্কে মহাজ্ঞানী এবং পরিচালনা ও কর্মে প্রজ্ঞাময়। বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাঁর করুণা ও সন্তুষ্টিতে দাখিল করেন। তারা হচ্ছে মুমিনগণ। আর আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী জালেমদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

সূরা মুরসালাত

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত- ৫০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

وَالۡمُرۡسَلٰتِ عُرۡفًا ۙ﴿۱﴾ فَالۡعٰصِفٰتِ عَصۡفًا ۙ﴿۲﴾ وَّالنّٰشِرٰتِ نَشۡرًا ۙ﴿۳﴾ فَالۡفٰرِقٰتِ فَرۡقًا ۙ﴿۴﴾ فَالۡمُلۡقِيٰتِ ذِكۡرًا ۙ﴿۵﴾ عُذۡرًا اَوۡ نُذۡرًا ۙ﴿۶﴾ اِنَّمَا تُوۡعَدُوۡنَ لَوَاقِعٌ ؕ﴿۷﴾ فَاِذَا النُّجُوۡمُ طُمِسَتۡ ۙ﴿۸﴾ وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتۡ ۙ﴿۹﴾ وَاِذَا الۡجِبَالُ نُسِفَتۡ ۙ﴿۱۰﴾ وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتۡ ؕ﴿۱۱﴾ لِاَىِّ يَوۡمٍ اُجِّلَتۡ ؕ﴿۱۲﴾ لِيَوۡمِ الۡفَصۡلِ ۚ﴿۱۳﴾ وَمَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا يَوۡمُ الۡفَصۡلِ ؕ﴿۱۴﴾ وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ﴿۱۵﴾

(1)-(7)আল্লাহ শপথ করেছেন বায়ুর যখন তা বিরতিহীনভাবে প্রবাহিত হতেই থাকে এবং সেই সজোরে প্রবাহিত ঝড়ের যা প্রলয়ংকারী। শপথ ফেরেশতাদের যারা আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী মেঘমালা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত। আর সেই ফেরেশতাদের যারা আল্লাহর নিকট থেকে নির্দেশ নিয়ে অবতরণ করেন যা হক ও বাতিল এবং হালাল ও হারামের মাঝে পার্থক্য সূচিত করে। আর সেই ফেরেশতাদের যারা আল্লাহর নিকট থেকে ওহী লাভ করেন এবং তা নিয়ে নবীদের নিকট অবতরণ করেন- আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টির প্রতি অভিযোগ থেকে অব্যাহতির জন্যে এবং তাদেরকে সতর্ক করার জন্যে, যাতে তাদের কোন দলিল অবশিষ্ট না থাকে। নিশ্চয় তোমাদেরকে কিয়ামতের বিষয়ে এবং তাতে যে হিসাব ও প্রতিদানের অঙ্গিকার করা হয়েছে, তা অবশ্যই তোমাদের নিকট উপস্থিত হবে- কোন সন্দেহ নেই।

(8)-(15)যখন নক্ষত্র সমূহ মিটে যাবে এবং তার আলো নির্বাপিত হবে। যখন আকাশ ফেটে যাবে,যখন পর্বতমালা উড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে এবং ধুলিকণায় পরিণত হবে যা বাতাস উড়িয়ে নিবে। যখন রাসূলগণের জন্যে তাঁদের ও তাঁদের জাতির মাঝে ফায়সালার সময় নির্ধারণ করা হবে। বলা হবে,এসব কোন মহান দিনের জন্যে বিলম্ব করা হয়েছে? বিলম্ব করা হয়েছে বিচার দিবসের জন্যে যখন সৃষ্টিকুলের মাঝে ফায়সালা করা হবে। হে মানব, তুমি কি জান, বিচার দিবস কি এবং তার অবস্থা ও ভয়াবহতা কিরূপ? এদিন বিরাট ধ্বংস মিথ্যা আরোপকারীদের, যারা প্রতিশ্রুত দিবসকে অস্বীকার করে।

اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٦ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ۝١٧ كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۝١٨ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١٩ اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝٢٠ فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝٢١ اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۝٢٢ فَقَدَرْنَا ۟ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ۝٢٣ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝٢٤ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ۝٢٥ اَحْيَآءً وَّاَمْوَاتًا ۝٢٦ وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ۝٢٧ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝٢٨

(16)-(18)আমি কি পূর্ববর্তী জাতিকে ধ্বংস করিনি, যারা রাসূলগণকে মিথ্যা মনে করেছিল? যেমন নূহ (আঃ) এর সম্প্রদায় এবং আ'দ ও ছামূদ জাতি।অতঃপর তাদের সাথে মিলিত করে দিব পরবর্তীদেরকে যারা তাদের অনুরূপ মিথ্যা মনে করে ও অবাধ্য হয়। ঐ ভয়ানক ধ্বংসের মতই ধ্বংস করব মক্কার এই কাফের অপরাধীদের, কেননা তারাও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা ভেবেছে।

(19) কিয়ামত দিবসে ধ্বংস ও কঠিন শাস্তি প্রত্যেক মিথ্যা আরোপকারীর, যারা আল্লাহকে একক সত্য মাবূদ যার কোন শরীক নেই মানে না এবং নবুওত, পুনরুত্থান ও হিসাবের দিনকে বিশ্বাস করে না।

(20)-(23)হে কাফের সম্প্রদায়,আমি কি তোমাদেরকে দুর্বল তুচ্ছ পানি বীর্য থেকে সৃষ্টি করিনি? অতঃপর এই পানিকে আমি একটি সংরক্ষিত স্থান মাতৃ গর্ভে রেখেছি, আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। অতঃপর আমি তা পরিমিত আকারে সৃষ্টি করতে, আকৃতি গঠন করতে ও গর্ভ থেকে বের করতে সক্ষম হয়েছি। অতএব আমি কত উত্তম সক্ষম স্রষ্টা।

(24)সেদিন অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে ধ্বংস ও কঠিন শাস্তি আমার ক্ষমতাকে অবিশ্বাস কারীদের।

(25)-(27)তোমরা যে পৃথিবীতে জীবন-যাপন করছ তাকে কি আমি এরূপ করিনি যে, সে তার পৃষ্ঠে অগণিত জীবিতকে ধারণ করেছে এবং অভ্যন্তরে রেখেছে অসংখ্য মৃত? তাতে স্থাপন করেছি মজবুত সুউচ্চ পর্বতমালা, যাতে তা তোমাদের নিয়ে কম্পন না করে, আর তোমাদের পান করিয়েছি পিপাসা নিবারণকারী সুপেয় পানি।

(28)কিয়ামত দিবসে ধ্বংস ও কঠিন শাস্তি এই নিয়া'মত সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের।

اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٩﴾ اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾ لَّا ظَلِيْلٍ
وَّلَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣١﴾ اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾ كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾ وَيْلٌ
يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٤﴾ هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَيْلٌ
يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٧﴾ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ
فَكِيْدُوْنِ ﴿٣٩﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٠﴾

29 33 কিয়ামত দিবসে কাফেরদের বলা হবে, চল তোমরা সেই জাহান্নামের আযাবের দিকে, যাকে তোমরা দুনিয়াতে মিথ্যা মনে করতে। চল অতঃপর জাহান্নামের ধুঁয়ার ছায়া গ্রহণ কর যা হবে তিনটি শাখায় বিভক্ত। অথচ ঐ ছায়া জাহান্নামের প্রখরতা থেকে মুক্তি দিতে পারবে না, আর না পারবে লেলিহান অগ্নির উত্তাপকে কিছুমাত্র প্রতিহত করতে। নিশ্চয় জাহান্নাম বিশাল বিশাল স্ফুলিংগ নিক্ষেপ করবে, প্রতিটি স্ফুলিংগ সুউচ্চ অট্টালিকা সদৃশ্য হবে। জাহান্নামের উড়ন্ত স্ফুলিংগ সমূহ যেন কালো-পীত বর্ণ মিশ্রিত রংয়ের উট সদৃশ্য।

34 কিয়ামত দিবসে ধ্বংস ও কঠিন শাস্তি আল্লাহর শাস্তির হুমকিকে অবিশ্বাস কারীদের।

35 36 এটা কিয়ামত দিবস, যেদিন অবিশ্বাস কারীরা এমন কোন কথা বলতে পারবে না যা তাদের উপকারে আসবে। তাদেরকে কথা বলার অনুমতিও দেয়া হবে না যে,তারা ক্ষমা চাইবে।কেননা ক্ষমা চাওয়ার কোন সুযোগই নেই তাদের।

37 সেদিন ধ্বংস ও কঠিন শাস্তি মিথ্যা আরোপকারীদের, যারা এদিন ও তাতে যা হবে তা অবিশ্বাস করত।

38 39 এ দিন আল্লাহ সৃষ্টিকুলের মাঝে বিচার করবেন। তখন বাতিল থেকে সত্য পৃথক হয়ে যাবে। এদিন আমি তোমাদেরকে হে কাফের জাতি পূর্ববর্তী জাতির কাফেরদের সথে একত্রিত করেছি। আযাব থেকে মুক্তির জন্যে যদি তোমাদের কোন কৌশল জানা থাকে তবে তা প্রয়োগ কর এবং আল্লাহর পাকড়াও ও প্রতিশোধ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা কর।

40 কিয়ামত দিবসকে অবিশ্বাসকারীদের সেদিন ধ্বংস ও কঠিন শাস্তি হবে।

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٤١﴾ وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٤٢﴾ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٥﴾ كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا
قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ
﴿٤٨﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾ فَبِاَىِّ حَدِيْثٍۢ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٠﴾

41-45 নিশ্চয় যারা দুনিয়াতে প্রতিপালককে ভয় করেছে এবং তাঁর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তাঁর আদেশ মেনে চলেছে ও তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকেছে, তারা কিয়ামত দিবসে শ্যামল বৃক্ষের ছায়ায় অবস্থান করবে এবং প্রবাহিত পানির ঝর্ণা সমূহ ও মনে যা চায় প্রচুর ফল-মূল উপভোগ করবে। তাদেরকে বলা হবে, সুস্বাদু খাদ্য ভক্ষণ কর এবং অনন্দচিত্তে পান কর এই কারণে যে তোমরা দুনিয়ায় থাকতে নেক আমল সমূহ অগ্রে প্রেরণ করেছ। এই বিশাল প্রতিদানের ন্যায় প্রতিদান দিয়ে থাকি সৎকর্মশীল ও আমার আনুগত্যকারীদেরকে। আর হিসাব ও প্রতিদান দিবসকে এবং তাতে যে শাস্তি ও নেয়া'মত আছে তাকে অবিশ্বাস কারীদের রয়েছে কিয়ামত দিবসে ধ্বংস ও কঠিন শাস্তি।

46 তারপর আল্লাহ কাফেরদের ধমক দিয়ে বলেন,তোমরা দুনিয়ার সুখাদ্য সমূহ খেতে থাক, কিছু দিনের জন্যে অস্থায়ী সুখভোগ করে নাও, নিশ্চয় তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক করার কারণে অপরাধী।

47 হিসাব ও প্রতিদান দিবসকে অবিশ্বাস কারীদের জন্যে রয়েছে কিয়ামত দিবসে ধ্বংস ও কঠিন শাস্তি।

48 যখন এই মুশরিকদের বলা হয়,আল্লাহর জন্যে সালাত আদায় কর এবং নত হও, তখন তারা নত হয় না এবং সালাতও আদায় করে না; বরং তারা গর্ব-অহংকারে লেগে থাকে।
49 50 আল্লাহর আয়াত সমূহকে অবিশ্বাস কারীদের জন্যে রয়েছে কিয়ামত দিবসে ধ্বংস ও কঠিন শাস্তি। ওরা যদি এই কুরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তা বাদ দিয়ে কোন কিতাব ও কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে? অথচ কুরআন সকল বস্তুকে বর্ণনা করে দিয়েছে, প্রত্যেক জ্ঞান, বিধি-বিধান ও সংবাদ সমূহ সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। আর কুরআন শব্দ ও অর্থগত দিক থেকে একটি অলৌকিক গ্রন্থ।

সূরা আন্ নাবা

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত- ৪০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۝١ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۝٢ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۝٣ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝٤
ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝٥ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۝٦ وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۝٧ وَّخَلَقْنٰكُمْ
اَزْوَاجًا ۝٨ وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝٩ وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۝١٠ وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝١١
وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝١٢ وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۝١٣ وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً
ثَجَّاجًا ۝١٤ لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۝١٥ وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ۝١٦

1-3 কুরাইশদের একজন অপরজনকে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? মহাগুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সম্পর্কে। তা হচ্ছে মহান কুরআন যা পুনরুত্থান সম্পর্কে সংবাদ দেয়, যা নিয়ে কুরাইশ কাফেররা মতানৈক্য করে সন্দেহ পোষণ করে এবং তা মিথ্যা মনে করে।
4 5 এই মুশরিকরা যেরূপ ধারণা করে বিষয়টি সেরূপ নয়। অচিরেই এই মুশরিকরা মিথ্যা ধারণা করার পরিণাম জানতে পারবে। তখন প্রকাশ পাবে আল্লাহ কিয়ামত দিবসে তাদের সাথে কি আচরণ করবেন। তারপর তা তাদের নিকট নিশ্চিত হবে। আরো নিশ্চিত হবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কুরআন ও পুনরুত্থানের সংবাদ নিয়ে এসেছেন তার সত্যতা। এখানে তাদেরকে ধমক ও শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।
6 আমি কি ভূমিকে তোমাদের জন্যে বিছানা স্বরূপ করিনি?
7 এবং পর্বতমালাকে পেরেক স্বরূপ, যাতে ভূমি তোমাদের নিয়ে নড়াচড়া করতে না পারে?
8 আর তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়া জোড়া পুরুষ ও নারী।
9 নিদ্রাকে করেছি শরীরের ক্লান্তি দূরকারী, যখন তোমরা বিশ্রাম নাও এবং আরাম গ্রহণ কর।
10 রাত্রিকে করেছি আবরণ, তার অন্ধকার তোমাদেরকে ঢেকে নেয় এবং আচ্ছাদিত করে যেমন পোষাক পরিধানকারীকে ঢেকে রাখে।
11 দিনকে করেছি জীবিকা অর্জনের সময়, যখন তোমরা জীবিকার অনুসন্ধানে ছড়িয়ে পড় এবং উপকারী বিষয়ে চেষ্টা চালাও।
12 নির্মাণ করেছি তোমাদের উপর সপ্তাকাশ, যার নির্মাণ পুরু এবং সৃষ্টি মজবুত। তাতে কোন ফাটল নেই, নেই ছিদ্র।
13 সূর্যকে করেছি উজ্জ্বল প্রদীপ স্বরূপ।
14-16 জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টি নাযিল করি। যাতে তা দ্বারা উৎপন্ন করি শস্য যা মানুষের খোরাক এবং উৎপাদন করি উদ্ভিদ যা পশুকুলের খোরাক।আর ঘনবৃক্ষ পাতা ও ডালে ঘেরা উদ্যান।

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴿١٧﴾ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ﴿١٨﴾ وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ
فَكَانَتْ اَبْوَابًا ﴿١٩﴾ وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾ لِّلطّٰغِيْنَ
مَاٰبًا ﴿٢٢﴾ لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾
جَزَآءً وِّفَاقًا ﴿٢٦﴾ اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ
اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ﴿٢٩﴾ فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾

17 18 নিশ্চয় সৃষ্টিকুলের মাঝে বিচারের দিন হচ্ছে কিয়ামত দিবস। তা প্রথম যুগের ও শেষ যুগের সবধরণের মানুষের জন্যে প্রতিশ্রুত দিন হিসেবে নির্ধারিত রয়েছে। যেদিন ফেরেশতা শিংগায় ফুঁক দিবে পুনরুত্থানের ঘোষণা দিয়ে, তখন তোমরা দলে দলে সমাগত হবে। প্রত্যেক দল তাদের নেতার সাথে থাকবে।

19 আকাশ খুলে দেয়া হবে, তখন তাতে সৃষ্টি হবে বহু দরজা ফেরেশতাদের অবতরণের জন্যে।

20 সুদৃঢ় পর্বতমালাকে উড়িয়ে দেয়া হবে, তখন তা হয়ে যাবে মরীচিকা সদৃশ্য।

21 - 26 নিশ্চয় নিশ্চয় জাহান্নাম সেদিন কাফেরদের প্রতিক্ষায় থাকবে, যাদের শাস্তির জন্যে তা প্রস্তুত করা হয়েছে। তা সীমালঙ্ঘনকারী কাফেরদের জন্যে প্রত্যবর্তন স্থল, তথায় তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে যা কখনো শেষ হবে না। সেখানে এমন আহার্য পাবে না যা জাহান্নামের প্রখরতাকে ঠান্ডা করবে এমন পানীয় পবে না যা তাদের পিপাসা নিবারণ করবে। কেবল পাবে ফুটন্ত গরম পানি এবং জাহান্নাম বাসীদের পুঁজ। সঠিক বিচারের ভিত্তিতেই এই শাস্তি তাদের দেয়া হবে, দুনিয়াতে তারা যে আমল করত তার বিনিময় স্বরুপ।

27 - 30 নিশ্চয় তারা হিসাব-নিকাশের ভয় করত না, ফলে আমলও করত না। আর রাসূলগণ তাদের নিকট যা নিয়ে এসেছেন তাকে পুরাপুরি মিথ্যা মনে করত। আমি সবকিছুই জেনেছি এবং তা লওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি। অতএব হে কাফের সম্প্রদায়,তোমরা নিজ কর্মের প্রতিফল আস্বাদন কর,আমি তোমাদের আযাবের পর কেবল আযাবকেই বৃদ্ধি করব।

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ﴿٣٢﴾ وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَّكَاْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَا
يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ﴿٣٥﴾ جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۙ لَّا
يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ
مَاٰبًا ﴿٣٩﴾ اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۚ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يٰلَيْتَنِيْ
كُنْتُ تُرٰبًا ﴿٤٠﴾

31 - 35 নিশ্চয় যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং সৎআমল করে, তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাতে দাখিলের সফলতা। তাদের জন্যে রয়েছে বিরাট উদ্যান যা আঙ্গুরে ভরপুর থাকবে, রয়েছে অল্প বয়স্কা স্ত্রী,যাদের স্তনগুলো সুডৌল হয়ে সামান্য উঁচু হয়েছে, তারা সকলেই হবে সমবয়স্কা।তাদের জন্যে আরো থাকবে সুরাভর্তি পানপাত্র। তারা এই জান্নাতে কোন বাতিল কথা শুনবে না এবং কেউ কারো প্রতি মিথ্যারোপ করবে না।

36 - 39 এসব কিছু তাদেরকে দেয়া হবে প্রতিদান স্বরুপ এবং আপনার প্রতিপালক আল্লাহর তরফ থেকে করুণা ও প্রচুর দান যা তাদের জন্যে যথেষ্ট। তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং এতদুভয়ের পালনকর্তা, তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে করুণাময়। কেউ তাঁর অনুমতি বেতিরেকে তাঁর কাছে কোন কিছু চাওয়ার ক্ষমতা রাখে না। যেদিন

জিবরীল (আঃ) ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ হয়ে দন্ডায়মান হবেন। দয়াময় আল্লাহ যার জন্যে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত কারো জন্যে তারা সুপারিশ করবে না, আর তিনি সত্য ও সঠিক কথা বলবেন। এটা এমন দিন যা সংঘটিত হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই। অতএব তার ভয়াবহতা থেকে যে নাজাত পেতে চায়, সে যেন নেক আমলের মাধ্যমে তার পালনকর্তার কাছে ঠিকানা তৈরী করে নেয়।

(40) নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আখেরাতের আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করছি,যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের অর্জিত সৎআমল অথবা অসৎ আমল দেখতে পাবে। সে সময় কাফের হিসাবের ভয়াবহতা দেখে বলবে,হায় আফসোস আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম, আমার পুনরুত্থান না হত!

সূরা আন্ নাযিআত

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত- ৪৬

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۝١ وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۝٢ وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۝٣ فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۝٤
فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۝٥ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝٦ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝٧ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۝٨
اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝٩ يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ۝١٠ ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۝١١
قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝١٢ فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝١٣ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝١٤

(1)-(7) আল্লাহ তাআলা শপথ করেছেন সেই ফেরেশতাদের যারা কাফেরদের আত্মা নির্দয়ভাবে টেনে-হেঁচড়ে বের করে, সেই ফেরেশতাদের যারা মুমিনদের আত্মা প্রফুল্ল হয়ে কোমলভাবে কবজ করে, শপথ সেই ফেরেশতাদের যারা আকাশ থেকে অবতরণ ও উর্ধ্বে গমণ করতে সন্তরণ করে। অতঃপর শপথ সেই ফেরেশতাদের যারা দ্রুত আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করে ও প্রতিযোগিতা করে। তারপর শপথ সেই ফেরেশতাদের যারা পালনকর্তার আদেশ পালন করে পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয়ে যা পরিচালনার দায়িত্ব তাদেরকে দেয়া হয়েছে। (মাখলূকের জন্যে স্রষ্টা আল্লাহ ব্যতীত কারো নামে শপথ করা জায়েয নয়,এরূপ করলে সে শির্ক করবে।) অবশ্যই সৃষ্টিকুলের পুনরুত্থান হবে এবং তাদের হিসাব-নিকাশ হবে। যেদিন মৃত্যুর জন্যে প্রথম ফুঁৎকারে পৃথিবী প্রকম্পিত হবে, অতঃপর জীবিত করার জন্যে আরেকটি ফুঁৎকার দেয়া হবে।

(8) (9) সেদিন কাফেরদের অন্তরগুলো কঠিন ভয়ে কাঁপতে থাকবে। তাদের দৃষ্টিগুলো অবস্থার ভয়াবহতা দেখে লাঞ্ছিত ও হীন হবে।

(10)-(12) পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারী এই কাফেররা বলে, মৃত্যুর পর আমরা কি পৃথিবীতে যেরূপ জীবিত ছিলাম সেরকম প্রত্যাবর্তিত হব? আমরা গলিত অস্থি হওয়ার পরও কি প্রত্যাবর্তিত হব? তারা বলে,ঐ যদি হয় আমাদের প্রত্যাবর্তন, তাহলে তো তা হবে সর্বনাশা মিথ্যা।

(13) (14) অতএব তা তো কেবল একটি ফুঁৎকার,তখন তারা ভূগর্ভের অভ্যন্তরে থাকার পর জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে আভির্ভূত হবে।

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۝١٥ اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝١٦ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ
طَغٰى ۝١٧ فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ۝١٨ وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ۝١٩ فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى
۝٢٠ فَكَذَّبَ وَعَصٰى ۝٢١ ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ۝٢٢ فَحَشَرَ فَنَادٰى ۝٢٣ فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ۝٢٤
فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ۝٢٥ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۝٢٦

(15) (16) হে রাসূল, আপনার নিকট কি মূসার সংবাদ এসেছে? যখন তাঁকে তাঁর পালনকর্তা বরকতময় পবিত্র তুয়া উপত্যকায় আহবান করেছিলেন?

(17)-(19)তাকে বললেন, ফেরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয় সে অতিরিক্ত নাফরমানী করেছে। অতঃপর তিনি তাকে বললেন,তোমার কি আগ্রহ আছে নিজেকে ত্রুটি থেকে পবিত্র করার এবং ঈমান দ্বারা সজ্জিত করার, আর আমি তোমাকে তোমার পালনকর্তার আনুগত্যের পথ দেখাব, ফলে তুমি তাকে ভয় করবে?

(20)-(22)অতঃপর মূসা ফেরাউনকে বড় বড় নিদর্শন দেখালেন: লাঠি, হাত ইত্যাদি। তখন ফেরাউন আল্লাহর নবী মূসা (আঃ)কে মিথ্যা মনে করল এবং তার পালনকর্তা মহান আল্লাহর অবাধ্য হল। তারপর ঈমান থেকে বিমুখ হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং মূসার বিরোধিতায় চেষ্টা চালিয়ে গেল।

(23)-(26)তারপর তার রাজত্বের সকল লোককে একত্রিত করল এবং তাদেরকে ডাক দিয়ে বলল, আমিই তোমাদের পালনকর্তা, যার উপর কোন পালনকর্তা নেই। ফলে আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তাকে আযাব দিয়ে প্রতিশোধ নিলেন এবং তাকে তার অনুরূপ অবাধ্যদের জন্যে শিক্ষা ও শাস্তির দৃষ্টান্ত করলেন। নিশ্চয় ফেরাউন এবং তাকে যে শাস্তি দেয়া হয়েছে তাতে আছে শিক্ষা সেই লোকের জন্যে যে উপদেশ গ্রহণ করে এবং ভয় পায়।

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ؕ بَنٰىهَا ﴿۲۷﴾ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ﴿۲۸﴾ وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا ﴿۲۹﴾ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ﴿۳۰﴾ اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا ﴿۳۱﴾ وَالْجِبَالَ اَرْسٰىهَا ﴿۳۲﴾ مَتَاعًا لَّكُمْ وَ لِاَنْعَامِكُمْ ﴿۳۳﴾

(27)-(33)হে লোক সকল,তোমাদের হিসাব মতে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান বেশী কঠিন কাজ নাকি আকাশ সৃষ্টি করা? যা তিনি সুউচ্চ করে তোমাদের উপর নির্মাণ করেছেন এবং তার ছাদকে শূণ্যে ঝুলিয়ে রেখেছেন,যাতে নেই কোন গরমিল, নেই কোন ফাটল। সূর্যাস্তের মাধ্যমে রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং তা উদয়ের মাধ্যমে দিনকে প্রকাশ করেছেন। আকাশ সৃষ্টির পর পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং তার মধ্যে সঞ্চিত করেছেন উপকারী বস্তু সমূহ। তাতে প্রবাহিত করেছেন পানির ঝর্ণাধারা এবং উদগত করেছেন পশুদের চরে খাওয়ার মত বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদ। পর্বতমালাকে তার মধ্যে পেরেক হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু এই নেয়ামত সমূহ সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং চতুস্পদ জন্তুদের কল্যাণার্থে। নি:সন্দেহে কিয়ামত দিবসে পুনরায় তোমাদের সৃষ্টি করা আল্লাহর নিকট এই সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করার চেয়ে অনেক সহজ, সবকিছুই আল্লাহর কাছে তুচ্ছ ও নগণ্য।

فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ﴿۳۴﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ﴿۳۵﴾ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ﴿۳۶﴾ فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ﴿۳۷﴾ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿۳۸﴾ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى ﴿۳۹﴾ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿۴۰﴾ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى ﴿۴۱﴾ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ﴿۴۲﴾ فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا ﴿۴۳﴾ اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ﴿۴۴﴾ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰهَا ﴿۴۵﴾ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا ﴿۴۶﴾

(34)-(36)যখন কিয়ামতের বড় ঘটনা এসে যাবে এবং মহাসংকট উপস্থিত হবে অর্থাৎ দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, তখন মানুষের সামনে তার সকল ভাল-মন্দ আমল পেশ করা হবে, সে তা স্মরণ করতে পারবে এবং স্বীকার করবে। জাহান্নাম প্রত্যেক দর্শকের সামনে প্রকাশ করা হবে, তখন সকলে তা স্বচোক্ষে অবলোকন করবে।

(37)-(39)অতএব যে আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে এবং আখেরাতের জীবনের উপর দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিবে, নি:সন্দেহে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

(40)(41)পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হিসাবের জন্যে আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করবে এবং নিজেকে নষ্ট প্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখবে, জান্নাত হবে তার ঠিকানা।

42-46 হে রাসূল, মুশরিকরা আপনাকে ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় সম্পর্কে যার ধমক আপনি তাদেরকে দিচ্ছেন। এর জ্ঞান আপনার নিকট কিছুই নেই। এর প্রকৃত জ্ঞান আপনার প্রতিপালক মহান আল্লাহর নিকট আছে। কিয়ামতের বিষয়ে আপনার কাজ হল, যে তাকে ভয় করে তাকে কেবল সতর্ক করা। যখন তারা কিয়ামত সংঘটিত হতে দেখবে,তখন তার ভয়ানক অবস্থার কারণে মনে করবে, দুনিয়ার জীবনে তারা যেন কেবল এক সন্ধ্যা যোহর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অথবা এক সকাল তথা সূর্যদয় থেকে মধ্যদিন পর্যন্ত অবস্থান করেছে।

সূরা আবাসা

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত- ৪২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى ۝١ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ۝٢ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى ۝٣ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ
الذِّكْرٰى ۝٤ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۝٥ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۝٦ وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ۝٧ وَاَمَّا مَنْ
جَآءَكَ يَسْعٰى ۝٨ وَهُوَ يَخْشٰى ۝٩ فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۝١٠ كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝١١ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ
۝١٢ فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝١٣ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝١٤ بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ۝١٥ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝١٦

1-2 রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারায় পরিবর্তন ও ভ্রুকুটি প্রকাশ পেল এবং তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এই কারণে যে, অন্ধ আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতূম নির্দেশনা নেয়ার জন্যে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছে; অথচ তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের বড় বড় নেতাদের ইসলামের প্রতি আহবানের কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

3-4 প্রকৃত বিষয় কি তা আপনাকে কিসে জানাবে? হয়তো আপনাকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে তার আত্মা পরিশুদ্ধ ও পবিত্র হত, অথবা সে আরো বেশী উপদেশ ও ধমক হাসিল করত।

5-7 পরন্তু যে আপনার হেদায়াতের ব্যাপারে বেপরোয়া, আপনি তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়েছেন এবং মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনছেন, সে কুফরী থেকে পবিত্র না হলে তাতে আপনার ক্ষতি কি?

8-16 আর যে আপনার সাক্ষাত পেতে উদগ্রীব, এ অবস্থায় যে পথনির্দেশ অনুসন্ধানে ত্রুটি হল কি না তাতে আল্লাহকে সে ভয় করে,আপনি তাকে অবজ্ঞা করছেন। হে রাসূল, আপনি যা করেছেন কখনো এরূপ করবেন না। নিশ্চয় এই সূরাটির মধ্যে যে হেদায়াত ও উপদেশ আছে তা আপনার জন্যে উপদেশবাণী এবং যারা উপদেশ নিতে চায় তাদের জন্যে। অতএব যার ইচ্ছা সে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তাঁর ওহীর অনুসরণ করবে। এই ওহী তথা কুরআন সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ সহীফায় লিখিত আছে, যার সম্মান অতি উচ্চে, যাবতীয় কলুষতা ও কম-বেশী থেকে পবিত্র। লিখক ফেরেশতাদের হাতে, যারা আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টির মাঝে দূত হিসেবে কাজ করেন, তাঁরা সম্মানিত চরিত্রের অধিকারী, তাঁদের আচরণ ও কর্ম নেক ও পূতঃপবিত্র।

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ ۝١٧ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ۝١٨ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ۝١٩ ثُمَّ
السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ۝٢٠ ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ۝٢١ ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ۝٢٢ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ ۝٢٣
فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ ۝٢٤ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ۝٢٥ ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ۝٢٦
فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ۝٢٧ وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ۝٢٨ وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ۝٢٩ وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ۝٣٠ وَّفَاكِهَةً
وَّاَبًّا ۝٣١ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ۝٣٢

(17)-(23) কাফের মানুষ অভিশপ্ত হোক ও ধ্বংস হোক। কত কঠিন কুফরীই সে করেছে তার পালনকর্তার সাথে। সে কি দেখে না আল্লাহ কোন বস্তু থেকে প্রথমবার তাকে সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ তাকে তুচ্ছ পানি তথা শুক্র থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর কয়েকটি স্তরে তা উন্নীত করেছেন। তারপর তার সম্মুখে ভাল-মন্দের পথ বর্ণনা করে দিয়েছেন। তারপর তার মৃত্যু ঘটিয়ে কবরস্থ করার জন্যে একটি জায়গা দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু যখন চাইবেন তাকে জীবিত করবেন, মৃত্যুর পর হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদানের জন্যে পুনরুত্থান করবেন। কাফের যা বলে ও করে তা কখনোই সঠিক নয়;আল্লাহ তাকে ঈমান ও নেক কর্মের যে আদেশ দিয়েছেন তা সে বাস্তবায়ন করেনি।

(24)-(32) মানুষ যেন চিন্তা করে,কিভাবে আল্লাহ তার খাদ্য সৃষ্টি করেছেন,যা তার জীবন বাঁচানোর ভিত্তি? আমি আশ্চর্যভাবে ভূমিতে পানি বর্ষণ করেছি। বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদ উৎপন্ন করার জন্যে তা বিদীর্ণ করেছি। অতঃপর উৎপন্ন করেছি তাতে শস্য, আঙ্গুর ও গবাদি পশুর খাদ্য, যায়তুন, খেজুর, বিশাল বিশাল বৃক্ষ সমৃদ্ধ উদ্যান, ফল এবং ঘাস। তোমরা এবং তোমাদের চতুস্পদ জন্তু তা উপভোগ করবে।

فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ﴿٣٤﴾ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ﴿٣٥﴾ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ﴿٣٦﴾
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ﴿٣٧﴾ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾
وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

(33)-(37) যখন কিয়ামত দিবসে পুনরুত্থানের বিকট চিৎকার আসবে,যার ভয়াবহতায় কর্ণ বধির হয়ে যাবে,সেদিনের ভয়ংকর অবস্থার কারণে মানুষ পলায়ন করবে তার ভ্রাতা থেকে, মাতা ও পিতা থেকে এবং পত্নী ও সন্তানদের নিকট থেকে। সেদিন প্রত্যেকেরই এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে অন্যের চিন্তা থেকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।

(38)-(40) নেয়ামত প্রাপ্ত লোকদের মুখমন্ডল সেদিন হবে উজ্জল, সহাস্য ও প্রফুল্ল। আর জাহান্নামীদের মুখমন্ডল হবে কালো অন্ধকারাচ্ছন্ন।

(41)-(42) লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছাদিত করবে। যাদের এই অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তারা সেই লোক যারা আল্লাহর নেয়ামত সমূহের সাথে কুফরী করেছে, তাঁর আয়াত সমূহকে মিথ্যা ভেবেছে এবং পাপাচর ও সীমালঙ্ঘন করে হারামে লিপ্ত হওয়ার স্পর্ধা দেখিয়েছে।

সূরা আত তাকভীর

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত- ২৯

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾ وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾ وَاِذَا الْعِشَارُ
عُطِّلَتْ ﴿٤﴾ وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾ وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾ وَاِذَا
الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾ وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١٠﴾ وَاِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ﴿١١﴾
وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾ وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾

(1)-(14) যখন সূর্য গুটিয়ে নেয়া হবে এবং তার আলো নিভে যাবে। যখন নক্ষত্র সমূহ ছড়িয়ে পড়বে এবং তার নূর মিটে যাবে। যখন পর্বতমালা পৃথিবীর বুক থেকে অপসারিত হবে,অতঃপর তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার মত উড়ে যাবে। যখন গর্ভবতী উষ্ট্রী সমূহ পরিত্যক্ত ও উপেক্ষিত হবে। যখন বন্য পশুদের একত্রিত করা হবে এবং মিশ্রিত করা হবে,তখন আল্লাহ তাদের একজনের পক্ষে অপরের নিকট থেকে প্রতিশোধ নিবেন। যখন সমুদ্রকে প্রজ্বলিত করা হবে, তখন এত বিশাল হওয়া সত্বেও তাতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলবে। যখন আত্মা সমূহকে অনুরূপ আত্মার সাথে মিলিত করে দেয়া হবে। যখন কিয়ামত দিবসে জীবন্ত প্রথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে- তাকে শান্তনা দেয়ার জন্যে এবং প্রথিতকারীকে তিরস্কার করার জন্যে, কি

অপরাধে এভাবে তাকে দাফন করা হয়েছে? যখন আমলের সহীফা সমূহ পেশ করা হবে। যখন আকাশ খুলে ফেলা হবে এবং স্বস্থান থেকে অপসারিত করা হবে। যখন জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্জলিত করা হবে। যখন সুখের ঠিকানা জান্নাতকে মুত্তাকীদের সন্নিকটে নিয়ে আসা হবে। যখন এগুলো ঘটবে তখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিশ্চিত হবে এবং বুঝতে পারবে ভাল-মন্দ কি আমল সে অগ্রসর করেছে।

فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٥﴾ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾ وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾ اِنَّهٗ
لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿١٩﴾ ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ﴿٢٠﴾ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ﴿٢١﴾ وَمَا
صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ﴿٢٣﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿٢٤﴾ وَمَا
هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿٢٥﴾ فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ﴿٢٦﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٧﴾ لِمَنْ شَآءَ
مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٩﴾

(15)-(21)আল্লাহ তা'আলা শপথ করেন নক্ষত্র সমূহের যখন দিনের বেলায় তার আলো আড়াল হয়ে যায়, চলমান থাকে এবং কক্ষপথে অদৃশ্য হয়।শপথ রাতের যখন অমানিশাসহ আগমণ করে এবং প্রভাতের যখন তার আলো প্রকাশ হয়, নিশ্চয় এই কুরআন একজন সম্মানিত রাসূলের আনীত বাণী। তিনি হচ্ছেন জিবরীল (আঃ), তাঁকে যা আদেশ করা হয় তা বস্তবায়ন করতে তিনি শক্তিমান,আরশের মালিক আল্লাহর নিকট সুউচ্চ সম্মানের অধিকারী, ফেরেশতারা তার আনুগত্য করে, যে ওহী নিয়ে অবতরণ করেন তাতে বিশ্বস্থ।
(22)-(25)তোমাদের সাথী মুহাম্মাদ যাকে তোমরা চেন, তিনি পাগল নন। নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরীল (আঃ)কে স্বচোক্ষে দেখেছেন যিনি তার নিকট ওহী নিয়ে নাযিল হন। আল্লাহ তাঁকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সেই আসল আকৃতিতে দেখেছেন মক্কার পূর্ব দিকের বিশাল দিগন্তে। এটা হচ্ছে গারে হেরায় অবস্থান কালে তাঁকে প্রথমবার দর্শন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অদৃশ্য বিষয় তথা ওহী পৌঁছে দিতে কৃপণতা করেন না। এই কুরআন বিতাড়িত শয়তানের উক্তি নয়, যে হচ্ছে আল্লাহর করুণা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু তা আল্লাহর বাণী এবং তাঁর ওহী।
(26)-(29)অতএব তোমাদের বিবেক তোমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কুরআনকে মিথ্যা মনে করার বিষয়ে- তোমাদের সম্মুখে এতগুলো অকাট্য দলীল উপাস্থাপন করার পরও? এটা তো কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল মানুষের জন্যে উপদেশবাণী- ঐ ব্যক্তির জন্যে যে সত্য ও ঈমানের পথে সোজাভাবে চলতে চায়। সকল সৃষ্টিজীবের পালনকর্তা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা সোজা পথে চলার ইচ্ছা পোষণ করলেও তাতে সক্ষম হবে না।

সূরা ইনফিতার

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত- ১৯

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿٢﴾ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿٣﴾ وَاِذَا الْقُبُوْرُ
بُعْثِرَتْ ﴿٤﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ﴿٥﴾ يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ﴿٦﴾
الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِىْٓ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ
بِالدِّيْنِ ﴿٩﴾ وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿١٢﴾

(1)-(5) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং তার শৃংখলা নষ্ট হয়ে যাবে। যখন নক্ষত্র সমূহ ছিটকে পড়বে। যখন আল্লাহ সমুদ্রগুলোকে পরস্পরের সাথে বিস্ফোরণ ঘটাবেন,তখন তার পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে। যখন কবর সমূহকে উল্টিয়ে দেয়া হবে ভিতরে যারা ছিল তাদের পুনরুত্থানের জন্যে।তখন প্রত্যেক মানুষ জানতে পারবে

তার যাবতীয় আমল সম্পর্কে যা অগ্রসর করেছে এবং যা পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে, অতঃপর তার প্রতিফল দেয়া হবে।

(6)-(8) পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারী হে মানুষ,কিসে তোমাকে ধোকায় ফেলল তোমার পালনকর্তা সম্পর্কে, যিনি মহামহিম, প্রভূত কল্যাণের অধিকারী,কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য পাওয়ার সর্বাধিক উপযুক্ত,তিনিই কি তোমাকে সৃষ্টি করেননি,অতঃপর তোমাকে সুগঠিত করেছেন এবং সুষম করেছেন,এবং যাতে তুমি তোমার কর্তব্য যথাযথভাবে আদায় করতে পার সে জন্যে তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন,যে আকৃতিতে চেয়েছেন তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন?

(9)-(12) কখনই নয়,অর্থাৎ গাইরুল্লাহর ইবাদতে তোমরা সঠিক পথে আছ বলে যে দাবী কর, তা সঠিক নয়;বরং তোমরা হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদান দিবসকে মিথ্যা মনে কর।আর নিশ্চয় তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক ফেরেশতা নিয়োগ আছে, তারা আল্লাহর নিকট সম্মানিত, যা সংরক্ষণ করার দায়িত্ব তাদেরকে দেয়া হয়েছে,তা তারা লিখে রাখে,তোমাদের আমল সমূহ কোন কিছুই তাদের লিখতে বাদ পড়ে না, তোমরা ভাল-মন্দ যাই কর তারা তা জানে।

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٥﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿١٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٨﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ ﴿١٩﴾

(13) নিশ্চয় সৎকর্মশীল আল্লাহভীরুরা যারা আল্লাহর হক আদায় করে এবং তাঁর বান্দাদের হক আদায় করে, তারা থাকবে চিরসুখের ঠিকানা জান্নাতে।

(14)-(16) আর দুস্কৃতিকারীরা যারা আল্লাহর হক আদায়ে এবং তাঁর বান্দাদের হক আদায়ে অবহেলা করেছে, তারা থাকবে জাহান্নামে। বিচার দিবসে লেলিহান আগুন তাদেরকে আক্রমণ করবে, তারা জাহান্নামের আযাব থেকে পৃথক হবে না- না বের হওয়ার মাধ্যমে না মৃত্যু বরণ করার মাধ্যমে।

(17)-(19) হিসাব দিবসের ভয়াবহতা কিসে জানাবে আপনাকে? তারপর কিভাবে আপনি জানবেন বিচার দিবসের ভয়াবহতা? হিসাব-নিকাশের দিন কেউ কারো কোন উপকার করতে পারবে না।সে দিনের সব কর্তৃত্ব এককভাবে আল্লাহর হাতে থাকবে,যাকে কেউ পরাজিত করতে পারে না,কেউ দমাবার ক্ষমতা রাখে না এবং কেউ তার বিরোধিতাও করতে পারে না।

সূরা আল মুতাফফেফীন

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত- ৩৬

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

(1)-(4) কঠিন শাস্তি তাদের যারা পরিমাপ ও ওযনে কম করে। যারা লোকদের কাছ থেকে যখন মেপে নেয় বা ওজনে করে নেয় তখন নিজেরটা পূর্ণমাত্রায় নেয়, যখন লোকদেরকে মেপে দেয় বা ওজন করে দেয়,তখন পরিমাপে এবং ওজনে হ্রাস করে। অতএব তাদের অবস্থা কেমন হবে যারা সম্পদ চুরি করে বা ছিনতাই করে বা মানুষের বস্তু-সামগ্রীর ক্ষতি করে? নিঃসন্দেহে সে ওজনে কম-বেশীকারীর চেয়ে অধিক শাস্তির সম্মুখীন হবে।ওজনে কম-বেশীকারীরা কি বিশ্বাস করে না যে,নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদের পুনরুত্থান করবেন এবং তাদের কর্মের হিসাব নিবেন?

৫ ৬ তাদের পুনরুত্থান হবে এক ভয়াবহ মহাদিবসে,যেদিন মানুষ দাঁড়াবে আল্লাহর সম্মুখে।তখন তিনি তাদের অল্প-বিস্তর সকল বিষয়ের হিসেব নিবেন। সে সময় তারা বিশ্বপালনকর্তার জন্যে অবনমিত থাকবে।

كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ۝٧ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ۝٨ كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝٩ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١٠ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝١١ وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝١٢ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٣ كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝١٤ كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ۝١٥ ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ۝١٦ ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝١٧

৭-৯ সত্যই পাপাচারীদের প্রত্যাবর্তন এবং ঠিকানা হবে ‘সিজ্জীন’ নামক একটি সংকীর্ণ স্থানে, আপনি জানেন,‘সিজ্জীন’ নামক সংকীর্ণ স্থানটি কি? নিশ্চয় তা চিরস্থায়ী কারাগার ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, এটা হচ্ছে তাদের জন্যে লিখিত নির্ধারিত স্থান,যা লিপিবদ্ধ হয়েই আছে, তাতে কিছু সংজোযন হবে না এবং বিয়োজনও হবে না।

১০-১৭ সেদিন কঠিন শাস্তি হবে মিথ্যা আরোপকারীদের, যারা প্রতিফল দিবস সংঘটিত হওয়াকে মিথ্যা মনে করত। আর প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী অত্যাচারী পাপীষ্ঠ ব্যতীত কেউ একে মিথ্যা মনে করে না। যখন তার সামনে কুরআনের আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে বলে, এগুলো তো পুরানাকালের উপকথা। তারা যা ধারণা করে তা কখনো নয়; বরং তা আল্লাহর বাণী এবং তাঁর নবীর নিকট প্রেরীত ওহী। তা সত্যায়ন করতে তাদের অন্তরকে কেবল বাঁধা দেয় তাদের কৃত গুনাহ সমূহ,যা তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। কাফেররা যেরূপ ধারণা করে তা কখনই নয়;বরং কিয়ামত দিবসে মহান পালনকর্তার দর্শন থেকে তাদেরকে পর্দার অন্তরালে রাখা হবে।(এই আয়াতে প্রমাণিত হয় যে,জান্নাতে মুমিনগণ তাদের পালনকর্তার দর্শন লাভ করবে।)তারপর তারা (কাফেররা) জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং তার প্রখর তাপ অনুমান করবে। অতঃপর তাদের বলা হবে, এটা সেই শাস্তি, যা তোমরা মিথ্যা মনে করতে।

كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ۝١٨ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ۝١٩ كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝٢٠ يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝٢١ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ۝٢٢ عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ۝٢٣ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ۝٢٤ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ۝٢٥ خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ۭ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنٰفِسُوْنَ ۝٢٦ وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ۝٢٧ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ۝٢٨

১৮-২১ সত্যই সৎলোকদের অর্থাৎ মুত্তাকীদের আমলনামা থাকবে ‘ইল্লীনে’ তথা জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে। হে রাসূল আপনি জানেন কি ‘ইল্লীন’ তথা সর্বোচ্চ স্তর কী? তা সৎলোকদের আমলনামা, যা লিপিবদ্ধ হয়েই আছে,তাতে কিছু সংজোযন হবে না এবং বিয়োজনও হবে না। প্রত্যেক আকাশের নৈকট্যপ্রাপ্ত আল্লাহর ফেরেশতাগণ একে প্রত্যক্ষ করে।

২২-২৮ নিশ্চয় সত্যবাদী ও আনুগত্যকারীরা জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দে থাকবে। সিংহাসনে বসে অবলোকন করবে তাদের পালনকর্তাকে এবং তাদের জন্যে যে সকল আনন্দময় জিনিস প্রস্তুত করে রেখেছেন তা। আপনি তাদের মুখমন্ডলে স্বাচ্ছন্দের সজীবতা দেখতে পাবেন। তাদেরকে পান করানো হবে পরিচ্ছন্ন বিশুদ্ধ সুরা,যার পানপাত্র মোহর করা থাকবে,তার মোহর হবে মিশক তথা কস্তুরীর সুগন্ধি। এই চিরস্থায়ী সুখের ঠিকানার জন্যে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। এই পানীয়ের মিশ্রণ হবে জান্নাতের একটি ঝর্ণার পানি,যা উচ্চে অবস্থান করার কারণে ‘তাসনীম’ নামে পরিচিত। ঝর্ণাটি এ জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে যে,নৈকট্যশীলগণ তা থেকে পান করবে এবং তা উপভোগ করবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ﴿٢٩﴾ وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَاِذَا
انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ﴿٣١﴾ وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ ﴿٣٢﴾ وَمَآ اُرْسِلُوْا
عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٣٣﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ﴿٣٤﴾ عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ
﴿٣٥﴾ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾

(29)-(33)নিশ্চয় যারা অপরাধী,তারা দুনিয়াতে মুমিনদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত,যখন তারা তাদের পাশ দিয়ে যেত তখন পরস্পরে চোখ টিপে উপহাস করত। আর যখন এই অপরাধীরা তাদের পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়দের কাছে ফিরে যেত,তখনও মুমিনদের নিয়ে উপহাসের সাথে হাসাহাসি করে ফিরত। যখন এই কাফেররা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলিইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাহাবীদেরকে দেখত-যারা হেদায়াতের অনুসরণ করেছিল- বলত, নিশ্চয় এরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর অনুসরণে বিপথগামী। এই অপরাধীদেরকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাথীদের উপর তত্বাবধায়করূপে প্রেরণ করা হয়নি।

(34)অতএব কিয়ামত দিবসে বিশ্বাসীগণ অর্থাৎ যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে সত্যায়ন করেছে এবং তাঁর শরীয়ত অনুযায়ী আমল করেছে তারা কাফেরদেরকে উপহাস করবে-যেমন কাফেররা দুনিয়াতে তাদেরকে উপহাস করত।

(35)(36)মুমিনগণ উন্নতমানের সিংহাসনে বসে অবলোকন করবে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে যে সম্মান ও নিয়ামত প্রদান করেছেন তা। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হচ্ছে সম্মানিত আল্লাহর দর্শন লাভ। কাফেরদেরকে কি তাদের কর্মের অনুরূপ প্রতিফল দেয়া হয়েছে, দুনিয়ায় যে পাপাচার ও অপরাধ করত তার বিনিময়ে পরিপূর্ণ প্রতিফল? হ্যাঁ, অচিরেই তাদেরকে পূর্ণ প্রতিফল ও ইনসাফপূর্ণ বিনিময় দেয়া হবে।

সূরা আল ইনশিক্বাক্ব

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত- ২৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ﴿١﴾ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا
وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٥﴾ يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ﴿٦﴾

(1)-(5) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং কিয়ামত দিবসে মেঘমালাসহ ফেটে যাবে, ও তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে ফেটে যাওয়ার মাধ্যমে,তাঁর আদেশ পালন করাই তার জন্যে উপযুক্ত। যখন পৃথিবী বিছিয়ে দেয়া হবে এবং সম্প্রসারিত করা হবে। আর পর্বতমালা সেদিন ভেঙ্গে ফেলা হবে। পৃথিবী তার গর্ভস্থিত মৃতদের বাইরে নিক্ষেপ করবে এবং ভিতরের সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। পৃথিবী তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং তাঁর আদেশ পালন করাই তার জন্যে উপযুক্ত।

(6)হে মানুষ,নিশ্চয় তুমি আল্লাহর কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করবে এবং ভাল-মন্দ কর্ম করবে, অতঃপর কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করবে, তারপর তিনি তোমাকে স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা প্রতিদান দিবেন অথবা তাঁর ইনসাফ অনুযায়ী শাস্তি দিবেন।

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ﴿٨﴾ وَّيَنْقَلِبُ اِلٰٓى اَهْلِهٖ
مَسْرُوْرًا ﴿٩﴾ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ﴿١١﴾ وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ﴿١٢﴾
اِنَّهٗ كَانَ فِىْٓ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ﴿١٣﴾ اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ﴿١٤﴾ بَلٰٓى ۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ﴿١٥﴾

(7)-(9)অতঃপর যার ডান হাতে আমলের খাতা দেয়া হবে,সে হচ্ছে পালনকর্তার প্রতি ঈমানদার, তার হিসাব-নিকাশ খুবই সহজ হয়ে যাবে এবং জান্নাতের মধ্যে সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে আনন্দচিত্তে ফিরে যাবে।

(10)-(15)আর যে ব্যক্তির আমলের খাতা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেয়া হবে,সে হচ্ছে কাফের, সে মৃত্যু ও ধ্বংসকে আহবান করবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে তার প্রখরতা অনুমান করার জন্য। সে দুনিয়াতে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আনন্দ ও মিথ্যে অহমিকার মধ্যে ছিল, পরিণামের কথা কখনো চিন্তা করত না। সে ধারণা করত কখনই সে পুনর্জিবীত হয়ে তার পালনকর্তার কাছে হিসাব-নিকাশের জন্যে ফিরে যাবে না। বরং আল্লাহ যেমন তাকে সৃষ্টি করেছিলেন অচিরেই তাকে সেভাবে ফিরিয়ে আনবেন এবং তার আমলের প্রতিফল দিবেন। নিশ্চয় তার পালনকর্তা সৃষ্টির দিন থেকে পুনরত্থান পর্যন্ত তাকে দেখে থাকেন এবং তার সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন।

فَلَآ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ﴿٢١﴾ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ﴿٢٣﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٤﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٢٥﴾

(16)-(19)আল্লাহ তা'আলা শপথ করছেন সূর্যাস্তের সময় দিগন্তের লাল আভার এবং রাত্রির ও সে সময় যে সকল প্রাণী,কীট-পতঙ্গ ও সরীসৃপ প্রভৃতির সমাবেশ ঘটে তার। আরো শপথ করছেন চন্দ্রের যখন তার আলো পূর্ণরূপ লাভ করে- হে লোক সকল,বিভিন্ন স্তরে আরোহন করবে এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করবে: শুক্র থেকে রক্তপিন্ড অতঃপর মাংশপিন্ড, তারপর রূহের আগমন, তারপর মৃত্যু, অতঃপর পুনরুত্থান ও হাশর।(কারো জন্যে আল্লাহ ব্যতীত কোন কিছুর নামে শপথ বা কসম করা জায়েয নয়। এরূপ করলে সে শির্ক করবে।)

(20)-(24)অতএব এতগুলো নিদর্শন তাদের সামনে সুস্পষ্ট হওয়ার পরও তাদের কোন জিনিস ঈমান আনতে বাধা দিল? তাদের কি হল যে, তাদের নিকট কুরআন পাঠ করা হলে আল্লাহর জন্যে সিজদা করে না এবং কুরআনে যা বর্ণিত হয়েছে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে না। কাফেরদের স্বভাব হল কেবল মিথ্যারোপ করা এবং সত্যের বিরোধিতা করা। তারা অন্তরে যে বিরোধিতা লুকিয়ে রেখেছে আল্লাহ তা ভালভাবে জানেন;অথচ কুরআন যা নিয়ে এসেছে তা যে সত্য তারা তার জ্ঞান রাখে। অতএব হে রাসূল, আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিন যে, মহামহিম আল্লাহ তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক আযাব তৈরী করে রেখেছেন।

(25)কিন্তু যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং তাদের উপর আল্লাহ যা ফরয করেছেন তা আদায় করে, পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে অবিচ্ছিন্ন প্রতিদান ও অফুন্তর পুরস্কার।

সূরা আল বুরুজ

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-২২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ﴿١﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ﴿٢﴾ وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ﴿٣﴾ قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ﴿٤﴾ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ﴿٥﴾ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ﴿٦﴾ وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ﴿٧﴾ وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴿٨﴾ الَّذِىْ لَهٗ

مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدٌ ۝۹ اِنَّ الَّذِیْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ یَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِیْقِ ۝۱۰

(1)-(9) আল্লাহ তাআলা কক্ষপথ বিশিষ্ট আকাশের শপথ করেছেন, যে কক্ষপথে সূর্য ও চন্দ্র পরিভ্রমণ করে। শপথ করেছেন কিয়ামত দিবসের যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ সৃষ্টিকুলকে দিয়েছেন যে, তিনি তাদের তথায় একত্রিত করবেন,এবং সাক্ষীর ও যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়া হয়। (আল্লাহ সুবহানাহু সৃষ্টিকুলের যার ইচ্ছা তার নামে শপথ করতে পারেন। কিন্তু মাখলুকের জন্যে আল্লাহ ব্যতীত কারো নামে শপথ করা জয়েয নয়, আল্লাহ ব্যতীত কারো নামে শপথ করা শির্ক) অভিশপ্ত হয়েছে তারা, যারা মুমিনদের শাস্তি দেয়ার জন্যে মাটিতে বিশাল গর্ত খনন করেছিল এবং অনেক ইন্ধনের কঠিন আগুন জ্বালিয়েছিল। যখন তারা গর্তের কিনারায় অব্যাহতভাবে বসেছিল এবং বিশ্বাসীদের সাথে যে আচরণ করে তাদের শাস্তি ও কষ্ট দেয়া হচ্ছিল তাতে উপস্থিত ছিল। তাদেরকে ধরে এনে শুধু এ কারণে কঠিনভাবে শাস্তি দিচ্ছিল যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল আল্লাহর উপর যিনি পরাক্রান্ত যিনি অপরাজেয়। যিনি তাঁর কথা, কাজ ও গুণাবলীতে প্রশংসিত। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল যার মালিকানাধীন। আর তিনি সুবহানাহু সবকিছুর সাক্ষী, কোন কিছু তাঁর নিকট গোপন থাকে না।

(10) নিশ্চয় যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদের আগুনে পুড়িয়ে নিপীড়ন করেছে, আল্লাহর পথ থেকে তাদেরকে ফেরানোর জন্যে, অতঃপর তাওবা করেনি, তাদের জন্যে রয়েছে পরকালে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে কঠিন দহন শাস্তি।

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِیْرُ ؕ ۝۱۱ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِیْدٌ ؕ ۝۱۲ اِنَّهٗ هُوَ یُبْدِئُ وَیُعِیْدُ ۝۱۳ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ۝۱۴ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِیْدُ ۝۱۵ فَعَّالٌ لِّمَا یُرِیْدُ ؕ ۝۱۶ هَلْ اَتٰىكَ حَدِیْثُ الْجُنُوْدِ ۝۱۷ فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ۝۱۸ بَلِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا فِیْ تَكْذِیْبٍ ۝۱۹ وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآىِٕهِمْ مُّحِیْطٌ ۝۲۰ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِیْدٌ ۝۲۱ فِیْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۝۲۲

(11) নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সত্যায়ন করে তাঁদের প্রতি ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত, যার প্রাসাদ ও বৃক্ষ সমূহের পাদদেশে প্রবাহিত হয় নির্ঝরিণী সমূহ। এটাই মহাসাফল্য।

(12)-(16) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার তাঁর শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ ও তাদের শাস্তি প্রদান অত্যন্ত কঠিন।তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরায় জীবিত করেন। তাওবাকারীর প্রতি তিনি ক্ষমাশীল, তাঁর বন্ধুদের প্রতি অধিক ভালবাসা প্রদানকারী। আরশের অধিপতি, মহাগৌরবান্বিত- মহানুভবতা ও মর্যাদার সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী। যা ইচ্ছা করেন তাই করেন, তাঁর ইচ্ছা পুরনে কোন কিছু বাধা দিতি পারে না।

(17)-(22) হে রাসূল, আপনার নিকট কি কাফের বাহিনীর ইতিবৃত্ত পৌঁছেছে? নবীদের মিথ্যারোপিকারী জাতি ফেরাউন ও ছামূদের এবং তাদের উপর যে শাস্তি আপতিত হয়েছিল? লোকেরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না; বরং যারা কাফের তারা মিথ্যারোপে রত আছে তাদের পূর্বসূরীদের অভ্যাসমত। আল্লাহ স্বীয় জ্ঞান ও ক্ষমতা দ্বারা তাদেরকে বেষ্টন করে আছেন। তাদের কেউ এবং তাদের কোন আমল গোপন থাকে না। কুরআন তেমন নয় যেমন কাফেররা ধারণা করে যে এটা কবিতা বা যাদু, ফলে তার প্রতি মিথ্যারোপ করে; বরং তা সুমহান সম্মানিত কুরআন, লওহে মাহফূযে সংরক্ষিত, কোন পরিবর্তন ও বিকৃতি তাকে স্পর্শ করে না।

সূরা আত ত্বারেক্ব

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত- ১৭

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۝١ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۝٢ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝٣ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا
حَافِظٌ ۝٤ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝٥ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ۝٦ يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ
وَالتَّرَآئِبِ ۝٧ اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ۝٨ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ۝٩ فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ۝١٠

(1)-(4) আল্লাহ সুবহানাহু শপথ করেছেন আকাশের এবং নক্ষত্রের যখন রাত্রিতে সে আগমন করে। আপনাকে কিসে জানাবে রাত্রিতে আগমনকারী নক্ষত্রের বিশালতা সম্পর্কে? তা হচ্ছে উজ্জল ও দীপ্ত নক্ষত্র। প্রত্যেক মানুষের জন্যে একজন তত্বাবধায়ক ফেরেশতা নিয়োগ করা আছে যে তার আমল সংরক্ষণ করে রাখে, যাতে কিয়ামত দিবসে তার হিসাব-নিকাশ নেয়া যায়।

(3)-(8) পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারী প্রত্যেক মানুষের লক্ষ্য করা উচিত,কি বস্তু থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? যাতে সে বুঝতে পারে যে,মানুষকে প্রথমবার সৃষ্টি করার চেয়ে পুনরায় তাকে সৃষ্টি করা কঠিন কিছু নয়। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে বীর্য থেকে, যা মাতৃগর্ভে সবেগে স্খলিত হয়। এটা নির্গত হয় পুরুষের মেরুদন্ড থেকে এবং নারীর বক্ষপাজর থেকে। নিশ্চয় যিনি এই পানি থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, মৃত্যুর পর তিনি তাকে পুনরায় জীবিত অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম।

(9) (10) যেদিন গোপন বিষয়াদির পরীক্ষা নেয়া হবে এবং সৎ বিষয়কে অসৎ থেকে পৃথক করা হবে। তখন মানুষের এমন কোন শক্তি থাকবে না যার মাধ্যমে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে, থাকবে না কোন সাহায্যকারী যে আল্লাহর শাস্তিকে প্রতিহত করতে পারবে।

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝١١ وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝١٢ اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝١٣ وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝١٤
اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ۝١٥ وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ۝١٦ فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۝١٧

(11)-(14) বারবার বৃষ্টি বর্ষণশীল আকাশের শপথ এবং উদ্ভীদ উৎপাদনের জন্যে বিদারনশীল পৃথিবীর শপথ। নিশ্চয় কুরআন এমন একটি বাণী যা সত্য ও মিথ্যার মাঝে ফায়সালা করে।এটা উপহাস নয়।(মাখলুকের জন্যে আল্লাহ ব্যতীত কারো নামে শপথ করা জয়েয নয়,কেননা তা শির্ক)

(15)-(17) নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনের প্রতি মিথ্যা আরোপকারীরা ভীষণ চক্রান্ত করে এবং পরিকল্পনা করে, যাতে তারা চক্রান্ত দ্বারা সত্যকে প্রতিহত করতে পারে এবং মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আর আমিও সত্য প্রকাশ করার জন্যে কৌশল অবলম্বন করি, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। অতএব হে রাসূল,তাড়াতাড়ি তাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ কামনা করবেন না, তাদেরকে কিছুদিনের জন্যে অবকাশ দিন ও অপেক্ষা করতে থাকুন। তাড়াহুড়া করবেন না, অচিরেই দেখতে পাবেন তাদের প্রতি কি ধরণের শাস্তি ও ধ্বংস নেমে আসে।

সূরা আল আ'লা

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত- ১৯

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۝١ الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۝٢ وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۝٣ وَالَّذِيْٓ اَخْرَجَ
الْمَرْعٰى ۝٤ فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ۝٥ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ۝٦ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ

وَمَا يَخْفٰى ۝٧ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ۝٨ فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ۝٩ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ۝١٠
وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ۝١١ الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ۝١٢ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۝١٣ قَدْ اَفْلَحَ
مَنْ تَزَكّٰى ۝١٤ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۝١٥

(1)-(5)আপনি আপনার সুউচ্চ পালনকর্তার নামের পবিত্রতা শির্ক ও ত্রুটি থেকে এমনভাবে বর্ণনা করুন, যা তিনি সুবহানাহুর মহত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।যিনি সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তাঁর সৃষ্টিকে মজবুত ও সুন্দর করেছেন। যিনি নির্ধারিত সকল বস্তুকে সুপরিমিত করেছেন, অতঃপর প্রত্যেক বস্তুর জন্যে উপযুক্ত পথ দেখিয়েছেন। যিনি সবুজ তৃণাদি উৎপন্ন করেছেন, অতঃপর তা শুষ্ক অবস্থায় ভেঙ্গে চূর্ণ করে কালো আবর্জনায় পরিণত করেছেন।

(6)(7)হে রাসূল, আপনাকে আমি এই কুরআন এমনভাবে পড়াতে থাকব যে, আপনি তা বিস্মৃত হবেন না। তবে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত,অর্থাৎ তাঁর বিচক্ষণতা ও জ্ঞান অনুযায়ী কল্যাণের জন্যে তিনি কিছু বিস্মৃত করেন। নিশ্চয় তিনি সুবহানাহু সকল কথা ও কাজ প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবকিছু জানেন, কোন কিছুই তাঁর কাছে লুকায়িত থাকে না।

(8)আমি আপনার প্রতিটি বিষয়কে কল্যাণের জন্যে সহজ করে দিব। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে রিসলাতের দায়িত্ব গ্রহণকে সহজ করে দিয়েছেন এবং আরো সহজ করেছেন দ্বীনকে, ফলে রাখেননি তাতে কোন কঠোরতা।

(9)(10)অতএব হে রাসূল, আপনার নিকট প্রেরীত ওহীকে যেভাবে আমি সহজ করে দিয়েছি সে অনুযায়ী আপনি আপনার জাতিকে সদুপোদেশ দিতে থাকুন এবং যাতে তাদের কল্যাণ আছে তার পথ দেখান।যার ব্যাপারে উপদেশ গ্রহণ আশা করা যায়, তার জন্যেই বিশেষভাবে এই উপদেশ। এমন লোককে উপদেশ দিয়ে আপনি নিজেকে ক্লান্ত করবেন না, যাকে উপদেশ প্রদান করলে কেবল তার ধৃষ্টতা ও অবজ্ঞাই বৃদ্ধি পাবে। মূলতঃ যে তার পলনকর্তাকে ভয় পায় সেই উপদেশ গ্রহণ করে।

(11)-(15) আর উপদেশ থেকে দূরে থাকে যে হতভাগা, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে না। সে অচিরেই বিশাল জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে এবং তার প্রখরতা অনুমান করবে। অতঃপর সেখান থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে মৃত্যু বরণ করবে না এবং এমনভাবে জীবিতও থাকবে না যাতে কিছু কল্যাণ লাভ হয়। অতএব সফল হয়েছে,যে নিজেকে অসচ্চরিত্র থেকে পরিশুদ্ধ করেছে, আল্লাহকে স্মরণ করেছে- তাঁর একত্ব ঘোষণা করেছে এবং তাঁর সন্তুষ্টি মূলক আমল করেছে, সময়মত সালাত আদায় করেছে- আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান ও তাঁর শরীয়তের নির্দেশ পালনার্থে।

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝١٦ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝١٧ اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۝١٨
صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ۝١٩

(16)বস্তুতঃ হে লোক সকল,তোমরা আখেরাতের সুখ-সাচ্ছন্দের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্যকেই অগ্রাধিকার দাও।

(17)অথচ আখেরাতের জীবন এবং সেখানের চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি দুনিয়ার চেয়ে উত্তম ও মজবুত।

(18)(19)নিশ্চয় এই সূরায় তোমাদের কাছে যা পেশ করা হল,তার অনুরূপ অর্থ কুরআনের পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে লিপিবদ্ধ আছে।আর তা হচ্ছে ইবরাহীম ও মূসা (আঃ)এর কিতাব।

সূরা আল গাশিয়াহ্

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত- ২৬

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۝١ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝٢ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝٣ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝٤
تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۝٥ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۝٦ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ۝٧

(1) হে রাসূল,আপনার নিকট কি কিয়ামতের সংবাদ এসেছে, যার ভয়াবহতা মানুষকে আচ্ছন্ন করবে?

(2)-(7) সেদিন কাফেরদের মুখমন্ডল শাস্তির কারণে হবে লাঞ্ছিত। তারা কর্মে প্রচেষ্টাকারী ক্লান্ত। কঠিন প্রজ্বলিত আগুনে তারা পতিত হবে। ফুটন্ত কঠিন গরম নহর থেকে তাদের পান করানো হবে। জাহান্নামবাসীর জন্যে মাটির সাথে লেগে থাকে এমন কন্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত কোন খাদ্য থাকবে না। ওটা ক্ষতিকারক নিকৃষ্ট খাদ্য। তা খেয়ে ক্ষীণতা ঘুঁচিয়ে শরীরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধা নিবারণ করে জীবনও রক্ষা করবে না।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝٨ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝٩ فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝١٠ لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ۝١١
فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝١٢ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۝١٣ وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ۝١٤ وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ۝١٥ وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ۝١٦

(8)-(16) কিয়ামত দিবসে মুমিনদের মুখমন্ডল আনন্দোজ্জল হবে। কেননা আখেরাতের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তারা দুনিয়াতে আনুগত্যের কর্মে সচেষ্ট ছিল। তারা স্থান ও মর্যাদায় সুউচ্চ জান্নাতে অবস্থান করবে। তারা তথায় একটিও অবান্তর কথা শুনবে না। সেখানে থাকবে সবেগে প্রবাহিত ঝর্ণাধারা,উন্নত সুসজ্জিত সিংহাসন, পানকারীদের জন্যে প্রস্তুত পানপাত্র, একটির পাশে আরেকটি সাজানো সারি সারি তাকিয়া এবং বিস্তৃত অসংখ্য গালিচা-কার্পেট।

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝١٧ وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝١٨ وَاِلَى الْجِبَالِ
كَيْفَ نُصِبَتْ ۝١٩ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝٢٠

(17)-(20) মিথ্যারোপকারী কাফেররা কি লক্ষ্য করে না উষ্ট্রের প্রতি কিভাবে এই আশ্চর্য জীবকে সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আকাশের প্রতি কি অপূর্ব নিয়মে তা উচ্চ করা হয়েছে? এবং লক্ষ্য করে না পর্বতমালার প্রতি কিভাবে তা স্থাপন করা হয়েছে, ফলে ভূমি দৃঢ় ও স্থির হয়েছে। এবং পৃথিবীর দিকে তাকায় না কিভাবে সমতলভাবে চলাচলের উপযুক্ত করে তা বিছানো হয়েছে।

فَذَكِّرْ ۗ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝٢١ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ۝٢٢ اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ۝٢٣
فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ۝٢٤ اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ۝٢٥ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۝٢٦

(21) (22) অতএব হে রাসূল,আপনি যা দ্বারা প্রেরীত হয়েছেন তার মাধ্যমে উপেক্ষাকারীদের উপদেশ দিন। তাদের উপেক্ষায় মন খারাপ করবেন না,আপনি তো কেবল একজন উপদেশ দাতা,তাদেরকে বাধ্য করে ঈমানে প্রবেশ করানো আপনার দায়িত্ব নয়।

(23) (24) কিন্তু যে উপদেশ ও নসীহত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং কুফরীর উপর জিদ ধরে থাকে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে কঠিন আযাব দিবেন।

(25) (26) নিশ্চয় মৃত্যুর পর তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট, অতঃপর তাদের কর্মের হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদান আমারই দায়িত্ব।

সূরা আল্ ফাজর

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত- ৩০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

وَالْفَجْرِ ۙ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۙ﴿٢﴾ وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۙ﴿٣﴾ وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ۚ﴿٤﴾ هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ
لِّذِيْ حِجْرٍ ؕ﴿٥﴾ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۙ﴿٦﴾ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۙ﴿٧﴾ الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ
مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۙ﴿٨﴾ وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۙ﴿٩﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ ۙ﴿١٠﴾
الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۙ﴿١١﴾ فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ۙ﴿١٢﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ
ۚ﴿١٣﴾ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ؕ﴿١٤﴾

(1)-(5) আল্লাহ সুবহানাহু শপথ করেন ফজরের সময়ের এবং জ্বিলহজ্জের প্রথম দশ রাত্রির এবং যা দ্বারা তা মর্যাদাবান হয়েছে।এবং প্রত্যেক জোড় ও বিজোড়ের। শপথ রাত্রির যখন তা গত হতে থাকে।উল্লেখিত বস্তুগুলোর শপথেও কি বিবেকবান পরিতুষ্ট হবে না।

(6)-(8) হে রাসূল,আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা আদ সম্প্রদায়ের ইরাম গোত্রের সাথে কি আচরণ করেছিলেন? যারা ছিল শক্তির অধিকারী এবং ছিল খুঁটির উপর নির্মিত উঁচু ভবনের মালিক। যাদের সমান বিশাল দেহ এবং শক্তি ও বলবীর্যে সারা বিশ্বের শহর সমূহে কাউকে সৃষ্টি করা হয়নি।

(9) এবং সালেহ (আঃ)এর সম্প্রদায় ছামূদ গোত্রের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল?

(10) আর কিরূপ আচরণ করেছিলেন মিসরের বাদশা ফেরাউনের সাথে? সে ছিল অনেক সৈনিকের অধিকারী, যারা তার রাজত্বকে সুদৃঢ় করেছিল এবং তার হুকুমকে শক্তিশালী করেছিল।

(11)-(14) এরা যে স্বেচ্ছাচারীতা করেছিল এবং আল্লাহর যমীনে অত্যাচার করেছিল, অতঃপর সেখানে বিস্তর জুলুম ও অশান্তি সৃষ্টি করেছিল, ফলে আপনার পালনকর্তা তাদের উপর কঠিন শাস্তির কশাঘাত হেনেছেন। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক হে রাসূল, তাঁর অবাধ্যদের প্রতি সর্তক দৃষ্টি রাখেন, তাদেরকে সামান্য অবকাশ দেন, অতঃপর শক্তিশালী হাতে এক সময় তাদের পাকড়াও করেন।

فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْۤ اَكْرَمَنِ ؕ﴿١٥﴾ وَاَمَّاۤ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ
فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْۤ اَهَانَنِ ۚ﴿١٦﴾ كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ۙ﴿١٧﴾ وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى
طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۙ﴿١٨﴾ وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ۙ﴿١٩﴾ وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ؕ﴿٢٠﴾

(15) মানুষ এমন যে, যখন তার পালনকর্তা অনুগ্রহ দ্বারা তাকে পরীক্ষা করেন, তার রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং তাকে সুখময় জীবনের অধিকারী করেন, তখন সে ধারণা করে যে, তার পালনকর্তার নিকট তার মর্যাদার কারণেই এটা হয়েছে,তখন বলে, আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মান দান করেছেন।

(16) কিন্তু যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর তার রিযিক সংকুচিত করে দেন,তখন ধারণা করে সে আল্লাহর নিকট তুচ্ছ হওয়ার কারণেই এরূপ হয়েছে,সে বলে, আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন।

17 20 মানুষ যা ধারণা করে আসলে তা নয়; বরং আল্লাহ সম্মান করেন তাঁর আনুগত্যের কারণে, হেয় করেন তাঁর অবাধ্য হওয়ার কারণে। অথচ তোমরা ইয়াতীম-অর্থাৎ শিশুবস্থায় যার পিতা মৃত্যু বরণ করেছে তাকে সম্মান কর না,তার সাথে ভাল আচরণ কর না, তোমরা অভাবীদের অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না- যারা যথেষ্ট সম্পদের মালিক নয় এবং প্রয়োজন মেটানোর মত তাদের কিছু নেই। তোমরা মানুষের মীরাছ বা উত্তরাধিকারের সম্পদ সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে ফেল এবং তোমরা ধন-সম্পদকে ভীষণ ভালবাস।

كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾ وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾ وَجِايْٓءَ يَوْمَىِٕذٍۙ
بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَىِٕذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ﴿٢٣﴾ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ﴿٢٤﴾
فَيَوْمَىِٕذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٥﴾ وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٦﴾ يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَىِٕنَّةُ ﴿٢٧﴾
ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ﴿٣٠﴾

21 22 তোমাদের অবস্থা এরূপ হওয়া উচিত নয়।যখন পৃথিবীতে ভূমিকম্প শুরু হবে এবং পরস্পরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবে এবং আপনার পালনকর্তা সৃষ্টিকুলের মাঝে ফায়সালার জন্যে আসবেন আর ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন।

23 24 সেই মহান দিনে জাহান্নামকে আনা হবে। তখন কাফের উপদেশ গ্রহণ করবে এবং তাওবা করবে, কিন্তু তার এই উপদেশ গ্রহণ ও তাওবা কি উপকারে আসবে; অথচ দুনিয়াতে সে অবহেলা করেছিল, এখন তার সুযোগ শেষ হয়ে গেছে? সে বলবে,হায়!আমি যদি দুনিয়ায় থাকতে কিছু আমল অগ্রে প্রেরণ করতাম যা আমার আখেরাতের এই জীবনে আজ কাজে লাগত!

25 26 সেই কঠিন দিনে আল্লাহ তার অবাধ্যদের যেরূপ শাস্তি দিবেন সেরূপ শাস্তি কেউ দিতে পারবে না ও ক্ষমতা রাখবে না। আল্লাহর বন্ধনের মত শক্ত বন্ধন কেউ দিতে সক্ষম হবে না। এসব ক্ষেত্রে তাঁর পর্যায়ে কেউ পৌঁছতে পারবে না।

27 - 30 ওহে প্রশান্তিময় আত্মা- অর্থাৎ আল্লাহর যিকির ও ঈমানে এবং মুমিনদের জন্যে তিনি যে সুখ-শান্তি প্রস্তুত করে রেখেছে তার প্রতি প্রশান্তিময় আত্মা!আল্লাহ তোমাকে যে সম্মান করেছেন তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তুমি ফিরে আস তোমার পালনকর্তার দিকে,আর আল্লাহ সুবহানাহুও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। অতঃপর আল্লাহর সৎবান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও এবং তাদের সাথে আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

সূরা আল্ বালাদ

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-২০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ﴿١﴾ وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ﴿٢﴾ وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ
كَبَدٍ ﴿٤﴾ اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ﴿٥﴾ يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ﴿٦﴾ اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ
يَرَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٧﴾ اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾

1 - 4 আল্লাহ শপথ করছেন এই হারাম নগরীর তথা মক্কার। আর আপনি হে নবী, এই হারাম নগরীতে প্রতিবন্ধকতাহীন, এখানে যা ইচ্ছা তাই করবেন। তাঁর জন্যে এ নগরীকে দিবসের নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্যে হালাল করা হয়েছিল। এই আয়াতে তাঁর হাতেই মক্কা বিজয় হবে এবং সেখানে লড়াই করা তার জন্যে তখন হালাল করা হবে সে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ মানব জাতির আদি পিতা আদম (আঃ) এবং তার

থেকে বংশবিস্তার হয়ে যারা জন্ম লাভ করেছে তাদের শপথ করেছেন। নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি দুনিয়ার কষ্ট ও পরিশ্রম সহ্য করার উপযুক্ত করে।
(5) সে কি মনে করে,যে সম্পদ সে জমিয়েছে তার ফলে আল্লাহ তার উপর ক্ষমতাবান হবেন না?
(6)-(7) সে গর্ব করে বলে,আমি প্রচুর সম্পদ ব্যয় করেছি। সে এই কর্ম করে কি ধারণা করে যে, আল্লাহ তাকে দেখেন না, ছোট-বড় বিষয়ে তিনি তার হিসাব নিবেন না?
(8)-(10) আমি কি তাকে দু'টি চক্ষু দেইনি যা দ্বারা সে দেখে থাকে এবং একটি জিহ্বা ও দু'টি ঠোঁট যা দ্বার সে কথা বলে থাকে? আমি কি তাকে ভাল-মন্দ দুটি পথ দেখিয়ে দেইনি?

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ
مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا
بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ﴿١٩﴾ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ﴿٢٠﴾

(11) তাহলে সম্পদ খরচ করার মাধ্যমে কেন সে আখেরাতের সংকটপূর্ণ অবস্থা অতিক্রম করে না, তাহলে তো নিরাপদ হয়ে যেত।
(12) আপনাকে কিসে জানাবে,আখেরাতের সংকটপূর্ণ অবস্থা কি? তা অতিক্রম করতে কিভাবে সাহায্য পাওয়া যাবে?
(13) দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে কোন মুমিনকে মুক্ত করা।
(14)-(16) অথবা কঠিন দুর্ভিক্ষের সময় ইয়াতীম আত্মীয় তথা শিশুবস্থায় যার পিতা মৃত্যু বরণ করেছে তাকে অল্প দান করা,নিকটাত্মীয়কে দান করলে দ্বিগুণ প্রতিদান পাওয়া যায়,সাদকার প্রতিদান ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার প্রতিদান। অথবা অল্প দান করা দারিদ্র নিপীড়িত নিঃস্ব অভাবীকে।
(17) অতঃপর উল্লেখিত সৎআমলগুলো তো ঐ সমস্ত লোকদের কাজ যারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় আল্লাহর আনুগত্য করা ও অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকার জন্যে সবরের,আরো উপদেশ দেয় সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়া ও করুণার।
(18) যারা এই কর্মগুলো সম্পাদন করে তারাই ডান দিকের লোক, কিয়ামত দিবসে যাদেরকে ডান দিক থেকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে।
(19) আর যারা আমার আয়াত সমূহ তথা কুরআনকে অস্বীকার করেছে তাদেরকে বাম দিক থেকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে।
(20) তাদের কর্মফল হচ্ছে জাহান্নাম,সেখানে অগ্নিপরিবেষ্টিত অবস্থায় তারা বন্দী থাকবে।

সূরা আশ্ শামস

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

وَالشَّمْسِ وَضُحٰىهَا ﴿١﴾ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰىهَا ﴿٢﴾ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰىهَا ﴿٣﴾ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىهَا ﴿٤﴾
وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰىهَا ﴿٥﴾ وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰىهَا ﴿٦﴾ وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ﴿٧﴾ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا
وَتَقْوٰىهَا ﴿٨﴾ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ﴿١٠﴾

(1)-(10) আল্লাহ শপথ করেছেন সূর্যের, দিনের এবং প্রভাতের যখন সে কিরণ ছড়ায়। শপথ করছেন চন্দ্রের যখন তা উদয়-অস্তে সূর্যের অনুসরণ করে। শপথ করেছেন দিবসের,যখন সে অন্ধকার দূর করে দেয় এবং তা প্রকাশ করে দেয়। শপথ করেছেন

রাত্রির,যখন পৃথিবীকে সে আচ্ছাদিত করে দেয় এবং সবকিছু আঁধারে ঢেকে ফেলে। শপথ করেছেন আকাশের এবং তার মজবুত নির্মাণের। শপথ করেছেন পৃথিবীর এবং তার বিস্তৃতির। শপথ করেছেন প্রতিটি প্রাণের, যার সৃষ্টিকে আল্লাহ পরিপূর্ণ করেছেন দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত করার জন্যে,অতঃপর তার সামনে অকল্যাণের পথ ও কল্যাণের পথ বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। সে বিজয়ী হবে,যে নিজেকে বিশুদ্ধ করবে এবং কল্যাণ দ্বারা বিকশিত করবে। আর সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে,যে নিজেকে পাপাচারে লিপ্ত করে কলুষিত করবে।

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَآ ﴿١١﴾ اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَا ﴿١٢﴾ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ﴿١٣﴾
فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۖ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ﴿١٤﴾ وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ﴿١٥﴾

(11-15) ছামূদ জাতি অবাধ্যতার চরমে পৌঁছে তাদের নবীর প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। যখন তাদের সবেচেয় হতভাগ্য গোত্র উষ্ট্রী হত্যা করতে তৎপর হয়েছিল। তখন আল্লাহর রাসূল সালেহ (আঃ) তাদের বলেছিলেন, সাবধান তোমরা উষ্ট্রীর কোন ক্ষতি করবে না। কেননা তা একটি নিদর্শন আল্লাহ তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন, যা তোমাদের নবীর সত্যতা প্রমাণ করছে। তার পানি পান করানোর বিষয়ে সীমালঙ্ঘন থেকেও সাবধান থাক। কেননা পানি পান করার একটি দিন উষ্ট্রীর জন্যে নির্ধারিত আছে, তোমাদের জন্যেও একটি দিন নির্ধারিত আছে। নিয়মটি তাদের কাছে কষ্টকর মনে হল, ফলে তারা তাঁকে অমান্য করল এবং তিনি যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি তাদের দিয়েছিলেন তা মিথ্যা মনে করল, অতঃপর উষ্ট্রীটিকে যবেহ করে ফেলল। তখন অপরাধের কারণে তাদের পালনকর্তা তাদের উপর ধ্বংসের শাস্তি বেষ্টন করলেন এবং তাদের সকলের উপর সমানভাবে শাস্তি দিয়ে একজনকেও বাদ না নিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। তিনি মহান ক্ষমতাধর তাদের প্রতি যে এই কঠিন শাস্তি নাযিল করেছেন তার বিরূপ পরিণতির কোন আশংকা করেন না।

সূরা আল্ লায়ল

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-২১

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ﴿١﴾ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿٣﴾ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ﴿٤﴾
فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ﴿٦﴾ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ﴿٧﴾ وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ
وَاسْتَغْنٰى ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ﴿٩﴾ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ﴿١٠﴾ وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى ﴿١١﴾

(1-4) আল্লাহ সুবহানাহু শপথ করেছেন রাত্রির, যখন তার অন্ধকার পৃথিবীকে এবং তার মধ্যে সকল কিছুকে আচ্ছন্ন করে। শপথ করেছেন দিবসের, যখন রাতের অন্ধকার দূর হয়ে তার আলো প্রকাশিত হয়। শপথ করেছেন দু'লিঙ্গ পুরুষ ও নারী সৃষ্টির। নিশ্চয় তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরণের, কেউ দুনিয়ার জন্যে করে কেউ আখেরাতের জন্যে করে।

(5-7) অতএব যে নিজের সম্পদ ব্যয় করে এবং তাতে আল্লাহকে ভয় করে। আর সত্যায়ন করে উত্তম বিষয় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং তার তাৎপর্যকে ও তার বিনিময়ে যে প্রতিদান আছে তাকে। আমি তাকে অচিরেই সুপথ দেখাব এবং কল্যাণ ও সৎকর্মের উপায় করে দিব এবং তার সকল বিষয় সহজ করে দিব।

(8-9) আর যে নিজের সম্পদ খরচ করতে কৃপণতা করবে ও তার পালনকর্তার প্রতিদান থেকে বিমুখ হবে,আর উত্তম বিষয় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং তার তাৎপর্যকে ও তার বিনিময়ে যে প্রতিদান আছে তাকে মিথ্যা মনে করবে।

(10) (11)আমি তার দুর্ভোগের পথ সহজ করে দিব, যে সম্পদ নিয়ে সে কৃপণতা করেছে,তা কোন উপকারে আসবে না যখন সে জাহান্নামে পতিত হবে ।

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴿١٢﴾ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ﴿١٣﴾ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿١٤﴾ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا
الْأَشْقَى ﴿١٥﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٦﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾ وَمَا
لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿١٩﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾

(12) (13)আমার অনুগ্রহ ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী আমার কর্তব্য হচ্ছে হেদায়াতের পথ প্রদর্শন করা, যা বিভ্রান্তির পথ থেকে বাঁচিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর জান্নাতে পৌঁছে দিবে। নিশ্চয় আমিই পরকালীন জীবন ও ইহকালীন জীবনের মালিক।

(14) অতএব হে লোক সকল,আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি ও ভয় দেখাচ্ছি প্রজ্বলিত অগ্নি সম্পর্কে। আর তা হচ্ছে জাহান্নামের আগুন।

(15) (16) নিতান্ত হতভাগ্য ব্যতীত কেউ এতে প্রবেশ করবে না, যে আল্লাহর নবী মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা মনে করেছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এবং তাঁদের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

(17)-(21)ঐ অগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে তাকে যে প্রকৃতভাবে আল্লাহকে ভয় করে,আত্মশুদ্ধি ও অধিক কল্যাণ লাভের আশায় সম্পদ ব্যয় করে। এমন নয় যে,তার প্রতি কেউ অনুগ্রহ করেছে, তাই তার বিনিময় স্বরূপ ঐ সম্পদ ব্যয় করছে; বরং এর মাধ্যমে সে কেবল সুউচ্চ পালনকর্তার সন্তুষ্টি ও সন্তোষ অনুসন্ধান করে। আর অচিরেই আল্লাহ তাকে জান্নাতে এমন কিছু প্রদান করবেন যাতে সে খুশী হয়ে যাবে।

সূরা আদ্ব দ্বোহা

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১১

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

وَالضُّحَىٰ ﴿١﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿٣﴾ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ
الْأُولَىٰ ﴿٤﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿٥﴾ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًّا
فَهَدَىٰ ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿٨﴾ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
﴿١٠﴾ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

(1)-(3)আল্লাহ শপথ করেছেন পূর্বাহ্নের অর্থাৎ পুরা দিবসের এবং রাত্রির যখন সৃষ্টিকুল নীরব হয়ে যায় এবং অন্ধকার ভীষণ হয়ে যায়। (আল্লাহ সৃষ্টিকুলের মধ্যে যা ইচ্ছা তার নামে শপথ করতে পারেন, কিন্তু কোন মানুষের জন্যে এরূপ করা বৈধ নয়। স্রষ্টা আল্লাহ ব্যতীত কারো নামে শপথ করা জায়েয নয়। আল্লাহ ব্যতীত কারো নামে শপথ করা শির্ক।) হে নবী, আপনার পালনকর্তা আপানাকে ত্যাগ করেননি এবং ওহী নাযিল করতে বিলম্ব করে আপনার প্রতি বিরূপও হননি।

(4) (5)অবশ্যই আখেরাতের নিবাস দুনিয়ার নিবাস অপেক্ষা উত্তম। আর হে নবী,অচিরেই আপনার পালনকর্তা আপনাকে আখেরাতে বিভিন্ন ধরণের নেয়ামত দান করবেন, তখন আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।

(6)-(8)তিনি কি আপনাকে ইয়াতীমরূপে পাননি? মাতৃগর্ভে থাকাবস্থাতেই আপনার পিতা মৃত্যু বরণ করেছেন। অতঃপর তিনি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন ও তত্বাবধান করেছেন। আপনাকে পেয়েছেন এমনভাবে যে, আপনি জানতেন না কিতাব কি জানতেন না ঈমান কি, অতঃপর আপনি যা জানতেন না আপনাকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন এবং আপনাকে সর্বোত্তম আমল করার তাওফীক দিয়েছেন। আপনাকে নিঃস্ব অবস্থায় পেয়েছেন,

অতঃপর আপনাকে রিযিক দিয়েছেন এবং আপনার অন্তরকে পরিতুষ্টি ও সবর দিয়ে অভাবমুক্ত করেছেন।

৯-১১ অতএব ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হয়ে তার সাথে অসদাচরণ করবেন না,ভিক্ষুককে ধমকাবেন না, তাকে খাওয়াবেন, তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। আর আপনার পালনকর্তা যে আপনাকে প্রচুর পরিমাণে নেয়ামত দিয়েছেন তার কথা প্রকাশ করুন।

সূরা আল ইনশিরাহ

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত- ৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝٢ الَّذِىْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝٣ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝٤ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝٧ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝٨

১-২ আমি কি আপনার বক্ষ কল্যাণের জন্যে প্রশস্ত করে দেইনি- দ্বীনের বিধি-বিধানের জন্যে, আল্লাহর প্রতি দা'ওয়াতের জন্যে এবং সম্মানিত চরিত্রে নিজেকে গুণান্বিত করার জন্যে? আর তা দ্বারা আমি আপনার বোঝা লাঘব করে দিয়েছি।

৩-৪ যা আপনার পৃষ্ঠকে ভারী করে দিয়েছিল। আর আপনাকে মহৎগুণের যে নেয়ামত দান করেছি তা দ্বারা আপনাকে সুউচ্চ সমুন্নত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছি।

৫-৬ অতএব শত্রুদের কষ্ট প্রদান যেন আপনাকে রিসালাতের প্রচার থেকে ফেরাতে না পারে। কেননা সংকীর্ণতার সাথেই রয়েছে প্রশস্ততা, কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি।

৭-৮ অতএব আপনি দুনিয়ার কর্মব্যস্ততা থেকে যখনই অবসর পাবেন তখনই ইবাদতে পরিশ্রম করুন। এককভাবে আপনার পালনকর্তার কাছে যা আছে তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।

সূরা আত ত্বীন

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۝١ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۝٢ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۝٣ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝٤ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝٥ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝٦ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۝٧ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝٨

১-৬ আল্লাহ শপথ করেছেন আঞ্জীর (ডুমুর) ও যায়তুনের। এদুটি প্রসিদ্ধ ফলের নাম। তিনি শপথ করেছেন সিনাই প্রান্তরের তুর পর্বতের। যেখানে আল্লাহ মূসা (আঃ)এর সাথে কথপোকথন করেছিলেন। শপথ করেছেন এই শহরের, যা সবধরণের ডর-ভয় থেকে নিরাপদ। তা হচ্ছে মক্কা,ওহী অবতরণের স্থান। নিশ্চয় আমি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাকে নিক্ষেপ করব জাহান্নামে- যদি আল্লাহর আনুগত্য না করে, রাসূলের অনুসরণ না করে। কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপান করেছে এবং সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে মহান পুরস্কার যা অবিচ্ছন্ন ও অফুরন্ত।

৭ হে মানুষ, কিসে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করছে পুনরুত্থান ও প্রতিদান দিবসকে মিথ্যা মনে করতে, অথচ এ ব্যাপারে আল্লাহর ক্ষমতার প্রমাণ তোমার সামনে সুস্পষ্ট?

৮ যে আল্লাহ এই দিনকে মানুষের মাঝে ফায়সালার জন্যে নির্ধারণ করেছেন, তিনি কি যা সৃষ্টি করেছেন তাতে বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন? হ্যাঁ, অবশ্যই। অতএব সৃষ্টিকুলকে কি এমনিই ছেড়ে দেয়া উচিত? কোন আদেশ করা হবে না নিষেধ

করা হবে না, কোন পুরস্কার দেয়া হবে শাস্তি দেয়া হবে না? এরূপ হওয়া সঠিক নয়, এরূপ হতে পারে না।

সূরা আলাক্ব

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১৯

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ۚ﴿۱﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ﴿۲﴾ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ﴿۳﴾
الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ﴿۴﴾ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ ؕ﴿۵﴾

(1)-(5)হে নবী আপনার নিকট যে কুরআন নাযিল করা হয়েছে তা আপনার পালনকর্তার নাম নিয়ে পাঠ করা শুরু করুন, যিনি একক স্রষ্টা। যিনি প্রত্যেক মানুষকে এক টুকরা জামাট বাধা গাঢ় লাল রক্তপিন্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন। হে নবী আপনার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে তা পাঠ করুন। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রচুর কল্যাণকারী প্রশস্ত দানশীল। যিনি তাঁর সৃষ্টিকে কলমের সাহায্যে লিখা শিখিয়েছেন। মানুষ যা জানত না তাকে তা শিখিয়েছেন। তাকে মূর্খতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোয় স্থানান্তর করেছেন।

كَلَّاۤ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَیَطْغٰۤی ۙ﴿۶﴾ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰی ؕ﴿۷﴾ اِنَّ اِلٰی رَبِّكَ الرُّجْعٰی ؕ﴿۸﴾ اَرَءَیْتَ الَّذِیْ یَنْهٰی ۙ﴿۹﴾
عَبْدًا اِذَا صَلّٰی ؕ﴿۱۰﴾ اَرَءَیْتَ اِنْ كَانَ عَلَی الْهُدٰۤی ۙ﴿۱۱﴾ اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰی ؕ﴿۱۲﴾ اَرَءَیْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰی
ؕ﴿۱۳﴾ اَلَمْ یَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ یَرٰی ؕ﴿۱۴﴾ كَلَّا لَئِنْ لَّمْ یَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًۢا بِالنَّاصِیَةِ ۙ﴿۱۵﴾ نَاصِیَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ
ۚ﴿۱۶﴾ فَلْیَدْعُ نَادِیَهٗ ۚ﴿۱۷﴾ سَنَدْعُ الزَّبَانِیَةَ ۙ﴿۱۸﴾ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۩﴿۱۹﴾

(6)-(8)সত্যই মানুষ আল্লাহর সীমালঙ্ঘন করে যখন নিজেকে সম্পদের অভাব মুক্ত দেখতে পায়।প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী জেনে রাখুক যে, তার প্রত্যাবর্তন আল্লাহর কাছেই হবে। তখন তিনি প্রত্যেক মানুষকে তার কর্মফল প্রদান করবেন।

(9)-(12)এই লোক তথা আবু জাহলের সীমালঙ্ঘনের চেয়ে আশ্চর্য কাউকে আপনি কি দেখেছেন, যে নিষেধ করে আমার এক বান্দাকে যখন সে তার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে? সেই বান্দা হচ্ছেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আপনি কি দেখেছেন যাকে সালাত থেকে নিষেধ করা হচ্ছে সে যদি সৎপথে থাকে, তবে কিভাবে তাকে নিষেধ করছে? অথবা সে অপরকে আল্লাহভীতি শিখায়, তাকে কি তা থেকেও নিষেধ করবে?

(13)-(19)আপনি কি দেখেছেন,যে পথে এই নিষেধকারীকে আহবান করা হচ্ছে সে তা মিথ্যা মনে করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে কি জানে না যে,তার সকল কর্ম আল্লাহ দেখছেন? আবু জাহল যেরূপ ধারণা করে তা কখনই নয়, সে যদি বিরুদ্ধাচরণ ও কষ্ট প্রদান থেকে বিরত না হয়, তবে আমি তার মস্তকের অগ্রভাগ কঠিন শক্তভাবে ধরব অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। তার মস্তকের অগ্রভাগ এমন যে, সে কথায় মিথ্যাবাদী, কর্মে অপরাধী পাপী,যেন মিথ্যা আর পাপাচার তার ললাটে আঁকা আছে। অতএব এই সীমালঙ্ঘনকারী তার সভাসদদেরকে আহবান করুক, যাদের থেকে সে সাহায্য নিবে। আমিও জাহান্নামের শাস্তির ফেরেশতাদের আহবান করব। আবু জাহল যা ধারণা করে তা কখনই নয়, হে রাসূল, সে কখনই আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। অতএব সালাত পরিত্যাগের বিষয়ে তার কথা মানবেন না। আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সিজদা করুন এবং তাঁর আনুগত্য করে তাঁর ভালবাসা লাভ করে নৈকট্য অর্জন করুন।

সূরা আল ক্বদর

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾
تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴿٥﴾

(1) নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি 'লাইলাতুল কাদর' তথা এক সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ রাত্রে। তা হচ্ছে রামাযান মাসের কোন একটি রাত্রি।
(2) হে নবী,আপনি কি জানেন 'লাইলাতুল ক্বাদর' বা সম্মানিত রাত্রি কি?
(3) লাইলাতুল ক্বাদর হচ্ছে একটি বরকতময় রাত্রি। সে রাত্রির নেক আমল এক হাজার মাসের নেক আমলের চেয়ে উত্তম যাতে লাইলাতুল ক্বাদর নেই। এটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এই উম্মতের প্রতি বিশেষ দান।
(4) এরাতে জিবরীল (আঃ) ও ফেরেশতারা তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে ব্যাপকহারে অবতরণ করেন এমন প্রতিটি বিষয় নিয়ে যা আল্লাহ ঐ বছরের জন্যে ফায়সালা করেছেন।
(5) এ রাত্রি পুরাটাই নিরাপত্তা, ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে তাতে কোন অমঙ্গল থাকে না।

সূরা বাইয়্যেনাহ্

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿١﴾
رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَتْلُوا۟ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿٢﴾ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴿٣﴾ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟
ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿٤﴾ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ
حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

(1) ইহূদী, খৃষ্টান ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের ছিল তারা কুফরী পরিত্যাগ করত না যতক্ষণ না তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত হত যার প্রতিশ্রুতি পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে দেয়া হয়েছে।
(2) সেই সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি পবিত্র সহীফা কুরআন আবৃত্তি করেন।
(3) ঐ সহীফাতে আছে সত্য সংবাদ সমূহ এবং সঠিক নির্দেশ সমূহ। তা সত্য ও সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করে।
(4) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য নবী হওয়ার ব্যাপারে আহলে কিতাব ইহূদী ও খৃষ্টানগণ তাদের কিতাবে তাঁর পূর্ণ পরিচয় পাওয়া পর তখনই বিরোধিতা করেছে, যখন তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে যে তিনিই সেই নবী,যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে তাওরাত ও ইঞ্জিলে দেয়া হয়েছে। তারা তাঁর নবুওতের সত্যতার উপর ঐক্যমত ছিল, কিন্তু তিনি যখন প্রেরীত হলেন,তখন তাদের মধ্যে কেউ বিশ্বাস করল, কেউ উদ্ধত্য ও হিংসা বশতঃ তাঁর নবুওতকে অস্বীকার করল।

(৩) তাদের এ ছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে,তারা খাঁটি মনে এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, ইবাদতে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য করবে,শির্ক থেকে মুক্ত হয়ে খাঁটি ঈমানের দিকে ধাবিত হবে, সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, এটাই হচ্ছে সঠিক ধর্ম, আর তা হল ইসলাম।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۞ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۞ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ۝

(৬) নিশ্চয় ইহুদী, খৃষ্টান ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাফের তাদের শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম, তারা চিরকাল সেখানে থাকবে, ওরা হচ্ছে সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

(৭) নিশ্চয় যারা আল্লাহকে সত্যায়ন করে এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ করে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তারাই হচ্ছে সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

(৮) কিয়ামত দিবসে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান স্বরূপ বসবাস গৃহ অতিব সুন্দর জান্নাত, যার প্রাসাদ ও বৃক্ষ সমূহের তলদেশে প্রবাহিত থাকবে ঝর্ণাধারা, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদের নেক আমল সমূহ কবুল করেছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে এ কারণে যে তিনি তাদের সম্মানের জন্যে বিভিন্ন উপকরণ প্রস্তুত রেখেছেন। এই উত্তম প্রতিদান তার জন্যে যে পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকে।

সূরা যিলযাল

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۝ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ۝ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۝ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۝ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝

(১-৩) যখন পৃথিবীকে কঠিনভাবে প্রকম্পিত করা হবে এবং সে তার ভূগর্ভস্থ সকল মৃতপ্রাণী ও গুপ্তধন সমূহ নির্গত করে দিবে,আর মানুষ ভীত হয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞেস করবে, পৃথিবীর কি হল?

(৪-৫) কিয়ামত দিবসে পৃথিবী বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে,তার পৃষ্ঠে যে সকল ভাল ও মন্দ কর্ম সংঘটিত হয়েছে তা। কারণ তার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবে, তার উপর সংঘটিত আমল সম্পর্কে খবর দিতে।

(৬) সেদিন মানুষ হিসাবের স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করবে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে,এই জন্যে যে আল্লাহর তাদের সৎ ও অসৎ কর্মসমূহ তাদেরকে দেখাবেন এবং সে ভিত্তিতে তাদেরকে প্রতিদান দিবেন।

(৭-৮) অতএব কেউ ক্ষুদ্র পিপিলিকা বরাবর (অণু পরিমাণ)নেক আমল করলে তার ছোয়াব পরকালে দেখতে পাবে, আর কেউ ক্ষুদ্র পিপিলিকা পরিমাণ অসৎ আমল করলেও তার শাস্তি দেখতে পাবে পরকালে।

সূরা আদিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১১

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۝١ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۝٢ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۝٣ فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۝٤
فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۝٥ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۝٦ وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۝٧ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ
الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۝٨ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ۝٩ وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ۝١٠ اِنَّ
رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ۝١١

১ আল্লাহ শপথ করেছেন তাঁর পথে শত্রু অভিমুখে ধাবমান অশ্বসমূহের,যখন সে দ্রুতগতিতে দৌড়ানোর কারণে জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে থাকে। (মাখলুকের জন্যে আল্লাহ ব্যতীত কারো নামে শপথ করা জায়েয নেই। কেননা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা শির্ক।)
২ অতঃপর দ্রুত দৌড়ানোর কারণে শক্ত ক্ষুরের আঘাতে অগ্নিবিচ্ছুরক অশ্বসমূহের।
৩ অঃপর সেই অশ্বসমূহের যা প্রভাতকালে তার আরোহীকে নিয়ে শত্রুর উপর আক্রমণ করে।
৪ ফলে এই দ্রুত গমণে তারা ধুলি উৎক্ষিপ্ত করে।
৫ অতঃপর আরোহীসহ শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে।
৬-৮ নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ। সে তার এই অকৃতজ্ঞতাকে স্বীকারও করে। আর নিশ্চয় সে সম্পদের প্রতি ভীষণ আগ্রহী।
৯ মানুষ কি জানে না, আল্লাহ যখন মৃত সমূহকে কবর থেকে বের করবেন তখন তার জন্যে কি হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদান অপেক্ষা করছে?
১০ এবং বক্ষ সমূহে যে কল্যাণ ও অকল্যাণ লুকায়িত আছে তা প্রকাশ করা হবে।
১১ নিশ্চয় তাদের পালনকর্তা সেদিন তাদের সম্পর্কে ও তাদের কর্ম সম্পর্কে ভালভাবে অবগত, তাঁর কাছে কোন কিছু গোপন থাকে না।

সূরা আল ক্বারিয়া

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১১

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

اَلْقَارِعَةُ ۝١ مَا الْقَارِعَةُ ۝٢ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝٣ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝٤
وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝٥ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٦ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝٧ وَاَمَّا
مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٨ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۝٩ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۝١٠ نَارٌ حَامِيَةٌ ۝١١

১ কিয়ামত, যার ভয়াবহতা মানুষের অন্তর সমূহকে আঘাত করবে।
২ এই আঘাতকারী বস্তু কি?
৩ কোন বস্তু আপনাকে সে আঘাতকারী সম্পর্কে জানাবে?
৪ সেদিন মানুষ হবে সংখ্যায়, বিক্ষিপ্ততায় ও নড়াচড়ায় এমন বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত যারা আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে।
৫ পর্বতমালা হবে ধূনিত বিভিন্ন রংয়ের পশমের মত,যা ধুলিকণার মত উড়ে অপসারণ হয়ে যাবে।
৬ অতএব যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে জান্নাতে সুখী জীবন-যাপন করবে।

৪-৯ কিন্তু যার নেকীর পাল্লা হালকা হয়ে যাবে ও গুনাহের পাল্লা ভারী হবে, তার ঠিকানা হবে হাভিয়া জাহান্নাম।
১০ হে রাসূল,আপনি জানেন এই হাভিয়া কি?
১১ নিশ্চয় উহা অগ্নি, যা ইন্ধন দ্বারা উত্তপ্ত করা হয়েছে।

সূরা তাকাছুর

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ﴿۱﴾ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ؕ﴿۲﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ﴿۳﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ؕ﴿۴﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ؕ﴿۵﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۙ﴿۶﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۙ﴿۷﴾ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿۸﴾

১ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির আধিক্যের গর্ব-প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে গাফেল রাখে।
২ তোমাদের এই গাফলতি চলতেই থাকে এভাবে একসময় তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও এবং তোমাদেরকে দাফন করে দেয়া হয়।
৩ এভাবে সম্পদের প্রাচুর্য নিয়ে গাফেল থাকা কখনই তোমাদের জন্যে উচিত নয়। অচিরেই তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট হবে যে,পরকালের আবাসই তোমাদের জন্যে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।
৪ অতঃপর তোমরা সাবধান হয়ে যাও, অচিরেই জানতে পারবে আখেরাত থেকে গাফেল থাকার পরিণাম।
৫-৮ এভাবে সম্পদের প্রাচুর্য নিয়ে গাফেল থাকা কখনই তোমাদের জন্যে উচিত নয়। তোমরা যদি নিশ্চিতভাবে জানতে তবে তোমরা ভীত হতে ও বিরত হতে এবং নিজেদেরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করার জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। অবশ্যই জাহান্নাম তোমরা স্বচোক্ষে দেখতে পাবে, অতঃপর সন্দেহমুক্তভাবে তা দেখতে পাবে, এরপর অবশ্যই তোমরা কিয়ামত দিবসে সবধরণের নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

সূরা আসর

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত- ৩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

وَالْعَصْرِ ۙ﴿۱﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۙ﴿۲﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿۳﴾

১-২ আল্লাহ শপথ করেছেন যুগের। কেননা এতে আল্লাহর আশ্চর্য ক্ষমতা প্রকাশ পায়, যা তাঁর মহত্বের প্রমাণ বহন করে। নিশ্চয় আদম সন্তান ধ্বংস ও ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। (কোন বান্দার জন্যে আল্লাহ ব্যতীত কারো নামে শপথ করা জায়েয নয়, আল্লাহ ব্যতীত কারো নামে শপথ করা শির্ক)
৩ কিন্তু তারা নয়, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎ কর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্য আঁকড়ে থাকতে ও আল্লাহর আনুগত্যের কাজ করতে উপদেশ দেয় এবং উদ্বুদ্ধ করে সে সকল ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণের।

সূরা হুমাযাহ

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৯

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝١ الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝٢ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ۝٣ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝٤ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝٥ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝٦ الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۝٧ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝٨ فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝٩

(১) পশ্চাতে ও সম্মুখে মানুষের নিন্দাকারী ও দোষারোপকারী প্রত্যেকের জন্যে দুর্ভোগ ও ধ্বংস।

(২) যার সর্বদা চিন্তা হচ্ছে অর্থ সঞ্চয় করা ও গণনা করে রাখা।

(৩) সে ধারণা করে, যে অর্থ সে সঞ্চয় করেছে তার মাধ্যমে দুনিয়াতে চিরকাল বেঁচে থাকার এবং হিসাব-নিকাশ থেকে রক্ষা পাওয়ার নিশ্চয়তা পেয়ে গেছে।

(৪) সে যা ধারণা করে তা কখনই নয়, অবশ্যই সে এমন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে,যা তন্মধ্যে পতিত সবকিছুকে চুর্ণ করে দেয়।

(৫) হে রাসূল, আপনি কি জানেন ঐ চুর্ণকারী অগ্নির প্রকৃত অবস্থা কিরূপ?

(৬-৭) নিশ্চয় তা আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি যার শিখা ভয়ানক লেলিহান,এর গরমের কঠিন প্রখরতা শরীর ভেদ করে অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

(৮-৯) সেখানে তাদেরকে দীর্ঘ বেড়ী ও জিঞ্জির দ্বারা বেঁধে রাখা হবে, যাতে করে সেখান থেকে বের হতে না পারে।

সূরা ফীল

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝١ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝٢ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝٣ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝٤ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝٥

(১) হে রাসূল, আপনি কি জানেন না, হস্তি বাহিনীর সাথে আপনার পালনকর্তা কিরূপ আচরণ করেছেন? আবরাহা হাবশী ও তার বাহিনী যারা বরকতময় কা'বা গৃহ ধ্বংস করার ইচ্ছা করেছিল?

(২) তারা যে ন্যাক্কার জনক ষড়যন্ত্র করেছিল,তা কি তিনি বাতিল ও নস্যাৎ করে দেননি?

(৩) তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী, যারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করছিল।

(৪) অতঃপর তাদেরকে চুর্ণ করে দেন,এমন শুষ্ক খড়ের ন্যায় যা চতুষ্পদ যন্তু ভক্ষণ করে নিক্ষেপ করেছে।

সূরা কুরাইশ

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۙ﴿۱﴾ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۚ﴿۲﴾ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۙ﴿۳﴾
الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿۴﴾

(১)(২) আশ্চর্য হয়ে দেখ কুরাইশদের আশক্তি, নিরাপত্তা, স্বার্থ রক্ষা, শীতকালে 'ইয়ামানে' তাদের সফরের ব্যবস্থা এবং গ্রীষ্মকালে 'শামে' তাদের সফরের ব্যবস্থা ও তাদের প্রয়োজনীয় বস্তু আমদানী করার সহজতা।

(৩) অতএব তারা যেন কৃতজ্ঞতা করে এবং ইবাদত এই ঘরের পালনকর্তার, যে কাবা গৃহের কারণে তারা সম্মানিত যার কারণে উচ্চ মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তারা যেন সেই রবের একত্ব বর্ণনা করে এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করে।

(৪) যিনি কঠিন ক্ষুধার সময় তাদেরকে আহারের ব্যবস্থা দিয়েছেন এবং বিরাট ভয় ও শংকা থেকে তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছেন।

সূরা আল্ মাঊন

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৭

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ؕ﴿۱﴾ فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۙ﴿۲﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى
طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ؕ﴿۳﴾ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۙ﴿۴﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۙ﴿۵﴾
الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۙ﴿۶﴾ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ﴿۷﴾

(১) আপনি কি দেখেছেন সে লোকের অবস্থা,যে পুনরুত্থান ও বিচারদিবসকে মিথ্যা মনে করে?

(২) এ হচ্ছে সেই লোক,যার অন্তর কঠোর হওয়ার কারণে ইয়াতীম তথা শিশুবস্থায় যার পিতা মৃত্যু বরণ করেছে তাকে নির্দয়ভাবে ধাক্কা দিয়ে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

(৩) এবং উৎসাহিত করে না মানুষকে মিসকীন তথা প্রয়োজন পূরনের জন্যে যথেষ্ট অর্থের মালিক নয় এমন লোককে অন্ন দান করতে; তাহলে সে নিজে কিভাবে তাকে অন্ন দিবে?

(৪)(৫) অতএব কঠিন শাস্তি সেই সমস্ত মুসল্লীর যারা সালাতের ব্যাপারে উদাসীন বেখবর, অর্থাৎ যথাযথভাবে তা কায়েম করে না এবং সময়মত তা আদায় করে না।

(৬) যারা মানুষকে দেখানোর জন্যে তাদের ভাল কাজগুলো জাহির করে।

(৭) আর গৃহস্থালী নিত্য ব্যবহার্য বস্তু যেমন পাত্র ইত্যাদি অন্যকে ধার দেয় না। না তারা তাদের পালনকর্তার ইবাদত সঠিকভাবে করেছে,আর না তারা সৃষ্টিকুলের সাথে ভাল আচরণ করেছে।

সূরা আল কাওছার

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ ١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ٢ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلۡأَبۡتَرُ ٣

১। হে নবী, নিশ্চয় আমি আপনাকে দুনিয়া ও আখেরাতে প্রভূত কল্যাণ দান করেছি। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জান্নাতে 'কাওছার' নামক নদী। যার দু'কিনারা হবে মতি দ্বারা নির্মিত আর মাটি হবে মিশক।

২। অতএব আপনার যাবতীয় সালাত আপনার পালনকর্তার জন্যে একনিষ্ঠভাবে আদায় করুন এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে এককভাবে তাঁর নাম নিয়ে পশু যবেহ করুন।

৩। নিশ্চয় আপনাকে এবং আপনি যে হেদায়াত ও নূর নিয়ে এসেছেন তাকে ঘৃণাকারীই লেজকাটা- নির্বংশ ও সবধরণের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

সূরা আল কাফেরুন

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত- ৬

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ ١ لَآ أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ ٢ وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ٣ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٞ مَّا عَبَدتُّمۡ ٤ وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ٥ لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلِيَ دِينِ ٦

১। হে রাসূল,যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে তাদেরকে বলুন, ওহে কাফেরকুল,

২। তোমরা যে মূর্তি ও মিথ্যা মাবূদের ইবাদত কর আমি তাদের ইবাদত করি না।

৩। আর আমি যে একক মাবূদের ইবাদত করি তোমরাও তার ইবাদত কর না; অথচ তিনি আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা, ইবাদতের একক হকদার।

৪। তোমরা যে মূর্তি ও মিথ্যা মাবূদের ইবাদত কর আমি তাদের ইবাদত করি না।

৫। আমি যার ইবাদত করছি ভবিষ্যতেও তোমরা তার ইবাদত করবে না। এই আয়াতটি মুশরিক সম্প্রদায়ের বিশেষ কয়েক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ জেনেছেন যে তারা কখনই ঈমান আনবে না।

৬। তোমরা যে দ্বীন মেনে চলার উপর জিদ করছ তা তোমাদেরই, আর আমার দ্বীন আমারই যা ব্যতীত আমি অন্য কিছু চাই না।

সূরা আন্ নসর

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ ١ وَرَأَيۡتَ ٱلنَّاسَ يَدۡخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفۡوَاجٗا ٢ فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابَۢا ٣

১। হে রাসূল,যখন কুরাইশ কাফেরদের উপর বিজয় লাভ করবেন এবং আপনার জন্যে মক্কা বিজয় সম্পন্ন হবে।

২। আর দেখবেন যে মানুষ দলে দলে ব্যাপকহারে ইসলামে প্রবেশ করছে।

(3) যখন তা বাস্তবায়ন হবে, তখন আপনার পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করুন- তাঁর প্রশংসার সাথে অধিকহারে তাসবীহ পাঠ এবং অধিকহারে তাঁর নিকট ইস্তেগফার পাঠের মাধ্যমে। নিশ্চয় তিনি তাসবীহ পাঠকারী ও ইস্তেগফার পাঠকারীদেরকে অধিক ক্ষমাকারী, তিনি তাদের তাওবা কবূল করেন এবং তাদের প্রতি করুণা করেন।

সূরা মাসাদ

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝٢ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَّامْرَاَتُهٗ ۭ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥

(1) আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং হতভাগ্য হোক সে নিজে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়ার কারণে। আবু লাহাবের এই ধ্বংস সত্যই বাস্তবায়ন হয়ে গেছে।
(2) তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসেনি, যখন আল্লাহর শাস্তি এসে যাবে, তখন এগুলো তা ফেরাতে পারবে না।
(3) অচিরেই সে জাহান্নামের দাউদাউ করে প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করবে। সে এবং তার স্ত্রী, যে কাঁটা বহন করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়ার জন্যে তাঁর চলাচলের রাস্তায় বিছিয়ে দিত।
(4) তার গলায় খেজুরের অমসৃণ ছাল দিয়ে শক্ত করে পাকানো রশি বাঁধা হবে, রশি বেঁধে জাহান্নামের আগুনে উঠানো হবে অতঃপর সর্বনিম্নে তাকে নিক্ষেপ করা হবে।

সূরা ইখলাস

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

(1) হে রাসূল, বলুন, তিনি আল্লাহ একক উলুহিয়্যাত, রুবুবিয়্যাত ও আসমা ও সিফাত, এসকল ক্ষেত্রে তাঁর কোন শরীক নেই।
(2) আল্লাহ এমন সত্বা যিনি সম্মান, মর্যাদা ও মহত্বের গুণে পরিপূর্ণ। সৃষ্টিকুল তাদের প্রয়োজন ও কামনা-বাসনা পুরনে সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।
(3) তাঁর কোন সন্তান নেই,জন্মদাতা কোন পিতা নেই এবং কোন সঙ্গীনীও নেই।
(4) সৃষ্টিকুলের মধ্যে কেউ তাঁর সদৃশ্য ও সমতুল্য নেই,না তাঁর নামে, না তাঁর গুণাবলীতে এবং না তাঁর কর্মের ক্ষেত্রে, তিনি বরকতম, সুউচ্চ ও মহাপবিত্র।

সূরা আল ফালাক

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝٣ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝٤ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝٥

(১) হে রাসূল,বলুন,আমি ফালাক্ব তথা প্রভাতের পালনকর্তার কাছে আশ্রয় চাইছি ও তাঁকে আঁকড়ে ধরছি-
(২) সৃষ্টিকুলের সকলের অনিষ্ট ও কষ্ট থেকে।
(৩) অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতের অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয় এবং তাতে যে সকল অকল্যাণ ও ক্ষতিকর বস্তু আছে তা থেকেও আশ্রয় চাইছি।
(৪) যাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে, যারা যাদুর উদ্দেশ্যে গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দেয়।
(৫) মানুষের প্রতি হিংসাকারী ও ঘৃণাকারীর অনিষ্ট থেকে, যে মানুষের প্রাপ্ত নেয়ামতের হিংসা করে এবং তা বিনষ্ট হয়ে তারা ক্ষতিতে পতিত হোক এ কামনা করে।

সূরা আন্ নাস

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৬

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ
الْخَنَّاسِ ۙ﴿۴﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿۶﴾

(১) হে রাসূল,বলুন, আমি আশ্রয় চাইছি মানুষের পালনকর্তার কাছে এবং তাঁকে আঁকড়ে ধরছি। যিনি এককভাবে সবধরণের কুমন্ত্রণার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করতে ক্ষমতাবান।
(২) তিনি মানুষের অধিপতি,তাদের প্রতিটি বিষয়ের পরিচালক,তাদের থেকে অমুখাপেক্ষী।
(৩) তিনি মানুষের মাবূদ, তিনি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই।
(৪) আশ্রয় চাই সেই শয়তানের অনিষ্ট থেকে যে উদাসীনতার সময় অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় এবং আল্লাহকে স্মরণ করলে পলায়ন করে।
(৫) যে মানুষের অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং তার ভিতর অনিষ্ট ছড়ায়।
(৬) জিন শয়তানদের মধ্যে থেকে এবং মানুষ শয়তানদের মধ্যে থেকে।

মুসলিম জীবনের গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

১ মুসলিম ব্যক্তি কোথা থেকে নিজের আক্বীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করবে? আল্লাহর কিতাব এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সুন্নাত থেকে মুসলিম ব্যক্তি নিজের আক্বীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করবে। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বলেন না। আল্লাহ্ বলেন, ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ "তিনি যা বলেন, তা তো কেবল ওহী বা ঐশী নির্দেশ, যা তাঁর কাছে ওহী করা হয়।" (সূরা নাজমঃ৪) তবে এই গ্রহণ ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীনের ব্যাখ্যা ও নীতি অনুযায়ী হতে হবে।

২ যদি আমরা মতানৈক্য করি, তাহলে কিভাবে তার সমাধান করব? সে ক্ষেত্রে আমরা সুমহান শরীয়তের স্মরণাপন্ন হব। আল্লাহর কিতাব কুরআন ও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সুন্নাত থেকে তার সমাধান গ্রহণ করব। সেই নির্দেশনা দিয়ে মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেন: ﴿ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ "তোমরা কোন বিষয়ে মতবিরোধ করলে, বিষয়টিকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর।" (সূরা নিসাঃ ৫৯) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ" **"আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা উহা আঁকড়ে ধরে থাকবে পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবী** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **এর সুন্নাত।"** (মুআত্বা মালেক, শায়খ আলবানী বলেন, হাদীছটি হাসান, দ্রঃ মেশকাত, অধ্যায়ঃ কিতাব আঁকড়ে ধরা হা/৪৭)

৩ ক্বিয়ামত দিবসে নাজাতপ্রাপ্ত দল কোনটি হবে? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

"আমার উম্মাত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। এর মধ্যে একটি দল ছাড়া সবাই জাহান্নামে যাবে। তাঁরা বললেন: কোন দলটি হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন: যারা আমি এবং আমার ছাহাবীদের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে তারাই শুধু জান্নাতে যাবে।" (তিরমিযী, দ্রঃ ছহীহ সুনান তিরমিযী, হা/২৬৪১)

অতএব হক বা সত্য হচ্ছে সেটাই, যার উপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর ছাহাবীগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাই নাজাত পেতে চাইলে, আমল কবূল হওয়ার আশা করলে তাঁদের অনুসরণ করতে হবে এবং বিদআত থেকে সাবধান থাকতে হবে।

৪ সৎ আমল কবূল হওয়ার শর্ত কি কি? আমল কবূল হওয়ার শর্ত হচ্ছেঃ **(১)** আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর তাওহীদের স্বীকৃতি প্রদান করা। মুশরিকের কোন আমল কবূল করা হবে না। **(২)**ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা। অর্থাৎ নেক আমল দ্বারা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির ইচ্ছা করা। **(৩)** উক্ত আমল করার সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ করা। অর্থাৎ আমলটি তাঁর আনিত শরীয়ত মুতাবেক হতে হবে। কাজেই তিনি যে নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করেছেন, সেই মোতাবেক আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। উক্ত তিনটি শর্তের কোন একটি নষ্ট হলে আমল প্রত্যাখ্যাত হবে। আল্লাহ্ বলেন: ﴿ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا ﴾

"আমি তাদের কৃতকর্মগুলো বিবেচনা করবো, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলি-কণায় পরিণত করবো।" (সূরা ফুরক্বান- ২৩)

৫ ইসলাম ধর্মের স্তর কয়টি ও কি কি? ধর্মের স্তর তিনটি।
(১) ইসলাম, **(২)** ঈমান ও **(৩)** ইহসান।

৬ ইসলাম কাকে বলে? এর রুকন কয়টি ও কি কি? ইসলাম হলো তাওহীদ (একত্ববাদ) ও আনুগত্যের সাথে এক আল্লাহ্‌র নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পন করা এবং শিরক ও তার অনুসারীদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করা। এর রুকন বা স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, « بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» "ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটিঃ **১)** কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করা। অর্থাৎ- সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্‌র রাসূল। **২)** ছালাত (নামায) প্রতিষ্ঠা করা। **৩)** যাকাত প্রদান করা। **৪)** হজ্জ পালন করা। **৫)** রামাযানের ছিয়াম (রোযা) রাখা ।" (বুখারী ও মুসলিম)

৭ ঈমান কাকে বলে? ঈমানের রুকন কয়টি ও কি কি? ঈমান হল- মুখে উচ্চারণ, অন্তরে বিশ্বাস ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কাজে পরিণত করা। আনুগত্য ও সৎ আমলের মাধ্যমে ঈমান বাড়ে এবং পাপাচার ও নাফরমানীর কারণে ঈমান কমে যায়। আল্লাহ্‌ বলেন,﴿ لِيَزْدَادُوٓاْ إِيمَٰنًا مَّعَ إِيمَٰنِهِمْ ﴾ "যাতে করে তাদের ঈমানের সাথে আরো ঈমান বেড়ে যায়।" আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন:

«الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً،أَعْلاهَا قَوْلُ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ »

"ঈমানের শাখা সত্তর অথবা ষাটের অধিক। এর মধ্যে সর্বোচ্চ শাখা হলো- *"লাইলাহা ইল্লাল্লাহ"* [অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত (সত্য) কোন উপাস্য নেই] মুখে উচ্চারণ করা। আর সর্ব নিম্ন শাখা হলো- রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। লজ্জাবোধ ঈমানের (অন্যতম) একটি শাখা।" (মুসলিম)

ঈমান কম বেশী হওয়ার বিষয়টি একজন মুসলিম নেক কাজের মওসুম আসলে সৎকাজে তৎপর হওয়া আর গুনাহের কাজ করে ফেললে নিজের মধ্যে সংকীর্ণতা অনুভব করার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারে ও নিজের মধ্যে অনুভব করতে পারে। আল্লাহ্‌ বলেন, ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ﴾ "নিশ্চয় নেক কাজ অসৎ কাজের গুনাহকে দূর করে দেয়।" (সূরা হূদঃ ১১৪)

ঈমানের রুকন ছয়'টিঃ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করাঃ **১)** আল্লাহ পাকের উপর **২)** তাঁর ফেরেশতাদের উপর **৩)** তাঁর কিতাবসমূহের উপর **৪)** তাঁর রাসূলদের উপর **৫)** আখিরাত বা শেষ দিবসের উপর এবং **৬)** তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর।" (মুসলিম)

৮ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) অর্থ কি? আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। অর্থাৎ-আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য সকলের জন্য ইবাদতের যোগ্যতাকে অস্বীকার করা এবং যাবতীয় ইবাদতকে এককভাবে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা।

৯ আল্লাহ্ কি আমাদের সাথে আছেন? হ্যাঁ, আল্লাহ্ তাঁর জ্ঞান, দৃষ্টি, শ্রবণ, সংরক্ষণ, ক্ষমতা ও ইচ্ছা প্রভৃতির মাধ্যমে আমাদের সাথে আছেন। কিন্তু তাঁর সত্বা কোন সৃষ্টির মাঝে মিশতে পারে না। অর্থাৎ- আল্লাহ্ নিজ সত্বায় আমাদের সাথে আছেন একথা বিশ্বাস করা যাবে না। তাছাড়া সৃষ্টিকুলের কেউ তাঁকে বেষ্টনও করতে পারে না। তিনি স্বসত্বায় সপ্তাকাশের উপর সুমহান আরশে বিরাজমান।

১০ আল্লাহকে কি চর্মচক্ষু দ্বারা দেখা সম্ভব? মুসলিমগণ একথার উপর ঐক্যমত যে, দুনিয়াতে আল্লাহকে চর্মচক্ষু দ্বারা দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু মু'মিনগণ পরকালে হাশরের মাঠে ও জান্নাতে আল্লাহকে দেখবেন। আল্লাহ্ বলেন,

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝٢٢ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ "সে দিন কিছু মুখমন্ডল উজ্জল হবে, তারা প্রতিপালক (আল্লাহকে) দেখবে।" (সূরা ক্বিয়ামাহ্ঃ ২২-২৩)

১১ আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করার উপকারিতা কি? সৃষ্টির উপর আল্লাহ সর্বপ্রথম যে বিষয়টি ফরয করেছেন তা হচ্ছে স্রষ্টা আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। তাঁর সম্পর্কে মানুষ জানতে পারলে প্রকৃতভাবে তাঁর ইবাদত করতে সক্ষম হবে। এ জন্য আল্লাহ্ বলেন, ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ﴾ "তুমি জেনে নাও যে, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই এবং তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।" (সূরা মুহাম্মাদঃ ১৯)

মানুষ যখন জানবে যে, আল্লাহর করুণা অপরিসীম ও দয়া প্রশস্ত, তখন সে আশান্বিত হবে। যখন জানবে যে, তিনি কঠিন শাস্তি দানকারী প্রতিশোধ গ্রহণকারী তখন তাঁর ব্যাপারে ভীত হবে। যখন জানবে তিনিই এককভাবে সকল অনুগ্রহ ও নে'য়ামত দানকারী, তখন তাঁর শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা আদায় করবে। মোটকথা আল্লাহর নাম ও গুণাবলী দ্বারা তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্য হল, তাঁর নাম ও গুণাবলী সমূহের অর্থ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা ও সে অনুযায়ী আমল করা।

আল্লাহ্ তা'আলার কিছু নাম ও গুণাবলী আছে যেগুলো দ্বারা বান্দা নিজেকে গুণান্বিত করতে চাইলে সে সাধুবাদ পাবে প্রশংসার অধিকারী হবে। যেমন, জ্ঞান, দয়া, ন্যায়-নিষ্ঠা ইত্যাদি। আর কতক গুণাবলী এমন আছে যা বান্দার মধ্যে প্রবেশ করলে সে নিন্দিত হবে এবং শাস্তির সম্মুখিন হবে। যেমনঃ দাসত্বের দাবী করা, অহংকার করা, দাম্ভিকতা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা।

আর বান্দার জন্য এমন কিছু গুণাবলী আছে যেগুলো অর্জন করার জন্য সে নির্দেশিত হয় এবং লাভ করতে পারলে প্রশংসিত হয়। যেমনঃ আল্লাহর গোলাম বা দাস হওয়া, তাঁর কাছে অভাবী ও নিঃস্ব হওয়া, ছোট হয়ে থাকা, প্রার্থনা করা ইত্যাদি। এ শব্দগুলো আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা নিষেধ।

মানুষের মধ্যে সেই লোক আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয়, যে তাঁর পছন্দনীয় গুণাবলী দ্বারা নিজেকে গুণান্বিত করতে পারে। আর সবচেয়ে ঘৃণিত সেই লোক, যে আল্লাহর দৃষ্টিতে নিন্দনীয় ও ঘৃণিত কাজে নিজেকে জড়িত করে।

১২ আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহ কি কি? আল্লাহ্ বলেন:

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ "আল্লাহর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম আছে, সেই নামের মাধ্যমে তোমরা তাঁকে ডাক।" (সূরা আ'রাফঃ ১৮০)

আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ « إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلاَّ وَاحِداً مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ » "আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি (এক কম একশ) নাম রয়েছে, যে উহা গণনা করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীছে যে বলা হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি উহা গণনা করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" এর অর্থ হচ্ছে ঃ (১) শব্দ ও সংখ্যা সমূহ গণনা করা। (২) উহার অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করা, তার প্রতি ঈমান রাখা ও সে অনুযায়ী আমল করা। যেমনঃ **الْحَكِيمُ** মহাবিজ্ঞ। বান্দা যখন নিজের যাবতীয় বিষয় তাঁর কাছে সমর্পণ করবে তখনই এ নামের উপর আমল হবে। কেননা সকল বিষয় তাঁরই হেকমত ও পান্ডিত্যেই হয়ে থাকে। বান্দা যখন বলবে **الْقُدُّوسُ** বা মহা পবিত্র, তখন অন্তরে অনুভব করবে যে, তিনি যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে পূতপবিত্র। (৩) নামসমূহ উল্লেখ করে দু'আ করা। এ দু'আ দু'প্রকারঃ (ক) প্রশংসা ও ইবাদতের দু'আ (খ) প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা।

কুরআন ও সুন্নাহ্ অনুসন্ধান করে আল্লাহর যে সমস্ত নাম জানা যায় তা নিম্নরূপঃ

নাম সমূহ	নামের ব্যাখ্যা
اللَّهُ	**মহিমাময় আল্লাহ্।** তিনি সৃষ্টিকুলের ইবাদত ও দাসত্বের অধিকারী। তিনিই মা'বূদ-উপাস্য, তাঁর কাছে বিনীত হতে হয়, রুকূ'-সিজদাসহ যাবতীয় ইবাদত-উপাসনা তাঁকেই নিবেদন করতে হয়।
الرَّحْمَنُ	**পরম দয়ালু,** সৃষ্টির সকলের প্রতি ব্যাপক ও প্রশস্ত দয়ার অর্থবোধক নাম। এ নামটি আল্লাহর জন্যে সবিশেষ, তিনি ব্যতীত কাউকে রহমান বলা জায়েয নয়।
الرَّحِيمُ	**পরম করুণাময়,** তিনি মুমিনদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমাকারী করুণাকারী, তাঁর ইবাদতের প্রতি মুমিনদের হেদায়াত করেছেন। জান্নাত দিয়ে আখেরাতে তাদেরকে সম্মানিত করবেন।
العَفُوُ	**ক্ষমাকারী,** তিনি বান্দার গুনাহ মিটিয়ে দেন তাকে ক্ষমা করে দেন, অপরাধ করে শাস্তিযোগ্য হওয়া সত্বেও তিনি শাস্তি দেন না।
الغَفُوْرُ	**মহাক্ষমাশীল,** তিনি বান্দার অন্যায় গোপন রাখেন, তাকে লাঞ্ছিত করেন না এবং শাস্তিও দেন না।
الغَفَارُ	**অত্যধিক ক্ষমাকারী,** গুনাহগার বান্দা ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন।
الرَّءُوفُ	**অতিব দয়ালু,** রহমত বা দয়ার সাধারণ অর্থের তুলনায় এ শব্দটি অধিক ও ব্যাপক অর্থবোধক তাঁর এই দয়া দুনিয়াতে সৃষ্টির সকলের জন্যে এবং আখেরাতে কতিপয় মানুষের জন্যে। আর তারা হচ্ছে আল্লাহর বন্ধু মুমিনগণ।
الحَلِيمُ	**মহাসহিষ্ণু,** তিনি বান্দাদেরকে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না; অথচ তিনি শাস্তি দিতে সক্ষম। বরং তারা মাফ চাইলে তিনি তাদেরকে মাফ করে দেন।
التَّوَّابُ	**তওবা কবূলকারী,** তিনি বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তওবা করার তাওফীক দেন এবং তাদের তওবা কবূল করেন।
السِّتِّيْرُ	**দোষ-ত্রুটি গোপনকারী,** তিনি বান্দার অন্যায় গোপন রাখেন, সৃষ্টিকুলের সামনে তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন না। তিনি ভালবাসেন বান্দা নিজের এবং অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখুক, তাহলে তিনিও তাদের অপরাধ গোপন রাখবেন।
الغَنِيُّ	**ঐশ্বর্যশালী,** তিনি সৃষ্টিকুলের কারো মুখাপেক্ষী নন। কেননা তিনি নিজে পরিপূর্ণ, তাঁর গুণাবলী পরিপূর্ণ। সৃষ্টির সকলেই ফকীর, অনুগ্রহ ও সাহায্যের জন্যে তাঁর উপর নির্ভরশীল।

الْكَرِيمُ	**মহা অনুগ্রহশীল**, সর্বাধিক কল্যাণকারী, সুমহান দানকারী। যাকে যা চান যেভাবে ইচ্ছা দান করেন। চাইলেও দান করেন, না চাইলেও দান করেন। গুনাহ মাফ করেন, দোষ-ত্রুটি গোপন রাখেন।
الأَكْرَمُ	**সর্বাধিক সম্মানিত**, সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী, তাতে তাঁর কোন দৃষ্টান্ত নেই। যাবতীয় কল্যাণ তাঁর নিকট থেকেই আসে। নিজ অনুগ্রহে মুমিনদের পুরস্কৃত করবেন। অবাধ্যদের সুযোগ দেন, ন্যায়নিষ্ঠার সাথে তাদের হিসাব নিবেন।
الْوَهَّابُ	**মহান দাতা**, বিনিময় ব্যতীত বিনা উদ্দেশ্যেই অত্যধিক দান করেন। না চাইতেও অনুগ্রহ করেন।
الْجَوَادُ	**উদার দানশীল**, সৃষ্টিকুলকে উদারভাবে অধিক দান ও অনুগ্রহ করেন। তাঁর উদারতা ও অনুগ্রহ বিশেষভাবে মুমিনদের প্রতি বেশী হয়ে থাকে।
الْوَدُودُ	**মহত্তম বন্ধু**, তিনি তাঁর মুমিন বন্ধুদের ভালবাসেন, মাগফিরাত ও নে'য়ামত দিয়ে তিনি তাদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করেন। তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাদের আমল কবূল করেন। তাদেরকে পৃথিবীবাসীর কাছেও ভালবাসার পাত্র করেন।
الْمُعْطِي	**দানকারী**, তাঁর অফুরন্ত ভান্ডার থেকে সৃষ্টিকুলের যাকে চান যা চান প্রদান করেন। তাঁর দানের শ্রেষ্ঠাংশ তাঁর (মুমিন) বন্ধুদের জন্যে হয়ে থাকে। তিনিই সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন ও তাতে আকৃতি প্রদান করেছেন।
الْوَاسِعُ	**মহা প্রশস্ত,** তাঁর গুণাবলী সুপ্রশস্ত। কেউ যথাযথভাবে তাঁর গুণগান গাইতে পারবে না। তাঁর মহত্ব ও রাজত্ব সুবিশাল প্রশস্ত। তাঁর মাগফিরাত ও করুণা সুপ্রশস্ত। দয়া ও অনুগ্রহ সুপ্রশস্ত।
الْمُحْسِنُ	**মহা অনুগ্রহকারী**, তিনি স্বীয় সত্বা, গুণাবলী ও কর্মে অতি উত্তম। তিনি সুন্দরভাবে সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টিকুলের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।
الرازقُ	**রিযিকদাতা**, তিনি সৃষ্টিকুলের সকলকে রিযিক দিয়ে থাকেন। তিনি জগত সৃষ্টির পূর্বে তাদের রিযিক নির্ধারণ করেছেন। আর পরিপূর্ণরূপে সেই রিযিক তাদের প্রদান করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।
الرَّزَّاقُ	**সর্বাধিক রিযিকদাতা**, তিনি সৃষ্টিকুলকে অধিকহারে রিযিক দিয়ে থাকেন। তাঁর কাছে প্রার্থনা না করতেই তিনি রিযিকের ব্যবস্থা করেন। এমনকি অবাধ্যদেরকেও তিনি রিযিক দিয়ে থাকেন।
اللَطِيْفُ	**সুক্ষ্মদর্শী,** সকল বিষয়ের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম জ্ঞান আছে তাঁর কাছে। কোন কিছুই গোপন থাকেনা তাঁর নিকট। তিনি বান্দাদের নিকট এত গোপনীয়ভাবে কল্যাণ ও উপকার পৌঁছিয়ে থাকেন যে তারা ধারণাই করতে পারে না।
الخَبِيْرُ	**মহাসংবাদ রক্ষক**, তিনি যেমন সকল বস্তুর প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেন, অনুরূপভাবে তাঁর জ্ঞান সবকিছুর গোপন ও অপকাশ্য সংবাদকেও বেষ্টন করে আছে।
الْفَتَّاحُ	**উন্মোচনকারী**, তিনি তাঁর রাজত্বের ভান্ডার এবং করুণা ও রিযিক থেকে যা ইচ্ছা বান্দাদের জন্যে খুলে দেন। তাঁর জ্ঞান ও হিকমত অনুযায়ীই তিনি তা উন্মুক্ত করে থাকেন।
العَلِيمُ	**মহাজ্ঞানী**, তাঁর জ্ঞান বেষ্টন করে আছে যাহের-বাতেন, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যাবতীয় বিষয়কে। কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন বা লুকায়িত নয়।
البَرُّ	**মহাকল্যাণদাতা**, তিনি সৃষ্টিকুলকে প্রশস্ত কল্যাণদানকারী। তিনি প্রদান করেন কিন্তু তাঁর দানকে কেউ গণনা করতে পারে না। তিনি নিজ অঙ্গীকারে সত্যবাদী। তিনি বান্দাকে ক্ষমা করেন, তাকে সাহায্য করেন ও রক্ষা করেন। তিনি বান্দার অল্পদানও গ্রহণ করেন এবং তার ছওয়াবকে বৃদ্ধি করতে থাকেন।
الحَكِيْمُ	**মহাবিজ্ঞ**, তিনি নিজ জ্ঞানে সকল বস্তুকে উপযুক্তভাবে স্থাপন করেন। তাঁর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় কোন ত্রুটি হয় না ভুল হয় না।

الْحَكَمُ	**মহাবিচারক**, তিনি ন্যায়নিষ্ঠার সাথে সৃষ্টিকুলের বিচার করবেন। কারো প্রতি অত্যাচার করবেন না। তিনিই সম্মানিত কিতাব (সংবিধান) নাযিল করেছেন, যাতে করে উক্ত সংবিধান অনুযায়ী মানুষের মাঝে বিচার কার্য সম্পাদন করা যায়।
الشَّاكِرُ	**কৃতজ্ঞতাকারী**, যে বান্দা তাঁর আনুগত্য করে ও তাঁর গুণগান গায় তিনি তার প্রশংসা করেন। আমল যত কম হোক না কেন তিনি তাতে প্রতিদান দেন। যারা তাঁর নে'য়ামতের শুকরিয়া করে বিনিময়ে তাদের নে'য়ামতকে দুনিয়াতে আরো বৃদ্ধি করে দেন এবং পরকালে প্রতিদান বৃদ্ধি করবেন।
الشَّكُورُ	**কৃতজ্ঞতাপ্রিয়**, বান্দার সামান্য আমল তাঁর কাছে পবিত্রময়। তিনি তাতে বহুগুণ ছওয়াব প্রদান করেন। বান্দার প্রতি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা করার অর্থ হচ্ছে তার কর্মের প্রতিদান দেয়া এবং আনুগত্য গ্রহণ করা।
الجَمِيْلُ	**অতিব সুন্দর**, তিনি নিজ সত্বা, নাম ও গুণাবলীতে এবং কর্মে অতিব সুন্দর। সৃষ্টির যে কোন সৌন্দর্য তাঁর পক্ষ থেকেই প্রদত্ত।
الْمَجِيدُ	**মহাগৌরবান্বিত**, সপ্তাকাশে ও পৃথিবীতে গর্ব ও অহংকার, সম্মান ও মর্যাদা এবং উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র তাঁরই।
الْوَلِيُّ	মহা অভিভাবক, তিনি সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বিষয়ের পরিচালনাকারী, রাজত্বে কর্তৃত্বকারী। তিনিই তাঁর মুমিন বন্ধুদের সাহায্যকারী, মদদকারী ও রক্ষাকারী।
الْحَمِيدُ	**মহাপ্রশংসিত**, তিনি নিজ নাম, গুণাবলী ও কর্মে সর্বোচ্চ প্রশংসিত। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ও সচ্ছলতা-অভাবে তাঁরই প্রশংসা। তিনিই সকল প্রশংসা ও স্তুতির হকদার। কেননা তিনি সকল পরিপূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী।
الْمَوْلَى	**অভিভাবক**, তিনি পালনকর্তা, বাদশা, নেতা। তিনি তাঁর মুমিন বন্ধুদের সাহায্য ও সহযোগিতাকারী।
النَّصِيْرُ	**সাহায্যকারী**, তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। তিনি যাকে মদদ করেন তাকে কেউ পরাজিত করতে পারে না। তিনি যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে কেউ সাহায্য করতে পারে না।
السَّمِيعُ	**মহাশ্রবণকারী**, তাঁর শ্রবণ প্রত্যেক গোপনীয় সলা-পরামর্শকে বেষ্টন করে, প্রত্যেক প্রকাশ্য বিষয়কে বেষ্টন করে; বরং সকল আওয়াজকে বেষ্টন করে তা যতই উঁচু হোক অথবা নীচু বা ক্ষীণ হোক।
البَصِيرُ	**মহাদ্রষ্টা**, তাঁর দৃষ্টি জগতের সকল কিছুকে বেষ্টন করে আছে। দৃশ্য-অদৃশ্য সকল কিছুই তিনি দেখতে পান। যতই গোপন বা প্রকাশ্য হোক না কেন অথবা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হোক না কেন তাঁর অগোচরে কিছুই থাকে না।
الشَّهِيدُ	**মহাস্বাক্ষী**, তিনি সৃষ্টিকুলের পর্যবেক্ষক। তিনি নিজের একত্ববাদ ও ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার স্বাক্ষ্য দিয়েছেন। মুমিনগণ তাঁর একত্ববাদ ঘোষণা করলে তিনি তাদের স্বাক্ষী হন। তিনি তাঁর রাসূলগণ এবং ফেরেশতাদের জন্যেও স্বাক্ষী।
الرَّقِيبُ	**মহাপর্যবেক্ষক**, তিনি সৃষ্টিকুলের সবকিছুই জানেন। তিনি তাদের কর্ম সমূহ গণনা করে রাখেন। কারো চোখের পলক বা অন্তরের গোপন বাসনা তাঁর জ্ঞান বহির্ভূত নয়।
الرَّفِيْقُ	**মহান বন্ধু, দয়ালু**, তিনি নিজের কর্মে খুব বেশী নম্রতা অবলম্বন করেন। তিনি সৃষ্টি ও নির্দেশের বিষয় ক্রমান্বয়ে ও ধীরস্থীরভাবে সম্পন্ন করেন। তিনি বান্দাদের সাথে কোমল ও দয়ালু আচরণ করেন। সাধ্যের বাইরে তাদের উপর কোন কিছু চাপিয়ে দেন না। তিনি নম্র-ভদ্র বান্দাকে ভালবাসেন।
القَرِيْبُ	**সর্বাধিক নিকটবর্তী**, তিনি জ্ঞান ও ক্ষমতার মাধ্যমে সকল সৃষ্টির নিকটবর্তী। সাহায্য ও দয়ার মাধ্যমে মুমিন বন্দাদের নিকটবর্তী। সেই সাথে তিনি সপ্তাকাশের উপর সুমহান আরশে সমুন্নত। তিনি স্বসত্বায় মাখলুকের সাথে মিশে থাকেন না।

الْمُجِيبُ	**কবূলকারী, আহবানে সাড়াদানকারী**, তিনি আহবানকারীর আহবানে এবং প্রার্থনকারীর প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে থাকেন। তাঁর জ্ঞান ও হিকমত অনুযায়ীই তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন।
الْمُقِيْتُ	**ভরণ-পোষণ দানকারী, খাদ্যদাতা**, তিনি রিযিক ও খাদ্য সৃষ্টি করেছেন এবং তা মাখলুকের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বও নিয়েছেন। তিনি বান্দার রিযিক ও আমল লোকসান ও ত্রুটি ছাড়াই সংরক্ষণ করেন।
الْحَسِيبُ	**মহান হিসাব রক্ষক, যথেষ্ট**, বান্দার দ্বীন-দুনিয়ার যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্যে তিনিই যথেষ্ট। তাঁর যথেষ্টতার শ্রেষ্ঠাংশ মু'মিনদের জন্যে নির্ধারিত। মানুষ দুনিয়ায় যে আমল সম্পাদন করেছে তিনি তার হিসাব নিবেন।
الْمُؤْمِنُ	**নিরাপত্তাদানকারী, বিশ্বাসী**, নবী-রাসূল এবং তাঁদের অনুসারীদের সত্যতার সাক্ষী দিয়ে তিনি তাদের সত্যায়ন করেছেন। তাঁদের সত্যতাকে বাস্তবায়ন করার জন্যে যে দলীল-প্রমাণ দিয়েছেন তার সত্যায়ন করেছেন। দুনিয়া-আখেরাতের সকল নিরাপত্তা তাঁরই দান। মু'মিনদের নিরাপত্তা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের প্রতি যুলুম করবেন না, তাদেরকে শাস্তি দিবেন না এবং কিয়ামতের বিভীষিকাময় অবস্থায় তাদেরকে বিপদে ফেলবেন না।
الْمَنَّانُ	**অনুগ্রহকারী, দানকারী**, তিনি অঢেল দান করেন, বড় বড় নে'য়ামত প্রদান করেন। সৃষ্টির উপর পরিপূর্ণরূপে অনুগ্রহ করেন।
الطَّيِّبُ	**মহা পবিত্র, তিনি অতি পবিত্র**, যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। যাবতীয় সৌন্দর্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও পরিপূর্ণতা তাঁরই। তিনি সৃষ্টিকুলকে অফুরন্ত কল্যাণ প্রদান করেন। আমল ও দান-সাদকা একনিষ্ঠভাবে তাঁর উদ্দেশ্যে না হলে এবং হালাল ও পবিত্র উপার্জন থেকে না হলে তিনি তা কবূল করবেন না।
الشَّافِي	**আরোগ্য দানকারী**, তিনি অন্তর ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের যাবতীয় ব্যাধির আরোগ্য দানকারী। আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তা ব্যতীত বান্দার হাতে কোন নিরাময়ক উপকরণ নেই। আরোগ্য বা রোগমুক্তির ক্ষমতা একমাত্র তাঁর হাতেই আছে।
الْحَفِيظُ	**মহারক্ষক**, তিনি নিজ অনুগ্রহে মু'মিন বান্দার আমল সমূহ হেফাযত ও সংরক্ষণ করে থাকেন। তাঁর অসীম ক্ষমতা দ্বারা মাখলুকাতকে লালন-পালন করেন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করেন।
الْوَكِيلُ	**মহা প্রতিনিধি**, তিনি সমস্ত জগতের দায়িত্ব নিয়েছেন, সৃষ্টি ও পরিচালনার কর্তব্যভার গ্রহণ করেছেন। অতএব সৃষ্টিকুলকে অস্তিত্ব প্রদান ও মদদ করার তিনিই যিম্মাদার।
الْخَلَّاقُ	**সৃষ্টিকারী**, আল্লাহ্ তা'আলা যে অগণিত বস্তু সৃষ্টি করেন শব্দটি তার অর্থই বহণ করছে। তিনি সৃষ্টি করতেই আছেন এবং সৃষ্টি করার এই বিশাল ক্ষমতা তাঁর মধ্যে চিরকালীন।
الْخَالِقُ	**স্রষ্টা**, তিনি পূর্ব দৃষ্টান্ত ছাড়াই মাখলুকাতকে সৃষ্টি করেছেন।
الْبَارِئُ	**সৃজনকর্তা**, তিনি যা নির্ধারণ করেছেন এবং যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে রূপ দান করেছেন।
الْمُصَوِّرُ	**অবয়বদানকারী**, আল্লাহ্ তা'আলা নিজের প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও করুণা অনুযায়ী সৃষ্টিকুলকে ইচ্ছামত আকৃতি ও অবয়ব দান করেছেন।
الرَّبُّ	**প্রভু, প্রতিপালক**, তিনিই সৃষ্টিকুলকে তাঁর নে'য়ামতরাজী দিয়ে প্রতিপালন করেন, তাদেরকে ধীরে ধীরে গড়ে তোলেন। তিনি মু'মিন বন্ধুদের অন্তর যেভাবে সংশোধন হয় সেভাবে যত্নসহকারে লালন-পালন করেন। তিনিই মালিক, স্রষ্টা, নেতা ও পরিচালক।
الْعَظِيمُ	**সুমহান**, তিনি নিজ সত্বা, নাম ও গুণাবলীতে সুমহান গৌরবান্বিত। তাই সৃষ্টিকুলের আবশ্যক হচ্ছে তাঁর মহত্ব ঘোষণা করা, তাঁকে সম্মান করা এবং তাঁর আদেশ-নিষেধের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তা মেনে চলা।

الْقَاهِرُ الْقَهَّارُ	**পরাজিতকারী, অসীম ক্ষমতাবান**, তিনি বান্দাদেরকে বাধ্যকারী, সৃষ্টিকুলেকে তাঁর দাসে পরিণতকারী, সকলের উপর সর্বোচ্চ। তিনিই বিজয়ী, তাঁর জন্যেই সকল মস্তক নত হয়, সব মুখমন্ডল অবনমিত হয়।
الْمُهَيْمِنُ	**রক্ষক, কর্তৃত্বকারী,** তিনি সকল বস্তুকে পরিচালনাকারী, সংরক্ষণকারী, সাক্ষী এবং সব কিছুকে বেষ্টনকারী।
الْعَزِيزُ	**মহাপরাক্রমশালী**, ক্ষমতা ও শক্তির যাবতীয় বিষয় তাঁরই অধিকারে। তিনি প্রতাপশালী- তাঁকে কেউ পারজিত করতে পারে না। তিনি বাধাদানকারী- তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, কর্তৃত্ব ও বিজয় তাঁর হাতেই- তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন কিছুই নড়তে পারে না।
الْجَبَّارُ	**মহাশক্তিধর**, তিনি যা চান তাই হয়, সৃষ্টিকুল তাঁর কাছে পরাজিত, তাঁর মহত্বের কাছে অবনমিত, তাঁর হুকুমের গোলাম। তিনি ব্যাথাতুর ভগ্নের সহায়তা করেন, অভাবীকে স্বচ্ছল করেন, কঠিনকে সহজ করেন, অসুস্থ ও বিপদাপন্নকে উদ্ধার করেন।
الْمُتَكَبِّرُ	**মহা গৌরবান্বিত**, তিনি মহান, সকল দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে। তিনি বান্দাদের প্রতি অত্যাচারের অনেক উর্ধ্বে। সৃষ্টির অবাধ্যদেরকে পরাজিতকারী। গর্ব-অহংকারের একক অধিকারী তিনিই।
الْكَبِيرُ	**অতীব মহান**, তিনি নিজ সত্বা, গুণাবলী ও কর্মে অতিব মহান ও বড়। তাঁর চেয়ে বড় কোন বস্তু নেই। তাঁর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের সামনে সব কিছুই ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ।
الْحَيِيُّ	**লজ্জাশীল**, তাঁর সম্মানিত সত্বা ও বিশাল রাজত্বের সাথে সামঞ্জস্যশীল পন্থায় তিনি লজ্জা করেন। আল্লাহর লজ্জা হচ্ছে তাঁর দান, করুণা, উদারতা ও সম্মান।
الْحَيُّ	**চিরঞ্জীব**, তিনি চিরকাল পরিপূর্ণরূপে জীবিত। তিনি এভাবেই ছিলেন ও আছেন এবং থাকবেন। তাঁর শুরু নেই বা শেষ নেই। জগতে প্রাণের যে অস্তিত্ব তা তাঁরই দান।
الْقَيُّومُ	**চিরস্থায়ী**, তিনি নিজে নিজেই প্রতিষ্ঠিত, তিনি সৃষ্টিকুলের কারো মুখাপেক্ষী নন। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে তার সবকিছুই তাঁর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সবাই তাঁর দরবারের ভিক্ষুক।
الْوَارِثُ	**উত্তরাধিকারী**, সৃষ্টিকুল ধ্বংস হওয়ার পর তিনিই থাকবেন, প্রত্যেক বস্তুর মালিক ধ্বংস হওয়ার পর তা তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। আমাদের কাছে যা কিছু আছে তা আমানত স্বরূপ আল্লাহ্ দিয়েছেন। এগুলো সবই প্রকৃত মালিক আল্লাহর কাছে একদিন ফিরে যাবে।
الدَّيَّانُ	**মহাবিচারক**, তিনি সেই সত্বা সৃষ্টিকুল যাঁর অনুগত ও অবনমিত। তিনি বান্দাদের কর্মের বিচার করবেন। ভাল কর্মে বহুগুণ প্রতিদান দিবেন। মন্দ কর্মে শাস্তি দিবেন অথবা তা ক্ষমা করে দিবেন।
الْمَلِكُ	**স্বত্বাধিকারী, বাদশা**, আদেশ-নিষেধ ও কর্তৃত্বের অধিকারী তিনিই। তিনি আদেশ ও কর্মের মাধ্যমে সৃষ্টিকুলকে পরিচালনাকারী। তাঁর রাজত্ব ও পরিচালনায় তাঁর কোন শরীক নেই।
الْمَالِكُ	**মহান মালিক**, তিনি মূলে সব কিছুর মালিক এবং মালিকানার যোগ্যও একমাত্র তিনিই। জগত পয়দা করার সময় তিনিই মালিক, তিনি ব্যতীত কেউ ছিলনা। সবশেষে সৃষ্টিকুল ধ্বংস হওয়ার পরও মালিকানা তাঁরই।
الْمَلِيْكُ	**মহান বাদশা**, ব্যাপকভাবে মালিকানা ও কর্তৃত্ব তাঁরই।
السُّبُّوحُ	**মহামহিম, পূতপবিত্র**, তিনি সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র। কেননা পরিপূর্ণতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্যের যাবতীয় গুণাবলী তাঁরই।
الْقُدُّوسُ	**মহা পবিত্র,** তিনি সবধরণের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও নিঃষ্কলুষ। কারণ পূর্ণতা বলতে যা বুঝায় এককভাবে তিনিই তার উপযুক্ত, তাঁর কোন দৃষ্টান্ত নেই।
السَّلَامُ	**পরম শান্তিদাতা**, তিনি স্বীয় সত্বা, নাম, গুণাবলী ও কর্মে যে কোন ধরণের দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় শান্তি-শৃংখলা একমাত্র তাঁর নিকট থেকেই পাওয়া যায়।

الحَقُّ	**মহাসত্য,** তাঁর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই সংশয় নেই- না তাঁর নাম ও গুণাবলীতে না তাঁর উলুহিয়্যাতে। তিনিই সত্য মা'বূদ- তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ সত্য নয়।
المُبِيْنُ	**সুস্পষ্টকারী, প্রকাশকারী**, তাঁর একত্ববাদ, হিকমত ও রহমতের প্রতিটি বিষয় প্রকাশ্য। তিনি বান্দাদেরকে কল্যাণ ও হেদায়াতের পথ পরিস্কার বাতলিয়ে দিয়েছেন, যাতে তারা তার অনুসরণ করে এবং বিভ্রান্তি ও ধ্বংসের পথও সুস্পষ্ট বর্ণনা করেছেন, যাতে তারা সতর্ক থাকতে পারে।
القَوِيُّ	**মহা শক্তিধর,** তিনি পরিপূর্ণ ইচ্ছা-স্বাধীনতার সাথে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী।
المَتِيْنُ	**দৃঢ়শক্তির অধিকারী**, তিনি নিজ ক্ষমতা ও শক্তিতে অত্যন্ত কঠোর। কোন কাজে কষ্ট-ক্লেশ বা ক্লান্তি তাঁকে আচ্ছন্ন করে না।
القَادِرُ	**সর্বশক্তিমান**, তিনি সকল বস্তুর উপর শক্তিমান, কোন কিছুই তাঁকে আপরাগ করতে পারে না- না যমীনে না আসমানে। তিনিই সব কিছু নির্ধারণ করেছেন।
القَدِيْرُ	**মহাপ্রতাপশালী**, এ শব্দটির অর্থ পূর্বের শব্দটিরই অনুরূপ। কিন্তু আল্ কাদীর শব্দটির মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা অধিক হয়।
المُقْتَدِرُ	**মহা ক্ষমতাবান**, আল্লাহর পূর্ব জ্ঞান অনুযায়ী নির্ধারণকৃত বস্তু বাস্তবায়নে ও সৃষ্টি করতে তাঁর অতিরিক্ত ক্ষমতা আছে।
العَلِيُّ الأَعْلَى	**সুউচ্চ, মহান, মহত্তর, সর্বোচ্চ,** তিনি মর্যাদা, ক্ষমতা ও সত্বা তথা সকল দিক থেকে সর্বোচ্চ। সব কিছুই তাঁর রাজত্ব ও ক্ষমতার অধিনে। তাঁর উপরে কখনোই কিছু নেই।
المُتَعَالُ	**চিরউন্নত**, তাঁর উচ্চতা ও মহত্বের সামনে সকল বস্তু অবনমিত। তাঁর উপরে কিছু নেই। সকল বস্তু তাঁর নীচে ও অধীনে, তাঁর ক্ষমতা ও রাজত্বের বলয়ে।
المُقَدِّمُ	**অগ্রসরকারী,** তিনি নিজের ইচ্ছা ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী সকল বস্তুকে বিন্যস্ত করেছেন ও স্বস্থানে রেখেছেন। তাঁর জ্ঞান ও অনুগ্রহের ভিত্তিতে সৃষ্টির কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।
المُؤَخِّرُ	**পশ্চাতে প্রেরণকারী**, তিনি প্রতিটি বস্তুকে নিজের হিকমত অনুযায়ী যেভাবে ইচ্ছা স্থাপন করেন, যাকে ইচ্ছা অগ্রসর করেন, যাকে ইচ্ছা পশ্চাতে রাখেন। পাপী বান্দাদেরকে শাস্তি দিতে দেরী করেন, যাতে তারা তাওবা করতে পারে আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে পারে।
المُسَعِّرُ	**মূল্য নির্ধারণকারী**, তিনি নিজের প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের দাবী অনুযায়ী বিভিন্ন বস্তুর মূল্য, মর্যাদা, গুরুত্ব ও প্রভাবকে বৃদ্ধি করেন অথবা হ্রাস করেন। ফলে উহা মূল্যবান (মহার্ঘ) হয় অথবা সস্তা হয়।
القَابِضُ	**কবজকারী, সংকুচনকারী**, তিনিই প্রাণীকুলের জান কবজ করেন। তিনি নিজের হিকমত ও ক্ষমতা বলে সৃষ্টিকুলের মধ্যে যার ইচ্ছা রিযিক সংকুচন ও হ্রাস করেন- তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে।
البَاسِطُ	**সম্প্রসারণকারী,** তিনি তাঁর উদারতা ও করুণায় বান্দাদের রিযিক প্রশস্ত করেন। অতঃপর তাঁর হিকমত অনুযায়ী তা দ্বারা তাদের পরীক্ষা করেন। তিনি গুনাহগারদের তাওবা কবুল করার জন্যে দু'হস্ত প্রসারিত করেন।
الأَوَّلُ	**অনাদী,** তিনি সেই সত্বা যাঁর পূর্বে কিছুই ছিল না। তিনি সৃষ্টি করেছেন বলেই মাখলুক অস্তিত্ব লাভ করেছে। কিন্তু তাঁর অস্তিত্বের কোন শুরু নেই।
الآخِرُ	**অনন্ত,** তাঁর পর কোন কিছু নেই। তিনিই অনন্ত, চিরকালীন ও অবিশষ্ট। পৃথিবীর সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে; অতঃপর প্রত্যাবর্তন করবে তাঁর কাছেই। কিন্তু তাঁর অস্তিত্বের শেষ নেই।
الظَّاهِرُ	**প্রকাশ্য,** তিনি সবকিছুর উপরে সুউচ্চ। তাঁর উচ্ছে কিছু নেই। তিনি সকল বস্তুকে করায়ত্বকারী ও বেষ্টনকারী।

الْبَاطِنُ	**গোপন**, তাঁর পরে কোন কিছু নেই। তিনি দুনিয়াতে মাখলুকের দৃষ্টির আড়ালে থাকেন; তারপরও তিনি তাদের নিকটবর্তী ও তাদেরকে বেষ্টনকারী।
الْوِتْرُ	**বেজোড় বা একক,** তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি অদ্বিতীয় তাঁর কোন নযীর নেই।
السَّيِّدُ	**প্রভু, নেতা**, মানুষের অভাব পুরণকারী, সৃষ্টিকুলের একক নেতৃত্ব তাঁর হাতেই। তিনি তাদের মালিক ও পালনকর্তা। সবকিছু তাঁর সৃষ্টি ও দাস।
الصَّمَدُ	**অমুখাপেক্ষী, স্বয়ংসম্পূর্ণ,** তিনি নিজের নেতৃত্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ। মাখলুকাত যাবতীয় প্রয়োজনে তাঁরই স্মরণাপন্ন হয়। কেননা তারা তাঁর কাছে বড়ই নিঃস্ব। তিনি সবার আহার যোগান; তাকে কেউ আহার দেয় না, তাঁর আহারের কোন দরকার নেই।
الْوَاحِدُ الْأَحَدُ	**একক, অদ্বীতিয়**, সকল ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতায় তিনিই একক ও অদ্বিতীয়; তাঁর কোন অংশী নেই। তাঁর অনুরূপ কোন কিছু নেই। এই গুণাবলী এককভাবে তাঁরই ইবাদতকে আবশ্যক করছে। তাঁর কোন শরীক নেই।
الْإِلَهُ	**মা'বূদ বা উপাস্য,** তিনিই সত্য মা'বূদ। এককভাবে তিনি যাবতীয় ইবাদত ও দাসত্ব পাওয়ার হকদার; অন্য কেউ নয়।

১৩ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর মধ্যে পার্থক্য কি? (সাহায্য প্রার্থনা) এবং (শপথ)এর ক্ষেত্রে আল্লাহর নাম ও গুণাবলী উভয়ই ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু এগুলোর মধ্যে আলাদা আলাদা কিছু পার্থক্য আছে। যেমনঃ **প্রথমতঃ** কিছু কিছু নাম আছে যেগুলো দ্বারা শুধু দু'আর ক্ষেত্রে এবং গোলাম বা দাস হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু উক্ত উদ্দেশ্যে গুণাবলী ব্যবহার করা যাবে না। যেমনঃ (الكريم) এই নামের দাস হয়ে নাম রাখা যাবে আবদুল কারীম (মহা অনুগ্রহশীলের দাস)। এমনিভাবে এই নাম ধরে দু'আ করবে। বলবে, (ياكريم) হে অনুগ্রহকারী। কিন্তু এরূপ বলা যাবে না (يا كرم الله) বা হে আল্লাহর অনুগ্রহ। **দ্বিতীয়তঃ** আল্লাহর নামসমূহ থেকে গুণাবলী নির্ধারণ করা যাবে। যেমনঃ الرحمن নাম থেকে الرحمة বা দয়া গুণ বের করা যাবে। কিন্তু গুণাবলী থেকে নাম বের করা ঠিক হবে না। যেমন আল্লাহর একটি গুণ হচ্ছেঃ الاستواء বা সমুন্নত হওয়া। এটার উপর ভিত্তি করে তাঁকে المستوى বলা যাবে না। **তৃতীয়তঃ** আল্লাহর কর্ম সমূহ থেকে তাঁর এমন কোন নাম নির্ধারণ করা যাবে না, যে নামের ব্যাপারে কোন দলীল আসেনি। যেমনঃ আল্লাহ (الغضب) রাগান্বিত হন। সুতরাং আল্লাহর নাম (الغاضب) বা রাগকারী বলা যাবে না। কিন্তু কর্ম থেকে তাঁর গুণাবলী নির্ধারণ করা যাবে। অতএব, (الغضب) রাগ বা 'ক্রুদ্ধ হওয়া' গুণ আমরা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করব। কেননা, রাগ করা আল্লাহর কর্ম সমূহের অন্তর্ভূক্ত।[১]

১৪ ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কি? ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হচ্ছেঃ একথার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, ফেরেশতাদের অস্তিত্ব আছে। আল্লাহ্

---

১ . পূর্বেল্লেখিত নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে সেগুলোর প্রতি আমরা বিশ্বাস রাখব, সেগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করব, প্রকৃতভাবে তিনি এসব নাম ও গুণাবলীর অধিকারী, এটা মাজায বা রূপক বিষয় নয়। যে নাম ও গুণ আল্লাহর সুউচ্চ সত্বার সাথে যেভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়- সেভাবেই তিনি এগুলোর অধিকারী। এ কারণে এগুলোকে আমরা অস্বীকার করবো না, এগুলোর কোন ধরণ-গঠন নির্ধারণ করব না বা এগুলোর কোন প্রকার অপব্যাখ্যাও করব না। - অনুবাদক

তা'আলা তাঁদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন- তাঁর ইবাদত এবং তাঁর আদেশ বাস্তবায়ন করার জন্য। আল্লাহ্ তাদের বর্ণনা দিয়ে বলেন:

﴿عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۝ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ "ওরা সম্মানিত বান্দা, তাঁর আগে আগে কোন কথা বলেন না। তাঁরা তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে থাকে।" (সূরা আম্বিয়াঃ ২৬-২৭)

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান চারটি বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করেঃ **(১)** ফেরেশতাদের অস্তিত্বের প্রতি ঈমান। **(২)** তাঁদের মধ্যে যাদের নাম আমরা জানতে পেরেছি তাদের প্রতি বিশ্বাস রাখা। যেমনঃ জিবরীল (আঃ)। **(৩)** তাঁদের মধ্যে যাদের গুণাবলীর বর্ণনা পাওয়া গেছে, তদের প্রতি ঈমান রাখা। যেমনঃ তাঁদের আকৃতি বিশাল হওয়া। **(৪)** তাঁদের মধ্যে যার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখা। যেমন মৃত্যুর ফেরেশতা।

১৫ পবিত্র কুরআন কি? পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী। সেটি তেলাওয়াতের মাধ্যমে ইবাদত করা হয়। এ বাণী আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে এবং তাঁর নিকটেই ফিরে যাবে। আল্লাহ্ প্রকৃতপক্ষে অক্ষর ও শব্দসহ এই কথাগুলো উচ্চারণ করেছেন। আর তা শ্রবণ করেছেন জিবরীল (আঃ)। অতঃপর তিনি নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট তা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আর সমস্ত আসমানী কিতাবই আল্লাহর (কালাম) বাণী।

১৬ আমরা কি নাবী (সঃ) এর সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে কেবল কুরআনকেই যথেষ্ট মনে করব? না, শুধুমাত্র কুরআন যথেষ্ট নয়। কেননা আল্লাহ্ পাক সুন্নাতকে গ্রহণ করার আদেশ করেছেন। তিনি বলেন:﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟﴾ "রাসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন তা তোমরা গ্রহণ করবে এবং তিনি যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকবে।" (সূরা হাশর- ৭) সুন্নাত হচ্ছে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাকারী। ধর্মের খুঁটিনাটি বিষয়- যেমন নামায প্রভৃতি- সুন্নাত ছাড়া জানা যাবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

« أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ »

"জেনে রেখো! আমাকে কিতাব (কুরআন) দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে অনুরূপ আরেকটি বিষয় দেয়া হয়েছে। জেনে রেখো! অচিরেই এমন পরিতৃপ্ত লোক পাওয়া যাবে, যে বালিশে হেলান দিয়ে বসে বলবে, তোমরা এই কুরআন আঁকড়ে ধর! এর মধ্যে যা হালাল হিসেবে পাবে, তা হালাল গণ্য করবে। আর যা হারাম হিসেবে পাবে, তা হারাম গণ্য করবে।" (আবু দাউদ, দ্রঃ ছহীহ সুনানে আবু দাউদ- আলবানী হা/৪৬০৪)

১৭ প্রশ্নঃ রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কি? দৃঢ়ভাবে একথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক জাতির নিকট তাদেরই মধ্যে থেকে একজন করে রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদেরকে আহবান করেন তারা যেন এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করে। তিনি ছাড়া যার ইবাদত করা হয়, তাকে অস্বীকার করে। রাসূলগণ সকলেই সত্যবাদী, সত্যায়িত, সুপথপ্রাপ্ত, সম্মানিত, সৎকর্মশীল, পরহেযগার, আমানতদার, হেদায়াতকারী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত। তাঁরা সকলেই

রিসালতের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা সকলেই আদম সন্তান মানুষ জাতির অন্তর্ভূক্ত। তাঁরা সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁরা জন্মের পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহর সাথে শির্কের অপরাধ থেকে মুক্ত।

১৮ ক্বিয়ামত দিবসে শাফা'আতের প্রকার কি কি? শাফা'আত কয়েক প্রকার: **প্রথমঃ** বৃহৎ শাফা'আত। ক্বিয়ামতের মাঠে যখন সমস্ত মানুষ পঞ্চাশ হাজার বছর দন্ডায়মান থেকে ফায়সালার জন্য অপেক্ষা করবে, তখন এই শাফাআত হবে। নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন এবং মানুষের বিচার করার জন্য প্রার্থনা জানাবেন। এই শাফা'আতের অধিকারী একমাত্র আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। এটাই হচ্ছে মাক্বামে মাহমূদ বা সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থান, যার অঙ্গিকার তাঁকে দেয়া হয়েছে। **দ্বিতীয়ঃ** জান্নাতের দরজা খোলার জন্য শাফা'আত। সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খোলার অনুমতি চাইবেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আর তাঁর উম্মতই অন্যান্য উম্মতের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। **তৃতীয়ঃ** এমন কিছু লোকের জন্য শাফা'আত যাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর আদেশ করা হয়েছে, যাতে করে তাদেরকে সেখানে প্রবেশ না করানো হয়। **চতুর্থঃ** তাওহীদপন্থী যে সমস্ত পাপী লোক জাহান্নামে প্রবেশ করেছে, তাদেরকে সেখান থেকে বের করার জন্য সুপারিশ। **পঞ্চমঃ** জান্নাতবাসী কিছু লোকের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ।

শেষের তিনটি শাফা'আত আমাদের নবীর জন্য খাছ নয়; তবে সেক্ষেত্রে তিনিই প্রথমে, তাঁর পরে হচ্ছেন অন্যন্য নবীগণ, ফেরেশতাগণ, সালেহীন ও শহীদগণ।

ষষ্ঠঃ বিনা হিসেবে কিছু লোককে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য শাফা'আত।

সপ্তমঃ কোন কোন কাফেরের শাস্তিকে হালকা করার জন্য শাফা'আত। এই শাফা'আতটি আমাদের নবী বিশেষভাবে তাঁর চাচা আবু তালেবের জন্য করবেন, যাতে করে তার আযাব হালকা করা হয়।

অষ্টমঃ অতঃপর কারো সুপারিশ ছাড়াই আল্লাহ্ তা'আলা নিজ করুণায় কিছু লোককে জাহান্নাম থেকে বের করবেন, যারা তাওহীদের উপর মৃত্যু বরণ করেছে। তাদের সংখ্যা কত হবে, তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। অতঃপর নিজ করুণায় তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

১৯ জীবিত কারো নিকট থেকে সুপারিশ বা সাহায্য চাওয়া জায়েয আছে কি? হ্যাঁ, জায়েয আছে; বরং শরীয়ত মানুষকে ভাল কাজে সহযোগিতা করার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছে। আল্লাহ্ বলেন : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ "তোমরা পরস্পরকে নেকী ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর।" (সূরা মায়েদা- ২) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: « وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ » "আল্লাহ্ বান্দাকে সাহায্য করেন, যতক্ষন বান্দা তার মুসলিম ভাইকে সহযোগিতা করে।" (মুসলিম)

শাফ'আতের ফযীলত বিরাট। এর অর্থ হচ্ছে মধ্যস্থতা করা। যেমন আল্লাহ বলেন: ﴿مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا﴾ "যে ব্যক্তি উত্তম সুপারিশ করবে, সে তার অংশ পাবে।" (সূরা নিসাঃ ৮৫) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, « اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا » "তোমরা সুপারিশ কর, ছওয়াব পাবে।" (বুখারী)

কিন্তু এই সুপারিশের জন্য কিছু শর্ত আছে:- (১) জীবিত লোকের পক্ষ থেকে সুপারিশ হতে হবে। মৃত এবং অনুপস্থিত মানুষের কাছে দু'আ করা এবং তাদের কাছে কোন কিছু চাওয়া শির্ক। আল্লাহ বলেন:

﴿وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمۡلِكُونَ مِن قِطۡمِيرٍ ١٣ إِن تَدۡعُوهُمۡ لَا يَسۡمَعُواْ دُعَآءَكُمۡ وَلَوۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابُواْ لَكُمۡۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَكۡفُرُونَ بِشِرۡكِكُمۡ﴾

"আর তোমরা যাদেরকে আল্লাহ ব্যতীত ডাক তারা খেজুরের বিচির উপরে হালকা আবরণেরও মালিক নয়। যদি তোমরা তাদেরকে ডাক তারা তোমাদের ডাক শুনবে না। যদিও তারা শুনে কোন প্রতি উত্তর করবে না। আর তারা কিয়ামত দিবসে তোমাদের এই শির্ককে অস্বীকার করবে।" (সূরা ফাতিরঃ ১৩-১৪)

মৃত ব্যক্তি তো নিজেরই কোন উপকার করতে পারে না, অন্যের উপকার করবে কিভাবে? (২) যে বিষয়ে কথা বলছে তা বুঝে-শুনে বলবে। (৩) যে বিষয়ে সুপারিশ করা হচ্ছে, তা উপস্থিত থাকতে হবে। (৪) এমন বিষয়ে সুপারিশ করবে, যাতে তার ক্ষমতা আছে। (৫) সুপারিশ কোন দুনিয়াবী বিষয় হবে। (৬) বৈধ কোন বিষয়ে সুপারিশ হবে, যাতে কারো কোন ক্ষতি থাকবে না।

২০ উসীলা কত প্রকার ও কি কি? উসীলা দু'প্রকার: **প্রথমঃ বৈধ উসীলাঃ** এটা আবার তিন প্রকার। (১) আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর উসীলা নেয়া। (২)নিজের কোন নেক আমল দ্বারা আল্লাহর কাছে উসীলা চাওয়া। যেমন গুহার মধ্যে আবদ্ধ তিন ব্যক্তির কাহিনী। (৩) জীবিত উপস্থিত নেক কোন মুসলিম ব্যক্তির দু'আ দ্বারা আল্লাহর কাছে উসীলা চাওয়া, যার দু'আ কবূল হওয়ার আশা করা যায়।

দ্বিতীয়ঃ হারাম উসীলাঃ এটা দু'প্রকারঃ (১) নবী বা কোন ওলীর সম্মানের উসীলায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। যেমন বলল, হে আল্লাহ্! নবীজীর উসীলায় বা হুসাইনের উসীলায় বা অমুক ওলীর উসীলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। সন্দেহ নেই যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর কাছে বিরাট সম্মানের অধিকারী, তারপরও তাঁর উসীলা করা জায়েয নেই। অনুরূপভাবে নেককার লোকেরাও আল্লাহর কাছে সম্মানিত। কিন্তু ছাহাবায়ে কেরাম নেক কাজের প্রতি সবচেয়ে বেশী আগ্রহী হওয়া সত্বেও যখন তাঁরা দুর্ভিক্ষে পড়েছিলেন, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর উসীলা করে কেউ প্রার্থনা করেননি। অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর তাঁদের কাছেই অবস্থিত। বরং তাঁরা তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ)এর দু'আর উসীলা করেছিলেন। (২) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা কোন ওলীর কসম দিয়ে আল্লাহর কাছে প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা করা। যেমন বলে, হে আল্লাহ্! তোমার অমুক ওলীর নামের কসম দিয়ে তোমার কাছে চাচ্ছি। অথবা অমুক নবীর কসম দিয়ে প্রার্থনা করছি। কেননা মাখলুকের কাছে মাখলুকের কসম দেয়া যদি নিষেধ হয়, তাহলে স্রষ্টা আল্লাহর কাছে সৃষ্টিকুলের কসম দেয়া তো আরো কঠিনভাবে নিষেধ। তাছাড়া শুধুমাত্র আনুগত্য করার কারণে আল্লাহর উপর বান্দার কোন দাবী বা অধিকার নেই যে তার কথা তাঁকে শুনতেই হবে।

২১ শেষ দিবসের প্রতি ঈমানের অর্থ কি? শেষ দিবস বা পরকাল আসবে একথার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। শেষ দিবসের প্রতি ঈমানের অন্তর্গত হচ্ছে: মৃত্যুকে বিশ্বাস

করা, মৃত্যু পরবর্তী কবরের আযাব বা নে'য়ামত বিশ্বাস করা। আরো বিশ্বাস করা- শিঙ্গায় ফুঁৎকার, হাশরের দিন আল্লাহর সম্মুখে সকল মানুষের দন্ডয়মান হওয়া, আমলনামা প্রদান, দাঁড়িপাল্লা, পুলসিরাত, হাওযে কাউছার, শাফা'আত ইত্যাদির পর জান্নাতে অথবা জাহান্নামে প্রবেশ।

২২ ক্বিয়ামতের বড় বড় আলামত সমূহ কী কী? ক্বিয়ামতের বড় বড় আলামত সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

« إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﷺ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلاثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ »

"যতদিন তোমরা দশটি আলামত না দেখ, ততদিন কিয়ামত হবেনা। ১)ধোঁয়া ২) দাজ্জালের আগমণ ৩) দাব্বা (ভূগর্ভ থেকে নির্গত অদ্ভুত এক প্রকার জানোয়ারের আগমণ) ৪) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ৫) ঈসা ইবনে মারিয়ামের আগমণ ৬) ইয়াজুজ-মা'জুজের আবির্ভাব ৭) পূর্বে ভূমি ধস ৮) পশ্চিমে ভূমি ধস ৯) আরব উপদ্বীপে ভূমি ধস ১০) সবশেষে ইয়ামান থেকে একটি আগুন বের হয়ে মানুষকে সিরিয়ার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।" (মুসলিম)

২৩ মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় ফিতনা কি? এ প্রশ্নের উত্তরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: « مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنْ الدَّجَّالِ » "আদম (আঃ)এর সৃষ্টির পর থেকে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত দাজ্জালের চাইতে বড় কোন ফিতনা নেই।" (মুসলিম) দাজ্জাল আদমের এক সন্তান। শেষ যুগে আগমণ করবে। তার দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থানে লিখা থাকবে (ك ف ر) 'কাফের' প্রত্যেক শিক্ষিত-অশিক্ষিত মু'মিন ব্যক্তি লিখাটি পড়তে পারবে। তার ডান চোখ অন্ধ থাকবে যেন চোখটি আঙ্গুরের থোকা। সর্বপ্রথম বের হয়ে সে সংস্কারের দাবী করবে; অতঃপর নবী হিসেবে তারপর সে নিজেই প্রভু আল্লাহ্ হিসেবে দাবী করবে। মানুষের কাছে নিজের দাবী নিয়ে আসলে লোকেরা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং তার আহবান প্রত্যাখ্যান করবে। সে তাদের কাছ থেকে যখন ফিরে যাবে, তখন তাদের ধন-সম্পদ তার পিছে পিছে চলতে থাকবে। মানুষ সকালে উঠে দেখবে তাদের হাতে কোন সম্পদ নেই। আবার দাজ্জাল নিজের উপর ঈমান আনার জন্য মানুষকে আহবান করবে, তখন লোকেরা তার ডাকে সাড়া দেবে ও তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে। তখন সে আসমানকে আদেশ করবে, আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হবে। যমিনকে আদেশ করবে, সেখানে উদ্ভিদ উৎপাদন হবে। সে যখন মানুষের কাছে আসবে, তখন তার সাথে থাকবে পানি ও আগুন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার পানি হবে আগুন, আর আগুন হবে ঠান্ডা পানি। মু'মিন ব্যক্তির উচিত প্রত্যেক নামাযের তাশাহুদের শেষে দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা। যদি দাজ্জাল বের হয়ে যায়, তবে তার সামনে সূরা কাহাফের প্রথমাংশ পাঠ করবে। ফিতনায় পড়ার ভয়ে তার সম্মুখীন হওয়া থেকে বিরত থাকবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

« مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنْ الشُّبُهَاتِ » "যে ব্যক্তি দাজ্জাল সম্পর্কে শোনবে সে যেন তার থেকে দূরে থাকে। আল্লাহর শপথ একজন মানুষ নিজেকে মু'মিন ভেবে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যাবে,

কিন্তু দাজ্জালের সাথে সংশয় সৃষ্টিকারী যে সকল বিষয় থাকবে তা দেখে সে তার অনুসরণ করে ফেলবে।" (আবু দাউদ)

দাজ্জাল পৃথিবীতে মাত্র চল্লিশ দিন অবস্থান করবে। কিন্তু প্রথম দিন হবে এক বছরের সমান, পরের দিন এক মাসের সমান, পরবর্তী দিন এক সপ্তাহের সমান। আর বাকী দিনগুলো হবে সাধারণ দিনের মত। মক্কা ও মদীনা ছাড়া পৃথিবীর বুকে এমন কোন শহর বা স্থান বাকী থাকবে না, যেখানে দাজ্জাল প্রবেশ করবে না। মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করা তার জন্য নিষেধ। অতঃপর ঈসা (আঃ) অবতরণ করে তাকে হত্যা করবেন।

২৪ জান্নাত ও জাহান্নাম কি মওজুদ আছে? হ্যাঁ, মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ্ জান্নাত ও জাহান্নাম তৈরী করেছেন। তা কখনো ধ্বংস হবে না শেষও হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে জান্নাতে বসবাস করার জন্য কিছু যোগ্য লোক তৈরী করেছেন। আবার তাঁর ইনসাফের ভিত্তিতে জাহান্নামের জন্যও কিছু লোক তৈরী করেছেন। প্রত্যেককে যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে ধরণের কাজ সহজ করে দেয়া হয়েছে।

২৫ তক্বদীরের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কি? এ কথার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, প্রত্যেক কল্যাণ ও অকল্যাণ আল্লাহর ফায়সালা ও তাঁর নির্ধারণ অনুযায়ীই হয়ে থাকে। তিনি যা ইচ্ছা তাই সম্পাদন করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :

« لَوْ أَنَّ اللهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللهِ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ »

"আল্লাহ্ যদি আসমানের সকল অধিবাসীকে এবং যমীনের সকল বসবাসকারীকে শাস্তি প্রদান করেন, তবুও তিনি তাদের প্রতি অত্যাচারী নন। যদি তিনি তাদের সকলের প্রতি করুণা করেন, তবে তাদের কর্মের চাইতে তাঁর করুণাই তাদের জন্য উত্তম হবে। তুমি যদি তক্বদীরের প্রতি ঈমান না রাখ, তবে উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলেও তিনি তা কবূল করবেন না। জেনে রেখো, তুমি যা পেয়েছো, তা তোমার থেকে ছুটে যাওয়ার ছিল না। আর তুমি যা পাওনি, তা তোমার ভাগ্যে ছিল না। এই বিশ্বাসের বাইরে যদি তোমার মৃত্যু হয়, তবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (আহমাদ, দ্রঃ ছহীহ জামে ছগীর- আলবানী হা/৫২৪৪)

তকদীরের প্রতি ঈমান চারটি বিষয়কে শামিল করে। **(১)** একথার প্রতি ঈমান আনা যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে (কি হবে, কেমন করে, কখন, কোথায় সংঘটিত হবে... সব কিছু) সাধারণভাবে ও ব্যাপকভাবে জ্ঞান রাখেন। **২)** এই কথার প্রতি ঈমান রাখা যে, আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত বিষয়গুলো লাওহে মাহফুযে (সংরক্ষিত ফলকে) লিখে রেখেছেন।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আম্র ইবনে আছ (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

« كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ »

"আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টি জগতের তক্বদীর লিখে রেখেছেন।" (মুসলিম)

(৩) এ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়ন হবে, তা প্রতিরোধ করার কেউ নেই। তাঁর ক্ষমতাকে অপারগকারী কেউ নেই। তিনি যা চাইবেন তা হবে, তিনি যা চাইবেন না তা হবে না।

(৪) এ ঈমান রাখা যে, সমস্ত জগত, সৃষ্টি কুলের আকৃতি-প্রকৃতি ও নড়া-চড়া বা কর্ম-কান্ড এসব কিছুই আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছাড়া যাবতীয় কিছু তাঁরই সৃষ্টি।

২৬ সৃষ্টিকুলের কি কোন ক্ষমতা আছে? প্রকৃতপক্ষে তাদের কি কোন ইচ্ছা-স্বাধীনতা আছে? হ্যাঁ, মানুষের ইচ্ছা-স্বাধীনতা আছে, অভিপ্রায়-বাসনা আছে, পছন্দ-অপছন্দের ক্ষমতা আছে। কিন্তু তা আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে নয়। আল্লাহ্ বলেন: ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ "তোমরা যা কিছু চাও, তা আল্লাহর ইচ্ছার মধ্যেই হয়ে থাকে।" (সূরা- দাহারঃ ৩০) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

« اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ » "তোমরা আমল করে যাও, কেননা প্রত্যেক মানুষকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে ধরণের কাজ সহজ করে দেয়া হয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বিবেক দিয়েছেন। দিয়েছেন দেখা ও শোনার ক্ষমতা। এগুলোর মাধ্যমে আমরা ভাল-মন্দের মাঝে পার্থক্য করতে পারি। এমন লোককে কি বিবেকবান বলা যেতে পারে, যে চুরি করবে আর বলবে এটা আল্লাহ্ আমার উপর লিখে দিয়েছেন? এরূপ কথা বললেও লোকেরা তাকে কিন্তু ছেড়ে দেবে না। তাকে শাস্তি দেবে। তাকে বলা হবে: এই অপরাধের বিনিময়ে আল্লাহ্ তোমার জন্য শাস্তিও লিখে রেখেছেন। অতএব তকদীর দিয়ে দলীল পেশ করা বা ওযর পেশ করা কোনটাই জায়েয নয়; বরং এটা তাক্বদীরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। আল্লাহ্ বলেন:

﴿سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ لَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشۡرَكۡنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمۡنَا مِن شَيۡءٖۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ﴾ "মুশরিকরা আপনার কথার উত্তরে বলবে, আল্লাহ্ যদি চাইতেন তবে আমরা শিরক করতাম না এবং আমাদের বাপ-দাদারাও শির্ক করতো না। আর কোন জিনিসও আমরা হারাম করতাম না, বস্তুতঃ এভাবেই তাদের পূর্ব যুগের কাফেররা (রাসূলদেরকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল।" (সূরা আনআমঃ ১৪৮)

২৭ ইহসান কাকে বলে? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ইহসান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে জবাবে তিনি বলেন, « أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لا تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ » "তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে মনে করবে তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন।" (মুসলিম) ইসলাম ধর্মের তিনটি স্তরের মধ্যে ইহসানের স্তর হচ্ছে সর্বোচ্চ।

২৮ তাওহীদ কত প্রকার ও কি কি? তাওহীদ তিন প্রকার।

(১) তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ্: উহা হচ্ছে- আল্লাহকে তাঁর কর্ম সমূহে একক হিসেবে মেনে নেয়া। যেমন: সৃষ্টি করা, রিযিক দেয়া, জীবন-মৃত্যু দান করা ইত্যাদি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আগমণের পূর্বে কাফেরগণ এই প্রকার তাওহীদের স্বীকৃতি দিয়েছিল।

(২) তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ্: উহা হচ্ছে- ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক নির্ধারণ করা। যেমন: নামায, নযর-মানত, দান-সাদকা ইত্যাদি। যাবতীয় ইবাদত এককভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে করার জন্যই সমস্ত নবী-রাসূলকে প্রেরণ করা হয়েছে, আসমানী কিতাব সমূহ নাযিল করা হয়েছে। **(৩) তাওহীদুল আসমা ওয়াস্‌সিফাত:** উহা হচ্ছে- যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলী আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেছেন, সেগুলোকে কোন প্রকার পরিবর্তন, অস্বীকৃতি ও ধরণ-গঠন নির্ধারণ ছাড়াই সাব্যস্ত করা ও মেনে নেয়া।

২৯ ওলী কাকে বলে? নেককার পরহেযগার মু'মিন ব্যক্তিই আল্লাহর ওলী। ওলীর পরিচয় দিয়ে আল্লাহ্ বলেন :

﴿ أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴾

"জেনে রেখো, আল্লাহর ওলীদের কোন ভয় নেই, কোন চিন্তাও নেই। যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহকে ভয় করেছে।" (সূরা ইউনুসঃ ৬২-৬৩) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: « إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ » **"নিশ্চয় আমার বন্ধু হচ্ছেন আল্লাহ্ এবং নেককার মু'মিনগণ।"** (বুখারী ও মুসলিম)

৩০ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাহাবীদের ব্যাপারে আমাদের উপর আবশ্যক কি? তাঁদের ব্যাপারে আমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে: তাঁদেরকে ভালবাসা, তাঁদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা, তাঁদের জন্য আমাদের অন্তর ও জিহবাকে সংযত রাখা (সমালোচনা না করা), তাঁদের মর্যাদার বিষয়গুলো প্রচার করা, তাঁদের ভুল-ত্রুটি ও মতানৈক্যের বিষয়গুলোতে কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা। যদিও তাঁরা ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে ছিলেন না; তবু তাঁরা মুজতাহিদ। আর মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হলে দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হন। কিন্তু ভুল করে ফেললেও ইজতেহাদ বা গবেষণার কারণে তাঁকে একটি ছওয়াব দেয়া হয় এবং তাঁর ভুলকে ক্ষমা করা হয়। তাঁদের থেকে কোন অন্যায় যদি প্রকাশ হয়েও পড়ে, তবে তাঁদের অগণিত নেক কাজ সেগুলোকে ঢেকে ফেলবে। তাঁরা একজন অপর জনের উপর মর্যাদাবান। সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী হচ্ছেন দশ জন। সম্মান ও মর্যাদার ক্রমানুসারে তাঁরা হলেন, প্রথমে আবু বকর (রাঃ), তাঁরপর ওমার (রাঃ), তাঁর পরে উছমান (রাঃ), তাঁর পর আলী (রাঃ), তাঁরপর ত্বালহা, যুবাইর, আবদুর রহমান বিন আওফ, সা'দ বিন আবী আওয়াক্কাস, সাঈদ বিন যায়দ এবং আবু উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ (রাঃ)। এঁদের পরে হচ্ছেন সাধারণ মুহাজিরগণ, তাঁদের পর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের পর সাধারণ আনসারী সাহাবীগণ এবং সবেশেষে অন্যান্য সাধারণ সাহাবয়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন)। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

« لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالذِي نَفْسِيْ بِيَدِه لَوْ أن أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيْفَهُ »

"তোমরা আমার ছাহাবীদেরকে গালিগালাজ করো না। শপথ সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের মধ্যে কোন লোক যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ (আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয় করে, তবু তা তাঁদের এক মুষ্টি বা অর্ধ মুষ্টি পরিমাণ খরচের সমান হবে না।" (বুখারী ও মুসলিম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, "যে ব্যক্তি আমার সাহাবীদেরকে

গালিগালাজ করবে, তার উপর আল্লাহর লা'নত, ফেরেশতাকুল এবং সমগ্র মানব জাতির লা'নত (অভিশাপ)।" (ত্বাবরানী)

৩১ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে যে সম্মান প্রদান করেছেন, আমরা কি তাঁর সম্মানে এর চেয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করতে পারি? সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বশ্রেষ্ঠ, সকলের উপর তিনি সর্বাধিক মর্যাদাবান। কিন্তু তাঁর প্রশংসায় অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি করা আমাদের জন্য জায়েয নয়। যেমন খৃষ্টানরা ঈসা বিন মারিয়াম (আঃ)এর প্রশংসায় বাড়াবাড়ী করেছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

«لا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ»

"তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খৃষ্টানগণ ঈসা বিন মারিয়াম (আঃ) এর প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করেছে। আমি তো শুধু তাঁর বান্দাহ্। তোমরা বলবে, আল্লাহর বান্দাহ্ ও তাঁর রাসূল।" (বুখারী)

৩২ আহলে কিতাব (ইহুদী-খৃষ্টানরা) কি মু'মিন? ইহুদী-খৃষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারী সকলেই কাফের। যদিও তারা এমন ধর্মের অনুসরণ করে, যার মূল হচ্ছে সঠিক। নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আগমণের পর যে লোক নিজের ধর্ম পরিত্যাগ না করবে এবং ইসলাম গ্রহণ না করবে, ﴿فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ﴾ "তার নিকট থেকে ওটা (তার ধর্ম) গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে।" (আল ইমরানঃ ৮৫) কোন মুসলমান যদি তাদেরকে কাফের না বলে বা তাদের ধর্ম বাতিল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ-শংসয় করে, তবে সেও কাফের হয়ে যাবে। কেননা সে তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর নবীর বিধানের বিরোধীতা করেছে। আল্লাহ্ বলেন: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ﴾ "আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ব্যক্তি এই কুরআন অস্বীকার করবে, তবে দোযখ হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান।" (সূরা হূদঃ ১৭) অর্থাৎ- অন্যান্য ধর্মের অনুসারী লোকেরা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

« وَالذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يَسْمَعُ بِيْ أَحَدٌ مِنَ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَلا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لا يُؤْمِنُ بِيْ إِلا دَخَلَ النَّارَ »

"শপথ সেই সত্বার যার হাতে আমার প্রাণ, এই উম্মতের মধ্যে থেকে ইহুদী হোক বা খৃষ্টান হোক কোন ব্যক্তি যদি আমার সম্পর্কে শোনে অতঃপর আমাকে যে শরীয়ত দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে তার উপর ঈমান না এনেই মৃত্যু বরণ করে, তবে সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে।"(মুসলিম)

৩৩ কাফেরদের উপর অত্যাচার করা জায়েয কি? জুলুম-অত্যাচার করা হারাম। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা (হাদীছে কুদসীতে) বলেন: « إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلا تَظَالَمُوا » "নিশ্চয় আমি জুলুম-অত্যাচার নিজের উপর হারাম করেছি। আর তোমাদের মাঝেও আমি উহা হারাম ঘোষণা করেছি। অতএব তোমরা পরস্পরের প্রতি যুলুম করো না।" (মুসলিম)

লেন-দেন ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে কাফেররা দু'ভাগে বিভক্তঃ

প্রথমঃ অঙ্গিকারাবদ্ধ কাফের। এরা আবার তিন প্রকার:

(ক) মুসলিম রাষ্ট্রে আশ্রয়প্রাপ্ত কাফের। যারা কর দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করে। সর্বদাই তাদের যিম্মাদারী রক্ষা করতে হবে। ওরা মুসলমানদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে যে, তাদের দেশে বসবাস করার কারণে আল্লাহ্ এবং রাসূলের বিধান তাদের উপর প্রজোয্য হবে। তারা ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অন্যদের মতই। **(খ)** সন্ধিকৃত কাফের। যারা মুসলমানদের সাথে এই মর্মে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে যে, তারা নিজেদের দেশেই বসবাস করবে। এদের উপর ইসলামের বিধি-বিধান প্রজোয্য হবে না। যেমন কর দিয়ে বসবাসকারীদের উপর প্রজোয্য হবে। কিন্তু তাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে না জড়ানো। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে ইহুদীরা ছিল।

(গ) নিরাপত্তাপ্রাপ্ত কাফের। যারা নিজেদের দেশ থেকে বিশেষ কোন প্রয়োজনে মুসলিম রাষ্ট্রে আগমন করেছে- সেখানে বসবাস করার জন্য নয়। যেমন রাষ্ট্রদূত, ব্যবসায়ী, বেতনভুক্ত কর্মচারী, পর্যটক ইত্যাদি। এদের বিধান হচ্ছেঃ তাদেরকে হত্যা করা যাবে না। তাদের থেকে করও নেয়া হবে না। বেতনভুক্ত কর্মচারীকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানাতে হবে, ইসলাম গ্রহণ করলে ভাল। কিন্তু সে যদি তার নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে চায়, তবে তাকে যেতে দিতে হবে, তার কোন ক্ষতি করা যাবে না।

দ্বিতীয়ঃ হারবী কাফের। যারা মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়নি, মুসলমানদের কোন নিরাপত্তাও লাভ করেনি। তারা কয়েক প্রকারঃ যারা বাস্তবে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আর যারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছে অথবা মুসলমানদের সাথে প্রকাশ্যে শত্রুতার ঘোষণা দিয়েছে। এদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে এবং তাদেরকে হত্যা করতে হবে।

৩৪ বিদআত কি? ইবনু রজব (রহঃ) বলেন, যে নতুন ইবাদতের পক্ষে ইসলামী শরীয়তে কোন ভিত্তি বা দলীল নেই তাকে বিদআত বলে। কিন্তু যদি তার পক্ষে দলীল থাকে, তবে পরিভাষায় তাকে বিদআত বলা হবে না। বরং উহা আভিধানিক অর্থে বিদআত বলা যেতে পারে।

৩৫ ধর্মের মধ্যে কি বিদআতে হাসানা (ভাল বিদআত) এবং বিদআতে সাইয়্যেআ (খারাপ বিদআত) বলতে কিছু আছে? শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিদআতের নিন্দা করে অনেক আয়াত ও হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। বিদআত হচ্ছেঃ ইসলামী শরীয়তে প্রত্যেক নতুন কাজ, যার পক্ষে কোন দলীল নেই। এ প্রসঙ্গে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, «وَمَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» "যে ব্যক্তি এমন আমল করবে, যার পক্ষে আমার কোন নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।" (বুখারী ও মুসলিম) তিনি আরো বলেন, «فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ» "ইসলামের মধ্যে প্রত্যেক নতুন কাজই বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতই হচ্ছে ভ্রষ্টতা।" (আহমাদ) ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন: যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে বিদআত বা নতুন কাজ চালু করে তাকে উত্তম মনে করে, সে ধারণা করল যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রিসালাতের দায়িত্বে খেয়ানত করেছেন।' কেননা আল্লাহ্ বলেছেন:

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى ﴾ "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করলাম।" (সূরা মায়েদাঃ ৩)

অবশ্য আভিধানিক অর্থে বিদআতের প্রশংসায় কিছু হাদীছ এসেছে। আর তা হচ্ছে, শরীয়ত সম্মত কোন কাজ যার আমল সমাজ থেকে উঠে গেছে, তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ কাজ মানুষকে স্মরণ করানোর জন্য বলেছেন:

«مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ»

"যে ব্যক্তি ইসলামে উত্তম সুন্নাত চালু করবে, সে তার ছওয়াব পাবে এবং যে তদানুযায়ী আমল করবে, তার ছওয়াবও পাবে। এতে তাদের (আমলকারীদের) ছওয়াবে কোন কমতি করা হবে না।" (মুসলিম) এ অর্থে ওমর (রাঃ)এর উক্তিটি ব্যবহার হয়েছেঃ "এই কাজটি একটি উত্তম বিদআত।" তারাবীর নামাযকে উদ্দেশ্য করে তিনি কথাটি বলেছেন। এই কাজটি মূলতঃ শরীয়ত সম্মত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এ বিষয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধও করেছেন। তাছাড়া মানুষকে নিয়ে তিনি তিন দিন এ নামাযটি জামাআতের সাথে আদায়ও করেছিলেন। কিন্তু ফরয হয়ে যাওয়ার ভয়ে তা পরিত্যাগ করেছিলেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) লোকজনকে একত্রিত করে সে নামাযকে জামাআতের সাথে পুনরায় চালু করেন।

৩৬ মুনাফেকী কত প্রকার ও কি কি? মুনাফেকী দু'প্রকার।

১) বিশ্বাসগত (বড় মুনাফেকী)। এটা হচ্ছে, বাইরে ঈমান প্রকাশ করা এবং অন্তরে কুফরী গোপন রাখা। এরূপ বিশ্বাস ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এ বিশ্বাসের উপর দৃঢ় থেকে কেউ মৃত্যু বরণ করলে, সে কুফরীর উপর মৃত্যু বরণ করবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ﴾ "নিশ্চয় মুনাফেকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে।" (সূরা নিসাঃ ১৪৫) তাদের পরিচয় হচ্ছে, তারা আল্লাহ্ এবং ঈমাদারদেরকে ধোকা দেয়। মু'মিনদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সহযোগিতা করে। দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে নেক কাজ করে।

২) কর্মগত (ছোট মুনাফেকী)এর মাধ্যমে মানুষ ইসলাম থেকে বের হয় না। কিন্তু তার অবস্থা ভয়াবহ। তওবা না করলে ছোট নেফাকী তাকে বড় নেফাকীতে পৌঁছিয়ে দেবে। এর কিছু পরিচয় হচ্ছেঃ কথাবার্তায় মিথ্যার আশ্রয় নেয়া, অঙ্গিকার ভঙ্গ করা, ঝগড়ার সময় অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা, চুক্তি করলে ভঙ্গ করা, আমানত রাখা হলে খেয়ানত করা।

এই কারণে ছাহাবায়ে কেরাম (রাযি:) কর্মগত নেফাকীর বিষয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতেন। তাবেঈ ইবনু আবী মুলাইকা (রহঃ) বলেন, 'আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর ত্রিশজন ছাহাবীর সাথে সাক্ষাত করেছি। প্রত্যেকেই মুনাফেকীর বিষয়ে নিজেকে নিয়ে আশংকায় থাকতেন।' (বুখারী) ইবরাহীম তাইমী (রহঃ) বলেন, 'আমার নিজের কথাকে যদি নিজ কর্মের উপর পেশ করি, তখন আশংকা হয় আমি যেন মিথ্যাবাদী হয়ে যাচ্ছি।' হাসান বাছরী বলেন, 'মুনাফেকীর বিষয়টিকে মু'মিন ছাড়া কেউ ভয় করে না। আর মুনাফেক ছাড়া কেউ তা থেকে নিশ্চিন্তেও থাকতে পারে না।' আমীরুল মু'মেনীন ওমর (রাঃ) হুযায়ফা (রাঃ)কে বলেন, 'আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, বলুন তো! রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি মুনাফেকদের

মধ্যে আমার নামটিও উল্লেখ করেছেন? তিনি বললেন, না। আপনার পরে আর কাউকে আমি সত্যায়ন করবো না।'

৩৭ আল্লাহর নিকট সর্বাধিক বড় ও সবচেয়ে ভয়ানক অপরাধ কোনটি? আল্লাহ তা'আলার সাথে শির্ক করা। যেমন আল্লাহ্ বলেন, ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ "নিশ্চয় শির্ক হচ্ছে, সবচেয়ে বড় অপরাধ।" (সূরা লোক্বমান- ১৩) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রশ্ন করা হলো, সবচেয়ে বড় গুনাহ্ কোনটি? তিনি বললেন, "তুমি কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করবে; অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

৩৮ শির্ক কত প্রকার ও কি কি? শির্ক দু'প্রকার।

(১) বড় শির্ক। বড় শির্ক করলে মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ্ বলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ "নিশ্চয় আল্লাহ্ তার সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।" (সূরা নিসাঃ ১১৬) বড় শির্ক চার প্রকারঃ **(ক)** দু'আ ও প্রার্থনায় শির্ক। **(খ)** নিয়ত, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যে শির্ক। অর্থাৎ গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে সৎ আমল সম্পাদন করা। **(গ)** আনুগত্যে শির্ক। অর্থাৎ আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হালাল ও হালালকৃত বস্তুকে হারাম করার ক্ষেত্রে আলেম-ওলামা বা নেতৃবৃন্দের অনুসরণ করা। **(ঘ)** ভালবাসায় শির্ক। আল্লাহকে ভালবাসার মত কাউকে ভালবাসা।

(২) ছোট শির্ক। ছোট শির্ক করলে মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না, কিন্তু এটাও একটা ভয়ানক অপরাধ। এটা দু'ভাগে বিভক্তঃ **(ক) প্রকাশ্যঃ** কথার মাধ্যমে প্রকাশ্য ছোট শির্কঃ যেমনঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা। অথবা এরূপ বলা- আল্লাহ্ যা চায় এবং আপনি যা চান। উমুক লোক না থাকলে উপকৃত হতাম না ইত্যাদি। কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ্য ছোট শির্কঃ যেমনঃ বিপদ মুক্তির জন্যে বা বিপদ থেকে বাঁচার জন্য বা বদ নযর থেকে রক্ষার জন্য রিং, সূতা তাবিজ ইত্যাদি ব্যবহার করা। পাখি উড়িয়ে, হাতের রেখা দেখে, কোন নামের মাধ্যমে বা কথার মাধ্যমে বা স্থানের মাধ্যমে কুলক্ষণ নির্ধারণ করা। **(খ) গোপনঃ** নিয়ত, সংকল্প ও উদ্দেশ্যে শির্ক, যেমনঃ রিয়া ও সুম্‌আ' অর্থাৎ- মানুষকে দেখানোর নিয়তে ও মানুষের প্রশংসার শোনার উদ্দেশ্যে নেক আমল করা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "তোমাদের উপর সবচেয়ে ভয়ানক যে বিষয়ের আমি আশংকা করছি, তা হলো, শির্কে আসগার (ছোট শির্ক)। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, ছোট শির্ক কি? তিনি বললেন, রিয়া।" (আহমাদ, হাদীছটি ছহীহ, দ্রঃ সিলসিলা ছহীহা হা/৯৫১)

৩৯ বড় শির্ক ও ছোট শির্কের মাঝে পার্থক্য কি? উভয়ের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে যেমনঃ বড় শির্কে লিপ্ত ব্যক্তির হুকুম হচ্ছে, দুনিয়াতে সে ইসলাম থেকে বহিস্কৃত এবং আখেরাতে চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। আর ছোট শির্কে লিপ্ত হলে, তার জন্য দুনিয়ায় ইসলাম থেকে বহিস্কৃত হওয়া এবং পরকালে চিরকাল জাহান্নামে অবস্থানের হুকুম প্রজোয্য হবে না। বড় শির্কে লিপ্ত হলে সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু ছোট শির্কে লিপ্ত হলে সংশ্লিষ্ট আমলই শুধু ধ্বংস হবে। এখানে একটি

বিষয়ে মতভেদ আছে। তা হচ্ছেঃ ছোট শির্ক কি বড় শির্কের মত তওবা ব্যতীত ক্ষমা করা হবে না? নাকি ছোট শির্ক অন্যান্য কাবীরা গুনাহের মত- আল্লাহর ইচ্ছাধীনে থাকবে? উভয় মতের মধ্যে যেটাই সঠিক হোক না কেন বিষয়টি যে ভয়ানক তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৪০ ছোট শির্ক থেকে বেঁচে থাকার কোন উপায় আছে কি? বা ছোট শির্ক করে ফেললে তার কোন কাফ্ফারা আছে কি? হ্যাঁ। ছোট শির্ক (রিয়া) থেকে বেঁচে থাকার উপায় হচ্ছে, আমল করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করা। ছোট শির্ক (রিয়া) প্রতিহত করার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "হে লোক সকল! তোমরা এই শির্ক থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা কর। কেননা উহা পিঁপিলিকার চলার শব্দ থেকেও গোপন ও সুক্ষ্ম।" তাঁকে প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে আমরা তা থেকে বেঁচে থাকতে পারি? অথচ উহা পিপিলিকার চলার শব্দের চেয়েও গোপন ও সুক্ষ্ম? তিনি বললেন, তোমরা এই দু'আ পাঠ করবে:

« اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا نَعْلَمُهُ » (আল্লাহুম্মা ইন্না নাঊযুবিকা মিন আন নুশরেকা বেকা শাইআন না'লামুহু ওয়া নাস্তাগফেরুকা লিমা লা না'লামুহু) "হে আল্লাহ্! জেনে শুনে কোন কিছুকে শরীক করা হতে আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করছি এবং না জেনে শির্ক হয়ে গেলে তা থেকে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" (আহমাদ, হাদীছটি হাসান দ্রঃ ছহীহ তারগীব তারহীব- আলবানী হা/৩৬) গাইরুল্লাহ্ বা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করলে তার কাফ্ফারা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, « مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالعُزَّى فَلْيَقُلْ:لا إِلَهَ إِلا الله » "যে ব্যক্তি লাত ও উয্যার নামে শপথ করবে, সে যেন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

আর কুলক্ষণ নির্ধারণ করার মাধ্যমে ছোট শির্কে লিপ্ত হলে তার কাফ্ফারা হচ্ছেঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "কুলক্ষণের কারণে যে ব্যক্তি নিজের কাজ থেকে ফিরে গেছে, সে শির্ক করেছে।" তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন: এরূপ হয়ে গেলে তার কাফ্ফারা কি? তিনি বললেন, তা হল এই দু'আটি বলা:

« اللَّهُمَّ لا خَيْرَ إِلا خَيْرُكَ،وَلا طَيْرَ إِلا طَيْرُكَ، وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ » "হে আল্লাহ্! তোমার কল্যাণ ব্যতীত আর কোন কল্যাণ নেই। আর তোমার পক্ষ থেকেই অকল্যাণ হয়ে থাকে অন্য কারো পক্ষ থেকে নয়। আর তুমি ব্যতীত আর কোন সত্য উপাস্য নেই।" (আহমাদ, দ্রঃ ছহীহুল জামে হা/৬২৬৪)

৪১ কুফরী কত প্রকার? কুফরী দু'প্রকারঃ **(১) বড় কুফরী।** বড় কুফরী করলে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। বড় কুফরী পাঁচ ভাগে বিভক্তঃ **(ক)** মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কুফরী। অর্থাৎ ইসলামের কোন একটি বিষয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে কাফের হয়ে যাবে। **(খ)** সত্যায়নসহ অহংকারের কুফরী। অর্থাৎ ইসলামকে বিশ্বাস করে কিন্তু অহংকার বশতঃ তা বাস্তবায়ন করে না। একারণেও সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে । **(গ)** সন্দেহের কুফরী। ইসলাম সত্য ধর্ম কি না এরূপ সন্দেহ করলেও সে বড় কাফের হয়ে যাবে। **(ঘ)** বিমুখতার কুফরী। অর্থাৎ-

ইসলামকে মানার পরও যদি তা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ থাকে। তার শিক্ষার্জন করে না এবং আমলও করে না, সেও বড় কাফেরে পরিণত হবে। **(ঙ)** নেফাকীর কুফরী। অর্থাৎ অন্তরে কুফরী গোপন রেখে বাইরে ইসলামের প্রকাশ ঘটালেও সে বড় কাফের হিসেবে গণ্য হবে।

(২) ছোট কুফরী। ইহা অবাধ্যতার কুফরী। এতে লিপ্ত ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না। যেমন কোন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে খুন করা।

৪২ নযর-মানতের হুকুম কি? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানত করা অপছন্দ করতেন। তিনি বলেছেনঃ "মানতের মাধ্যমে ভাল কিছু পাওয়া যায় না।" (মুসলিম) মানত যদি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য করা হয়, তবে এই নিষেধাজ্ঞা। কিন্তু মানত যদি গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়- যেমন কবর বা ওলীর উদ্দেশ্যে, তবে ইহা হারাম নাজায়েয। এই মানত পুরা করাও জায়েয নয়।

৪৩ গণক ও জ্যোতিষীর কাছে গমণ করার হুকুম কি? হারাম। কেউ যদি তাদের কাছে কোন কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য গমণ করে, কিন্তু তারা যে অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী করে তা বিশ্বাস না করে, তবে তার চল্লিশ দিনের নামায কবূল করা হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: « مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً » "যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আগমণ করে কোন কিছু জিজ্ঞেস করবে, তার চল্লিশ দিনের নামায কবূল করা হবে না।"(মুসলিম) আর তাদের কাছে গিয়ে তারা যে অদৃশ্যের সংবাদ পরিবেশন করে তা যদি সত্য বলে বিশ্বাস করে, তবে সে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর ধর্মের সাথে কুফরী করবে। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন: « مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ » "যে ব্যক্তি গণক বা জ্যোতিষীর কাছে আগমণ করবে এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করবে, তবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে, তার সাথে সে কুফরী করবে।" (আবু দাউদ)

৪৪ তারকার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা কখন বড় শির্ক ও কখন ছোট শির্ক হিসেবে গণ্য হবে? যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তারকার বিশেষ প্রভাব আছে। আর এ কারণেই সে বৃষ্টির অস্তিত্ব ও সৃষ্টির বিষয়কে তারকার দিকেই সম্বন্ধ করে, তবে তার এই বিশ্বাস শির্কে আকবার হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহর ইচ্ছাতেই তারকার মধ্যে প্রভাব থাকে, আর এই প্রভাবের কারণে বৃষ্টি বর্ষণ হয়। আরো বিশ্বাস করে যে, সাধারণত অমুক তারকাটি উঠলে আল্লাহ্ বৃষ্টি পাঠিয়ে থাকেন, তবে এই বিশ্বাস হারাম এবং তা ছোট শির্ক হিসেবে গণ্য হবে। কেননা সে এমন একটি কারণ নির্ধারণ করেছে, যার সাথে বৃষ্টি বর্ষণের কোন সম্পর্ক নেই এবং সে ক্ষেত্রে শরীয়তে কোন দীললও নেই- না তা অনুভব করা যায় আর না সুস্থ বিবেক তা সমর্থন করে। অবশ্য তারকা দ্বারা বছরের ঋতু নির্ধারণ করা এবং বৃষ্টি বর্ষণের অনুমান করা জায়েয আছে।

৪৫ মুসলিম নেতৃবৃন্দের বিষয়ে আমাদের করণীয় কি? আমাদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে, সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় মুসলিম নেতৃবৃন্দের কথা শোনা ও তাদের আনুগত্য করা।

তারা অত্যাচার করলেও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েয নয়। আমরা তাদের উপর বদদু'আ করব না, তাদের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিব না, তাদের সংশোধন, সুস্থতা ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করব। তারা যতক্ষণ গুনাহের কাজের আদেশ না করেন, ততক্ষণ তাদের আনুগত্য করাকে আমরা আল্লাহর আনুগত্য মনে করব। অন্যায় কাজে আদেশ দিলে সে বিষয়ে তাদের আনুগত্য করা হারাম। কিন্তু অন্য বিষয়গুলোতে সৎভাবে তাদের আনুগত্য করা ওয়াজিব। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

« تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ » "শাসকের কথা শোনবে ও মান্য করবে- যদিও সে তোমার পৃষ্ঠে প্রহার করে এবং তোমার সম্পদ নিয়ে নেয়। তার কথা শুনবে ও মানবে।" (মুসলিম)

৪৬ আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে আল্লাহর হেকমত সম্পর্কে প্রশ্ন করা কি জায়েয?

হ্যাঁ, তবে শর্ত হচ্ছে, হিকমত জানা না জানা এবং তাতে সন্তুষ্ট হওয়া না হওয়ার উপর যেন ঈমান-আমল নির্ভর না করে। (অর্থাৎ- এমন যেন না হয় যে, আল্লাহ্ কেন আদেশ করলেন কেন নিষেধ করলেন? তার কারণ বা হেকমত জানলে এবং তা মনঃপুত হলে ঈমান আনব এবং আমল করব, আর সে হেকমত পছন্দ না হলে বা তাতে সন্তুষ্ট না হলে ঈমানও আনব না এবং আমলও করব না।) বরং সে হিকমত সম্পর্কে জানা যেন মু'মিনের সত্যের উপর ঈমানকে আরো মজবুত করে। কিন্তু পূর্ণরূপে আত্মসমর্পন এবং বিনা প্রশ্ন ও বাক্য ব্যয়ে মেনে নেয়াটা মু'মিনের পরিপূর্ণ দাসত্ব এবং আল্লাহ ও তাঁর হিকমতের প্রতি ঈমানের প্রমাণ বহণ করে। যেমন ছিলেন ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)।

৪৭ সূরা নিসার ৭৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন: ﴿مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ﴾ এই আয়াতের ব্যাখ্যা কি?

আয়াতের অর্থঃ "আপনার যে কল্যাণ হয় তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর আপনার যে অকল্যাণ হয়, সেটা হয় আপনার নিজের কারণে।" এখানে কল্যাণ বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে, নেয়া'মত। আর অকল্যাণ বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিপদাপদ। এসব কিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। কল্যাণ ও নেয়া'মত আল্লাহর দিকে সম্বন্ধিত করা হয়েছে, কেননা তিনিই তা দ্বারা বান্দাদেরকে অনুগ্রহ করে থাকেন। আর অকল্যাণ বা বিপদাপদ তিনি বিশেষ হেকমতে সৃষ্টি করেছেন। ঐ হিকমতের দিক থেকে বিষয়টি তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভূক্ত। কেননা তিনি কখনো অকল্যাণ করেন না। তিনি সব সময় কল্যাণ করেন। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "(হে আল্লাহ!) সকল কল্যাণ তোমার দু'হাতে, আর অকল্যাণ তোমার দিকে নয়।" (মুসলিম) বান্দার কর্ম সমূহও আল্লাহর সৃষ্টি। কিন্তু কর্মটি সম্পাদন করার সময় উহা মানুষেরই কাজ হিসেবে গণ্য হবে। কেননা মানুষ নিজ ইচ্ছাতেই তা সম্পাদন করে থাকে। আল্লাহ্ বলেন:

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ۝٥ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۝٦ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ۝٧ وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ۝٨ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۝٩ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ﴾

"অতঃপর যে দান করে ও আল্লাহ্ভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করবো। আর যে কৃপণতা করে ও

বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যে মনে করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করবো।" (সূরা লায়লঃ ৫-১০)

৪৮ 'অমুক ব্যক্তি শহীদ' এরূপ কথা বলা জায়েয কি? সুনির্দিষ্টভাবে কোন মানুষকে 'শহীদ' বলা মানেই তাকে জান্নাতের সার্টিফিকেট প্রদান করা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা মতে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে কোন মুসলিম সম্পর্কে বলি না যে, সে জান্নাতী অথবা জাহান্নামী। তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাদের ব্যাপারে জান্নাতী বা জাহান্নামী হওয়ার সংবাদ দিয়েছেন, তাদের ব্যাপারে হাদীছ অনুযায়ী আমরা তাদেরকে জান্নাতী অথবা জাহান্নামী বলবো। কেননা এ বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা গোপন। মানুষ কি অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে আমরা সে সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখি না। মানুষের শেষ আমল তার পরিণাম নির্ধারণ করে। নিয়ত ও অন্তরের খবর আল্লাহ্ ছাড়া কারো কাছে নেই। কিন্তু সৎ ব্যক্তি হলে আমরা তার জন্য ছওয়াবের আশা করি। আর অসৎ লোক হলে তার শাস্তির আশংকা করি।

৪৯ সুনির্দিষ্টভাবে কোন মুসলিমকে কাফের বলা জায়েয কি? সুনির্দিষ্টভাবে কোন মুসলিমকে কাফের বা মুশরিক বা মুনাফেক বলা জায়েয নয়- যদি তার নিকট থেকে এমন কিছু না দেখা যায়, যাতে প্রমাণ হয় যে, সে ঐ হুকুমের যোগ্য এবং কাফের বলতে বাধা প্রদানকারী বিষয় তার থেকে দূর না হবে। তার আভ্যন্তরিন বিষয় আমরা আল্লাহর কাছে ছেড়ে দেব।

৫০ কা'বা ছাড়া অন্য কোথায় তওয়াফ করা জায়েয আছে কি? কা'বা শরীফ ছাড়া পৃথিবীর বুকে এমন কোন স্থান নেই যার তওয়াফ করা জায়েয আছে। কোন স্থানকে কা'বার সমকক্ষ মনে করাও জায়েয নেই- ঐ স্থানের মর্যাদা যতই হোক না কেন। কোন মানুষ যদি কা'বা ব্যতীত অন্য স্থানকে সম্মান করে তওয়াফ করে, তবে সে আল্লাহর নাফরমানী করবে।

অন্তরের আমলঃ

আল্লাহ্ তা'আলা অন্তকরণ (Heart) সৃষ্টি করে তাকে বাদশা বানিয়েছেন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে করেছেন তার সৈনিক। বাদশা সৎ হলে সৈনিকরাও সৎ হবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

"«وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ: أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» নিশ্চয় মানুষের শরীরে একটি মাংসপিন্ড রয়েছে, উহা সংশোধন হলে সমস্ত শরীর সংশোধন হবে, উহা বিনষ্ট হলে সারা শরীর বিনষ্ট হবে। আর উহা হলো কলব বা অন্তকরণ।" (বুখারী ও মুসলিম) অন্তরই হচ্ছে ঈমান ও তাক্বওয়া অথবা কুফরী, মুনাফেকী ও শির্কের স্থান। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

« التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ » "তাক্বওয়ার স্থান এখানে, একথা বলে তিনি নিজ সিনার দিকে তিনবার ইঙ্গিত করলেন।" (মুসলিম)

*** ঈমানঃ** বিশ্বাস, কথা ও কাজের নাম ঈমান। অন্তরের বিশ্বাস, মুখে উচ্চারণ এবং অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের মাধ্যমে ঈমান পূর্ণতা লাভ করবে। অন্তর বিশ্বাস করবে ও সত্যায়ন করবে, ফলে মুখ তার সাক্ষ্য দিবে। অতঃপর অন্তরের মধ্যে আমল শুরু হবে- ভালবাসা, ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্খা অন্তরে স্থান লাভ করবে। এরপর অন্তরের এই আমল প্রকাশ করার জন্য যিকির, কুরআন পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে মুখ নড়ে উঠবে। আর রুকূ'-সিজদা ও আল্লাহর নৈকট্যদানকারী নেক কর্মের মাধ্যমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আন্দোলন তৈরী হবে। বস্তুতঃ শরীর হচ্ছে অন্তরের অনুসরণকারী। অতএব অন্তরে কোন জিনিস স্থীরতা লাভ করলেই, যে কোনভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা তার প্রকাশ ঘটবেই।

অন্তরের আমলঃ অন্তরের আমল বলতে উদ্দেশ্য এমন বিষয় যার স্থান শুধু অন্তরেই হয় এবং অন্তরের সাথেই তা ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। তম্মধ্যে সবচেয়ে বড় আমল হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান, যার উৎপত্তি অন্তরেই হয়ে থাকে। অন্তরের আরো আমল হচ্ছে, মান্য ও স্বীকৃতির মাধ্যমে সত্যায়ন করা। এ ছাড়া পালনকর্তা সম্পর্কে বান্দার অন্তরে যা স্থান লাভ করে যেমনঃ ভালবাসা, ভয়-ভীতি, আশা-আকাঙ্খা, তাওবা, ভরসা, ধৈর্য্য, দৃঢ়তা, বিনয় ইত্যাদি।

অন্তরের আমলের বিপরীত আমলঃ অন্তরের প্রতিটি নেক আমলের বিপরীতে অন্তরের রোগও রয়েছে। যেমন একনিষ্ঠতার বিপরীত হচ্ছে রিয়া, দৃঢ়-বিশ্বাসের বিপরীত হচ্ছে সন্দেহ, ভালবাসার বিপরীত হচ্ছে ঘৃণা.. ইত্যাদি। আমরা যদি অন্তরকে সংশোধন করতে উদাসীন থাকি, তবে অন্তরের মধ্যে পাপরাশি পঞ্জিভূত হয়ে তাকে ধ্বংস করে দিবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "বান্দা যখন একটি পাপকর্ম করে, তখন অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে যায়। সে যদি ফিরে আসে, তাওবা করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তা পরিস্কার উজ্জল হয়ে যায়। কিন্তু তাওবা না করে পূনরায় যদি পাপকর্মে লিপ্ত হয় দাগটিও বৃদ্ধি পায়, এভাবে যতবার পাপে লিপ্ত হবে দাগও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এভাবে অন্তর কাল দাগে প্রভাবিত হয়ে সেখানে মরিচা পড়ে যায়। এই মরিচার কথাই আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ "কখনো নয়, তাদের কর্মের কারণে তাদের অন্তরে (পাপের)

মরিচা পড়ে গেছে।" (সূরা মুতাফ্ফিফীনঃ ১৪) (তিরমিযী) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, "চাটাইয়ের কাঠিগুলো যেমন একটি একটি করে সাজানো হয়, তেমনি অন্তরের মধ্যে একটি একটি করে ফেৎনা পতিত হয়। যে অন্তর উহা গ্রহণ করবে তার মধ্যে একটি কাল দাগ পড়ে যাবে। আর যে অন্তর তাকে প্রত্যাখ্যান করবে তার মধ্যে একটি শুভ্র দাগ পড়বে। এভাবে অন্তরগুলো দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি সাদা পাথরের মত শুভ্র। তাকে কোন ফিৎনাই ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে না- যতদিন নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর একটি অন্তর ছাইয়ের মত কাল যেমন কোন পানির পাত্রকে উপুড় করে রাখা হয় (সে পাত্র যেমন পানি ধরে রাখে না, তেমনি উক্ত অন্তর) কোন ভাল কাজ চেনে না কোন অন্যায়কে অন্যায় মনে করে না। শুধু সে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে।" (সহীহ্ মুসলিম)

অন্তরের আমল সম্পর্কে জ্ঞান লাভঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের চেয়ে অন্তরের আমল ও ইবাদত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা বান্দার সবচেয়ে বড় ফরয ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেননা অন্তরের আমল হচ্ছে মূল বা শেকড় স্বরূপ আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল হচ্ছে তার সৌন্দর্য, পূর্ণতা ও শাখা-প্রশাখা এবং ফল স্বরূপ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِنَّ اللهَ لا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ "নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের শারিরীক অবয়ব ও সম্পদের দিকে তাকাবেন না, বস্তুতঃ তিনি তাকাবেন তোমাদের অন্তকরণ ও কর্মের দিকে।" (মুসলিম) অতএব অন্তকরণ হচ্ছে জ্ঞান, চিন্তা ও গবেষণার স্থান। এ জন্যে আল্লাহর নিকট মানুষের মর্যাদা অন্তরের ঈমান, দৃঢ়তা, একনিষ্ঠতা প্রভৃতির ভিত্তিতে হয়ে থাকে। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, "আল্লাহ্র কসম আবু বকর (রাঃ) অধিক সালাত-সিয়ামের মাধ্যমে তাদের (সাহাবীদের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান হননি; কিন্তু তাঁর অন্তরে ঈমানের স্থীতির মাধ্যমেই তিনি তাঁদের মধ্যে অগ্রণী হয়েছেন।"

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তুলনায় অন্তরের আমল কয়েক কারণে অধিক মর্যাদা সম্পন্নঃ **(১)** অন্তরের ইবাদতের ত্রুটি কখনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা শারীরীক ইবাদতকে নষ্ট করে দেয়। যেমন ইবাদতে রিয়া। **(২)** অন্তরের আমলই মূল। কেননা অন্তরের ইচ্ছা ব্যতীত কোন কথা বা কাজ হয়ে গেলে তাতে কোন দোষ নেই। **(৩)** অন্তরের আমলই জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের মাধ্যম। যেমনঃ যুহ্দ বা দুনিয়া বিমূখতা। **(৪)** অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের তুলনায় অন্তরের আমলই অধিক কঠিন ও কষ্টকর। মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির (রহঃ) বলেন, "আমার নফসকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত কষ্ট করিয়েছি; অতঃপর তা আমার জন্যে সংশোধন হয়েছে।" (হিল্ইয়াতুল আউলিয়া ১/৪৫৮) **(৫)** অন্তরের আমলের প্রভাব সর্বাধিক সুন্দর। যেমন আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ভালবাসা। **(৬)** অন্তরের আমলের প্রতিদানও বেশী। আবু দারদা (রাঃ) বলেন, "এক ঘন্টা চিন্তা করা সারারাত নফল ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।" **(৭)** অন্তরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পরিচালনাকারী। **(৮)** অন্তরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের ছওয়াবকে বৃদ্ধি করে অথবা হ্রাস করে অথবা তাকে বিনাশ করে দেয়। যেমন বিনয়ের সাথে নামায আদায় করা। **(৯)** শারীরীক ইবাদতে অক্ষম হলে তার বিনিময় অন্তরের

মাধ্যমে লাভ করা যায়। যেমন সম্পদ না থাকার পরও অন্তরে দানের নিয়ত থাকলে তার ছওয়াব পাওয়া যায়।

(১০) অন্তরের ইবাদতে সীমাহীন প্রতিদান দেয়া হয়। যেমনঃ সবর বা ধৈর্য্য। **(১১)** শরীরীক আমল বন্ধ হয়ে গেলে বা আমল করতে অপারগ হলেও অন্তরের আমলের ছওয়াব জারী থাকে। **(১২)** শারীরীক আমল শুরুর পূর্বে যেমন অন্তরের উপস্থিতি দরকার অনুরূপ আমল চলা অবস্থাতেও দরকার।

শারীরীক আমল শুরুর পূর্বে অন্তরে কয়েক ধরণের অবস্থা সৃষ্টি হয়ঃ

(১) অন্তরে হঠাৎ কোন বিষয় উদয় হওয়া **(২)** অন্তরে তা স্থান লাভ করা **(৩)** তা নিয়ে অন্তরে চিন্তা সৃষ্টি হওয়া, করবে কি করবে না এরূপ দুটানায় ভুগবে। **(৪)** সংকল্প করা অর্থাৎ তাতে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছাকে প্রাধ্যান্য দেয়া। **(৫)** দৃঢ় সংকল্প করা। অর্থাৎ কাজটির ব্যাপারে অপরিহার্য ও পাকাপোক্ত সিদ্ধান্ত নেয়া। প্রথম তিনটি অবস্থায় ভাল কাজের ক্ষেত্রেও কোন ছওয়াব পাওয়া যাবে না এবং অন্যায় কাজের ক্ষেত্রেও কোন গুনাহ্ হবে না। চতুর্থ অবস্থায় সংকল্প করলে ভাল কাজের ক্ষেত্রে একটি নেকী আমল নামায় লিখা হবে, কিন্তু মন্দ কাজের ক্ষেত্রে কোন গুনাহ লিখা হবে না। কিন্তু সংকল্পকে যদি পঞ্চম অবস্থায় উন্নীত করে অপরিহার্য ও দৃঢ়তায় পরিণত করা হয়, তবে ভাল কাজের ক্ষেত্রে যেমন ছওয়াব লিখা হবে, অনুরূপ মন্দ কাজের ক্ষেত্রেও গুনাহ লিখা হবে- যদিও সে তা কর্মে বাস্তবায়ন না করে। কেননা কোন কাজ বাস্তবায়ন করার সুযোগ ও ক্ষমতা থাকাবস্থায় তাতে দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করা কাজটি বাস্তবায়ন করারই নামান্তর। মহাপবিত্র আল্লাহ্ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ "নিশ্চয় যারা ঈমানদারদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়াতে ভালবাসে তাদের জন্যে আছে দুনিয়া ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ

"দু'জন মুসলমান লড়াই করার জন্যে যদি তরবারী নিয়ে পরস্পর মুখোমুখি হয়, তবে হত্যাকারী ও নিহত উভয়ে জাহান্নামে যাবে। আবু বাকরা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ লোক তো হত্যাকারী (হিসেবে জাহান্নামে যাবে), কিন্তু নিহত ব্যক্তির অপরাধ কি? (কেন সে জাহান্নামে যাবে?) তিনি বললেন, কেননা সেও তো প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে আগ্রহী ছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)

অন্যায় কাজে দৃঢ় সংকল্প করার পর যদি তা পরিত্যাগ করে, তবে তা চার ভাগে বিভক্তঃ **(১)** আল্লাহ্র ভয়ে পরিত্যাগ করবে। এ ক্ষেত্রে সে ছওয়াবের অধিকারী হবে। **(২)** মানুষের ভয়ে পরিত্যাগ করবে। এতে সে গুনাহগার হবে। কেননা পাপাচার ছেড়ে দেয়াটাই ইবাদত; অতএব আল্লাহর ভয়েই তা ছেড়ে দেয়া আবশ্যক। **(৩)** অপারগতার কারণে পরিত্যাগ করবে; কিন্তু এ জন্যে অন্য কোন উপায় খুঁজবে না। এতেও সে দৃঢ় নিয়ত করার কারণে গুনাহগার হবে। **(৪)** সবধরণের উপায়-উপকরণের আশ্রয় নিয়েও যখন তার উদ্দেশ্য হাসিল হবে না,

তখন অনুন্যপায় অবস্থায় ব্যর্থ হয়ে তা পরিত্যাগ করবে। এ অবস্থায় উক্ত কর্ম বাস্ত বায়নকারীর ন্যায় সে গুনাহগার হবে। কেননা দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করার সাথে সাথে যখন সে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তখন সে উক্ত কাজে লিপ্ত ব্যক্তির বরাবর অবস্থায় পৌঁছে গেছে। যেমনটি পূর্বের হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে। যখনই কোন অন্যায় কাজ করার সংকল্প করবে (লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিবে) তখনই সে শাস্তির সম্মুখিন হবে। চাই অন্যায়ে তাৎক্ষণিক লিপ্ত হোক বা দেরী করে লিপ্ত হোক। যেমন কোন ব্যক্তি হারাম কাজে একবার লিপ্ত হওয়ার পর সংকল্প করল যে, যখনই সুযোগ পাবে তখনই তাতে লিপ্ত হবে, তবে সে নিয়তের কারণে উক্ত কাজে সর্বক্ষণ লিপ্ত বলে গণ্য হবে এবং শাস্তি দেয়া হবে- যদিও সে উক্ত অন্যায়ে আর লিপ্ত না হয়।

অন্তরের কতিপয় আমলের বিবরণঃ

✸ **নিয়তঃ** এটি আরবী শব্দ। তার অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা ও সংকল্প। নিয়ত না থাকলে কোন ইবাদত গ্রহণযোগ্য হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى "প্রতিটি আমল গ্রহণযোগ্য না অগ্রহণযোগ্য তা নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উহাই রয়েছে যার সে নিয়ত করে।" আবদুল্লাহ্ বিন মুবারক (রহঃ) বলেন, "অনেক সময় ছোট আমলে নিয়তের কারণে ছওয়াব বেশী হয়। আর বড় আমলে নিয়তের কারণে ছওয়াব অল্প হয়।" ফুযায়ল বিন ইয়ায (রহঃ) বলেন, "আল্লাহ্ তো তোমার নিয়ত ও ইচ্ছাটাই দেখতে চান। আমলটি যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়, তবে তাকে বলা হয় ইখলাস। অর্থাৎ আমলটি শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যেই হবে, তাতে কারো কোন অংশ থাকবে না। আর আমল যদি গাইরুল্লাহর জন্য হয়, তবে তাকে বলা হয় রিয়া বা মুনাফেকী অথবা অন্য কিছু।"

উপকারীতাঃ জ্ঞানী লোক ছাড়া সমস্ত মানুষই ধ্বংসপ্রাপ্ত। জ্ঞানীরা সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত তাদের মধ্যে আমলকারীরা ব্যতীত। আমলকারীরা সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত- তাদের মধ্যে একনিষ্ঠ লোকেরা ব্যতীত। অতএব যে বান্দা আল্লাহর আনুগত্য করতে চায় তার সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে নিয়ত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। অতঃপর আমলের মাধ্যমে নিয়তকে বিশুদ্ধ করা। সেই সাথে সততা ও ইখলাসের হাকীকত সঠিকভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করা। সুতরাং নিয়ত ছাড়া নেক আমল ক্লান্তি বা পন্ডশ্রম। আর ইখলাস ছাড়া নিয়ত হচ্ছে রিয়া। আর ঈমানের বাস্তবায়ন ছাড়া ইখলাস মূল্যহীন।

আমল সমূহ তিনভাগে বিভক্তঃ (১) পাপকর্ম। পাপকর্মে সৎ নিয়ত করলে তা ভালকাজে রূপান্তরিত হবে না। বরং তাতে নাপাক উদ্দেশ্য থাকলে তার পাপ আরো বৃদ্ধি পাবে। (২) স্বাভাবিক বৈধ কাজ-কর্ম। প্রতিটি কাজে মানুষের কোন না কোন নিয়ত বা উদ্দেশ্য থাকে, নেক নিয়তের মাধ্যমে সাধারণ কর্ম নেক কাজে রূপান্তরিত হতে পারে। (৩) আনুগত্যশীল নেক কাজ। এধরণের কাজ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্যে এবং

প্রতিদান বৃদ্ধির জন্যে নিয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট।[১] নেক কাজ করে যদি রিয়া বা লোক দেখানো উদ্দেশ্য হয়, তবে তা গুনাহের কাজ তথা ছোট শির্কে পরিণত হয়ে যাবে, কখনো বড় শির্কেও পরিণত হতে পারে। এর তিনটি অবস্থা আছেঃ (১) ইবাদতের আসল উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষকে দেখানো। তখন ইবাদতটি শির্কে পরিণত হওয়ার কারণে বাতিল বলে গণ্য হবে। (২) আমলটি আল্লাহর উদ্দেশ্যেই শুরু করবে, কিন্তু পরে তাতে রিয়া অনুভব করবে। এ অবস্থায় ইবাদতের শেষাংশ যদি প্রথমাংশের উপর নির্ভরশীল না হয়, তবে প্রথমাংশ বিশুদ্ধ হবে। যেমন একশত টাকা দান করল ইখলাসের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। আর একশত টাকা দান করল রিয়া বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে। প্রথম দানটি এখানে কবূল হবে, কিন্তু দ্বিতীয় দানটি বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ইবাদতের শেষাংশ যদি প্রথমাংশের উপর নির্ভরশীল হয়, যেমন নামায। তবে তার দু'টি অবস্থাঃ **(ক)** ইবাদতকারী রিয়াকে প্রতিহত করবে এবং রিয়ার উপর স্থীর থাকবে না। এ অবস্থায় রিয়া ইবাদতে কোন প্রভাব ফেলবে না বা সে গুনাহগার হবে না।

(খ) ইবাদতকারী রিয়ার উপর সন্তুষ্ট থাকবে এবং তা প্রতিহত করার চেষ্টা করবে না। এ অবস্থায় পূর্ণ ইবাদতটিই বাতিল হয়ে যাবে এবং রিয়া বা ছোট শির্ক করার অপরাধে সে গুনাহগার হবে।

(৩) আমল শেষ করার পর রিয়া অনুভব হবে। এটা শয়তানের ওয়াসওয়াসা। এতে আমলের কোন ক্ষতি হবে না এবং আমলকারীরও কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু অন্য কোন কারণে ইবাদতটি বাতিল হয়ে যেতে পারে। যেমন আমল করার পর নিজের

---

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি সৎ কর্মের সংকল্প করে, অতঃপর তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম না হয়, তবে আল্লাহ্ তা পূর্ণ একটি সৎকর্ম হিসেবে লিখে নেন। আর ইচ্ছা করার পর যদি তা বাস্তবায়ন করে, তবে আল্লাহ্ সে পূণ্যটিকে দশ থেকে সাতশত থেকে আরো অনেক গুণে বৃদ্ধি করে লিখে নেন। আর যে ব্যক্তি অসৎকর্ম করার সংকল্প করার পর তা বাস্তবায়ন না করে, তবে আল্লাহ্ তা একটি পূর্ণ সৎকর্ম হিসেবে লিখে নেন। আর ইচ্ছা করার পর যদি উহা বাস্তবায়ন করে, তবে আল্লাহ্ তা একটি মাত্র পাপ কাজ হিসেবে লিখে থাকেন।" (বুখারী ও মুসলিম) নবী ﷺ আরো বলেন, এ উম্মতের উদাহরণ চার ব্যক্তির ন্যায়ঃ- **(১)** এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ সম্পদ ও জ্ঞান দান করেছেন। স্বীয় সম্পদে সে ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করে থাকে এবং হক পথে ব্যয় করে। **(২)** অপর এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ জ্ঞান দান করেছেন কিন্তু কোন সম্পদ দেননি সে বলে, ঐ ব্যক্তির মত যদি আমার সম্পদ থাকত তবে তার মত আমিও তা ব্যবহার করতাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, উভয় ব্যক্তি প্রতিদানের ক্ষেত্রে বরাবর। **(৩)** তৃতীয় ব্যক্তিকে আল্লাহ্ সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু কোন জ্ঞান দান করেননি, ফলে সে তার সম্পদে মূর্খতা সূলভ আচরণ করে নাহক পথে তা ব্যয় করে। **(৪)** চতুর্থ ব্যক্তি, আল্লাহ্ তাকে না দিয়েছেন ধন-সম্পদ না জ্ঞান। সে বলে, এ ব্যক্তির ন্যায় যদি আমার (সম্পদ) থাকত তবে এমনভাবে তা ব্যয় করতাম যেমন সে করছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, উভয় ব্যক্তি পাপের ক্ষেত্রে এক সমান। (তিরমিযী) এ হাদীছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তি তাদের সাধ্যানুযায়ী কথা বলেছে অর্থাৎ অন্তরের আকাঙ্খার কথা প্রকাশ করেছে। বলেছেঃ "আমার নিকট যদি ঐ ব্যক্তির মত সম্পদ থাকত, তবে তার মতই আমি তা ব্যবহার করতাম।" এ জন্যে প্রত্যেককে তার কামনা অনুযায়ী ছওয়াব বা গুনাহ দেয়া হয়েছে। হাফেয ইবনে রজব (রহঃ) বলেন, হাদীছের বাক্যঃ "প্রতিদানের ক্ষেত্রে উভয় ব্যক্তি বরাবর।" দ্বারা বুঝা যায়, উভয় ব্যক্তি আমলটির মূল প্রতিদানে বরাবর হবে। কিন্তু অতিরিক্ত প্রতিদানে বরাবর হবে না। অর্থাৎ নেক কর্ম বাস্তবে রূপদানকারী মূল ছওয়াবসহ তাতে দশ থেকে সাতশত থেকে আরো বহুগুণ ছওয়াব লাভ করবে। কিন্তু শুধুমাত্র ইচ্ছাকারী নেক নিয়তের কারণে মূল আমলের ছওয়াব পেলেও বাস্ত বায়ন করতে না পারার কারণে অতিরিক্ত (দশ থেকে সাতশত থেকে আরো বহুগুণ) ছওয়াব পাবে না। কেননা সবদিক থেকেই যদি উভয় ব্যক্তি বরাবর ছওয়াবের অধিকারী বলা হয়. তবে তা হাদীছের সম্পূর্ণ খেলাফ কথা হবে।

শ্রেষ্ঠত্ব ও গর্ব প্রকাশ করার জন্য ঐ বিষয়ে গল্প করে বা দান করার পর খোঁটা দেয়, তবে আমলটি বাতিল হয়ে যাবে। এছাড়া রিয়ার আরো অনেক গোপন বিষয় আছে, তা জানা ওয়াজিব এবং তা থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

নেক কাজ করে যদি দুনিয়া উপার্জন উদ্দেশ্য হয়, তবে তার প্রতিদান অথবা গুনাহ নিয়ত অনুযায়ী হবে। এর তিনটি অবস্থাঃ

(১) নেক আমলের আসল উদ্দেশ্যই হচ্ছে শুধুমাত্র দুনিয়া উপার্জন করা, যেমন শুধুমাত্র বেতন পাওয়ার উদ্দেশ্যেই নামাযে ইমামতি করা। এ অবস্থায় সে পাপী ও গুনাহগার হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ ﷻ لا يَتَعَلَّمُهُ إِلا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنْ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا "মহামহিম আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে ইলম অর্জন করতে হয়, তা যদি কোন মানুষ শুধুমাত্র দুনিয়ার সম্পদ উপার্জনের উদ্দেশ্যে শিক্ষা করে, তবে সে কিয়ামত দিবসে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।" (আবু দাউদ)

(২)আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে আমল করা। এ ধরণের ব্যক্তির ঈমান ও ইখলাস অপূর্ণ। যেমন ব্যবসা এবং হাজ্জ করার উদ্দেশ্যে হাজ্জে যাওয়া। তার যতটুকু ইখলাস ও ঈমান থাকবে সে ততটুকু ছওয়াব পাবে।

(৩) শুধুমাত্র এক আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই নেক আমল করবে কিন্তু যথাযথভাবে কর্ম সম্পাদনের নিমিত্তে শ্রমের মূল্য হিসেবে কিছু পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে নেক কর্মটিতে পূর্ণ ছওয়াব পাবে। পারিশ্রমিক নেয়ার ফলে ছওয়াব হ্রাস হবে না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ "তোমরা যে বিষয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ কর, তন্মধ্যে সর্বাধিক উপযুক্ত হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।" (বুখারী)

জেনে রাখুন, একনিষ্ঠভাবে নেক আমলকারীরা তিন স্তরে বিভক্তঃ (১) নিম্নস্তরঃ শুধুমাত্র ছওয়াব কামাই এবং শাস্তি থেকে বাঁচার জন্যে আমল করবে। (২)মধ্যবর্তী স্তরঃ আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্যে এবং তাঁর নির্দেশ পালনার্থে আমল করবে। (৩) উচ্চস্তরঃ পবিত্র আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্মান এবং ভয় রেখে তাঁর ইবাদত করবে। এটা হচ্ছে সিদ্দীকদের স্তর।[১]

✸ **তাওবাঃ** সর্বদা তাওবা করা ওয়াজিব। গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া মানুষের স্বভাব। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ» "আদম সন্তান সবাই অপরাধ করে। অপরাধীদের মধ্যে উত্তম তারাই যারা তাওবা করে।" (তিরমিযী) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু

১. মহা পবিত্র আল্লাহ্ মূসা (আঃ) সম্পর্কে বলেন, ﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴾ "হে আমার পালনকর্তা! আমি তাড়াতাড়ি আপনার দরবারে এসে গেলাম, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন।" (সূরা ত্বাহাঃ ৮৪) মূসা (আঃ) শুধু আল্লাহর নির্দেশ পালনই নয়; বরং আগ্রহভরে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের জন্যে আগেভাগে এসে গেলেন, যাতে আল্লাহ্ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। অনুরূপ পিতা-মাতার সাথে সদ্ববহার করা। এক্ষেত্রে নিম্ন স্তর হচ্ছেঃ শুধুমাত্র অবাধ্যতার শাস্তির ভয়ে এবং সদাচরণের ছওয়াব পাওয়ার আশায় তাদের সাথে সদ্ববহার করা। মধ্যবর্তী স্তর হচ্ছেঃ আল্লাহর আদেশ পালনার্থে এবং তারা শিশুবস্থায় তোমাকে লালন-পালন করেছেন তার কিছুটা উত্তম প্রতিদান দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদের সাথে সদ্ববহার করা। উচ্চস্তর হচ্ছেঃ মহামহিম আল্লাহর নির্দেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ ভালবাসা ও সম্মান রেখে পিতামাতার সাথে সদ্ববহার করা।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, «لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ» "তোমরা যদি গুনাহ না কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদের সরিয়ে দিবেন এবং সে স্থলে এমন জাতি সৃষ্টি করবেন যারা গুনাহ করবে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, তখন তিনিও তাদের ক্ষমা করে দিবেন।" (মুসলিম) তাওবা করতে দেরী করা এবং গুনাহের কাজে অটল থাকা মস্তবড় অন্যায়। শয়তান সাত ধরণের বাধা-প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের উপর বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করে। একটি বাধায় অপারগ হলে তার পরেরটি দ্বারা চেষ্টা চালায়। সেগুলো হচ্ছেঃ (১) সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে: শির্ক ও কুফরী। (২)এতে সফল না হলে, বিদআত তথা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর ছাহাবীদের অনুসরণের ক্ষেত্রে নতুন নীতি সৃষ্টি করার মাধ্যমে। (৩) এতেও যদি সফল না হয়, তখন কাবীরা গুনাহে লিপ্ত করার চেষ্টা করে। (৪) এক্ষেত্রে সামর্থ না হলে ছাগীরা গুনাহে লিপ্ত করে। (৫) এতেও সফল না হলে, দুনিয়াবী বৈধ কাজ বেশী পরিমাণে করায়। (৬) এখানেও অপারগ হলে, অধিক ফযীলত ও বেশী নেকী আছে এমন কাজের তুলনায় কম নেকীর কাজের দ্বারা। (৭) এতেও সফল না হলে পথভ্রষ্ট করার জন্য জিন ও মানুষরূপী শয়তানকে তার বিরুদ্ধে নিয়োগ করে দেয়।

গুনাহের কাজ দু'ভাগে বিভক্তঃ (১) কাবীরা (বড়) গুনাহ্। যে সমস্ত কাজে দুনিয়াতে দন্ড-বিধি নির্ধারণ করা আছে অথবা আখেরাতে শাস্তির ধমক দেয়া হয়েছে অথবা আল্লাহর গযব বা লা'নত বা ঈমান থাকবে না এমন কথা বলা হয়েছে তাকে কাবীরা গুনাহ বলে। (২) সাগীরা (ছাট) গুনাহ। উহা হচ্ছে কাবীরার নিম্ন পর্যায়ের পাপ। বিভিন্ন কারণে সাগীরা গুনাহ কাবীরা গুনাহে পরিণত হতে পারে। যেমন: ছোট গুনাহের কাজে অটল থাকা, অথবা তা বারবার করা, বা তা তুচ্ছ মনে করা বা গুনাহের কাজে লিপ্ত হতে পেরে গর্ব করা অথবা গুনাহের কাজ প্রকাশ্যে করা।

সব ধরণের পাপ থেকেই তাওবা করা বিশুদ্ধ। পশ্চিমাকাশে সূর্য উদিত হওয়া অথবা মুমূর্ষু অবস্থায় মৃত্যুর গরগরা আসার পূর্ব পর্যন্ত তওবার দরজা উন্মুক্ত। তাওবাকারী যদি নিজ তাওবায় সত্যবাদী হয়, তবে তার পাপরাশীকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করা হবে- যদিও তা আকাশের মেঘমালার সংখ্যা বরাবর অধিক হয়।

তওবা কবূল হওয়ার শর্তাবলীঃ (১) সংশ্লিষ্ট গুনাহের কাজটিকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা, (২) কৃত অপরাধের কারণে লজ্জিত হওয়া, (৩) ভবিষ্যতে পুনরায় উক্ত অপরাধে লিপ্ত হবে না এ কথার উপর দৃঢ় অঙ্গীকার করা। অন্যায় কাজটি যদি মানুষের অধিকার সংশ্লিষ্ট হয়, তবে উক্ত অধিকার তাদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া।[১]

---

১. বর্ণিত হয়েছে নবী (সাঃ) বলেন, আল্লাহর নিকট ঋণ তিন প্রকার। এক প্রকার ঋণ আল্লাহ্ পরওয়া করবেন না, আরেক প্রকার ঋণ ছাড়বেন না এবং আরেক প্রকার ক্ষমা করবেন না। যে ঋণ কোন কিছুই আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না, তা হচ্ছে শির্ক। ﴿إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ﴾ "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতকে হারাম করে দিবেন এবং তাঁর ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম।" (সূরা মায়েদাঃ ৭২) আল্লাহ যে ঋণকে কিছু পরওয়া করবেন না তা হচ্ছে, বান্দার পাপাচার- আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে যাতে সে

তাওবার ক্ষেত্রে মানুষ চার স্তরে বিভক্তঃ (১) জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাওবার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যে সমস্ত ছোট-খাট মানবীয় ভূল-ভ্রান্তি থেকে কেউ মুক্ত নয় তাছাড়া পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কল্পনা কখনো তার অন্তরে সৃষ্টিই হবে না। এটাকেই বলা হয় তাওবায় দৃঢ় থাকা। এধরণের তাওবাকারী কল্যাণে অগ্রগামী। তার তাওবাকে বলা হয় তাওবায়ে নাসূহা বা একনিষ্ঠ দৃঢ় তাওবা। আর তার আত্মা হচ্ছে প্রশান্তিময় আত্মা। (২) তাওবা করার পর মৌলিক আমলগুলোতে দৃঢ় থাকবে। কিন্তু পাপাচার থেকে মুক্ত হতে পারবে না। অপরাধে লিপ্ত হওয়ার জন্যে সুদৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে অগ্রসর হবে না; কিন্তু তারপরও ফেৎনা থেকে বাঁচতে পারবে না- লিপ্ত হয়েই যাবে। যখনই এধরণের কিছু ঘটে যাবে অপরাধীর মত নিজেকে লাঞ্চনা দিবে, লজ্জিত হবে এবং অন্যায়ে লিপ্ত হওয়ার যাবতীয় উপকরণ থেকে বেঁচে থাকার জন্যে অঙ্গীকার করবে। একেই বলা হয় নাফ্সে লাওয়ামাহ্ বা তিরস্কারকারী আত্মা। (৩) তাওবা করে কিছুকাল দৃঢ় থাকবে। অতঃপর হঠাৎ কোন গুনাহের কাজে প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে লিপ্ত হয়ে পড়বে। অথচ সে নিয়মিতভাবে নেককাজ করেই চলবে। যাবতীয় অপরাধে জড়াতে মন চাইলেও এবং হাতের নাগালে পেলেও তা পরিত্যাগ করবে। কিন্তু দু/একটি বিষয়ে প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারবে না, ফলে তাতে লিপ্ত হয়ে পড়বে, শেষে লজ্জিত হবে এবং উক্ত অন্যায় অচিরেই ছেড়ে দিয়ে তাওবা করার অঙ্গীকার করবে। একে বলা হয় নাফ্সে মাসঊলা বা জিজ্ঞাসিত আত্মা। এর পরিণাম ভয়াবহ। কেননা সে আজ নয় কাল বলে তাওবা করতে দেরী করছে। হতে পারে সে তাওবার সুযোগ না পেয়েই মৃত্যু বরণ করবে। মানুষের শেষ আমলই তার পরিণাম নির্ধারণ করে। (৪) তাওবা করে কিছু সময় দৃঢ় থাকবে। কিন্তু পুনরায় দ্রুত অন্যায়ে লিপ্ত হবে, অতঃপর অন্যায় করে আফসোসও করবে না এবং তাওবা করার কথা মনেও আনবে না। একেই বলা হয় নাফ্সে আম্মারা বিস্ সূ'ই বা অন্যায়ে উদ্বুদ্ধকারী আত্মা। এর পরিণাম খুবই ভয়ানক। এর শেষ পরিণতি খারাপ হওয়ার আশংকা আছে। অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে তার নসীবে তাওবা নাও জুটতে পারে। ফলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

✸ **সত্যবাদিতাঃ** সত্যবাদিতা হচ্ছে অন্তরের যাবতীয় আমলের মূল। সিদ্ক্ব বা সত্যবাদিতা শব্দটি ছয়টি অর্থে ব্যবহার হয়ঃ

(১) কথাবার্তায় সত্যবাদিতা, (২) ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যে সত্যবাদিতা (এটাকে ইখলাস বলা হয়) (৩) দৃঢ় সংকল্পে সত্যবাদিতা (৪) দৃঢ় সংকল্প বাস্তবায়নে সত্যবাদিতা, (৫) কর্মে সত্যবাদিতা। অর্থাৎ ভিতর ও বাহির একই রকম হওয়া। যেমন, বিনয়ের সাথে নামায আদায় করা। (৬) ধর্মের সকল বিষয় বাস্তবায়নে সত্যবাদিতা। এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক সম্মানিত স্তর। যেমন- ভয়-ভীতি, আশা-আকাঙ্খা, শ্রদ্ধা-সম্মান, দুনিয়া

লিপ্ত হয়েছে। আল্লাহ্ চাইলে তা ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ঋণ আল্লাহ্ কিছুই ছাড়বেন না তা হচ্ছে, বান্দাদের পরস্পরের উপর যুলুম। এর প্রতিশোধ তিনি অবশ্যই নিবেন।" (আহমাদ, হাদীছটি যঈফ)

বিমুখতা, সন্তুষ্টি, ভরসা, ভালবাসা তথা অন্তরের যাবতীয় আমলে সততার পরিচয় দেয়া। যে ব্যক্তি উল্লেখিত প্রতিটি বিষয়ে সত্যতার গুণে নিজেকে গুণান্বিত করতে পারবে তাকেই বলা হবে 'সিদ্দীক'। কেননা সে সত্যতার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا "অবশ্যই তোমরা সত্যনিষ্ঠ হবে, কেননা সত্যতা নেক কাজের পথ দেখায়। আর নেক কাজ জান্নাতের পথ দেখায়। একজন মানুষ যদি সত্যবাদী হতে থাকে এবং সত্যতা অনুসন্ধান করে, তবে সে এক সময় আল্লাহর নিকট 'সিদ্দীক' বা মহাসত্যবাদী রূপে লিখিত হয়ে যায়।" (বুখারী ও মুসলিম) কোন মানুষ যদি সত্য উদ্ঘাটনে সন্দেহে পতিত হয়, অতঃপর প্রবৃত্তির অনুসরণ বাদ দিয়ে আল্লাহর কাছে নিজ সত্যতার পরিচয় দিয়ে তা অনুসন্ধান করে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারে এবং সত্য খুঁজে পায়। কিন্তু তারপরও যদি বিফল হয় তবে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন।

সত্যের বিপরীত হচ্ছে মিথ্যা। সর্বপ্রথম অন্তরে মিথ্যার উদয় হয়, অতঃপর তা ভাষায় প্রকাশ করে এবং শারীরীক কর্মে তার প্রতিফলন ঘটে। ফলে মিথ্যার প্রভাবে তার যবান, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল এবং অবস্থা বিনষ্ট হয়। তখন মিথ্যাচার তার বেসাতিতে পরিণত হয়।

✸ **ভালবাসাঃ** আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদেরকে ভালবাসার মাধ্যমে ঈমানের স্বাদ লাভ করা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيمَانِ أن يكون اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأن يَحَبَّ المرأ لا يُحِبُّهُ إِلا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَرجع إِلى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ "তিনটি বৈশিষ্ট যার মধ্যে আছে সে ঈমানের স্বাদ লাভ করবে। (ক) আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তার নিকট সর্বাধিক প্রিয় পাত্র হবে। (খ) কোন মানুষকে ভালবাসলে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালবাসবে। (গ) কুফরী থেকে আল্লাহ্ তাকে মুক্তি দেয়ার পর তাতে পুনরায় ফিরে যাওয়াকে ঘৃণা করবে, যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে সে ঘৃণা করে।" (বুখারী ও মুসলিম) অন্তরে যদি ভালবাসার বীজ বপন করা হয় এবং ইখলাস ও নবী (সাঃ)এর অনুসরণ দ্বারা তাকে সিক্ত করা হয়, তবে তাতে রঙবেরঙ্গের ফলের সমাহার দেখা যাবে, আল্লাহর হুকুমে তার স্বাদও অত্যন্ত সুমিষ্ট হবে। ভালবাসা চার প্রকারেরঃ

(১) আল্লাহকে ভালবাসা। এটাই হচ্ছে ঈমানের মূল।

(২) আল্লাহর কারণে কাউকে ভালবাসা এবং তাঁর কারণেই কাউকে ঘৃণা করা। এটা হচ্ছে ওয়াজিব ভালবাসা।[১] (৩) আল্লাহর সাথে অন্যকে ভালবাসা। অর্থাৎ ওয়াজিব ভালবাসায় আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশী করা। যেমন, মুশরিকদের তাদের

---

১ ভালবাসা ও ঘৃণার (বন্ধুত্ব ও শত্রুতার) ক্ষেত্রে মানুষ তিনভাগে বিভক্তঃ (১) একনিষ্ঠভাবে যাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে হবে, কোন প্রকার শত্রুতা পোষণ করা যাবে না, তাঁরা হচ্ছেন খাঁটি ও প্রকৃত মু'মিনগণ। যেমন, নবী-রাসূলগণ এবং সিদ্দীকীন। তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন, আমাদের নেতা মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর স্ত্রীগণ, তাঁর কন্যাগণ এবং ছাহাবীগণ। (২) যাদের সাথে কোনভাবেই বন্ধুত্ব রাখা যাবে না; বরং তাদের থেকে নিজেদেরকে মুক্ত

মা'বুদদেরকে ভালবাসা। এটাই হচ্ছে আসল শির্ক। (৪) স্বভাবগত ভালবাসা। যেমন পিতামাতা, সন্তান, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদিকে ভালবাসা। এটা জায়েয। আল্লাহর ভালবাসা পেতে চাইলে দুনিয়া বিমুখ হতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ "তুমি দুনিয়া বিমুখ হও, আল্লাহ্ তোমাকে ভালবাসবেন।" (ইবনে মাজাহ)

✸ **তাওয়াক্কুল বা ভরসাঃ** উদ্দেশ্য হাসিল এবং বিপদ দূরীকরণের জন্যে অন্তরকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা এবং তাঁর উপর নির্ভর করা। সেই সাথে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখা এবং বৈধ শরীয়ত সম্মত উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা। অন্তরকে আল্লাহর উপর সোপর্দ না করা তাওহীদের মধ্যে বিরাট দোষ। আর উপায়-উপকরণ অবলম্বন না করা বিবেকের মধ্যে বিরাট ত্রুটি। ভরসার সময় হচ্ছে কোন কাজ শুরু করার পূর্বে। দৃঢ় বিশ্বাসের ফলে ভরসা তৈরী হয়। ভরসা তিন প্রকারঃ (১) ওয়াজিব ভরসা। যে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ ব্যতীত কারো কোন ক্ষমতা নাই, তাতে তাঁর উপর ভরসা করা। যেমন, রোগমুক্তি। (২) হারাম ভরসা। এটা দু'প্রকারঃ (ক) বড় শির্ক, উহা হচ্ছে, সার্বিক ভরসা উপায়-উপকরণের উপরই করা এবং উপকরণই কল্যাণ আনয়ন ও অকল্যাণ প্রতিহত করতে পারে এমন বিশ্বাস রাখা।[১] (খ) ছোট

রেখে দূরে থাকতে হবে এবং তাদের ব্যাপারে অন্তরে শত্রুতা ও ঘৃণা রাখতে হবে। তারা হচ্ছে কাফের সম্প্রদায়। যেমন আহলে কিতাব (ইহুদী-খৃষ্টান), মুশরিক (হিন্দু, অগ্নী পুজক, বৌদ্ধ) ও মুনাফেক সম্প্রদায়। (৩) এক দিক থেকে যাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে হবে আরেক দিক থেকে তাদেরকে ঘৃণা করতে হবে। তারা হচ্ছে পাপী মু'মিন। ঈমানের কারণে তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে হবে। আর পাপ কর্মে জড়ানোর কারণে তাদেরকে ঘৃণা করতে হবে। কাফেরদের থেকে দূরে থাকার পদ্ধতি হচ্ছে: তাদেরকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতে হবে, তাদেরকে প্রথমে সালাম বা অভিভাদন প্রদান করা যাবে না, তাদের জন্য নম্র হওয়া যাবে না, তাদের দেখে পুলকিত ও আশ্চর্য প্রকাশ করা যাবে না এবং তাদের দেশ ত্যাগ করার মাধ্যমে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। মু'মিনদের সাথে বন্ধুত্বের নিয়ম হচ্ছে: সম্ভব হলে মুসলিমদের দেশে হিজরত করে চলে আসা, জান-মাল দিয়ে তাদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা, তাদের সুখে সুখী হওয়া দুঃখে দুঃখী হওয়া, তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করা ইত্যাদি। কাফেরদেরকে ভালবাসা ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা দু'ভাগে বিভক্তঃ (ক) যে ভালবাসার কারণে মুরতাদ হয়ে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। যেমন, ধর্মীয় কারণে কাফেরদেরকে ভালবাসা। (খ) হারাম ভালবাসা। কিন্তু সে কারণে ইসলাম থেকে বের হবে না। যেমন দুনিয়াবী বিষয়ে তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা। অনেক ক্ষেত্রে কাফেরদের সাথে সুন্দর আচরণ এবং তাদেরকে ঘৃণা ও তাদের থেকে মুক্ত থাকার বিষয় দু'টি এলোমেলো হয়ে যায়। কিন্তু বিষয় দু'টিতে পার্থক্য করা উচিত। অন্তরের মধ্যে ভালবাসা না রেখে তাদের কোন বিষয়ে বাহ্যিক ইনসাফ করা, সুন্দর আচরণ করা, হেদায়াতের আশায় দয়া ও করুণা বশতঃ নরম ভাষায় কথা বলা, মানবিক কারণে দুর্বল কাফেরদের প্রতি অনুগ্রহ করা.. ইত্যাদি জায়েয। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ "ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সাদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না।" (সূরা মুমতাহানাঃ ৯) আর অন্তরে তাদেরকে ঘৃণা করা এবং শত্রুতা পোষণ করা অন্য বিষয়। আল্লাহই সে আদেশ দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেনঃ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে তারা তা অস্বীকার করেছে।" (সূরা মুমতাহানাঃ ১) অতএব তাদেরকে ভাল না বেসে এবং ঘৃণা করার সাথে সাথে তাদের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা সম্ভব। যেমন নবী (সাঃ) মদীনার ইহুদীদের সাথে আচরণ করেছিলেন।

১ উপায়-উপকরণ অবলম্বন কি ভরসার বিপরীত? এর কয়েকটি দিক আছে। (১) অনুপস্থিত উপকার আনয়ন করা। এটা আবার তিন প্রকারঃ (ক) নিশ্চিত উপায়। যেমন সন্তান পাওয়ার আশায় বিবাহ করা। অতএব এই উপায়কে প্রত্যাখ্যান করে সন্তান পাওয়ার ভরসা করা পাগলামী। এটা কোন ভরসাই নয়। (খ) উপায় কিন্তু তেমন নিশ্চিত নয়। যেমনঃ পাথেয় না নিয়েই মরুভূমিতে সফর করা। এটা কোন ভরসা নয়। কেননা পাথেয় সাথে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিজরতের সফরে বের হয়ে যেমন পাথেয় সাথে নিয়েছিলেন, অনুরূপ

শির্ক। যেমন রিযিকের বিষয়ে কোন মানুষের উপর ভরসা করা। তবে রিযিক এককভাবে তার নিকটেই আছে এমন বিশ্বাস করে না। কিন্তু সে যে শুধুমাত্র একটি মাধ্যম হতে পারে তার চাইতে বেশী তার উপর ভরসা রাখার কারণে তা ছোট শির্ক হিসেবে গণ্য হবে। (৩) জায়েয ভরসা। মানুষের সামর্থের মধ্যে কোন কাজের দায়িত্ব তাকে দেয়া। যেমন বেচা-কেনা করা। কিন্তু এক্ষেত্রে এরূপ বলা জায়েয হবে নাঃ এ কাজে আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম অতঃপর আপনার উপর; বরং বলবে একাজে আপনাকে দায়িত্ব দিলাম।

✸ **কৃতজ্ঞতাঃ** আল্লাহ তা'আলা বন্দাকে যে নি'য়ামত দিয়েছেন তার প্রভাব অন্তরে মেনে নেয়াকে বলা হয় ঈমান, ভাষার মাধ্যমে তা প্রকাশকে বলা হয় আল্লাহর প্রশংসা, আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল দ্বারা তার প্রভাব প্রকাশ করাকে বলা হয় ইবাদত। মূলতঃ কৃতজ্ঞতাই উদ্দেশ্য; কিন্তু সবর বা ধৈর্য্য অন্য কিছু হাসিলের মাধ্যম। শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয় অন্তর, যবান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা। আর কৃতজ্ঞতার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নি'য়ামত সমূহ তাঁর আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করা।

✸ **সবর-ধৈর্যঃ** বিপদ মুসীবতে কারো কাছে অভিযোগ পেশ না করে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে পেশ করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ "সবরকারীদের বেহিসাব প্রতিদান পূর্ণরূপে প্রদান করা হবে।" (সূরা যুমারঃ ১০) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ। "যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করতে চায় আল্লাহ্ তাকে ধৈর্যশালী করে দেন। ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও সুপ্রশস্ত অন্য কোন দান আল্লাহ্ কাউকে প্রদান করেন নি।" (বুখারী ও মুসলিম) ওমার (রাঃ) বলেন, আমি যখনই কোন বিপদে পতিত হয়েছি, বিনিময়ে আল্লাহ্ তাতে আমাকে চার প্রকার নেয়া'মত প্রদান করেছেন। বিপদটি আমার ধর্মীয় বিষয়ে হয়নি, উহা সর্ব বৃহৎ হয়নি, তাতে আমি সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়নি এবং তাতে আমি প্রতিদানের আশা রাখি।

পথ নির্দেশক হিসেবে একজন লোককেও ভাড়া করেছিলেন। (গ) কিছু উপকরণ এমন আছে- ধারণা করা হয় যে, উহা উপকরণ হিসেবে প্রজোয্য হতে পারে; কিন্তু প্রকাশ্যে তার উপর আস্থা রাখা যাবে না। যেমন উপার্জনের জন্যে সবধরণের সুক্ষ্ম ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা। এটা তাওয়াক্কুলের বিপরীত নয়। বরং কামাই-রোজগার না করে বসে থাকাটাই তাওয়াক্কুল বহির্ভূত কাজ। ওমার (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মাটিতে বীজ বপন করে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে সেই প্রকৃত ভরসাকারী। (২)উপস্থিত বস্তুর সংরক্ষণ। হালাল খাদ্য সামগ্রী ভবিষ্যতের জন্যে জমিয়ে রাখা তাওয়াক্কুল বিরোধী কাজ নয়। বিশেষ করে তা যদি পরিবার-পরিজনের জন্য হয়। কেননা নবী (সাঃ) বানী নাযীরের খেজুরের বাগান বিক্রয় করে তাঁর পরিবারের জন্যে এক বছরের সমপরিমাণ খাদ্য সামগ্রী জমা করে রাখতেন। (বুখারী ও মুসলিম) (৩) বিপদ আসার পূর্বেই তা প্রতিহত করার ব্যবস্থা করা। বিপদ মোকাবেলার অগ্রীম ব্যবস্থা গ্রহণ পরিত্যাগ করা তাওয়াক্কুলের শর্তের অন্তর্ভূক্ত নয়। যেমন, বর্ম পরিধান, রশি দ্বারা উট বেঁধে রাখা। এসব ক্ষেত্রে উপকরণ সৃষ্টিকারী আল্লাহর উপর ভরসা করবে, উপকরণটির উপর ভরসা করবে না। এর পর কোন কিছু ঘটে গেলে আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। (৪) বিপদ আসার পর তা থেকে উদ্ধার লাভ। এটা তিন প্রকারঃ (ক) উপকরণটি দ্বারা বিপদ থেকে মুক্তি নিশ্চিত। যেমন পানি পিপাসা দূর করার মাধ্যম। এ উপকরণ পরিত্যাগ করা কোন ভরসা নয়। (খ) উপকরণটি দ্বারা বিপদ মুক্তির সম্ভাবনা থাকবে। যেমন ঔষধ রোগ মুক্তির মাধ্যম। রোগ হলে ঔষধ ব্যবহার করা তাওয়াক্কুলের বিরোধী নয়। কেননা নবী (সাঃ) নিজে ঔষধ ব্যবহার করেছেন এবং ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। (গ) উপকরণটি খেয়ালের বশে ব্যবহার করা। যেমন সুস্থ থাকাবস্থায় শরীরে দাগ লাগানো, যাতে করে অসুস্থ না হয়। এরূপ করা পূর্ণ তাওয়াক্কুলের বিরোধী।

ধৈর্যের স্তর সমূহঃ (১) নিম্নস্তরঃ বিপদাপদকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও কোন অভিযোগ না করা (২) মধ্যবর্তী স্তরঃ সন্তুষ্টির সাথে অভিযোগ পরিত্যাগ করা (৩) উচ্চস্তরঃ বিপদাপদেও আল্লাহর প্রশংসা করা। কেউ যদি নিপিড়ীত হয়ে নিপিড়নকারীর উপর বদদু'আ করে, সে তো নিজেকে সাহায্য করল, নিজের হক আদায় করে নিল, সবরকারী হতে পারল না।

ধৈর্য দু'প্রকারঃ (১) শারীরীক বিপদাপদে ধৈর্য। এ বিষয়ে কোন আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। (২) আত্মীক বিষয়ে ধৈর্য ধারণ। অর্থাৎ স্বাভাবিক আকর্ষণীয় বিষয়ে এবং প্রবৃত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে ধৈর্য ধারণ।[১]

দুনিয়াতে মানুষ যা লাভ করে তা দু'টির যে কোন একটিঃ

(১) মনে যা চায় তাই লাভ করে। তখন আবশ্যক হচ্ছে শুকরিয়ার মাধ্যমে আল্লাহর হক আদায় করা এবং কোন কিছুই আল্লাহর অবাধ্যতায় ব্যয় না করা। (২) মন যা চায় তার বিপরীত বিষয়ঃ এটা তিনভাগে বিভক্তঃ (ক) আল্লাহর আনুগত্য করার ক্ষেত্রে সবর করা। এ ক্ষেত্রে ওয়াজিব সবর হচ্ছে ফরয কাজ সমূহ বাস্তবায়ন করা এবং নফল সবর হচ্ছে সুন্নাত মুস্তাহাব ও নফল কাজ সমূহ আদায় করা। (খ) আল্লাহর অবাধ্য না হওয়ার ক্ষেত্রে সবর করা। এক্ষেত্রে ওয়াজিব হচ্ছে হারাম বিষয় সমূহ পরিত্যাগ করা এবং মুস্তাহাব হচ্ছে মাকরূহ তথা নিন্দনীয় বিষয় সমূহ পরিত্যাগ করা। (গ) আল্লাহর নির্ধারণকৃত বিপদাপদে সবর করা। এক্ষেত্রে ওয়াজিব হচ্ছে অভিযোগ করা থেকে যবানকে সংযত রাখা। (অর্থাৎ- আমি বিপদে পড়েছি, আল্লাহ্ আমাকে বিপদে ফেলেছেন ইত্যাদি কথা মানুষের কাছে না বলা।) আল্লাহর নির্ধারণে রাগম্বিত হওয়া বা প্রশ্নতোলা থেকে অন্তরকে বিরত রাখা এবং আল্লাহকে অসন্তুষ্টকারী কাজ থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সংযত রাখা। যেমন গালাগালি-রাগারাগি না করা এবং বিলাপ করে ক্রন্দন, কাপড় বা চুল ছেঁড়া, নিজের শরীরের আঘাত করা প্রভৃতি কাজ থেকে বিরত থাকা। আর মুস্তাহাব হচ্ছে আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করেছেন তাতে অন্তরে সন্তুষ্টি পোষণ করা।

কে উত্তম কৃতজ্ঞতাকারী ধনী নাকি সবরকারী ফকীর? সম্পদশালী মানুষ যদি নিজের সম্পদকে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে ব্যয় করে এবং উক্ত উদ্দেশ্যেই তা জমিয়ে রাখে. তবে সে ফকীরের চেয়ে উত্তম। কিন্তু ধনী মানুষ যদি দুনিয়াবী বৈধ বিষয়ে বেশী অর্থ ব্যয় করে, তবে সবরকারী ফকীরই তার চেয়ে উত্তম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ "পানাহার করে শুকরিয়া আদায়কারী ধৈর্য ধারণকারী রোযাদারের ন্যায়।" (আহমাদ)

---

১ এ ধরণের ধৈর্য যদি পেট এবং গোপনাঙ্গের চাহিদা দমনে হয় তবে তাকে বলা হয় পবিত্রতা। যদি যুদ্ধের ক্ষেত্রে হয় তবে বলা হয় বীরত্ব। যদি ক্রোধ দমনের ক্ষেত্রে হয় তবে বলা হয় হিল্‌ম বা সহনশীলতা। যদি কোন বিষয় গোপন করার ক্ষেত্রে হয় তবে বলা হয় গোপনীয়তা রক্ষা করা। যদি জীবন ধারণের সামগ্রীতে অতিরিক্ত বস্তু পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে হয় তবে বলা হয় যুহ্দ বা দুনিয়া বিমুখতা। যদি দুনিয়ার অল্প বস্তু পেয়ে সন্তুষ্ট থাকার ক্ষেত্রে হয় তবে তাকে বলা হয় কানা'আত বা অল্পে তুষ্টি।

✸ **সন্তুষ্টিঃ** উহা হচ্ছে কোন বস্তু পেয়ে তুষ্টি প্রকাশ করা এবং তাকেই যথেষ্ট ভাবা। সন্তুষ্টির প্রকাশ কোন কাজ সম্পাদন করার পর হয়ে থাকে। আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করা নৈকট্যশালী বান্দাদের উচ্চ মর্যাদার পরিচয়। ভালবাসা ও ভরসার প্রতিফল হচ্ছে সন্তুষ্টি। বিপদে পতিত হওয়ার পর তা থেকে মুক্তির জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানানো সন্তুষ্টির পরিপন্থী নয়।

✸ **বিনয়ঃ** উহা হচ্ছে বান্দার আল্লাহকে সম্মান করা, তাঁর কাছে নিজেকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করা এবং তাঁর সামনে কাতরভাব প্রকাশ করা। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, "তোমরা মুনাফেকী বিনয় থেকে বেঁচে থাক। তাঁকে প্রশ্ন করা হল মুনাফেকী বিনয় কিরূপ? তিনি বললেন, উহা হচ্ছে শরীর বিনীত; অথচ অন্তরে বিনয় ও নিষ্ঠা নেই।" তিনি আরো বলেন, "ধর্মের সর্বপ্রথম যে জিনিসটা তোমাদের নিকট থেকে বিলুপ্ত হবে তা হচ্ছে, বিনয়।" যে সমস্ত ইবাদতে বিনয়ী হতে নির্দেশ এসেছে, তাতে যতটুকু বিনয় ও ভক্তি থাকবে, ততটুকু ছওয়াব পাওয়া যাবে। যেমন, নামায। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসল্লী সম্পর্কে বলেছেনঃ "একজন মানুষ নামায পড়ে ফিরে যায়, অথচ তার নামাযের মাত্র এক দশমাংশের বেশী ছওয়াব লিখা হয় না। কখনো নবমাংশ, কখনো অষ্টমাংশ, কখনো সপ্তমাংশ, কখনো ষষ্ঠাংশ, কখনো পঞ্চমাংশ, কখনো চতুর্থাংশ, কখনো তৃতীয়াংশ এবং কখনো অর্ধেক নামায কবূল হয়।" (আবু দাউদ, নাসাঈ) বরং হয়তো নামাযে বিনয় ও ভক্তি সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত থাকার কারণে পুরা নামাযের ছওয়াব থেকেই বঞ্চিত হয়।

✸ **আশা-আকাঙ্খাঃ** উহা হচ্ছে আল্লাহর প্রশস্ত করুণার দিকে তাকানো। এর বিপরীত হচ্ছে নৈরাশ্য বা হতাশা। ভয়-ভীতি সহকারে আমল করার চাইতে আশা-আকাঙ্খা নিয়ে আমল করার মর্যাদা উচ্চে। কেননা এতে আল্লাহর প্রতি সুধারণা সৃষ্টি হয়। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ্ বলেন, أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي "আমার বান্দা আমার প্রতি যেরূপ ধারণা পোষণ করে, আমি সেভাবেই তার সাথে আচরণ করি।" (মুসলিম) **আশা-আকাঙ্খার স্তর দু'টিঃ** উচ্চস্তরঃ নেক কাজ সম্পাদন করে আল্লাহর কাছে ছওয়াবের আশা করা। আয়েশা (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্ বলেন, ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَوا۟ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾ "আর যারা প্রদত্ব রিযিক থেকে খরচ করে; অথচ তাদের অন্তর ভয়ে ভীত থাকে।" (মু'মিনূনঃ ৬০) সে কি ঐ ব্যক্তি যে চুরি করে, ব্যভিচার করে, মদ্যপান করে তারপর আল্লাহকে ভয় করে? তিনি বললেন, না হে সিদ্দীকের কন্যা। ওরা হচ্ছে তারাই যারা নামায পড়ে, রোযা রাখে, সাদকা করে অতঃপর ভয় করে যে, তাদের আমল হয়তো কবূল হবে না। ﴿أُو۟لَٰٓئِكَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ﴾ "ওরা কল্যাণের কাজে দ্রুতগতি হয়।" (মু'মিনূনঃ ৬১) (তিরমিযী) নিম্নস্তরঃ অপরাধী তাওবা করার পর আল্লাহর ক্ষমার আশা করে। কিন্তু অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকার পর তাওবা না করেও আল্লাহর রহমতের আশা করাকে 'আশা-আকাঙ্খা' বলে না তাকে বলা দুরাশা। এ প্রকার আশা নিন্দিত, প্রথম প্রকারটি প্রশংসিত। অতএব মু'মিন নেককর্ম ও বিনয়কে একত্রিত করেছে। আর মুনাফেক অন্যায় করেও নিরাপত্তার আশা করেছে।

✸ **ভয়-ভীতিঃ** উহা হচ্ছে অপছন্দনীয় কিছু ঘটার আশংকায় অন্তরে দুশ্চিন্তা সৃষ্টি হওয়া। অপছন্দনীয় কিছু ঘটার ব্যাপারে নিশ্চিত হলে তাকে বলা হয় ভয়। তার বিপরীত হচ্ছে নিরাপত্তা। ভয় আশা-আকাঙ্খার বিপরীত নয়; বরং অশংকা থেকে ভয়ের সৃষ্টি হয় এবং আগ্রহ থেকে আশার সৃষ্টি হয়। বান্দার ইবাদতে ভালবাসা, ভয় ও আশার মিশ্রণ থাকা আবশ্যক। ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন, মহামহিম আল্লাহর কাছে অন্তরের গমণ একটি পাখীর মত। ভালবাসা হচ্ছে তার মাথা, ভয় এবং আশা হচ্ছে তার দু'টি ডানা। ভয় যদি অন্তরকে নিথর করে দেয়, তবে যাবতীয় প্রবৃত্তি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে এবং দুনিয়া তার নিকট থেকে বিদায় নিবে। ওয়াজিব ভয়ঃ যে ভয় মানুষকে ওয়াজিব বা অত্যাবশ্যকীয় কাজ বাস্তবায়নে এবং হারাম কাজ পরিত্যাগে বাধ্য করবে। মুস্তাহাব ভয়ঃ পছন্দনীয় ভাল কাজ করতে ও নিন্দনীয় কাজ ছাড়তে আগ্রহী করবে।

ভয় কয়েক প্রকারঃ (১) মা'বূদ হিসেবে গোপন ভয়। এ ধরণের ভয় একমাত্র আল্লাহকেই করতে হবে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করা বড় শির্ক। অর্থাৎ- যে বিষয়ে আল্লাহ্ ব্যতীত কারো কোন ক্ষমতা নেই তাতে গাইরুল্লাহকে ভয় করা বড় শির্ক। যেমন, মুশরিকরা তাদের উপাস্যদেরকে এমনভাবে ভয় করে যে, তাদের নিকট থেকে কোন বিপদ আসতে পারে। মাজারের মৃত ওলীর সাথে অসদাচরণ করলে ক্ষতি হতে পারে, বিপদ আসতে পারে, অসুস্থ হতে পারে ইত্যাদি ভয় করলে তা বড় শির্কে পরিণত হবে।

(২) হারাম ভয়ঃ মানুষকে ভয় করে কোন ওয়াজিব কাজ পরিত্যাগ করা বা হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া। (৩) জায়েয ভয়ঃ স্বভাবগত ও সৃষ্টিগত ভয়। যেমন, হিংস্র বাঘ, সাপ ইত্যাদির ভয়।

✸ **যুহুদ (দুনিয়া বিমুখতা)ঃ** কোন বস্তু বাদ দিয়ে তার চেয়ে উত্তম বস্তুর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করাকে যুহুদ বলে। দুনিয়া বিমুখতা অন্তর এবং শরীরকে প্রশান্তিতে রাখে। আর দুনিয়ার প্রতি অধিক আগ্রহ দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীকে বৃদ্ধি করে। দুনিয়ার প্রতি মোহ ও ভালবাসা সকল অন্যায়ের মূল কারণ। আর দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ ও ঘৃণা সকল নেক কর্মের মূল কারণ। অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালবাসাকে বের করে ফেলার নাম যুহুদ বা দুনিয়া বিমুখতা। জীবন ধারণের অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বস্তু পরিত্যাগ করার নাম যুহুদ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর ছাহাবীগণ এ ধরণের যুহদের মাঝেই জীবনাতিবাহিত করেছেন। অন্তরে দুনিয়ার প্রতি মোহ বা আকর্ষণ রেখে দুনিয়ার দরকারী কাজে-কর্ম পরিত্যাগ করার নাম যুহুদ নয়; বরং এটা মূর্খ ও অপারগদের যুহুদ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "নেক বান্দার হাতে উত্তম সম্পদ কতই না ভাল।" (আহমাদ)

ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে ফকীরের পাঁচটি অবস্থাঃ

(১) সম্পদকে ঘৃণা করে তার অনিষ্টতা ও ব্যস্ততা থেকে বাঁচার জন্য তা থেকে পলায়ন করবে। এ লোককে বলা হয় যাহেদ বা দুনিয়া বিমুখ।

(২) সম্পদ পেয়ে আনন্দিত হবে না, কিন্তু এমন অপছন্দও করবে না যাতে মনে কষ্ট পায়। এধরণের লোককে বলা হয় সন্তুষ্ট।

(৩) সম্পদ না থাকার চেয়ে থাকাটাই তার নিকট অধিক পছন্দনীয়। কেননা তাতে তার আগ্রহ আছে। কিন্তু এই আগ্রহ পুরা করার জন্য সে উঠেপড়ে লাগে না। সম্পদ এসে গেলে তা গ্রহণ করে এবং খুশি হয়। তা হাসিল করার জন্য অধিক পরিশ্রম ও ক্লান্তির দরকার পড়লে তাতে ব্যস্ত হয় না। এধরণের লোককে বলা হয় অল্পে তুষ্ট।

(৪) অপারগতার কারণে দুনিয়া হাসিল করা বাদ দিয়েছে। অন্যথা সে তাতে ভীষণ আগ্রহী। কঠোর পরিশ্রম ও ক্লান্তির পরও যদি তা পাওয়া যায়, তবু তাতে সে অগ্রগামী হবে। এধরণের লোককে বলা হয় লোভী।

(৫) অনোন্যপায় হয়ে সম্পদ হাসিল করার জন্যে অগ্রসর হবে। যেমন ক্ষুধার্থ ব্যক্তি, নিঃস্ব ও সহায়-সম্বলহীন ব্যক্তি। এধরণের মানুষকে বলা হয় নিরুপায়।

অন্তরঙ্গ সংলাপ

'আবদুল্লাহ্' নামক জনৈক ব্যক্তি 'আবদুন্ নবী' নামক একজন লোকের সাথে সাক্ষাৎ করলেন, নাম শুনেই আবদুল্লাহ্ মনে মনে অবাক হলেন। মানুষ কিভাবে গাইরুল্লাহর দাস হতে পারে? তখন আবদুন্ নবীকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি গাইরুল্লার ইবাদত করেন নাকি?]

আবদুন্ নবী বললেনঃ না তো, আমি গাইরুল্লার ইবাদত করি না। আমি একজন মুসলিম। আমি এককভাবে আল্লাহরই ইবাদত করে থাকি।

আবদুল্লাহ্ বললেনঃ তাহলে এটা আবার কেমন নাম? 'আবদুন্ নবী' মানে তো 'নবীজী'র বান্দা। এটা কি খৃষ্টানদের নামের মত হল না? তারা নাম রাখে 'আবদুল মাসীহ' অর্থাৎ- ঈসার বান্দা। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কেননা খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ)এর উপাসনা করে থাকে। আপনার নাম শুনলেই যে কোন লোকের মনে হবে আপনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর ইবাদত করেন। অথচ নবীজীর প্রতি কোন মুসলিমের এটা বিশ্বাস নয়। নবী মুহাম্মাদ সম্পর্কে মুসলিমের বিশ্বাস হবে তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

আবদুন্ নবী বললেনঃ কিন্তু নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ এবং সাইয়্যেদুল মুরসালীন। এভাবে নাম রেখে আমাদের উদ্দেশ্য হল, বরকত লাভ করা এবং আল্লাহর দরবারে নবীর সম্মান ও মর্যাদার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য হাসিল করা। এ কারণে আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট থেকে শাফাআত প্রার্থনা করি। এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? আমার ভাইয়ের নাম আবদুল হুসাইন, আমার পিতার নাম আবদুর রাসূল। এভাবে নাম রাখা পুরাতন রীতি। বিষয়টি মানুষের মাঝে ব্যাপক পরিচিত। আমাদের বাপ-দাদারাও এভাবে নাম রেখেছেন। বিষয়টিকে এত কঠিন করবেন না। মূলতঃ বিষয়টি সহজ, কেননা ইসলাম ধর্ম অত্যন্ত সহজ।

আবদুল্লাহ্ঃ এটা তো আরেকটি অন্যায় যা প্রথমটির চেয়ে ভয়ানক। কারণ আপনি তো গাইরুল্লাহর কাছে এমন জিনিস চাইছেন, যাতে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো কোন ক্ষমতা নেই। যার কাছে চাইছেন তিনি নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে হন বা অন্য কোন সৎ লোক হন। যেমন হুসাইন বা অন্য কেউ। আমাদেরকে যে তাওহীদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এটা তো তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এটা কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'এর তাৎপর্যের বিরোধী। আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। তাহলে বুঝতে পারবেন বিষয়টি কত ভয়ানক। বুঝতে পারবেন এধরণের নাম রাখার পরিণতি কত মারাত্মক। আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শুধু সত্য উদঘাটন ও সত্যের অনুসরণ। বাতিলের মুখোশ উন্মোচন ও তা থেকে সতর্কী করণ। সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ। আমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই এবং তাঁর উপরেই ভরসা করি। সুউচ্চ সুমহান আল্লাহ্ ছাড়া কোন শক্তি নেই কোন সামর্থ নেই। কিন্তু বিষয়টি উত্থাপন করার পূর্বে আমি আপনাকে আল্লাহর এ দু'টি আয়াত স্মরণ করাতে চাই। আল্লাহ্ বলেন:﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾

"মু'মিনদের কথা শুধু এরূপ যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের বিধান ও ফায়সালা মেনে নেয়ার জন্য তাদেরকে যখন আহবান করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম।" (সূরা নূরঃ ৫১)

আল্লাহ্ আরো বলেন: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ﴾ "তোমরা কোন বিষয়ে মতবিরোধ করে থাকলে, (তার সমাধানের জন্য) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর- যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রেখে থাক।" (সূরা নিসাঃ ৫৯)

আবদুল্লাহ্ঃ আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি বলেছেন আপনি তাওহীদ মানেন এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'এর সাক্ষ্য প্রদান করেন। আপনি আমাকে তাওহীদ ও কালেমার অর্থ ব্যাখ্যা করবেন কি?

আবদুন্ নবীঃ তাওহীদ তো একথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ্ আছেন। তিনিই আসমান-যমিন সৃষ্টি করেছেন। তিনি জীবন-মরণের মালিক। তিনি জগতের তত্বাবধানকারী। তিনি রিযিক দানকারী, মহাজ্ঞানী, ক্ষমতাবান...।

আবদুল্লাহ্ঃ এই বিশ্বাসটুকুই যদি তাওহীদ হয়, তবে তো ফেরাউন আর তার দলবল, আবু জাহেল প্রভৃতিরা সবাই তাওহীদপন্থী। কেননা তারা কেউ বিষয়টিতে অজ্ঞ ছিল না। যেমন অধিকাংশ মুশরেক এটাকে মেনে থাকে। যে ফেরাউন রুবুবিয়্যাতের বা প্রভুত্বের দাবী করেছিল, সেই ফেরাউনও নিজেই স্বীকৃতী দিয়েছিল যে, আল্লাহ্ আছেন, তিনিই জগতের তত্বাবধানকারী ও কর্তৃত্বকারী। একথার দলীল, আল্লাহ্ বলেন: ﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتۡهَآ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمٗا وَعُلُوّٗا﴾ "তারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে তা প্রত্যাখ্যান করল। অথচ তাদের অন্তরসমূহ তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে।" (সূরা নমলঃ ১৪) এই স্বীকৃতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছিল- যখন সে পানিতে ডুবে মরছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে তাওহীদের জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল, আসমানী কিতাব নাযিল করা হয়েছিল, যে কারণে কুরায়শদের সাথে যুদ্ধ করা হয়েছিল- তা ছিল এককভাবে আল্লাহর জন্য ইবাদত করা।

ইবাদতঃ ব্যাপক অর্থ বোধক একটি শব্দ, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় কথা ও কাজ আল্লাহ যা পছন্দ করেন তাকেই ইবাদত বলা হয়। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কালেমার মধ্যে 'ইলাহ্' শব্দের অর্থ হচ্ছেঃ এমন মা'বূদ বা উপাস্য যিনি এককভাবে সমস্ত ইবাদতের হক্বদার। তিনি ছাড়া কেউ কোন ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত নয়।

আবদুল্লাহ্ঃ আপনি কি জানেন পৃথিবীতে কেন নবী-রাসূলকে প্রেরণ করা হয়েছে? আর তাঁদের মধ্যে প্রথম রাসূল হচ্ছেন নূহ (আঃ)।

আবদুন্ নবীঃ যাতে করে তাঁরা মুশরিকদেরকে এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করার প্রতি আহবান করেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দেন তাঁর সাথে সব ধরণের শির্ককে প্রত্যাখ্যান করতে।

আবদুল্লাহ্ঃ নূহ (আঃ)এর জাতির শির্কে লিপ্ত হওয়ার মূল কারণ কি ছিল?

আবদুন্ নবীঃ জানি না।

আবদুল্লাহ্ঃ আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আঃ)কে তাঁর জাতির কাছে প্রেরণ করেন যখন তারা নেক লোকদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছিল। নেক লোকেরা ছিলেন, ওয়াদ্দ, সুওয়া'আ, ইয়াগূছ, ইয়াঊক্ব ও নাসর।

আবদুন্ নবীঃ আপনি কি বলতে চান ওয়াদ্দ, সুওয়া' প্রভৃতি নেক লোকদের নাম? এগুলো প্রতাপশালী কাফেরদের নাম নয়?

আবদুল্লাহ্ঃ হ্যাঁ, এগুলো নেক লোকদের নাম। নূহ (আঃ)এর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল। পরবর্তীতে আরবগণ তাদের অনুসরণ করেছে। একথার দলীল হচ্ছে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ। তিনি বলেন, 'নূহ (আঃ)এর যুগে যে সমস্ত মূর্তির পূজা করা হত, পরবর্তীতে তা আরবদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। বিভিন্ন গোত্র ও এলাকার লোকদের পূজার জন্য আলাদা আলাদাভাবে মূর্তী নির্ধারিত হয়ে যায়। যেমনঃ ওয়াদ নামক মূর্তিঃ দাওমাতুল জান্দাল নামক এলাকার 'কালব' গোত্রের মূর্তি ছিল।

সুওয়া'আ ছিল হুযাইল গোত্রের মূর্তী। ইয়াগূছঃ সাবা' এলাকার নিকটবর্তী জওফ নামক স্থানে প্রথমে 'মুরাদ' গোত্রের অতঃপর 'বানী গুতাইফ' গোত্রের মূর্তি ছিল। ইয়াউক্ব মূর্তি ছিল হামাদান গোত্রের। আর নাসর ছিল- যিল কালা' বংশের হিম্ইয়ার নামক গোত্রের মূর্তি। এরা সবাই নূহ (আঃ)এর জাতির মধ্যে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। এরা মৃত্যু বরণ করলে, শয়তান এসে লোকদের পরামর্শ দিল, তোমরা যে সকল স্থানে বসে সময় কাটাও সেখানে তাদের কিছু প্রতিকৃতি বানিয়ে রাখ এবং তাদের নামানুসারে সেগুলোর নাম রাখ। ওরা তাই করল। কিন্তু সে সময় তাদের উপাসনা শুরু হয়নি। যখন সেই প্রজন্মের লোকেরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিল, মানুষের মাঝে থেকে জ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটল, তখন মূর্তিগুলোর ইবাদত শুরু হয়ে গেল।' (বুখারী)

আবদুন্ নবীঃ এ তো আশ্চর্য ধরণের ঘটনা!

আবদুল্লাহ্ঃ এর চেয়ে আরো আশ্চর্য ধরণের কথা কি আপনাকে আমি বলব না? জেনে রাখুন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)কে আল্লাহ্ এমন সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলেন, যারা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত, তাঁর ইবাদত করত, কাবা ঘরের তওয়াফ করত, সাফা-মারওয়া সাঈ করত, হজ্জ করত, দান-সাদকা করত। কিন্তু তারা কিছু লোককে তাদের মাঝে ও আল্লাহর মাঝে মধ্যস্থতা নির্ধারণ করত। তারা যুক্তি পেশ করত যে, আমরা এই মধ্যস্থতাকারী লোকদের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য চাই। তারা আমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন। যেমন ফেরেশতাকুল, ঈসা (আঃ) এবং অন্যান্য সৎ ব্যক্তিগণ। আল্লাহ্ পাক নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে প্রেরণ করলেন। তিনি তাদের ধর্মীয় পিতা ইবরাহীম (আঃ)এর ধর্ম সংস্কার করতে লাগলেন। তাদেরকে জানালেন যে, এই নৈকট্য ও বিশ্বাস একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নির্ধারিত। তিনি ছাড়া কারো জন্য এর কোন কিছু উপযুক্ত নয়। তিনি একক স্রষ্টা- এক্ষেত্রে তাঁর শরীক নেই। তিনি ছাড়া কোন রিযিক দাতা নেই। সপ্তাকাশ ও তার অধিবাসী এবং সাত তবক যমিন ও পৃথিবীর সকল কিছুই তাঁর গোলাম- দাস। এমনকি কাফেররা যে সকল মূর্তীর পূজা করত তারা সকলেই স্বীকার করত যে, তারা সকলেই আল্লাহর রাজত্ব, কর্তৃত্ব ও আয়ত্বের মধ্যে।

আবদুন্ নবীঃ সত্যই তো এটা ভয়ানক ও আশ্চর্যজনক কথা। আপনার একথার কোন দলীল আছে কি?

আবদুল্লাহ্ঃ এ ক্ষেত্রে দলীল প্রচুর। যেমন আল্লাহ্ বলেন:

﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾

"(হে নবী ﷺ) তুমি তাদের জিজ্ঞেস করঃ কে তিনি, যিনি তোমাদেরকে আসমান ও যমিন হতে রিযিক পৌঁছিয়ে থাকেন? অথবা কে তিনি, যিনি কর্ণ ও চক্ষুসমূহের উপর পূর্ণ অধিকার রাখেন? আর তিনি কে, যিনি জীবন্তকে প্রাণহীন থেকে বের করেন, আর প্রাণহীনকে জীবন্ত হতে বের করেন? আর তিনি কে যিনি সমস্ত কাজ পরিচালনা করেন? তখন অবশ্যই তারা বলবে যে, (এসব কিছু একমাত্র) আল্লাহই (করে থাকেন)। অতএব তুমি বলঃ তবে কেন তোমরা শিরক হতে বেঁচে থাকছো না?" (সূরা ইউনুসঃ ৩১)

আল্লাহ্ আরো বলেন:

﴿ قُل لِّمَنِ ٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٨٤ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٨٥ قُلۡ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبۡعِ وَرَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ ٨٦ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٨٧ قُلۡ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيۡهِ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٨٨ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ فَأَنَّىٰ تُسۡحَرُونَ ﴾

"(হে নবী ﷺ) তুমি জিজ্ঞেস কর, তোমাদের যদি জ্ঞান থাকে, তবে বল তো এই পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তা কার অধিকারে? তৎক্ষণাত তারা জবাবে বলবেঃ আল্লাহর অধিকারে। বল, তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? তাদেরকে আরো জিজ্ঞেস কর, কে সপ্তাকাশ ও মহা আরশের অধিপতি? তারা জবাব দেবে, আল্লাহই এর অধিপতি। বল, তারপরও কি তোমরা সাবধান হবে না? ওদেরকে আরো প্রশ্ন কর, তোমরা যদি জানো তবে বল তো, সবকিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাঁর উপর কেউ আশ্রয়দাতা নেই? তারা বলবে, এসব কিছুর কর্তৃত্ব আল্লাহর হাতে। তুমি তাদেরকে বল, এরপরও কেমন করে তোমরা বিভ্রান্ত হচ্ছো?" (সূরা মু'মেনূনঃ ৮৪-৮৯)

শুধু তাই নয়, মুশরিকরা হজ্জের মওসুমে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধত তালবিয়া পড়ত। তাদের তালবিয়ার বাক্য ছিল এরূপঃ লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা শারীকা লাকা, ইল্লা শারীকান্ হুওয়া লাকা, তাম্‌লেকুহু ওয়ামা মালাক। (আমি হাজির, আমি হাজির হে আল্লাহ্, আমি হাজির, তোমার কোন শরীক নেই, তবে তোমার সেই শরীক ব্যতীত- তুমি যার মালিক এবং সে যা কিছুর মালিক তুমি তারও মালিক।)

অতএব মুশরেক কুরায়শদের আল্লাহকে স্বীকার করা- তিনি জগতের কর্তৃত্বকারী ঘোষণা দেয়া বা তাওহীদে রুবুবিয়্যাকে মান্য করা ইসলামে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাদেরকে মুশরিক ঘোষণা প্রদান এবং তাদের জান-মাল হালাল করার মূল কারণ ছিল, তারা ফেরেশতা, নবী এবং ওলী-আউলিয়াকে শাফা'আতকারী হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার জন্য তাদেরকে মাধ্যম মনে করেছিল। এ কারণে সমস্ত দু'আ আল্লাহর কাছেই করতে হবে। সকল নযর-মানত আল্লাহর জন্যেই করতে হবে, সকল ধরণের পশু যবেহ আল্লাহকে খুশি করার জন্য তাঁরই নামে করতে হবে, যে কোন ধরণের সাহায্য কামনা আল্লাহর কাছেই করতে হবে। মোটকথা ইবাদত বলতে যা বুঝায় সব কিছুই আল্লাহর উদ্দেশ্যে করতে হবে।

আবদুন্ নবীঃ আপনি দাবী করছেন যে, আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি ও তিনিই জগতের কর্তৃত্বকারী একথা মানাকে তাওহীদ বলে না, তবে তাওহীদ কি?

আবদুল্লাহ্ঃ যে তাওহীদের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূল প্রেরণ করেছিলেন,

যে তাওহীদ মুশরিকগণ অস্বীকার করেছিল, তা হচ্ছেঃ বান্দার যাবতীয় কর্ম তথা ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য সম্পাদন করা। অতএব কোন ধরণের ইবাদত আল্লাহ ছাড়া কারো উদ্দেশ্যে করা যাবে না। যেমনঃ দু'আ, নযর-মানত, পশু যবেহ, সাহায্য প্রার্থনা ও উদ্ধার কামনা ইত্যাদি। এই তাওহীদই হচ্ছে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মুখে উচ্চারণ করার প্রকৃত তাৎপর্য। কেননা কুরায়শ মুশরকিদের কাছে 'ইলাহ্' তাকেই বলা হয়, যার কাছে এ ইবাদতগুলো পেশ করা হয়। চাই সে ফেরেশতা হোক বা নবী বা ওলী হোক অথবা কোন বৃক্ষ হোক বা কবর বা জিন হোক। 'ইলাহ্' বলতে ওরা বুঝেনি তিনি স্রষ্টা, রিযিকদাতা, কর্তৃত্বকারী; বরং তারা জানতো এগুলো একমাত্র আল্লাহই করে থাকেন। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে তাদেরকে তাওহীদের কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র প্রতি আহবান জানালেন। ডাক দিলেন এই কালেমার তাৎপর্যকে বাস্তবায়ন করতে, শুধুমাত্র তা মুখে উচ্চারণ করলেই হবে না।

আবদুন্ নবীঃ আপনি যেন বলতে চাচ্ছেন যে, বর্তমান যুগের অনেক মুসলিমের চাইতে কুরায়শ মুশরিকরাই কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র অর্থ সম্পর্কে বেশী জ্ঞান রাখত?

আবদুল্লাহ্ঃ হ্যাঁ, এটাই দুঃখজনক অথচ বাস্তব পরিস্থিতি। মূর্খ কাফেরগণ জানতো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এই কালেমা দ্বারা যে অর্থ বুঝাতে চেয়েছেন, তা হচ্ছেঃ যাবতীয় ইবাদত এককভাবে আল্লাহর জন্যই সম্পাদান করা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত যা কিছুর ইবাদত করা হয়, তা অস্বীকার করা ও তা থেকে মুক্ত হওয়া। কেননা তিনি যখন তাদেরকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করার নির্দেশ দিলেন, তখন তারা জবাব দিল, ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ "তিনি কি সবগুলো উপাস্যকে এক উপাস্যে পরিণত করতে চান? এটাতো বড়ই আশ্চর্যের বিষয়?" (সূরা সোয়াদঃ ৫) অথচ তারা ঈমান রাখতো যে, আল্লাহই জগতের কর্তৃত্বকারী। এ যুগের কাফের মূর্খরা যদি এটা জানে, তাহলে কি এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, বর্তমান কালের অনেক মুসলিম এই কালেমার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বুঝে না- যা সে কালের মূর্খ কাফেররা বুঝতো? অধিকাংশ মুসলিম ধারণা করে যে, এই কালেমার অর্থ না বুঝে অন্তরে কোন কিছুর প্রতি দৃঢ়তা না রেখে, মুখে উচ্চারণ করলেই চলবে। তাদের মধ্যে যারা একটু বেশী বুদ্ধিমান তাদের ধারণা হচ্ছে, এ কালেমার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন স্রষ্টা নেই, কোন রিযিক দাতা নেই, কোন কর্তৃত্বকারী নেই। ইসলামের নাম বহনকারী এ সকল মানুষের মাঝে কোন কল্যাণ নেই- যাদের চাইতে মূর্খ কাফেররাই কালেমার অর্থ ভাল বুঝতো।!

আবদুন্ নবীঃ কিন্তু আমি তো আল্লাহর সাথে কাউকে অংশী স্থাপন করি না। আমি সাক্ষ্য দেই যে, সৃষ্টি করা, রিযিক দেয়া এবং উপকার-অপকারের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা- তাঁর কোন শরীক নেই। আরো বিশ্বাস করি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের প্রাণের কোন ভাল-মন্দ করতে পারেন না; হাসান, হুসাইন, আবদুল ক্বাদের জীলানী তো দূরের কথা। কিন্তু আমি যেহেতু গুনাহগার, আর নেক ব্যক্তিদের আল্লাহর দরবারে বিশেষ একটি মর্যাদা আছে, তাই আমি তাদের কাছে আমার জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করার আবেদন জানাই।

আবদুল্লাহ্ঃ পূর্বের জবাবটি আরেকবার খেয়াল করুন! নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তারা তো আপনি যা বিশ্বাস করেন, তা-ই বিশ্বাস করতো এবং তার স্বীকৃতী দিত। তারা স্বীকার করতো যে, মূর্তিরা কোনরূপ কর্তৃত্বের অধিকারী নয়। মূর্তিগুলোর কাছে ওদের গমণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, তারা যেন ওদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে। ইতোপূর্বে কুরআন থেকে এক্ষেত্রে দলীল উপাস্থাপন করা হয়েছে।

আবদুন্ নবীঃ ঐ সমস্ত আয়াত তো মূর্তি পুজকদেরকে লক্ষ্য করেই নাযিল হয়েছে। কিভাবে আপনি নবী-রাসূল ও পীর-আউলিয়াকে মূর্তির মত মনে করেন?

আবদুল্লাহ্ঃ আমরা পূর্বে শুনে এসেছি যে, ঐ মূর্তিগুলোর কোন কোনটার নামকরণ সৎ লোকদের নামানুসারে করা হয়েছে। যেমনটি ঘটেছিল নূহ (আঃ)এর যুগে। আর কাফেররা ঐ মূর্তিগুলোর মাধ্যমে সুপারিশ ছাড়া অন্য কিছু আশা করেনি। কেননা আল্লাহর কাছে তাদের বিশেষ মর্যাদা আছে। একথার দলীল হচ্ছে আল্লাহর বাণীঃ ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾ "আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা অন্যকে ওলী হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা বলেঃ আমরা তো এদের পূজা এজন্যেই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে।" (সূরা যুমারঃ ৩)

আর আপনি যে বললেন, 'কিভাবে আপনি নবী-রাসূল ও পীর-আউলিয়াকে মূর্তির মত মনে করেন?' তার জবাবে বলবোঃ যে সমস্ত কাফেরের কাছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে প্রেরণ করা হয়েছিল, তাদের মাঝে অনেকে ওলী-আউলিয়াদেরকে ডাকতো। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন:

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾

"তারা যাদেরকে আহবান করে, তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নিকটবর্তী হতে পারে, তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে; তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ।"

(সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৫৭)

তাদের মধ্যে অনেকে ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মাতাকে আহবান করে থাকে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন:

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ "আর আল্লাহ্ যখন বলবেনঃ হে মারিয়াম পুত্র ঈসা! তুমি কি লোকদের বলেছিলে তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আমাকে ও আমার মাতাকে মা'বূদ হিসেবে নির্ধারণ করে নাও?" (সূরা মায়েদাঃ ১১৬)

তাদের মধ্যে অনেকে ফেরেশতাদেরকে আহবান করতো। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ "যে দিন আল্লাহ্ সবাইকে একত্রিত করবেন এবং ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবেনঃ এরা কি তোমাদেরই পূজা করতো?" (সূরা সাবাঃ ৪০)

গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, যারা মূর্তির কাছে গমণ করতো আল্লাহ্ এই আয়াতগুলোতে তাদেরকে কাফের আখ্যা দিয়েছেন। একইভাবে যারা নবী-রাসূল, ফেরেশতা ও ওলী-আউলিয়া প্রমুখ নেককারদের মুখাপেক্ষী হয়েছে, তাদেরকেও কাফের আখ্যা দিয়েছেন। আর কোন পার্থক্য ছাড়াই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন।

আবদুন্ নবীঃ কিন্তু কাফেররা তাদের নিকট থেকে কল্যাণ পাওয়ার আশা করতো। আর আমি সাক্ষ্য প্রদান করি যে, আল্লাহই শুধুমাত্র উপকার-অপকার ও কর্তৃত্বের মালিক। এগুলো আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো থেকে চাই না। নেককারদের হাতে কোন কিছু নেই। কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে সুপারিশের উদ্দেশ্যে নেককারদের কাছে গমণ করে থাকি।

আবদুল্লাহ্ঃ আপনার এ কথা হুবহু কাফেরদের কথার অনুরূপ। দলীল হচ্ছে আল্লাহর বাণী:

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ "ওরা আল্লাহ্ ছাড়া এমন কিছুর উপাসনা করে, যে তাদের কোন উপকার এবং অপকার করার ক্ষমতা রাখে না। তারা বলে, এরা আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী।" (সূরা ইউনুসঃ ১৮)

আবদুন্ নবীঃ কিন্তু আমি তো আল্লাহ্ ছাড়া কারো দাসত্ব করি না। আর তাদের স্মরণাপন্ন হওয়া ও তাদেরকে আহবান করা বা তাদের কাছে দু'আ করা তো ইবাদত নয়।

আবদুল্লাহ্ঃ আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনি কি একথা স্বীকার করেন যে, একনিষ্ঠভাবে ইবাদত করা আল্লাহ্ আপনার উপর ফরয করেছেন? আর এটা তাঁর দাবীও বটে? যেমন তিনি এরশাদ করেন,

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾ "তাদেরকে তো শুধু এ আদেশই করা হয়েছে যে, তারা ধর্মের প্রতি বিশুদ্ধ চিত্তে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে।" (সূরা বাইয়্যেনাহ্ঃ ৫)

আবদুন্ নবীঃ হ্যাঁ, আল্লাহ আমার প্রতি এটা ফরয করেছেন।

আবদুল্লাহ্ঃ ইবাদতে ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা- যা আল্লাহ্ আপনার উপর ফরয করেছেন, আপনি বিষয়টার ব্যাখ্যা করুন তো?

আবদুন্ নবীঃ আপনি এ প্রশ্নে কি বলতে চাচ্ছেন আমি তা বুঝতে পারছি না। বিষয়টি পরিস্কার করে বর্ণনা করুন।

আবদুল্লাহ্ঃ আমি পরিস্কার করে বর্ণনা দিচ্ছি, আপনি মনোযোগ সহকারে শুনুন। আল্লাহ্ বলেন, ﴿ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ "তোমরা বিনীত হয়ে গোপনে তোমাদের পালনকর্তাকে ডাক। নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না।" (সূরা আ'রাফঃ ৫০) এখন বলুন, আল্লাহর কাছে দু'আ করা বা তাঁকে ডাকা কি ইবাদত না ইবাদত নয়?

আবদুন্ নবীঃ হ্যাঁ, তা তো বটেই; বরং দু'আটাই তো আসল ইবাদত। যেমন হাদীছে বলা হয়েছেঃ (اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ) **"দু'আ করাই হচ্ছে মূল ইবাদত।"** (আবু দাউদ)?

আবদুল্লাহ্ঃ যখন আপনি স্বীকার করছেন যে, দু'আর মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত হয়, তাই প্রয়োজন পড়লেই রাত-দিন ভয়-ভীতি ও আশা-আকাংখ্যা সহকারে আল্লাহর কাছে দু'আ করছেন। আবার সেই প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কোন নবী বা ফেরেশতা বা কবরস্থ নেক লোকের কাছেও দু'আ করে থাকেন, তাহলে কি আপনি ইবাদতে শির্ক করে ফেললেন না ?

আবদুন্ নবীঃ হ্যাঁ, শির্ক তো হয়ে গেল। এটা তো সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য কথা।

আবদুল্লাহ্ঃ এখানে আরেকটি উদাহরণ আছে। তা হচ্ছেঃ আপনি যখন জানলেন যে, আল্লাহ বলেন: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ﴾ "তোমার পালনকর্তার জন্য নামায পড় ও কুরবানী কর।" (সূরা কাউছারঃ ২) এ ভিত্তিতে আপনি আল্লাহর আনুগত্য করে তাঁর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করলেন বা কুরবানী করলেন, তখন আপনার এই যবেহ ও কুরবানী কি তাঁর ইবাদত হল কি না?

আবদুন্ নবীঃ হ্যাঁ, ইহা তো অবশ্যই ইবাদত।

আবদুল্লাহ্ঃ এখন যদি আপনি কোন নবী বা জিন বা অন্য কোন মাখলুকের উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করেন, তবে এই ইবাদতে কি আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করলেন না?

আবদুন্ নবীঃ হ্যাঁ তো শরীক করে ফেললাম। এটা সুস্পষ্ট কথা।

আবদুল্লাহ্ঃ আমি আপনাকে দু'আ এবং কুরবানীর দু'টি উদাহরণ পেশ করলাম। কেননা দু'আ মৌখিক ইবাদতের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর কুরবানী হচ্ছে কর্মগত ইবাদতের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সকল ইবাদত এ দু'টোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আরো অনেক ইবাদত আছে। নযর-মানত, শপথ-কসম, সাহায্য প্রার্থনা, উদ্ধার কামনা প্রভৃতিও ইবাদতের মধ্যে শামিল। যে মুশরিকদের ব্যাপারে কুরআন নাযিল হয়েছে, তারা কি ফেরেশতা, নেককার ও লাত প্রভৃতির উপাসনা করতো?

আবদুন্ নবীঃ হ্যাঁ, তারা তো এগুলোর উপাসনা করতো।

আবদুল্লাহ্ঃ তাদের উপাসনার ধরণ কি শুধু এরূপ ছিল না যে, তারা তাদের কাছে দু'আ করতো, তাদের উদ্দেশ্যে কুরবানী করতো, তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতো, তাদের নিকট বিপদ থেকে উদ্ধার কামনা করতো, তাদের কাছে আশ্রয় চাইতো? ওরা যে আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহরই ক্ষমতার আয়ত্বে কাফেররা তো তা স্বীকার করত। আরো স্বীকার করতো যে, আল্লাহই সকল কিছুর তত্বাবধানকারী। তারপরও শুধুমাত্র সুপারিশ ও উসীলার কারণে তারা ওদের কাছে দু'আ করতো ও তাদের আশ্রয় কামনা করতো। এটাতো অতি প্রকাশ্য বিষয়।

আবদুন্ নবীঃ আবদুল্লাহ্ ভাই আপনি কি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর শাফা'আতকে অস্বীকার করেন? তাঁর সুপারিশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চান?

আবদুল্লাহ্ঃ না, আমি উহা অস্বীকার করি না। তা থেকে নিজেকে মুক্তও করতে চাই না; বরং -তাঁর প্রতি আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক- আমি বিশ্বাস করি তিনি সুপারিশকারী ও তাঁর সুপারিশ গ্রহণযোগ্য। আমি তাঁর শাফা'আতের আশাও করি। কিন্তু সবধরণের শাফা'আতের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা। যেমন তিনি এরশাদ করেন: ﴿قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعًا﴾ "তুমি বল, যাবতীয় শাফাআতের অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ।" (সূরা যুমারঃ ৪৪) আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন শাফা'আত হবে না। কেউ কারো জন্য শাফা'আত করবে না। তিনি আরো এরশাদ করে:﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ﴾ "তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে কে তাঁর কাছে সুপারিশ করবে?" (সূরা বাক্বারাঃ ২৫৫) কারো জন্য সুপারিশ করা হবে না যে পর্যন্ত তার জন্য অনুমতি না দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ﴾ "আল্লাহ্ যার প্রতি সন্তুষ্ট সে ছাড়া কারো জন্য

সুপারিশ করা হবে না।" (সূরা আম্বিয়াঃ ২৮) আর তাওহীদপন্থী ছাড়া আল্লাহ্ কারো প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না। এরশাদ হচ্ছেঃ

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴾ "যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু ধর্ম হিসেবে অনুসন্ধান করবে, তার নিকট থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত।" (সূরা আল ইমরান- ৮৫)

সুতরাং সকল শাফা'আতের মালিক যেহেতু একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা, যেহেতু তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ শাফা'আত করতে পারবে না, যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা অন্য কেউ কারো জন্য শাফা'আত করবেন না যে পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহ্ অনুমতি না দিবেন, যেহেতু তাওহীদ পন্থী ছাড়া আল্লাহ্ কারো জন্য অনুমতি দিবেন না, যেহেতু প্রমাণিত হল যে সব শাফা'আত একমাত্র আল্লাহর অধিকারে সেহেতু আমি এই শাফা'আত আল্লাহর কাছেই চাইছি। আমি দু'আ করছি, হে আল্লাহ্! কিয়ামত দিবসে প্রিয় নবীর শাফা'আত থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না। হে আল্লাহ্! আমার ব্যাপারে তোমার রাসূলের শাফা'আত কবূল করো।

আবদুন্ নবীঃ আমরা ঐকমত্য হয়েছি যে, কারো নিকট থেকে এমন কিছু চাওয়া জায়েয নয়, যাতে তার মালিকানা নেই। কিন্তু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তো আল্লাহ্ শাফা'আত দান করেছেন। আর যাকে যা প্রদান করা হয়, তাতে তার মালিকানা প্রমাণিত হয়। এই কারণে আমি তাঁর কাছ থেকে এমন জিনিস চাইব, তিনি যার মালিক। অতএব এটা শির্ক হবে না।

আবদুল্লাহ্ঃ হ্যাঁ, আপনার যুক্তি ঠিক- যদি আল্লাহ্ আপনাকে সে ক্ষেত্রে নিষেধ না করে থাকেন; অথচ এটা তিনি নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, ﴿ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ "তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে ডেকো না।" (সূরা জিনঃ ১৮) আর শাফা'আত প্রার্থনা করা একটি দু'আ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে যিনি শাফা'আত প্রদান করেছেন, তিনি তো আল্লাহ্ তা'আলা। আর তিনিই আপনাকে নিষেধ করেছেন যে, তিনি ব্যতীত কারো নিকট থেকে উহা চাইবে না- সে যে কেউ হোক না কেন। তাছাড়া শাফা'আত তো নবী ছাড়া অন্যদেরকেও দেয়া হয়েছে। তাহলে কি আপনি বলবেন, যখন আল্লাহ্ তাদেরকে শাফা'আত প্রদান করেছেন, আমি তার নিকট থেকে শাফা'আত চাইব? আপনি যদি এরূপ করেন, তবে আপনি আবার নেক লোকদের উপাসনায় ফিরে গেলেন- যা আল্লাহ্ কুরআনে উল্লেখ করেছেন। আর যদি আপনি তাদের নিকট থেকে শাফা'আত না চান, তবে আপনার একথা বাতিল হয়ে গেল যে, আল্লাহ্ যাকে শাফাআত করার অনুমতি দিয়েছেন, আমি তার নিকট থেকে আল্লাহ্ প্রদত্ব বিষয় চাইব।

আবদুন্ নবীঃ কিন্তু আমি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করি না।

আবদুল্লাহ্ঃ আপনি কি মানেন ও স্বীকার করেন যে, ব্যভিচারের চেয়েও কঠিনভাবে আল্লাহ শির্ককে হারাম করেছেন এবং তা ক্ষমা করবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন?

আবদুন্ নবীঃ হ্যাঁ, আমি তা স্বীকার করি। এটা আল্লাহর কালাম থেকেই সুস্পষ্ট।

আবদুল্লাহ্ঃ যে শির্ক আল্লাহ্ হারাম করেছেন, আপনি একটু আগে নিজেকে সে শির্ক থেকে পবিত্র করলেন। আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, কোন্ ধরণের শির্কে আপনি লিপ্ত হন নি? আর কোন ধরণের শির্ক থেকে আপনি নিজেকে মুক্ত মনে করছেন, আপনি আমাকে বলবেন কি?

আবদুন্ নবীঃ শির্ক হচ্ছে মূর্তি পূজা করা। মূর্তির মুখাপেক্ষী হওয়া। মূর্তির কাছে প্রার্থনা করা ও তাকে ভয় করা।

আবদুল্লাহ্ঃ মূর্তীর উপাসনা বা মূর্তি পূজা মানে কি? আপনি কি মনে করেন, কুরায়শ কাফেররা বিশ্বাস করতো যে, এ কাঠ আর পাথর দ্বারা নির্মিত মূর্তি সৃষ্টি করে, রিযিক দেয় এবং যে তাদের কাছে দু'আ করে তার কর্ম সম্পাদন করে দেয়? প্রকৃত পক্ষে কাফেররা এ বিশ্বাস করতো না, যেমনটি ইতোপূর্বে আমি আপনার সামনে উল্লেখ করেছি।

আবদুন্ নবীঃ আমিও তা বিশ্বাস করি না; বরং যে ব্যক্তি কাঠ, পাথর অথবা কবরের উপর নির্মিত ঘরের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হবে, তাদের কাছে দু'আ করবে, তাদের উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করবে এবং বলবে যে, এগুলো আমাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে, তার বরকতে আল্লাহ্ আমাদেরকে নিরাপদ রাখবেন, তবে এটা হবে মূর্তি পূজা- আমি যা বুঝে থাকি।

আবদুল্লাহ্ঃ আপনি সত্য বলেছেন। কিন্তু এটাই তো আপনাদের কাজ- পাথর আর কবর ও মাজারের উপর নির্মিত ঘর ও গম্বুজের নিকট। তাছাড়া আপনি যে বলেছেন যে, 'শির্ক হচ্ছে মূর্তি পূজা'। আপনি কি মনে করেন মূর্তি পূজা হলেই শির্ক হবে; অন্যথায় নয়? আর নেক লোকদের উপর ভরসা করা, তাদের কাছে দু'আ করা শির্কের অন্তর্ভূক্ত নয়?

আবদুন্ নবীঃ হ্যাঁ এটাই আমার উদ্দেশ্য।

আবদুল্লাহ্ঃ তাহলে অগণিত আয়াতে যে আল্লাহ্ তা'আলা নবী, ওলীর উপর ভরসা করা ও ফেরেশতাদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়াকে হারাম করেছেন এবং যে এরূপ করবে তাকে কাফের আখ্যা দিয়েছেন সে সম্পর্কে আপনার জবাব কি? ইতোপূর্বে বিষয়টি দলীলসহ আমি উল্লেখ করেছি।

আবদুন্ নবীঃ কিন্তু যারা ফেরেশতা ও নবীদেরকে ডেকেছে তাদেরকে শুধু ডাকার কারণেই কাফের বলা হয়নি; বরং তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করার কারণ ছিল, তারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা সন্তান মনে করতো, ঈসা মাসীহ (আঃ)কে আল্লাহর পুত্র বিশ্বাস করতো। আর এ বিশ্বাস আমাদের নেই। আমরা বলি না যে, আবদুল কাদের জীলানী আল্লাহর পুত্র বা যায়নাব আল্লাহর কন্যা।

আবদুল্লাহ্ঃ তবে আল্লাহর সন্তান আছে একথা বলাটাই বড় ধরণের একটা কুফরী। আল্লাহ্ বলেন, ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝١ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ "তুমি বল! আল্লাহ্ একক (তাঁর কোন সমকক্ষ ও উপমা নেই)। তিনি অমুখাপেক্ষী (প্রয়োজন বিমুখ) তিনি কাউকে জন্ম দেন না এবং কারো থেকে জন্মগ্রহণও করেননি।" কেউ যদি এটুকুই অস্বীকার করে তবেই সে কাফের হয়ে যাবে, যদিও সূরার শেষ অংশ অস্বীকার না করে। আল্লাহ্ আরো বলেন:

﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ "আল্লাহ্ তো কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে কোন মা'বূদও নেই; যদি থাকতো তাহলে তো প্রত্যেক মা'বূদ নিজের সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেতো এবং একজন আরেকজনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতো।" (সূরা মু'মেনূনঃ ৯১) অতএব দু'টি কুফরীর (আল্লাহর সাথে কাউকে ডাকা কুফরী এবং কাউকে আল্লাহর সন্তান বলা কুফরী) মধ্যে

পার্থক্য করা দরকার।
তাছাড়া গাইরুল্লাহর কাছে দু'আ করা যে কুফরী তার আরেকটি দলীল হচ্ছে, 'লাত' নামক মূর্তি একজন সৎ লোকের নাম হওয়া সত্ত্বেও কাফেররা তার কাছে দু'আ করতো তারা কিন্তু তাকে আল্লাহর পুত্র মনে করতো না। যারা জিনের উপাসনা করে কুফরী করেছে তারাও তাদেরকে আল্লাহর সন্তান মনে করেনি। তাছাড়া চার মাযহাবের কোন ফিকাহবিদ 'মুরতাদের' অধ্যায়ে এমন কথা উল্লেখ করেননি যে, কোন মুসলিম যদি আল্লাহর সন্তান আছে এমন দাবী করে তবেই সে মুরতাদ হবে; বরং তাঁরা বলেছেন যে, আল্লাহর সাথে শির্ক করলেই সে মুরতাদ। অতএব তাঁরাও দু'টি বিষয়ে পার্থক্য করেছেন।

আবদুন্ নবীঃ কিন্তু আল্লাহ তো বলেছেন:
﴿أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ "জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর ওলীদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।" (সূরা ইউনুসঃ ১৮)

আবদুল্লাহ্ঃ আমরা বিশ্বাস করি যে, কথাটি সত্য। আমরাও উক্ত কথা বলে থাকি। কিন্তু তাদের কোন ইবাদত বা উপাসনা করা যাবে না। তাদের বিষয়ে আমরা শুধু এটুকুই অস্বীকার করি যে, আল্লাহর সাথে সাথে তাঁদের কারো ইবাদত করা যাবে না, তাঁর সাথে তাঁদেরকে শরীক করা যাবে না। অন্যথা তাদেরকে ভালবাসা ও শরঈ বিষয়ে তাঁদের অনুসরণ করা ওয়াজিব। তাদের কারামতের স্বীকৃতি দেয়া আবশ্যক। তাদের কারামত বিদআতী ছাড়া কেউ অস্বীকার করে না। আল্লাহর দ্বীন দু'টি পন্থার মধ্যে মধ্যমপন্থী, দু'টি বিভ্রান্তির মধ্যে হেদায়াত এবং দু'টি বাতিলের মধ্যে সত্য ও আলো।

আবদুন্ নবীঃ যাদের ব্যাপারে কুরআন নাযিল হয়েছে, তারা তো 'লা-ইলাহা ইল্লাহ'র সাক্ষ্য দিত না। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মিথ্যা মনে করতো, পূনরুত্থানকে অস্বীকার করতো, কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করতো, বলতো কুরআন যাদু। কিন্তু আমরা 'লা-ইলাহা ইল্লাহ'র সাক্ষ্য প্রদান করি। আরো সাক্ষ্য দেই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। কুরআনকে সত্যায়ন করি, পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করি, নামায পড়ি, রোযা রাখি। তাহলে কিভাবে আমাদেরকে তাদের সমপর্যায়ের মনে করেন?

আবদুল্লাহ্ঃ কিন্তু উলামায়ে কেরামের মধ্যে একথায় কোন মতভেদ নেই যে, কোন লোক যদি একটি বিষয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে সত্যায়ন করে এবং অন্য একটি বিষয়ে তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে সে কাফের, সে ইসলামেই প্রবেশ করবে না। এমনিভাবে যদি কুরআনের কিছু অংশকে বিশ্বাস করে এবং কিছু অংশ অমান্য করে সেও কাফের। যেমন: কেউ তাওহীদের স্বীকৃতী দিল কিন্তু নামাযকে অস্বীকার করল, সে কাফের। তাওহীদ ও নামাযকে মেনে নিল কিন্তু যাকাতকে অস্বীকার করল, সেও কাফের। তাওহীদ, নামায, যাকাত সবগুলোই মেনে নিল কিন্তু রোযাকে প্রত্যাখ্যান করল, তবে সেও কাফের। আবার কেউ এই সবগুলোকে মেনে নেয়ার পর যদি হজ্জ ফরয হওয়াকে মানতে না চায়, তবে সে কাফের। এই কারণে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর যুগে যখন কিছু লোক হজ্জ মেনে নিতে চাইল না, তখন তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ নাযিল করেছিলেন:

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾ "মানুষের উপর আল্লাহর দাবী হচ্ছে, যারা এ ঘর পর্যন্ত আসার সামর্থ রাখে, তারা যেন এর হজ্জ পালন করে। আর যে কুফরী করে সে জেনে রাখুক মহান আল্লাহ্ সারা জগতের কারো মুখাপেক্ষী নন।" (সূরা আলে ইমরানঃ ৯৭) কেউ যদি পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে, সেও সকলের ঐকমত্যে কাফের। এজন্য আল্লাহ্ কুরআনের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনের কিছু বিশ্বাস করবে এবং কিছু অস্বীকার করবে, সেই প্রকৃত কাফের। কুরআন নির্দেশ দিয়েছে ইসলামের সবকিছু সাধারণভাবে গ্রহণ করার জন্য। অতএব যে লোক কিছু গ্রহণ করবে আর কিছু প্রত্যাখ্যান করবে সে কুফরী করবে। এখন আপনি কি একথাটি স্বীকার করছেন?

আবদুন্ নবীঃ হ্যাঁ, আমি তা স্বীকার করছি। বিষয়টি কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ্ঃ আপনি যখন স্বীকার করছেন, যে ব্যক্তি কিছু বিষয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে সত্যায়ন করে এবং নামায ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে অথবা সব কিছু মেনে নেয়ার পর শুধু পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে, তবে সকল মাযহাবের ঐকমত্যে সে কাফের। কুরআনও এ কথা বলেছে। যেমনটি ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব জেনে রাখুন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা নিয়ে এসেছেন তম্মধ্যে সবচেয়ে বড় ফরয হচ্ছে তাওহীদ। এই তাওহীদ নামায, যাকাত, হজ্জ প্রভৃতির চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এখন কেউ যদি এই বিষয়গুলোর কোন একটিকে অস্বীকার করার কারণে কাফের হয়ে যায়, যদিও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক আনীত অন্যান্য সকল বিষয়ের প্রতি সে বিশ্বাস করে ও আমল করে, তবে কিভাবে তাওহীদকে অমান্য করলে সে কাফের হবে না? অথচ তাওহীদই ছিল সকল নবী-রাসূলের ধর্ম ও দাওয়াতের মূল বিষয় বস্তু? সুবহানাল্লাহ্! কি আশ্চর্য রকমের মূর্খতা!

আরো গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, ছাহাবায়ে কেরাম নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর ইন্তেকালের পর আবু বকর (রাঃ)এর নেতৃত্বে ইয়ামামা এলাকার হানীফা গোত্রের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। অথচ তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেছিল, ইসলামের কালেমায়ে শাহাদাত 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্' পড়েছিল এবং নামাযও পড়তো আযানও দিতো।

আবদুন্ নবীঃ কিন্তু তারা তো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে শেষ নবী মানে নি; বরং মুসায়লামাকে নবী হিসেবে বিশ্বাস করেছিল। আর আমরা বিশ্বাস করি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর পর কোন নবী নেই।

আবদুল্লাহ্ঃ তা ঠিক। কিন্তু আপনারা আলী (রাঃ), আবদুল কাদের জীলানী, খাজাবাবা, শাহজালাল এবং অন্যান্য নবী বা ফেরেশতা বা ওলীগণকে আসমান-যমীনের মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর আসনে উন্নীত করেন। যখন কিনা কোন মানুষকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর মরতবায় উন্নীত করলে সে কাফের হয়ে যাবে, তার জান-মাল হালাল হয়ে যাবে। কালেমায়ে শাহাদাত, নামায প্রভৃতি তার কোন কাজে আসবে না। অতএব তাকে যদি আল্লাহর মরতবায় উন্নীত করা হয়, তবে সে যে কাফের হয়ে যাবে একথা ব্যাখ্যা করার অপেক্ষা রাখে না।

একইভাবে আলী (রাঃ) যাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন তারাও কিন্তু ইসলামের দাবী করেছিল। তারা আলী (রাঃ)এর সাথী ছিল তারা ছাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে জ্ঞান শিক্ষা করেছিল। কিন্তু তারা আলীর ব্যাপারে এমন কিছু ধারণা করেছিল, যেমন আপনারা আবদুল কাদের জীলানী প্রমুখ সম্পর্কে ধারণা করে থাকেন। কিভাবে ছাহাবায়ে কেরাম তাদের কাফের হওয়া এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে ঐকমত্য হয়েছিলেন? আপনি কি মনে করেন ছাহাবীগণ মুসলমানদেরকে কাফের আখ্যা দিয়েছিলেন? নাকি মনে করেন, সাইয়্যেদ, জীলানী, খাজাবাবা প্রভৃতি সম্পর্কে ঐ বিশ্বাস রাখলে কোন অসুবিধা নেই; কিন্তু আলীর প্রতি বিশ্বাস রাখলেই শুধু কাফের হয়ে যাবে?

আরো কথা আছে, আপনার কথামতে পূর্বযুগের লোকেরা শুধু একারণেই কাফের হয়েছিল যে, তারা একদিকে যেমন শির্ক করতো অন্য দিকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), কুরআন ও পুনরুত্থান প্রভৃতিকে অস্বীকার করতো। যদি এটাই হয়, তবে প্রত্যেক মাযহাবের উলামায়ে কেরাম 'মুরতাদের বিধান' নামক অধ্যায়ে যা উল্লেখ করেন, তার অর্থ কি? তাঁরা বলেন, মুরতাদ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফরী করে। কি কি বিষয়ে কুফরী করলে মুরতাদ হবে, সে সম্পর্কে তাঁরা অনেক কিছু উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেকটা বিষয়ই তাতে লিপ্ত ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দিবে। এমনকি অনেকে এমন কিছু ছোট ছোট বিষয় উল্লেখ করেছেন, যাতে লিপ্ত হলেও কাফের হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহকে নাখোশকারী কথা মুখে উচ্চারণ করা- যদিও তা অন্তর থেকে না হয়। অথবা উহা খেলার ছলে বা ঠাট্টা-বিদ্রুপের ছলে বলে থাকে। এমনিভাবে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন,

﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۝٦٥ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ﴾ "তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর নিদর্শনাবলী ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছিলে। তোমরা ওযরখাহী করো না। ঈমান গ্রহণ করার পর তোমরা কাফের হয়ে গেছো।" (সূরা তাওবাঃ ৬৫-৬৬)

এ আয়াতে আল্লাহ্ যাদের ঈমান গ্রহণের পর কাফের হওয়ার বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন, তারা সেই সমস্ত লোক যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাথে তাবূক যুদ্ধে গমণ করেছিল। ফেরার পথে তারা এমন কিছু কথা সাহাবায়ে কেরাম ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে উল্লেখ করেছিল, যে কথাগুলো তাদের দাবী অনুযায়ী নিছক ঠাট্টা ও খেলার ছলে হয়েছিল।

আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ বানী ইসরাঈলের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তারা ইসলাম গ্রহণ, জ্ঞান লাভ ও সংশোধনের পর যখন মূসা (আঃ)কে বলেছিল, "আমাদের জন্য মা'বূদ নিযুক্ত করে দিন।" আর শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কিছু ছাহাবী তাঁকে বলেছিলেন, আমাদের জন্য 'যাতু আনওয়াত' নির্ধারণ করে দিন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে বলেছিলেন, তোমাদের এ কথা বনী ইসরাঈলের কথার মতই, যখন তারা মূসা (আঃ)কে বলেছিল, ﴿اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ﴾ "আমাদের জন্য একজন মা'বূদ নির্ধারণ করে দিন, যেমন তাদের মা'বূদ রয়েছে।"

আবদুন্ নবীঃ কিন্তু বানী ইসরাইল এবং যারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর

নিকট 'যাতু আনওয়াত' চেয়েছিল, তারা তো সে কারণে কাফের হয়ে যায়নি?

আবদুল্লাহ্ঃ হ্যাঁ, বানী ইসরাঈলের ঐ লোকেরা এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাথীগণ যা চেয়েছিলেন, তা কিন্তু করেননি। তা করলে কিন্তু তারা কাফের হয়ে যেতেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে নিষেধ করেছিলেন, তাঁর কথা না মেনে 'যাতু আনওয়াত' গ্রহণ করলে তারা কাফের হয়ে যেত।

আবদুন্ নবীঃ কিন্তু আমার কাছে আরেকটি প্রশ্ন আছে। তা হচ্ছে উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)এর ঘটনা, যখন তিনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠকারী ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও তার একাজকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি তাকে বলেছিলেন, "উসামা! 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার পরও কি তুমি লোকটিকে হত্যা করেছো?" (বুখারী) একইভাবে তিনি বলেছেন, "আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' না বলবে।" (মুসলিম) তাহলে আপনি যা বললেন তার মাঝে এবং এ হাদীছ দু'টোর মাঝে কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করবেন? আপনি আমাকে সঠিক পথ দেখান। আল্লাহ আপনাকে সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

আবদুল্লাহ্ঃ একথা সকলের জানা যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহুদীদের সাথে লড়াই করেছেন এবং তাদেরকে বন্দী করেছেন। অথচ তারাও পাঠ করতো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। ছাহাবীগণও বনু হানীফা গোত্রের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্' কালেমার সাক্ষ্য দিত, নামায পড়তো। এমনিভাবে আলী (রাঃ) যাদেরকে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন। আপনি স্বীকার করেন যে, যে ব্যক্তি পুনরুত্থানকে অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে, তাকে হত্যা করা হালাল হয়ে যাবে- যদিও সে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করে। আপনি আরো স্বীকার করেন যে, যে ব্যক্তি ইসলামের কোন একটি রুকন অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে, তাকে হত্যা করা বৈধ হবে- যদিও সে উক্ত কালেমা পাঠ করে। অতএব ধর্মের শাখা-প্রশাখার কোন একটি অস্বীকার করলে যদি এই কালেমা দ্বারা উপকৃত হতে না পারে, তবে কিভাবে যে তাওহীদ সমস্ত রাসূলের ধর্মের আসল ও মূল তা অস্বীকার করে এই কালেমা দ্বারা উপকৃত হবে? সম্ভবত আপনি এই হাদীছগুলোর অর্থ-তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেননি।

তাহলে শুনুনঃ উসামার হাদীছের জবাবঃ উসামা (রাঃ) এমন একটি লোককে হত্যা করেছিলেন যে ইসলামের দাবী করেছিল। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, লোকটি শুধুমাত্র জান-মালের ভয়ে কালেমা পাঠ করেছে। তাঁর এধারণা ভুল ছিল। কেননা যে লোক ইসলামের কথা মুখে প্রকাশ করবে, তার নিকট থেকে সুস্পষ্টভাবে ইসলাম বিরোধী কিছু না দেখা পর্যন্ত তাকে স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এজন্য আল্লাহ বলেন:﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ ﴾ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে ভ্রমণে বের হও, তখন সব বিষয়ে তথ্য নিয়ে পদক্ষেপ নিবে।" (সূরা নিসাঃ ৯৪) অর্থাৎ মু'মিন না কাফের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নাও। এ আয়াত প্রমাণ করে যে, নিশ্চিত না হয়ে কারো বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়া যাবে না। যখন সুস্পষ্ট ইসলাম বিরোধী কোন কিছু প্রমাণিত হয়ে যাবে, তখন তাকে হত্যা করতে হবে। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন, ﴿فَتَبَيَّنُواْ﴾ "যাচাই করে দেখ"। যদি তাকে

হত্যা করা হয় তবে যাচাই করে দেখার কোন উপকার পাওয়া যায় না।
অনুরূপ জবাব হচ্ছে দ্বিতীয় হাদীছ সম্পর্কে। তার উদ্দেশ্যও পূর্বেরটির মত। অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে ইসলাম ও তাওহীদের দাবী করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট থেকে ইসলাম বিনষ্টকারী কোন বিষয় না দেখা যাবে, তার ব্যাপারে হাত গুটিয়ে রাখতে হবে- তাকে হত্যা করা যাবে না। একথার দলীল হচ্ছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর উক্ত বাণী: 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার পরও কি তুমি লোকটিকে হত্যা করেছো?" এবং তিনি আরো বলেছেন, "আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' না বলবে।" তিনিই আবার খারেজী সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেছেন, "তাদেরকে যেখানে পাবে সেখানেই হত্যা করবে।" (বুখারী) অথচ ওরা সবচেয়ে বেশী ইবাদতকারী সবচেয়ে বেশী কালেমা পাঠকারী। এমনকি ছাহাবায়ে কেরামও তাদের ইবাদত দেখে নিজেদের ইবাদতকে তুচ্ছ মনে করতেন। অথচ ওরা ছাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে জ্ঞান শিক্ষা লাভ করেছিল। কিন্তু 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' তাদের কোন উপকারে আসেনি। বেশী বেশী ইবাদত কোন কাজে আসেনি। ইসলামের দাবীও কোন কল্যাণ নিয়ে আসেনি। যখন তারা ইসলামী শরীয়তের সুস্পষ্ট বিরোধীতায় লিপ্ত হল, তাদেরকে হত্যা করা হল।

আবদুন্ নবীঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে ছহীহ্ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, ক্বিয়ামতের মাঠে সমস্ত মানুষ প্রথমে আদমের কাছে (কিয়ামতের বিপদ থেকে) উদ্ধার কামনা করবে, তারপর নূহ, তারপর ইবরাহীম, তারপর মূসা, তারপর ঈসা (আঃ) এর কাছে উদ্ধার কামনা করবে। কিন্তু সকলেই নিজের অপারগতা প্রকাশ করবেন। শেষে তারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট আসবে। এথেকে প্রমাণ হয় যে, গাইরুল্লাহর কাছে উদ্ধার কামনা করা শির্ক নয়।

আবদুল্লাহ্ঃ মাসআলাটির স্বরূপ সম্বন্ধে আপনি গোলক ধাঁধায় পড়ে গেছেন। মনে রাখবেন জীবিত এবং উপস্থিত মানুষ যদি কোন বিষয়ে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে, তবে তার কাছে তা প্রার্থনা করা জায়েয এটা আমরা অস্বীকার করি না। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿فَٱسۡتَغَٰثَهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِي مِنۡ عَدُوِّهِۦ﴾ "মূসা (আঃ)এর দলের লোকটি নিজের শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর (মূসার আঃ) কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল।" (সূরা কাসাসঃ ১৫) এমনিভাবে মানুষ যুদ্ধ ইত্যাদিতে সাথীদের নিকটে এমন সাহায্য কামনা করে, যা তাদের সামর্থের মধ্যে। আপনারা যে ওলী-আউলিয়ার কবরের কাছে গিয়ে বা তাদের অনুপস্থিতিতে এমন বিষয়ে সাহায্য কামনা করেন, যাতে আল্লাহ্ ছাড়া কারো হাত নেই, আমরা এটাকেই অস্বীকার করি। আর কিয়ামত দিবসে মানুষ যে নবীদের কাছে সাহায্য চাইবেন, তার অর্থ হচ্ছে, তাঁরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন, যাতে করে আল্লাহ্ তাদের হিসাব নিয়ে জান্নাতীদেরকে হাশরের মাঠের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করেন। আর দুনিয়া ও আখেরাতে এরূপ কাজ জায়েয। আপনি যে কোন সৎ লোকের নিকট আগমণ করবেন- যিনি আপনার সামনে থাকবেন এবং আপনার কথা শুনবেন, আপনি তাকে অনুরোধ করবেন, তিনি আপনার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবদ্দশায় সাহাবীগণ দু'আ করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর কখনো তাঁর

কবরের কাছে এসে তাঁরা দু'আর আবেদন করেননি; বরং কবরের কাছে গিয়ে আল্লাহর নিকট দু'আ করার জন্য কেউ ইচ্ছা করলে সাহাবীগণ তার প্রতিবাদ করেছেন।

আবদুন্ নবীঃ ইবরাহীম (আঃ)এর ঘটনা সম্পর্কে আপনার মত কী? যখন তাঁকে আগুনে ফেলে দেয়া হচ্ছিল, তখন জিবরীল (আঃ) শুন্যে এসে তাঁর সম্মুখবর্তী হলেন এবং বললেন, আপনার সাহায্যের দরকার আছে? তখন ইবরাহীম (আঃ) বললেন, আপনার সাহায্যের কোন দরকার নেই। এখন জিবরীলের কাছে সাহায্য কামনা করা যদি শির্ক হতো, তবে তিনি নিজেকে ইবরাহীমের সামনে পেশ করতেন না!?

আবদুল্লাহ্ঃ পূর্বের সংশয়টির মত এটা আরেকটি সংশয়। মূলতঃ এ ঘটনাটিই সঠিক নয়। যদি সঠিক ধরেও নেয়া হয়, তবে তো জিবরীল (আঃ) এমন উপকার করতে চেয়েছিলেন, যা তাঁর সাধ্যের ভিতরে ছিল। যেমন তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, ﴿عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ﴾ "তাঁকে (মুহাম্মাদ ছাঃকে) প্রবল শক্তিধর (একজন ফেরেশতা) শিক্ষা দিয়ে থাকেন।" (সূরা নজমঃ ৫) আল্লাহ যদি জিবরীল (আঃ)কে অনুমতি দিতেন, তবে তিনি ইবরাহীমের ঐ আগুন ও তার পার্শবর্তী এলাকার যমিন ও পাহাড় সবকিছু উঠিয়ে পূর্ব দিগন্তে বা পশ্চিম দিগন্তে নিক্ষেপ করতে পারতেন, এতে তাঁর কোন অসুবিধা হতো না। ঘটনাটির উদাহরণ হচ্ছেঃ জনৈক বিত্তবান ব্যক্তি অভাবী এক লোকের অভাব দূর করার জন্য তাকে সাহায্য করতে চাইল, কিন্তু লোকটি বিত্তবানের দান গ্রহণ না করে ছবর করল, ফলে আল্লাহ তাকে রিযিক দান করলেন- তাতে কারো কোন মধ্যস্থতা ও আবেদন ছিল না। অতএব কিভাবে এ ঘটনাটিকে মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা ও উদ্ধার কামনার শির্কের সাথে তুলনা করেন, যে শির্ক বর্তমানে আপনারা করে চলেছেন?

ভাই সাহেব! জেনে রাখুন, নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে যাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল, সে যুগের কাফেরদের শির্ক বর্তমান যুগের লোকদের শির্কের চাইতে হালকা ছিল। এর কারণ তিনটিঃ

প্রথমতঃ সে যুগের লোকেরা শুধুমাত্র সুখের সময় আল্লাহর সাথে শির্ক করতো, কিন্তু দুঃখ ও মুসীবতের সময় শির্ক না করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকতো। দলীল আল্লাহর বাণীঃ

﴿فَإِذَا رَكِبُوا۟ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ "যখন তারা নৌকা ভ্রমণে বের হতো, তখন ধর্মকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করে তাঁকে আহবান করতো। যখন আল্লাহ্ তাদেরকে স্থলে নিয়ে এসে মুক্তি দিতেন, তখন আবার শির্ক করা শুরু করতো।" (সূরা আনকাবূতঃ ৬৫) আল্লাহ্ আরো বলেন,

﴿وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَٱلظُّلَلِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَـٰتِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾

"যখন সমুদ্রের তরঙ্গমালা তাদেরকে মেঘমালার মত আচ্ছন্ন করে, তখন তারা বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহকে ডাকে। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছান তখন তাদের কেউ কেউ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে থাকে। বস্তুতঃ শুধুমাত্র বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই তাঁর নির্দেশনাবলী অস্বীকার করে।" (সূরা লোকমানঃ ৩২) যে মুশরিকদের বিরুদ্ধে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুদ্ধ করেছিলেন, তারা

সুখ-সাচ্ছন্দের অবস্থায় আল্লাহকেও ডাকতো এবং অন্যকেও ডাকতো। কিন্তু বিপদে পড়লে আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ডাকতো না। সে সময় তারা সকল মূর্তিকে ভুলে যেতো। কিন্তু বর্তমান যুগের মুসলমান নামধারী মুশরিকরা সুখের সময় যেমন গাইরুল্লাহকে ডাকে, বিপদের সময়ও তেমন গাইরুল্লাহকে ডাকে; বরং বিপদ-মুছীবতের সময় বেশী করে গাইরুল্লাহকে ডাকে। ইয়া রাসূলুল্লাহ্, ইয়া হুসাইন বলে ডাকে। খাজা বাবা, শাহজালাল, মাইজ ভান্ডারী, এনায়েত পুরী, বায়েজিদ বোস্তামী প্রভৃতি মাজারে মাজারে ধর্ণা দিয়ে বেড়ায়। কিন্তু এই বাস্তবতা বুঝার লোক কোথায়?

দ্বিতীয়তঃ পূর্ব যুগের লোকেরা গাইরুল্লাহর সাথে এমন লোককে ডাকতো যারা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা ছিল। ওরা নবী বা ওলী বা ফেরেশতা বা কমপক্ষে গাছ ও পাথরকে ডাকতো যারা আল্লাহর আনুগত্য করতো তাঁর নাফরমানী করতো না। কিন্তু বর্তমান যুগের লোকেরা এমন কিছু মানুষকে ডেকে থাকে, যারা সবচেয়ে বড় ফাসেক। যে লোক নেক ব্যক্তি এবং আল্লাহর আনুগত্যকারী পাথর ও গাছের মধ্যে কিছু বিশ্বাস করে, সে ঐ ব্যক্তির চেয়ে কম অপরাধী যে প্রকাশ্য ফাসেক ও পাপী লোকের ভিতরে কিছু বিশ্বাস করে।

তৃতীয়তঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগের লোকদের শির্ক সাধারণভাবে তাওহীদে উলুহিয়্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তারা তাওহীদে রুবুবিয়্যাতে শির্ক করতো না। কিন্তু শেষ যুগের লোকেরা তাদের বিপরীত। তারা ব্যাপকহারে তাওহীদে রুবুবিয়্যাতেও শির্ক করে থাকে। তাওহীদে উলুহিয়্যার মধ্যে তাদের শির্ক তো রয়েছেই। তারা পৃথিবীর পরিচালনার ক্ষেত্রে জীবন-মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়গুলোকে প্রকৃতির কাজ বলে বিশ্বাস করে। এসবের পিছনে যে একজন স্রষ্টা আছেন তা স্বীকার করতে চায় না।

সম্ভবতঃ আমি গুরুত্বপূর্ণ একটি মাসআলা উল্লেখ করে আমার কথা শেষ করতে চাই, যার মাধ্যমে আপনি পূর্বের কথাগুলো ভালভাবে বুঝতে পারবেন। তা হচ্ছে, একথায় কোন মতভেদ নেই যে, তাওহীদকে অবশ্যই অন্তরের বিশ্বাস, মুখে স্বীকার ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কর্মে পরিণত করতে হবে। তাওহীদ চেনার পর তদানুযায়ী আমল না করলে সে সীমালঙ্ঘণকারী কাফেরে পরিণত হবে। যেমন ছিল ফেরাউন ও ইবলীস।

এক্ষেত্রে বহু লোক ভুল করে থাকে। তারা বলে, এটা সত্য কিন্তু তা বাস্তবায়ন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের দেশে এসব চলবে না। আমাদের জাতির কাছে এধরণের কাজ ঠিক নয়। এগুলো করতে চাইলে মানুষের মতামত নিতে হবে। সমাজের সাথে মিশে তাদেরকেও কিছু ছাড় দিতে হবে। অন্যথা মানুষের অমঙ্গল থেকে বাঁচা যাবে না। এই মিসকীন জানে না যে, অধিকাংশ কাফেরের লিডাররা সত্য জেনেছে কিন্তু খোঁড়া যুক্তির ওযুহাত খাড়া করে সেই সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন,

﴿ٱشْتَرَوْا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾ "ওরা অল্প মূল্যের বিনিময়ে আল্লাহর আয়াতকে বিক্রয় করে দিয়েছে। অতঃপর তাঁর পথকে বন্ধ করে দিয়েছে। নি:সন্দেহে তারা কতই না নিকৃষ্ট কাজ করেছে।" **(সূরা তাওবাঃ ৯)**

যারা বাহ্যিকভাবে তাওহীদ অনুযায়ী আমল করে কিন্তু তা বুঝে না এবং অন্তর দিয়ে বিশ্বাসও করে না, তারা মুনাফেক। তারা প্রকৃত কাফেরের চাইতে বেশী নিকৃষ্ট। কেননা আল্লাহ্ বলেন, ﴿إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ﴾ "নিশ্চয় মুনাফেকরা জাহান্নামের সর্ব নিম্ন স্তরে অবস্থান করবে।" (সূরা নিসাঃ ১৪৫)

মানুষের কথাবার্তার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে আপনি এই বিষয়টি পরিস্কারভাবে বুঝতে পারবেন। দেখবেন ওরা হক জানে ও চেনে কিন্তু তদানুযায়ী আমল করে না। কেননা আমল করতে গেলে দুনিয়ার কাজ-কর্মে বাধা আসবে বা উপার্জন কমে যাবে। যেমন ছিল কারূন। অথবা আমল করতে গেলে সম্মান কমে যাবে, যেমন ছিল হামান। অথবা পদ ও ক্ষমতা হারাবে, যেমন ছিল ফেরাউন।

আবার অনেককে দেখবেন মুনাফেকদের মত প্রকাশ্যে আমল করে কিন্তু আন্তরিকভাবে নয়। সে লোক অন্তরে কি বিশ্বাস করে সে সম্পর্কে জানতে চাইলে দেখবেন সে কিছুই জানে না।

কিন্তু কুরআনের দু'টি আয়াতের মর্ম অনুধাবন করা আপনার প্রতি আবশ্যকঃ

প্রথম আয়াতঃ পূর্বে উল্লেখ হয়েছে- আল্লাহ্ বলেন, ﴿لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ﴾ "তোমরা ওযুহাত পেশ করো না। ঈমান গ্রহণ করার পর তোমরা কাফের হয়ে গেছো।" (সূরা তওবাঃ ৬৫-৬৬) আপনি যখন জানলেন যে, রোমের বিরুদ্ধে যারা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে তাবুক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, তাদের মধ্যে কতিপয় লোক খেলাধুলা ও ঠাট্টার ছলে একটিমাত্র কথা বলার কারণে কাফের হয়েছিল। তখন আপনি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন, যে লোক সম্পদের কমতি বা পদ ও সম্মান হারানোর ভয়ে বা কারো মন রক্ষা করার জন্য কুফরী কথা মুখে উচ্চারণ করে বা কুফরী কাজ করে, সে ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় অপরাধি যে ঠাট্টার ছলে কুফরী কথা উচ্চারণ করে। কেননা ঠাট্টা-বিদ্রুপকারী মানুষকে হাঁসানোর জন্য মুখে যে কথা উচ্চারণ করে, সাধারণত অন্তরে তা বিশ্বাস করে না। কিন্তু যে লোক স্বার্থহানীর আশংকায় বা মানুষের নিকট থেকে সম্মান ও সম্পদ লাভের লালসায় কুফরী কথা উচ্চারণ করে বা কুফরী কাজে লিপ্ত হয়, সে শয়তানকে তার অঙ্গিকার সত্যায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। ﴿ٱلشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ﴾ "শয়তান তোমাদেরকে অভাবের অঙ্গিকার করে[১] এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়।" (সূরা বাকারাঃ ২৬৮) এবং শয়তানের ধমকীকে ভয় করে: ﴿إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ﴾ "শয়তানতো তার বন্ধুদেরকে ভয় দেখায়।" (সূরা আল ইমরানঃ ১৭৫) সে লোক মহান করুণাময়ের অঙ্গীকারকে সত্য বলে বিশ্বাস করেনি: ﴿وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا﴾ "আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের অঙ্গীকার করেন।" (সূরা বাকারাঃ ২৬৮) মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করেনি: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ "তোমরা তাদেরকে ভয় করো না; যদি ঈমানদার হয়ে থাক তবে তোমরা আমাকে ভয় করো।" (সূরা আল ইমরানঃ ১৭৫) অতএব এই যার অবস্থা সে কি রহমানের বন্ধু

---

১. অর্থাৎ শয়তান তোমাদেরকে ভয় দেখায়, তোমরা যদি আল্লাহর পথে অর্থ খরচ কর, তবে অভাবী হয়ে যাবে।

হওয়ার যোগ্যতা রাখে নাকি শয়তানের বন্ধু হিসেবে পরিগণিত হয়?

দ্বিতীয় আয়াতঃ আল্লাহ্ বলেন:

﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ﴾

"কেউ ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং কুফরীর জন্যে হৃদয় উম্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্য আছে মহা শাস্তি; তবে তার জন্যে নয়, যাকে কুফরীর জন্যে বাধ্য করা হয়েছে, কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচল।" (সূরা নাহালঃ ১০৬) এদের মধ্যে আল্লাহ্ কারো মিথ্যা ওযুহাত গ্রহণ করেননি। তবে যাকে জবরদস্তী করে কুফরী করতে বাধ্য করা হয়েছে অথচ তার অন্তরে ঈমান অবিচল ও সুদৃঢ়, আল্লাহ্ তার ওযর গ্রহণ করবেন। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কারণে যারা কুফরী করবে চাই ভয়ে হোক বা লোভ-লালসায় হোক বা কারো মন রক্ষা করার কারণে হোক অথবা নিজ দেশ বা বংশ-পরিবারের পক্ষাবলম্বন করার জন্য হোক বা সম্পদ রক্ষার কারণে হোক বা হাসি-ঠাট্টার ছলে হোক অথবা অন্য কোন কারণে হোক- তাদের কারো ওযর গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা উল্লেখিত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, একজন মানুষকে শুধুমাত্র মুখের কথা বা কর্মের ব্যাপারে বাধ্য করা যেতে পারে, কিন্তু অন্তরের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কাউকে বাধ্য করা যেতে পারে না। আল্লাহ্ বলেন:

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا عَلَى ٱلۡأٓخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ﴾

"এই কারণে যে, তারা আখেরাতের জীবনের উপরে দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং এই জন্যে যে, আল্লাহ্ কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।" (সূরা নাহালঃ ১০৭) এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অন্তরের বিশ্বাসের কারণে এবং মূর্খতা ও ধর্মের প্রতি ঘৃণা রাখার কারণে বা কুফরীকে ভালবাসার কারণে তাদেরকে আযাব দেয়া হবে না; বরং এ জন্যে আযাবের সম্মুখিন হবে যে, তার জন্য দুনিয়ার যে অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে তাকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছে, দুনিয়াকে আখেরাতের চাইতে বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। (আল্লাহই অধিক জ্ঞান রাখেন)

এসব কিছু জানার পরও কি (আল্লাহ্ আপনাকে হেদায়াত করুন) মাওলার দরবারে তওবা করবেন না? তাঁর কাছে ফিরে আসবেন না? শির্কী আকীদা-বিশ্বাস পরিত্যাগ করবেন না? শুনলেন তো বিষয়টি কত ভয়ানক। মাসআলাটি কত জটিল। বক্তব্যও সুস্পষ্ট।

আবদুন্ নবীঃ আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তাঁর কাছে তওবা করছি। সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ ছাড়া আমি যে সকল বস্তুর ইবাদত করতাম সবকিছু প্রত্যাখ্যান করলাম। পূর্বে আমার দ্বারা যা হয়ে গেছে সে ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন। আমার সাথে দয়া, ক্ষমা ও করুণার আচরণ করেন। আর মৃত্যু পর্যন্ত যেন তাওহীদ ও বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। তাঁর কাছে আরো প্রার্থনা করছি- ভাই আবদুল্লাহ্- তিনি যেন আপনাকে এই নসীহতের কারণে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করেন। কেননা দ্বীন হচ্ছে নসীহতের নাম। আর আপনি যে, আমার নাম (আবদুন্ নবী) শুনে তা অপছন্দ

করেছেন তাই আপনাকে বলতে চাই, আমি নিজের নাম পরিবর্তন করে (আবদুর রহমান) রাখলাম। আর আমার আভ্যন্তরিন বিশ্বাসগত বিভ্রান্ত অন্যায়ের যে আপনি প্রতিবাদ করেছেন তার জন্যও আল্লাহ্ যেন আপনাকে পুরস্কৃত করেন। কেননা ঐ আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আমি মৃত্যু বরণ করলে কখনই নাজাত পেতাম না। কিন্তু সর্বশেষ আমি আপনার কাছে একটি আবেদন রাখছি। আপনি আমাকে সেই সমস্ত গর্হিত কাজগুলোর কথা বলবেন যাতে অধিকাংশ মানুষ লিপ্ত।

আবদুল্লাহ্ঃ ঠিক আছে। তাহলে মনোযোগ সহকারে শুনুন:

✸ সাবধান! কুরআন-সুন্নাহর কোন বিষয়ে মতবিরোধ হলে, সে ক্ষেত্রে ফিতনা ও অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে শুধু বিরোধপূর্ণ বিষয়ের অনুসরণ যেন আপনার পরিচয় না হয়। কেননা ঐ বিষয়ের প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। কিন্তু আপনার পরিচয় যেন জ্ঞান-বিদ্যায় পারদর্শী এমন লোকদের মত হয় যারা অস্পষ্ট ও সন্দেহ মূলক বিষয়ে বলেন: ﴿ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ "আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এসব কিছু আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে।" (সূরা আল ইমরানঃ ৭) বিরোধপূর্ণ বিষয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ" "যে বিষয়ে তোমার সন্দেহ হয় তা ছেড়ে দিয়ে সন্দেহ মুক্ত বিষয়ে লিপ্ত হও।" (আহমাদ, তিরমিযী) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, "فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ" "যে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ বিষয় থেকে বেঁচে থাকে, সে নিজের ধর্ম ও ইজ্জতকে পবিত্র রাখে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে লিপ্ত হয়, সে হারামে পতিত হয়।" (বুখারী ও মুসলিম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, "وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ" "গুনাহর কাজ তো ওটাই যা তোমার অন্তরে খটকা সৃষ্টি করে এবং মানুষ উহা দেখে ফেলুক তা তুমি অপছন্দ কর।" (মুসলিম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন:

اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ (ثلاث مرات) الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ

"তোমার অন্তরের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস কর, নিজেকে এর সমাধান জিজ্ঞেস কর। (কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন) যে কাজে মনে প্রশান্তি সৃষ্টি হয় সেটাই নেককাজ। আর যে কাজে মনে খটকা জাগে এবং অন্তরে বাধা সৃষ্টি করে সেটাই গুনাহের কাজ। আর যদি লোকদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস কর তো লোকেরা তোমাকে ফতোয়া দিবে।" (আহমাদ, দারেমী, হাদীছ হাসান দ্রঃ ছহীহ তারগীব তারহীব হা/১৭৩৪)

✸ সাবধান! প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। কেননা এ বিষয়ে আল্লাহ্ কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, ﴿أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ﴾ "তুমি কি তাকে দেখেছ যে নিজের প্রবৃত্তিকে মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে।" (সূরা ফুরকানঃ ৪৩)

✸ সাবধান! মানব রচিত কোন মতাদর্শের অন্ধানুকরণ করবেন না। বাপ-দাদার দোহাই দেবেন না। কেননা সত্য গ্রহণের পথে গোঁড়ামী ও অন্ধানুকরণ বড় একটি বাঁধা। সত্য হচ্ছে মুমিনের নিকট হারানো সম্পদের মত মূল্যবান। মুমিন যেখানেই সত্য পাবে তা গ্রহণ করার জন্য সেই বেশী হকদার। আল্লাহ্ বলেন:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ "আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ

করেছেন তার অনুসরণ কর; তখন তারা বলে- বরং আমরা তারই অনুসরণ করব যার উপর আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে পেয়েছি। যদিও তাদের পিতৃ পুরুষদের কোন জ্ঞানই ছিল না এবং তারা সুপথগামীও ছিল না।" (সূরা বাকারাঃ ১৭০)

✸ সাবধান! কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন করবেন না। কেননা এটা সকল অন্যায়ের গোড়া। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,"مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ" "যে ব্যক্তি কোন জাতীর সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত হবে।" (আহমাদ, আবু দাউদ)

✸ সাবধান! কখনো গাইরুল্লাহর উপর ভরসা করবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ﴾ "যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করবে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হবেন।" (সূরা তালাকঃ ৩)

✸ আল্লাহর নাফরমানী করে সৃষ্টিকুলের কারো আনুগত্য করবেন না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "لاَطَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ" "স্রষ্টার নাফারমানী করে সৃষ্টিকুলের কারো আনুগত্য করা যাবে না।" (আহমাদ, হাকেম)

✸ সাবধান! আল্লাহর উপর কুধারণা রাখবেন না। কেননা হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ্ বলেছেন, "أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي" "আমার বান্দা আমার উপর যেরূপ ধারণা পোষণ করবে আমি সেরূপই তার সাথে আচরণ করব।" (বুখারী ও মুসলিম)

✸ সাবধান! বিপদে পড়ার আশংকায় বা বিপদোদ্ধারের জন্য রিং, পাথর, সুতা, তাবীজ-কবচ ইত্যাদি পরিধান করবেন না।

✸ সাবধান! বদনযর প্রভৃতি থেকে বাঁচার জন্য তাবীজ ব্যবহার করবেন না। কেননা তাবীজ ব্যবহার করা শির্ক। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,"مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ" "যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকাবে, তাকে সেই বস্তুর প্রতি সোপর্দ করে দেয়া হবে।" (আহমাদ, তিরমিযী)

✸ সাবধান! পাথর, গাছ, পুরাতন চিহ্ন, ঘর-বাড়ি ইত্যাদি দ্বারা বরকত কামনা করবেন না। কেননা এ ধরণের বস্তু থেকে বরকত নেয়া শির্ক।

✸ সাবধান! কোন বিষয়ে পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করবেন না। বা কোন বস্তুতে কুলক্ষণ নির্ধারণ করবেন না। কেননা উহা শির্ক। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "الطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ثَلاَثًا" "(ভাগ্য গণনা এবং সুলক্ষণ বা কুলক্ষণ নির্ধারণ করার জন্য) পাখি উড়ানো শির্ক। পাখি উড়ানো শির্ক।" নবীজী কথাটি তিনবার বলেন। (আহমাদ, আবু দাউদ)

✸ যে সকল যাদুকর ও জ্যোতিষী অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে বলে দাবী করে তাদের কথা বিশ্বাস করা থেকে সাবধান! তারা কাগজে মানুষের বিভিন্ন বুরুজের (রাশিচক্র) উল্লেখ করে তাদের সুখ-দুঃখের সংবাদ দেয়। তাদের কথা বিশ্বাস করা শির্ক। কেননা একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ অদৃশ্যের খবর জানে না।

✸ সাবধান! নক্ষত্র এবং ঋতুর দিকে বৃষ্টি বর্ষণকে সম্পর্কিত করবেন না। কেননা উহা শির্ক; বরং বৃষ্টি আল্লাহর নির্দেশেই নাযিল হয়।

✸ সাবধান! গাইরুল্লাহর নামে শপথ করবেন না। যার নামে শপথ করতে চান সে যেই হোক না কেন তার নামে শপথ করা শির্ক। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ" "যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে শপথ করবে, সে

শির্ক করবে বা কুফরী করবে।" (আহমাদ, আবু দাউদ) যেমন নবীর নামে শপথ করা, আমানত, ইজ্জত, যিম্মাদারী, জীবন, পিতা-মাতা, সন্তান ইত্যাদির নামে শপথ করা।

✸ সাবধান! যুগকে গালি দিবেন না। বাতাস, সূর্য, ঠান্ডা, গরম, প্রভৃতিকে গালি দেবেন না। এগুলোকে গালি দেয়া মানে আল্লাহকে গালি দেয়া। কেননা তিনিই এগুলো সৃষ্টি করেছেন।

✸ সাবধান! বিপদে পড়লে 'যদি' বলবেন না। (যদি এরূপ করতাম তবে এরূপ হত বা যদি এরূপ না করতাম তবে এরূপ হত না।) কেননা এধরণের কথা শয়তানের কর্মকে উন্মুক্ত করে। তাছাড়া এতে আল্লাহর নির্ধারিত তকদীরের বিরোধিতা করা হয়। এধরণের পরিস্থিতিতে বলবেন: 'আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি যা চেয়েছেন তা করেছেন।'

✸ সাবধান! কবরগুলোকে মসজিদে রূপান্তরিত করবেন না। কেননা যে মসজিদে কবর আছে তাতে নামায হবে না। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শেষ জীবনে মৃমূর্ষ অবস্থায় বলেছেন: لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا "ইহুদী-খৃষ্টানদের উপর আল্লাহর লা'নত। তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছে।" ওদের কার্যকলাপ থেকে উম্মতকে সতর্ক করার জন্যই নবীজী একথা বলেছেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবীজী এ কথা না বললে ছাহাবীগণ তাঁকে বাইরে কবর দিতেন।' (বুখারী ও মুসলিম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন: « إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُونَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ فَلاَ تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ فَإِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ»

"তোমাদের পূর্বের লোকেরা তাদের নবী ও নেক লোকদের কবরকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছে। তোমরা কবর সমূহকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে একাজ থেকে নিষেধ করছি।" (মুসলিম)

✸ সাবধান! মিথ্যুকরা যে সমস্ত হাদীছ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দিকে সম্বন্ধ করে থাকে তা বিশ্বাস করবেন না। মিথ্যুকরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উসীলা এবং উম্মতের নেক লোকদের নামে উসীলা করার জন্য নবীজীর নামে মিথ্যা হাদীছ রচনা করেছে। এধরণের সকল হাদীছ জাল, মিথ্যা ও বানোয়াট। যেমন: 'তোমরা আমার সম্মানের উসীলা করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর। কেননা আল্লাহর নিকট আমার সম্মান অনেক বেশী।' আরো জাল হাদীছ হচ্ছে: 'যখন কোন বিষয়ে তোমরা অপারগ হয়ে যাবে, তখন কবরবাসীদের নিকট যাবে।' আরো বানোয়াট হাদীছ হল, 'আল্লাহ্ পাক প্রত্যেক ওলীর কবরে একজন করে ফেরেশতা নিয়োগ করে রাখেন। সে মানুষের প্রয়োজন পূরণ করে থাকে।' আরো মিথ্যা হাদীছের নমূনা হচ্ছে: 'তোমাদের মধ্যে কোন মানুষ যদি পাথরের উপর সুধারণা পোষণ করে, তবে সে পাথর তার উপকারে আসবে।' ইত্যাদি আরো বহু বানোয়াট জাল হাদীছ সমাজের সর্বস্তরে প্রচলিত আছে।

✸ সাবধান! ধর্মীয় উপলক্ষে বিশেষ কোন অনুষ্ঠান করবেন না। যেমন: মীলাদ মাহফিল, ইসরা-মেরাজ দিবস পালন, (নেসফে শাবান) বা মধ্য শাবানের রাতে ইবাদত-বন্দেগী ইত্যাদি। এগুলো নবাবিস্কৃত ইসলামী লেবাসে ইসলাম বিরোধী

কাজ। যার পক্ষে শরীয়তে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে কোন প্রমাণ নেই। প্রমাণ নেই সাহাবায়ে কেরামের কর্ম থেকে যারা আমাদের চাইতে নবীজীকে বেশী ভালবাসতেন। আমাদের চাইতে কল্যাণ জনক কাজ বেশী করতেন। যদি এ সমস্ত কাজে নেকী থাকতো তবে আমাদের পূর্বে তাঁরা অবশ্যই তা করতেন। পরবর্তীতে করার প্রতি মানুষকে বলে যেতেন এবং উৎসাহ দিতেন।

কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এর ব্যাখ্যাঃ

(লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) কালেমাটিতে দু'টি অংশ বিদ্যমানঃ একটি 'না' বাচক, পরেরটি 'হ্যাঁ' বাচক। প্রথমতঃ (লা-ইলাহা) আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ প্রকৃতভাবে ইলাহ্ বা মা'বূদ হতে পারে একথাকে অস্বীকার করা। দ্বিতীয়তঃ (ইল্লাল্লাহ্) প্রকৃত ইলাহ্ বা মা'বূদ এককভাবে আল্লাহ্ একথাকে সাব্যস্ত করা। আল্লাহ্ সুবহানাহু বলেন, ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۝٢٦ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُۥ سَيَهْدِينِ ﴾ "যখন ইবরাহীম তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা যাদের দাসত্ব কর, তাদের সাথে আমি সম্পর্ক ছিন্ন করছি। তবে আমার সম্পর্ক তাঁর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন।" (যুখরুফঃ ২৬, ২৭) সুতরাং আল্লাহর ইবাদত করলেই হবে না, ইবাদতকে নিরঙ্কুশভাবে তাঁর জন্যেই সাব্যস্ত করতে হবে। অতএব তাওহীদের মাধ্যমে আল্লাহকে একক মেনে নিয়ে শির্ক এবং শির্কের অনুসারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন ব্যতীত তাওহীদ তথা ইসলাম গ্রহণীয় হবে না।

বর্ণিত হয়েছে যে, (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) জান্নাতের চাবী। কিন্তু যে কেউ এই কালেমা পড়লেই কি তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে? ওয়াহাব বিন মুনাব্বেহ (রহঃ)কে জিজ্ঞেস করা হল, (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) কি জান্নাতের চাবী নয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু যে কোন চাবীরই দাঁতের প্রয়োজন। দাঁত বিশিষ্ট চাবী যদি নিয়ে আসেন তবেই না দরজা খুলতে পারবেন। অন্যথা আপনি দরজা খুলতে পারবেন না।

নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে অসংখ্য হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যার সমষ্টি দ্বারা উক্ত চাবীর দাঁতের পরিচয় লাভ করা যায়। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,"যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করবে..।" "যে ব্যক্তি কালেমার প্রতি অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তা পাঠ করবে..।" "যে ব্যক্তি অন্তর থেকে সত্যিকারভাবে এই কালেমা পাঠ করবে.." প্রভৃতি। উল্লেখিত হাদীছ সমূহ এবং আরো অন্যান্য হাদীছ দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ হওয়ার বিষয়টিকে কালেমার অর্থ সম্পর্কে জ্ঞান রাখার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। মৃত্যু দম পর্যন্ত কালেমার উপর সুদৃঢ় থাকতে ও তার তাৎপর্যের প্রতি বিনীত থাকতে বলা হয়েছে।

কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' জান্নাতের চাবী হিসেবে উপযুক্ত হওয়ার জন্য সামষ্টিক দলীল সমূহ দ্বারা উলামায়ে কেরাম কতিপয় শর্তারোপ করেছেন। অবশ্যই এই শর্ত সমূহ পূর্ণ করতে হবে এবং তার বিপক্ষে সকল বাধা বিদূরিত হতে হবে। এই শর্তমালাই হচ্ছে উক্ত চাবীর দাঁত। শর্তগুলো নিম্নরূপঃ

জ্ঞানঃ প্রত্যেক কথার একটা অর্থ আছে। তাই কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র অর্থ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা ওয়াজিব। এমনভাবে শিখবে যাতে কোন অজ্ঞতা না থাকে। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সকলের জন্য উলুহিয়্যাত বা মা'বূদ হওয়ার যোগ্যতাকে অস্বীকার করা এবং এই যোগ্যতা একমাত্র আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা। তাই কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র অর্থ হচ্ছেঃ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহ্ বলেন, ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ "কিন্তু

যারা সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে এবং তারা জেনে-শুনেই তা করে থাকে।" (সূরা যুখরুফঃ ৮৬) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করবে একথা প্রকৃতভাবে জেনে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম)

দৃঢ় বিশ্বাসঃ কালেমার নিগুড় অর্থের প্রতি মজবুত ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস পোষণ করা- যাতে বিন্দু মাত্র সংশয়, সন্দেহ বা ধারণা থাকবে না। বরং বিশ্বাসের ভিত্তি হবে অকাট্য, স্থীর ও অটল এবং বলিষ্ঠতার উপর। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের বৈশিষ্ট উল্লেখ করতে গিয়ে এরশাদ করেন,

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ﴾

"ঈমানদার তারাই যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এরপর কোন সন্দেহ পোষণ করেনি। আর তারা স্বীয় জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। বস্তুতঃ তারাই সত্যপরায়ণ।" (সূরা হুজুরাতঃ ১৫) অতএব এই কালেমা মুখে উচ্চারণ করাই যথেষ্ট হবে না; বরং সে ব্যাপারে অন্তরে বলিষ্ঠ বিশ্বাস রাখতে হবে। যদি এরূপ বলিষ্ঠতা অন্তরে অনুভব না করা যায় এবং সেখানে কোন রকমের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা সন্দেহের উদয় হয়, তবে তা সুস্পষ্ট মুনাফেকী। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যে বান্দাই সন্দেহ মুক্ত অবস্থায় এ দু'টি কথা নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম)

গ্রহণ করাঃ যখন জানলেন ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলেন, তখন এই সুদৃঢ় জ্ঞানের প্রভাব থাকা উচিত। আর তা হচ্ছে এই কালেমার দাবীকে অন্তর ও যবান দ্বারা মেনে নেয়া ও গ্রহণ করা। কেননা যে ব্যক্তি তাওহীদের দা'ওয়াতকে গ্রহণ করবে না; বরং তা প্রত্যাখ্যান করবে, সে কাফের হিসেবে গণ্য হবে। চাই তার প্রত্যাখ্যান অহংকারের কারণে হোক বা অবাধ্যতার কারণে হোক বা হিংসা-বিদ্বেষের কারণে হোক। যে সকল কাফের অহংকার করে উক্ত কালেমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, ﴿إِنَّهُمْ كَانُوٓا۟ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ "যখন তাদেরকে বলা হয় একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, তখন তারা অহংকারে ফেটে পড়ে। আর বলে, আমরা কি একজন পাগল কবির কারণে আমাদের উপাস্যদেরকে ছেড়ে দিব?" (সূরা ছাফ্ফাতঃ ৩৫, ৩৬)

অনুগত হওয়াঃ এই তাওহীদ ও কালেমার আবেদনের প্রতি অনুগত হওয়া। এটাই হচ্ছে চুড়ান্ত সত্যকথা এবং কর্ম জীবনে ঈমানের বাহ্যিক পরিচয়। আল্লাহর শরীয়ত মোতাবেক কর্ম সম্পাদন এবং যা নিষেধ করা হয়েছে তা পরিত্যাগ করার মাধ্যমেই কালেমার সত্যিকার বাস্তবায়ন হবে। আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ﴾

"যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে এবং ভাল কাজ করে সে সুদৃঢ় হাতলকে ধারণ করল। আর সব কিছুর পরিণাম আল্লাহর নিকট।" (সূরা লোক্বমানঃ ২২) আর এটাই হচ্ছে পূর্ণ আনুগত্য।

সত্যবাদিতাঃ নিজ কথা ও দাবীতে সত্যবাদী হওয়া যা মিথ্যার পরিপন্থী। যদি শুধু মুখে উচ্চারণ করে কিন্তু অন্তরে তা বিশ্বাস না করে, তবে সে কপট-মুনাফেক। আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফেকদের দুশ্চরিত্রের কথা উল্লেখ করে বলেন, ﴿ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ "ওরা এমন কথা মুখে বলে, যা তাদের অন্তরে নেই।" (সূরা ফাতাহঃ ১১)

ভালবাসাঃ মু'মিন এই কালেমাকে ভালবাসবে। এর তাৎপর্য ও দাবী অনুযায়ী আমল করতেও ভালবাসবে। যারা আমল করে তাদেরকে ভালবাসবে। বান্দা যে তার রবকে ভালবাসে তার আলামত হচ্ছে, আল্লাহ্ যা ভালবাসেন সেও তা ভালবাসবে- যদিও নিজের মন তার বিরোধিতা করে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যাকে ভালবাসেন তাকে ভালবাসবে। যাকে তাঁরা ঘৃণা করেন তাকে ঘৃণা করবে। তাঁর রাসূলের অনুসরণ করবে, তাঁর পথে চলবে ও তাঁর হেদায়াতকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করবে।

একনিষ্ঠতাঃ এই কালেমা পাঠ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু আশা করবে না। আল্লাহ্ বলেন, ﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾ "তাদেরকে এছাড়া অন্য কোন আদেশ করা হয়নি যে, তারা একনিষ্ঠভাবে একাগ্রচিত্তে এক আল্লাহর ইবাদত করবে।" (সূরা বাইয়্যেনাঃ ৫) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, « فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ » "যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে এবং তার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করবে, আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন।" (বুখারী)

'মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্' এর ব্যাখ্যাঃ

মৃত ব্যক্তিকে কবরে তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। উত্তর দিতে পারলে মুক্তি পাবে। উত্তর দিতে না পারলে ধ্বংস হয়ে যাবে, শাস্তির সম্মুখিন হবে। তন্মধ্যে অন্যতম প্রশ্ন হচ্ছেঃ 'তোমার নবী কে'? এ প্রশ্নের উত্তর সেই ব্যক্তি দিতে পারবে যাকে দুনিয়াতে আল্লাহ এর শর্ত সমূহ বাস্তবায়ন করার তাওফীক দিয়েছেন এবং কবরে তাকে দৃঢ় রেখেছেন ও জবাব শিখিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর সে উপকৃত হবে পরকালে সেই দিনে যখন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না।

'মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্'কে বাস্তবায়ন করার শর্তমালা নিম্নরূপঃ

নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর আদেশের আনুগত্য করাঃ	আল্লাহ্ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর আনুগত্য করার। তিনি এরশাদ করেন, ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ "যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করবে, সে আল্লাহরই আনুগত্য করবে।" (সূরা নিসাঃ ৮০) তিনি আরো বলেন, ﴿ قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ ﴾ "আপনি বলুন! তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।" (সূরা আল ইমরানঃ ৩১) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلا مَنْ أَبَى. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى؟! قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى" "আমার উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু ঐ

	ব্যক্তি নয় যে জান্নাতে যেতে অস্বীকার করে। তাঁরা বললেন, কে এমন আছে জান্নাতে যেতে অস্বীকার করে? তিনি বললেন, যে আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে যাবে। আর যে আমার অবাধ্য হবে সেই জান্নাতে যেতে অস্বীকার করবে।" (বুখারী) যে ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ভালবাসবে, সে অবশ্যই তাঁর আনুগত্য করবে। কেননা আনুগত্যই হচ্ছে ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ। যে ব্যক্তি অনুসরণ না করেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ভালবাসার দাবী করে, সে নিজ দাবীতে মিথ্যুক ও ধোকাবাজ।
তিনি যে বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য হিসেবে বিশ্বাস করাঃ	অতএব নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে যে সকল বিষয় ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে, তার কোন একটি যদি কেউ খেয়াল বশতঃ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে মিথ্যা মনে করে, তবে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী সাব্যস্ত হবে। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিথ্যা ও ভুল থেকে নিরাপদ ও নিষ্পাপ। ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴾ "তিনি প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে কোন কথা বলেন না।" (সূরা নাজ্মঃ ৩)
তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকাঃ	তন্মধ্যে সর্বাধিক বড় ও প্রথম নিষেধ হচ্ছে শির্ক। এরপর হচ্ছে, কাবীরা গুনাহ্ ও ধ্বংসাত্মক পাপসমূহ এবং সর্বশেষে ছোট পাপ ও অপছন্দনীয় কাজ সমূহ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর প্রতি মুসলিম ব্যক্তির ভালবাসা অনুযায়ী তার ঈমান বৃদ্ধি হয়। আর ঈমান বৃদ্ধি হলেই নেক কাজের প্রতি ভালবাসা ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। কুফরী, ফাসেক্বী ও অবাধ্যতার কাজে ঘৃণা সৃষ্টি হয়।
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর মাধ্যমে আল্লাহ যে শরীয়ত প্রণয়ন করেছেন তা ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় তাঁর ইবাদত না করাঃ	ইবাদতের মূলনীতি হচ্ছে, যে কোন ইবাদত নিষিদ্ধ। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা নিয়ে এসেছেন সে মোতাবেক আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। এ জন্যে তিনি এরশাদ করেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ "যে ব্যক্তি এমন আমল করবে, যার পক্ষে আমার নিকট থেকে কোন নির্দেশনা নেই, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।" (মুসলিম)

ফায়েদাঃ জেনে রাখা আবশ্যক, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ভালবাসা ফরয। সাধারণভাবে ভালবাসাই যথেষ্ট নয়; বরং সবকিছু থেকে এমনকি নিজের জীবনের চেয়ে তাঁকে বেশী ভালবাসা আবশ্যক। আর যে ব্যক্তি কাউকে ভালবাসে সে তাকে এবং তার মতামতকে সব কিছুর উপর প্রাধান্য দেয়। অতএব নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ভালবাসায় সত্যবাদী সেই ব্যক্তি, যার মধ্যে নিম্ন লিখিত আলামতগুলো প্রকাশ্যে দেখা যাবেঃ সে কথায়- কাজে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ-অনুকরণ করবে, তাঁর আদেশ মেনে চলবে, নিষেধ থেকে বেঁচে থাকবে, তাঁর শিখানো আদব-শিষ্টাচারের উপর নিজের জীবনকে পরিচালনা করবে। সুখে-দুঃখে এবং পছন্দ-অপছন্দ সকল অবস্থাতে তাঁকেই আদর্শরূপে গ্রহণ

করবে। কেননা অনুসরণ ও অনুকরণ হচ্ছে ভালবাসার বাহ্যিক ফলাফল। আনুগত্য ছাড়া ভালবাসা সত্যে পরিণত হয় না।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ভালবাসার কিছু আলামত আছে। তম্মধ্যে কপিতয় হচ্ছেঃ **(১)** বেশী বেশী তাঁর নাম উল্লেখ করা ও তাঁর নামে দরূদ পড়া। ভালবাসার বস্তু আলোচনায় আসে বেশী। **(২)** তাঁর সাথে সাক্ষাতের আকাংখ্যা রাখা। প্রত্যেক প্রেমিক প্রিয়তমের সাক্ষাতের জন্য উদ্‌গ্রীব থাকে। **(৩)** তাঁর আলোচনা করার সময় তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করা। (ইসহাক (রহঃ) বলেন, নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর মৃত্যুর পর ছাহাবীগণ তাঁর কথা আলোচনা করার সময় বিনীত হতেন, তাঁদের শরীর শিহরে উঠত এবং তাঁরা কাঁদতেন।) **(৪)** তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাকে ঘৃণা করেন তাকে ঘৃণা করা। যার সাথে শত্রুতা রেখেছেন তার সাথে শত্রুতা রাখা। যে সমস্ত মুনাফেক ও বিদআতী তাঁর সুন্নাতের বিরোধিতা করে এবং তাঁর দ্বীনের মধ্যে বিদআত সৃষ্টি করে, তাদের থেকে দূরে থাকা ও সাবধান থাকা। **(৫)** নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাকে ভালবাসেন তাকে ভালবাসা। তম্মধ্যে তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর স্ত্রী এবং মুহাজের ও আনসার ছাহাবায়ে কেরাম অন্যতম। এদের সাথে যারা শত্রুতা পোষণ করে তাদেরকে শত্রু ভাবা এবং যারা তাঁদেরকে ঘৃণা করে তাদেরকে ঘৃণা করা আবশ্যক। **(৬)** তাঁর সম্মানিত চরিত্রে নিজ চরিত্রকে সুসজ্জিত করতে সচেষ্ট হওয়াঃ কেননা তিনি ছিলেন সর্বত্তোম চরিত্রের অধিকারী। এমনকি আয়েশা (রাঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'তাঁর চরিত্র হচ্ছে আল কুরআন।' অর্থাৎ- কুরআনের নির্দেশের বাইরে তিনি কোন কিছুই করবেন না এটা ছিল তাঁর নীতি।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর বৈশিষ্টঃ তিনি ছিলেন সর্বাধিক সাহসী বীর-বিক্রম। বিশেষ করে কঠিন যুদ্ধের সময় তিনি থাকতেন সবচেয়ে বেশী সাহসী। তিনি ছিলেন উদার ও দানশীল। বিশেষ করে রামাযান মাসে তাঁর দানের হস্ত আরো ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন হতো। সৃষ্টিকুলের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাধিক কল্যাণকামী। সবচেয়ে বড় ধৈর্যশীল। নিজের জন্য কখনো প্রতিশোধ নিতেন না। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশের ক্ষেত্রে ছিলেন বড়ই কঠোর। মানুষের মধ্যে ছিলেন সর্বাধিক বিনয়ী ও ধীরস্থীরতা অবলম্বনকারী । তিনি ছিলেন পর্দার অন্তরালের কুমারী নারীর চাইতে অধিক লাজুক। সকল মানুষের মধ্যে নিজ পরিবারের নিকট ছিলেন সর্বোত্তম। সৃষ্টিকুলের সকলের উপর সর্বাধিক করুণাশীল। এছাড়া আরো বহু মূল্যবান বৈশিষ্টের অধিকারী ছিলেন তিনি।

হে আল্লাহ্ রহমত নাযিল কর আমাদের নবীর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ, স্ত্রীবর্গ, ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত সঠিকভাবে তাঁদের সকল অনুসারীর উপর।

পবিত্রতাঃ

নামায হচ্ছে ইসলামের দ্বিতীয় রুকন। পবিত্রতা ব্যতীত নামায বিশুদ্ধ হবে না। আর পানি অথবা মাটি ছাড়া অন্য কোন বস্তু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যাবে না।

পানির প্রকারভেদঃ (১) **পবিত্র পানিঃ** যে পানি নিজে পবিত্র এবং অন্যকেও পবিত্র করতে পারে তাকে পবিত্র পানি বলে। এই পানি দ্বারা ওযু-গোসল করা যাবে এবং নাপাক দূর করা যাবে। (২) **নাপাক পানিঃ** অল্প পানিতে নাপাকি মিশ্রিত হলে অথবা অধিক পানিতে নাপাকী পড়ার কারণে তার স্বাদ বা গন্ধ বা রং পরিবর্তন হলে তাকে নাপাক পানি বলে।

একটি সতর্কতাঃ নাপাকীর মাধ্যমে পানির বৈশিষ্ট- স্বাদ, রং এবং গন্ধ, এ তিনটির কোন একটি পরিবর্তন না হলে বেশী পানি নাপাক হবে না। আর সামান্য পানিতে নাপাকী পড়লেই তা নাপাক হয়ে যাবে। যে পরিমাণ পানিকে বেশী পানি বলা হয় তা হচ্ছেঃ দু'কুল্লা তথা প্রায় ২১০ লিটার পরিমাণ পানি।

পাত্রঃ স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ছাড়া যে কোন পবিত্র বাসন-পাত্র গ্রহণ করা ও ব্যবহার করা জায়েয। স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পানি নিয়ে পবিত্রতার জন্য ব্যবহার করলে পবিত্র হয়ে যাবে, কিন্তু গুনাহগার হবে। কাফেরদের কাপড়-চোপড় ও বাসন-পাত্রে নাপাকী আছে জানা না থাকলে তা ব্যবহার করা বৈধ।

মৃত পশুর চামড়াঃ মৃত পশুর চামড়া নাপাক। মৃত পশু দু'ভাগে বিভক্ত: (১) কখনই তার গোশত খাওয়া জায়েয নয়। (২) গোশত খাওয়া হালাল কিন্তু যবেহ ছাড়াই মারা গেছে। প্রথমটির চামড়া সর্বাবস্থায় নাপাক ও হারাম। আর দ্বিতীয়টির চামড়া শোধন করার পর ব্যবহার করা জায়েয। তবে শুকনা বস্তু রাখার কাজে ব্যবহার করবে, তরল পদার্থ রাখার কাজে ব্যবহার করবে না।

ইস্তেন্‌জাঃ পেশাব বা পায়খানার রাস্তা পরিস্কার করাকে ইস্তেন্‌জা বলা হয়। যদি পানি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিস্কার করা হয় তবে তার নাম ইস্তেন্‌জা। আর পাথর বা টিসু ইত্যাদি দ্বারা পরিস্কার করাকে ইস্তেজ্‌মার বলা হয়। ইস্তেজমারের ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে: পবিত্র, বৈধ, পরিস্কারকারী এবং খাদ্যে ব্যবহার হয়না এমন বস্তু হতে হবে। সর্ব নিম্ন তিনটি বা ততোধিক পাথর ব্যবহার করবে। প্রত্যেকবার পেশাব বা পায়খানা করার পরই ইস্তেন্‌জা বা ইস্তেজমার করা আবশ্যক।

সতর্কতাঃ পেশাব-পায়খানার ক্ষেত্রে যা হারামঃ কাজ শেষ হলে বিনা কারণে সেখানে বসে থাকা, পানি উত্তোলনের স্থান (পুকুর, নদীর ঘাট এবং কুপ বা টিউবওয়েল পাড়) প্রভৃতি স্থানে পেশাব-পায়খান করা, চলাচলের রাস্তা, গাছের দরকারী ছায়ায়, ফলদার বৃক্ষের নীচে এবং খোলা জায়গায় কিবলা সম্মুখে রেখে পেশাব-পায়খান করা হারাম।

পেশাব-পায়খানার ক্ষেত্রে মুস্তাহাব হচ্ছেঃ ধৌত করলে তিনবার করা বা কুলুখ নিলে তিনবার নেয়া।

পেশাব-পায়খানার ক্ষেত্রে যা মাকরূহঃ আল্লাহর যিকির সম্বলিত কোন কিছু সাথে নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করা, পেশাব-পায়খানায় রত অবস্থায় কথা-বার্তা বলা, ছিদ্র বা ফাটা মাটিতে পেশাব করা, ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা, ঘরের মধ্যে

ক্বিবলা মুখী হয়ে বসে পেশাব-পায়খানা করা মাকরূহ। হারাম ও মাকরূহ প্রতিটি কাজ অপারগতা ও অধিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে জায়েয।

মেসওয়াকঃ নরম কাঠ দিয়ে মেসওয়াক করা সুন্নাত। যেমন 'আরাক' নামক গাছের ডাল বা শিকড়। যে সকল অবস্থায় মেসওয়াক করা মুস্তাহাবঃ নামায, কুরআন তেলাওয়াত, ওযুতে কুলি করার পূর্বে, নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে, মসজিদে এবং গৃহে প্রবেশের সময়, মুখের দুর্গন্ধ দূর করা প্রভৃতি সময় মেসওয়াক করা মুস্তাহাব।

পবিত্রতার কাজে এবং মেসওয়াক করার সময় ডান দিক থেকে শুরু করা সুন্নাত। আর ময়লা আবর্জনা দূর করার ক্ষেত্রে বাম হাত ব্যবহার করা সুন্নাত।

ওযুঃ ওযুর ফরয ৬টি: **(১)** মুখমন্ডল ধৌত করা, কুলি করা ও নাক ঝাড়াও এর অন্তর্ভূক্ত। **(২)** আঙ্গুলের প্রান্তভাগ থেকে নিয়ে কনুই পর্যন্ত দু'হাত ধৌত করা। **(৩)** দু'কানসহ পূর্ণ মাথা মাসেহ করা। **(৪)** টাখনুসহ দু'পা ধৌত করা। **(৫)** ধারাবাহিকতা রক্ষা করা **(৬)** পরস্পর ধৌত করা।

ওযুর ওয়াজিবঃ শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' বলা, রাত শেষে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করানোর পূর্বে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা।

ওযুর সুন্নাতঃ মেসওয়াক করা, প্রথমে দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা, মুখমন্ডল ধৌত করার পূর্বে কুলি করা ও নাক ঝাড়া, রোযাদার না হলে বেশী করে কুলি ও নাকে পানি দেয়া। ঘন দাড়ি খিলাল করা, হাত-পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা, প্রতিটি অঙ্গের ডান দিক আগে করা, প্রতিটি অঙ্গ দু'বার বা তিনবার ধৌত করা, ডান হাত দ্বারা নাকে পানি দেয়া এবং বাম হাত দ্বারা নাক ঝাড়া, প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মর্দন করা, পরিপূর্ণরূপে ওযু করা, ওযু শেষ করে দু'আ পাঠ করা।

ওযুর মাকরূহ বিষয়ঃ ভীষণ ঠান্ডা ও কঠিন গরম পানিতে ওযু করা, এক অঙ্গ তিনবারের অধিক ধৌত করা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পানি ঝেড়ে ফেলা, চোখের ভিতর অংশ ধৌত করা, কিন্তু ওযু শেষে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মোছা জায়েয।

সতর্কতাঃ কুলি করার সময় সম্পূর্ণ মুখের মধ্যে পানি ঘুরানো আবশ্যক। আর নাকে পানি দেয়ার সময় নিঃশ্বাসের সাথে ভিতরে পানি নেয়া আবশ্যক; শুধু হাত দিলেই হবে না। অনুরূপভাবে নাক ভালভাবে ঝাড়তে হবে।

ওযুর পদ্ধতিঃ প্রথমে অন্তরে নিয়ত করবে, তারপর বিসমিল্লাহ্ বলে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবে। অতঃপর কুলি করবে ও নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়বে এবং মুখমন্ডল ধৌত করবে। (মুখমন্ডলের সীমানা হচ্ছে: সাধারণভাবে মাথার চুল গজানোর স্থান থেকে নিয়ে থুতনির নীচ পর্যন্ত দৈর্ঘে এবং এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত প্রস্থে। এরপর আঙ্গুলের প্রান্তভাগ থেকে নিয়ে কনুইসহ দু'হাত ধৌত করবে। অতঃপর মাথার সম্মুখ দিক থেকে নিয়ে পশ্চাদ অংশ পর্যন্ত সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ করবে। দু'কানের উপরের শুভ্র অংশও যেন মাসেহের অন্তর্ভূক্ত হয়। দু'কান মাসেহ করবে। দু'তর্জনী দু'কানের ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দু'বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে কানের বাইরের অংশ মাসেহ করবে।
সবশেষে দু'পা টাখনুসহ ধৌত করবে।

সতর্কতাঃ দাড়ী যদি হালকা হয়, তবে ভিতরের চামড়া পর্যন্ত ধৌত করা আবশ্যক। কিন্তু ঘন হলে বাইরের অংশ ধৌত করলেই হবে।

মোজার উপর মাসেহ্ করাঃ চামড়া প্রভৃতি দ্বারা বানানো মোজাকে 'খুফ্' বলে। আর উল বা সুতা প্রভৃতি দ্বারা বানানো মোজাকে 'জাওরাব' বলে। শুধুমাত্র ছোট পবিত্রতার ক্ষেত্রে উভয়টাতে মাসেহ করা জায়েয। তবে এর জন্য কিছু শর্ত আছেঃ **(১)** পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করার পর মোজাদ্বয় পরিধান করা। (দ্বিতীয় পা ধৌত করার পর মোজা পরবে) **(২)** পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করার পর মোজা পরবে। **(৩)** যে স্থান ধৌত করা ফরয তা ঢেকে মোজা পরবে। **(৪)** জিনিসটি বৈধ হতে হবে। **(৫)** মোজাদ্বয় পবিত্র বস্তু দ্বারা নির্মিত হতে হবে।

পাগড়ীঃ পাগড়ীর উপর মাসেহ করার শর্ত হচ্ছেঃ **(১)** পুরুষের পাগড়ীতে মাসেহ হবে। **(২)** মাথার সাধারণ অংশ ঢাকা থাকবে। **(৩)** ছোট পবিত্রতার ক্ষেত্রে পাগড়ীর উপর মাসেহ করবে। **(৪)** পবিত্রতা অর্জন পানি দ্বারা হতে হবে।

মাসেহের সময় সীমাঃ মুক্বীমের জন্য একদিন এক রাত। মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত। ৮০ কি:মি: দূরত্ব অতিক্রম করে নামায কসর করা যায় এমন সফরে মাসেহ করা জায়েয।

কখন থেকে মাসেহ শুরু হবে? মোজা পরিধান করে ওযু ভঙ্গের পর প্রথমবার মাসেহ করার সময় থেকে সময়সীমা শুরু হয়ে পরবর্তী দিন ঠিক ঐ (মাসেহের) সময় পর্যন্ত চলবে। অর্থাৎ- ২৪ ঘন্টা।

মোজার কতটুকু অংশ মাসেহ করতে হবেঃ দু'হাতে পানি নিয়ে তা ফেলে দিবে। ভিজা হাতের আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে তা দ্বারা দু'পায়ের আঙ্গুল থেকে নিয়ে উপরের দিকে অধিকাংশ অংশ মাসেহ করবে। মাসেহ একবার করবে।

উপকারিতাঃ মুসাফির অবস্থায় মাসেহ করেছে অতঃপর মুক্বীম হয়েছে, অথবা মুক্বীম অবস্থায় মাসেহ করেছে অতঃপর সফর শুরু করেছে, অথবা সর্বপ্রথম মাসেহ কখন করেছে সে ব্যাপারে সন্দেহ হয়েছে, তখন এসকল ক্ষেত্রে মুকীমের মতই মাসেহ করবে।

ব্যান্ডেজ বা পট্টিঃ ভাংগা হাড় জোড়া দেয়ার জন্য যে দু'টি কাঠ দিয়ে বেঁধে রাখা হয় তার উপর বা ক্ষত স্থানে যে পট্টি বাঁধা হয় তার উপর মাসেহ করা জায়েয। এই মাসেহের শর্ত হচ্ছে ঃ **(১)** প্রয়োজনের বেশী স্থানে যেন ব্যান্ডেজ না বাঁধা হয়। **(২)** ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ এবং ওযুর অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার ক্ষেত্রে বিরতী না নিয়ে পরস্পর করবে। প্রয়োজনের বেশী স্থানে ব্যান্ডেজ থাকলে তা খুলে ফেলা আবশ্যক। কিন্তু তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে তার উপরেই মাসেহ করবে।

কতিপয় উপকারিতাঃ ✸ উত্তম হচ্ছে দু'পা একসাথে দু'হাত দিয়ে মাসেহ করা। ডান হাত দিয়ে ডান পা এবং বাম হাত দিয়ে বাম পা। ✸ মোজার নীচে বা পিছন অংশ মাসেহ্ করার প্রয়োজন নেই আর তা শরীয়ত সম্মতও নয়। উপরের অংশ মাসেহ না করে শুধুমাত্র নীচে বা পিছনের অংশ মাসেহ করলে যথেষ্ট হবে না। ✸ মাসেহ না করে মোজা ধোয়া এবং একবারের অধিক মাসেহ করা মাকরূহ। ✸ পাগড়ীর অধিকাংশ অংশ মাসেহ করতে হবে।

ওযু ভঙ্গের কারণঃ (১) পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া। যেমন, বায়ু ও পেশাব-পায়খানা, মযী ও বীর্য । **(২)** জ্ঞান লোপ পাওয়া। নিদ্রার কারণে হোক অথবা বেহুঁশ হওয়ার কারণে হোক। তবে বসে বসে বা দন্ডায়মান অবস্থায় সামান্য নিদ্রাতে ওযু নষ্ট হবে না। **(৪)** (পেশাব-পায়খানা) ব্যতীত শরীর থেকে নাপাক জিনিস অধিক পরিমাণে নির্গত হওয়া। যেমন অধিক রক্ত।[১] **(৫)** উটের মাংশ ভক্ষণ করা। **(৬)** লজ্জাস্থান (কাপড়ের ভিতরে) হাত দ্বারা স্পর্শ করা। **(৭)** পুরুষ বা স্ত্রী পরস্পরকে উত্তেজনার সাথে কোন পর্দা ব্যতীত স্পর্শ করা।[২] **(৮)** ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যাওয়া।

কোন মানুষ যদি নিজ পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চয়তায় থাকে অতঃপর অপবিত্র হয়েছে কিনা এরূপ সন্দেহ হয় বা এর বিপরীত অবস্থা (অপবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল, কিন্তু পবিত্রতা অর্জন করেছে কিনা এরূপ সন্দেহ) হলে নিশ্চিয়তার উপর ভিত্তি করবে।

গোসলঃ গোসল ফরয হওয়ার কারণঃ **(১)** জাগ্রতাবস্থায় উত্তেজনার সাথে বীর্য নির্গত হওয়া। অথবা নিদ্রাবস্থায় উত্তেজনার সাথে বা বিনা উত্তেজনায় বীর্যপাত হওয়া **(২)** পুরুষ লিঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রী লিঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করানো যদিও বীর্যপাত না হয় **(৩)** কাফেরের ইসলাম গ্রহণ করা। যদিও সে কাফের মুরতাদ হয়। ইসলামে ফিরে আসলে তাকে গোসল করতে হবে **(৪)** ঋতু স্রাব হওয়া। **(৫)** নেফাস হওয়া
(৬) মুসলিম ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলে তাকে গোসল দেয়া জীবিতদের উপর ফরয।

ফরয গোসলের নিয়মঃ ফরয গোসলের জন্যে অন্তরে নিয়ত করে নাক ও মুখের ভিতরসহ সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করলেই ফরয গোসল আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু নয়টি বিষয়ের মাধ্যমে ফরয গোসল পরিপূর্ণ হবেঃ **(১)** নিয়ত করবে **(২)** বিসমিল্লাহ্ বলবে **(৩)** পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করানোর পূর্বে ভালভাবে তা ধৌত করবে **(৪)** লজ্জাস্থান এবং তার আশপাশ ধৌত করবে **(৫)** ওযু করবে **(৬)** মাথায় তিন চুল্লু পানি ঢালবে **(৭)** সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করবে **(৮)** দু'হাত দ্বারা সারা শরীরকে মর্দন করবে **(৯)** সকল কাজ ডান দিক থেকে শুরু করবে।

ছোট নাপাকী থাকলে যা করা হারামঃ

(১) কুরআন স্পর্শ করা **(২)** নামায পড়া **(৩)** তওয়াফ করা।

বড় নাপাকী থাকলে যা করা হারামঃ আগের বিষয়গুলোসহ **(৪)** কুরআন পাঠ করা **(৫)** ওযু না করে মসজিদে অবস্থান করা।

---

[১] . রক্ত অল্প-বেশী বের হলে ওযু ভঙ্গের বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। কোন কোন মাযহাবে অধিক পরিমণে রক্ত বের হওয়াকে ওযু ভঙ্গের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও এর পক্ষে নির্ভরযোগ্য কোন দলীল পাওয়া যায় না। -অনুবাদক

[২] . অনুরূপভাবে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হবে একথার পক্ষেও নির্ভরযোগ্য কোন দলীল নেই। বরং নবী (ছাঃ) কখনো তাঁর স্ত্রীদের কাউকে চুম্বন করতেন অতঃপর নামায পড়তে যেতেন কিন্তু ওযু করতেন না। (মুসলিম)
উল্লেখিত মাসআলা দু'টি সম্পর্কে শায়খ সালেহ ফাওযান বলেন: বিষয় দুটো বিদ্বানদের মাঝে মতভেদপূর্ণ। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এসব ক্ষেত্রে ওযু ভঙ্গ হওয়ার পক্ষে নির্ভরযোগ্য দলীল নেই। তবে তিনি বলেন, মতভেদ থেকে বাঁচার জন্যে যদি ওযু করে নেয় তবে তা উত্তম হবে। (মুলাখ্খাস ফেকহী ১/৬১-৬২) (আল্লাহ্ অধিক জ্ঞান রাখেন) -অনুবাদক

মাকরূহ হচ্ছেঃ নাপাক হলে ওযু ব্যতীত ঘুমিয়ে থাকা। গোসলের সময় পানি অপচয় করা।

তায়াম্মুমঃ তায়াম্মুমের শর্ত সমূহঃ (১) পানি না থাকা **(২)** তায়াম্মুম যে মাটি দ্বারা হবে তা হবে: পবিত্র, বৈধ, ধুলা বিশিষ্ট ও আগুনে পুড়ে যায়নি এমন। **তায়াম্মুমের রুকনঃ** সমস্ত মুখমন্ডল মাসেহ করা, তারপর দু'হাত কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করা, ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ও পরস্পর করা। **তায়াম্মুম বিনষ্টকারী বিষয়ঃ (১)** ওযু ভঙ্গকারী প্রতিটি বিষয় তায়াম্মুম নষ্ট করে **(২)** তায়াম্মুম করার পর পানি এসে গেলে **(৩)** তায়াম্মুম করার কারণ দূর হলে, যেমন- অসুস্থতার কারণে তায়াম্মুম করেছে কিন্তু সুস্থ হয়ে গেছে। **তায়াম্মুমের সুন্নাতঃ (১)** বড় নাপাকী থেকে তায়াম্মুম করলে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ও পরস্পর করা সুন্নাত। **(২)** নামাযের শেষ সময়ে তায়াম্মুম করা। **(৩)** তায়াম্মুম শেষ করে ওযুর দু'আ পাঠ করা। **তায়াম্মুমের মাকরূহ বিষয়ঃ** বারবার মাটিতে হাত মারা।

তায়াম্মুমের পদ্ধতিঃ প্রথমে নিয়ত করে 'বিসমিল্লাহ্' বলবে, তারপর দু'হাত পবিত্র মাটিতে একবার মারবে। অতঃপর প্রথমে দু'হাতের করতল দিয়ে দাড়িসহ সম্পূর্ণ মুখমন্ডল মাসেহ করবে। তারপর দু'হাত মাসেহ করবে। প্রথমে বাম হাতের করতল দিয়ে ডান হাতের উপর অংশ কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করবে, শেষে ডান হাতের করতল দিয়ে বাম হাতের উপর অংশ কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করবে।

উপকারিতাঃ ✸ রক্ত, পুঁজ বা ফোঁড়া থেকে নির্গত দুষিত রস প্রভৃতি অপবিত্র। অবশ্য পবিত্র প্রাণী থেকে বের হয়ে এগুলোর সামান্য বস্তু যদি গায়ে লাগে তবে নামায প্রভৃতি অবস্থায় তাতে কোন ক্ষতি হবে না। ✸ দু'প্রকার রক্ত পবিত্র: **(১)** মাছ **(২)** শরীয়তী পদ্ধতিতে যবেহকৃত প্রাণীর গোস্তের মধ্যে এবং রগের মধ্যে যে রক্ত থাকে তা। ✸ গোস্ত খাওয়া হালাল এমন প্রাণীর কোন অংশ জীবিত অবস্থায় কেটে ফেলা হলে তা নাপাক। এমনিভাবে জমাট রক্ত ও মুযগা বা মাংসের আকার ধারণকারী ভ্রুণ যদি গর্ভ থেকে পতিত হয়ে যায়, তবে তা নাপাক। ✸ নাপাকী দূরীকরণের জন্য নিয়তের দরকার নেই। যদি বৃষ্টি প্রভৃতির মাধ্যমে দূর হয়ে যায়, তবে তা পবিত্র হয়ে যাবে। ✸ নাপাক বস্তু হাত দ্বারা স্পর্শ করলে বা তার উপর দিয়ে হেঁটে গেলে ওযু নষ্ট হবে না। তবে তা ধুয়ে ফেলা এবং শরীর বা কাপড়ের যে স্থানে লাগে তা দূর করা আবশ্যক।

✸ নাপাক বস্তু কয়েকটি শর্তের ভিত্তিতে পবিত্র করতে হবে: **(১)** পবিত্র পানি দিয়ে তাকে ধুয়ে ফেলতে হবে। **(২)** পানি থেকে বের করে কাপড় ইত্যাদি বস্তু চিপে নিবে। **(৩)** শুধুমাত্র ধুয়ে নাপাকী দূর না হলে মর্দন করে উঠাবে। **(৪)** কুকুরের মুখ দেয়া নাপাকী সাতবার ধৌত করতে হবে অষ্টমবার মাটি বা সাবান দিয়ে ধৌত করবে।

কয়েকটি সতর্কতাঃ ✸ নাপাকী যদি মাটির উপর তরল জাতীয় হয়, তবে তার উপর পানি ঢেলে দেয়াই যথেষ্ট, যাতে করে তার রং ও গন্ধ দূর হয়ে যায়। কিন্তু নাপাকী প্রত্যক্ষ বস্তু জাতীয় হলে, যেমন: পায়খানা, তবে মূল বস্তু এবং তার চিহ্ন

দূর করা আবশ্যক। ✸ নাপাকী যদি এমন হয় যা পানি ছাড়া দূর করা সম্ভব নয়, তবে তা পানি দিয়েই দূর করা আবশ্যক। ✸ কোন্ জায়গায় নাপাকী আছে তা যদি জানা না থাকে, তবে যে স্থান ধুলে মনে নিশ্চয়তা আসবে, সে স্থানই ধৌত করবে। ✸ কোন মানুষ নফল নামায পড়ার নিয়তে ওযু করলে তা দ্বারা ফরয নামাযও পড়া যাবে। ✸ নিদ্রা গেলে বা বায়ু নির্গত হলে ইস্তেন্জা করার দরকার নেই। কেননা বায়ু নাপাক বস্তু নয়। তবে নামাযের ইচ্ছা করলে তখন ওযু করা আবশ্যক।

নাপাক বস্তু দূর করাঃ নাপাক বস্তু দু'প্রকারঃ **(১) বস্তুগতঃ** যা মূলতই নাপাক, উহা কখনো পবিত্র করা যাবে না। যেমন শুকর, যতই তাকে পানি দ্বারা ধৌত করা হোক পবিত্র হবে না। **(২) হুকুমগতঃ** যে বস্তু মূলতঃ পাক, কিন্তু তাতে নাপাকী পড়ার কারণে তা অপবিত্র হয়। যেমন, কাপড়, মাটি ইত্যাদি।

বস্তু	হুকুম	
প্রাণীকুল	নাপাক	কুকুর, শুকর এবং যে সমস্ত পশু-পাখির গোস্ত হারাম ও বিড়ালের চাইতে বড় যে সমস্ত যন্ত্র-জানোয়ার। এ প্রাণীগুলো এবং তাদের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বস্তুও নাপাক। এ সমস্ত প্রাণীর পেশাব, গোবর, লালা, ঘাম, বীর্য, দুধ, শ্লেষা এবং বমি সব কিছু নাপাক।
	পাক	১) মানুষ। মানুষের বীর্য, ঘাম, থুথু, দুধ, শ্লেষা, কফ, নারীর যৌনাঙ্গের সাধারণ (পানি) সিক্ততা প্রভৃতি পাক-পবিত্র। অনুরূপভাবে মানুষের শরীরের যাবতীয় অংশ ও অতিরিক্ত বিষয় পবিত্র। কিন্তু মানুষের শুধুমাত্র পেশাব, পায়খানা, মযী, ওয়াদী, এবং রক্ত নাপাক।
		২) গোস্ত খাওয়া হালাল এমন সকল প্রাণী। এগুলোর পেশাব, গোবর, লালা, ঘাম, বীর্য, দুধ, শ্লেষা এবং বমি সব কিছু পাক-পবিত্র।
		৩) গোস্ত খাওয়া হারাম কিন্তু তা থেকে দূরে থাকা কঠিন। যেমন, গাধা, বিড়াল, ইঁদুর ইত্যাদি। এগুলোর শুধুমাত্র থুথু বা মুখের লালা ও ঘাম পবিত্র।
মৃত প্রাণী		মানুষ ব্যতীত যাবতীয় মৃত প্রাণী অপবিত্র। তাছাড়া মাছ, ফড়িং এবং রক্ত নেই এমন পোকা-মাকড় যেমন বিচ্ছু, পিঁপড়া, মশা, মাছি ইত্যাদি পবিত্র।
জড় পদার্থ		এগুলো সবই পবিত্র। যেমন, মাটি, পাথর প্রভৃতি।

নারীদের মাসআলা-মাসায়েল

নারীদের স্বাভাবিক স্রাবের বিধি-বিধানঃ প্রথমতঃ হায়েয ও ইস্তেহাজা

মাসআলাঃ	হুকুমঃ
ঋতুর জন্য নারীর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ বয়সঃ	সর্বনিম্ন বয়স হচ্ছে, নয় বছর। এই বয়সের কমে যদি স্রাব দেখা যায়, তবে তা ইস্তেহাজা[১] হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু সর্বোচ্চ বয়সের কোন সীমা নেই।
সর্বনিম্ন কতদিন হায়েয চলতে পারেঃ	একদিন এক রাত (২৪ ঘন্টা) এই সময়ের কম সময় হলে তা ইস্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে।
সর্বোচ্চ কতদিন হায়েয চলতে পারেঃ	পনের দিন। নির্গত স্রাব যদি এই সময়ের চাইতে বেশী প্রবাহিত হয়, তবে তা ইস্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে।
দু'ঋতুর মধ্যবর্তী কতদিন পবিত্র থাকতে পারেঃ	তের দিন। এই সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার আগে স্রাব দেখা দিলে তা ইস্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে।
অধিকাংশ নারীর হায়েযের দিন হচ্ছেঃ	ছয় দিন বা সাত দিন।
অধিকাংশ নারীর পবিত্রতার দিন হচ্ছেঃ	তেইশ দিন বা চব্বিশ দিন।
গর্ভাবস্থায় রক্ত দেখা গেলে কি তা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে?	গর্ভবতী নারী থেকে যা কিছু নির্গত হয়- রক্ত, কুদরা[২] বা ছুফরা[৩]- সবকিছু ইস্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে।
ঋতুবতী কিভাবে জানতে পারবে যে সে পবিত্র হয়েছে?	দু'ভাবে নারীরা তা জানতে পারবেঃ (ক) যদি কাছ্ছা বাইযা[৪] নির্গত হতে দেখে তবে বুঝবে পবিত্র হয়ে গেছে। (খ) কাছ্ছা বাইযা দেখতে না পেলে যদি লজ্জাস্থানে শুস্কতা অনুভব করে এবং রক্ত, কুদরা ও ছুফরার কোন চিহ্ন দেখতে না পায়, তবে মনে করবে পবিত্র হয়ে গেছে।
পবিত্রাবস্থায় নারীর জরায়ু থেকে যে তরল পদার্থ বের হয় তার হুকুমঃ	যদি পাতলা অথবা সাদা আঠাল জাতীয় হয়, তবে তা পবিত্রতার অন্তর্ভূক্ত। যদি রক্ত বা কুদরা বা ছুফরা নির্গত হয়, তবে তা নাপাক। কিন্তু এ সবকিছুই ওযু ভঙ্গের কারণ। যদি সর্বদা নির্গত হতে থাকে তবে তা ইস্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে।
লজ্জাস্থান থেকে কুদরা ও ছুফরা বের হলেঃ	যদি হায়েযের সাথে মিলিত হয়ে তার আগে বা পরে বের হয়, তবে তা হায়য হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে বের হলে তা ইস্তেহাজা।
কারো প্রত্যেক মাসের দিন নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই যদি পবিত্র হয়ে যায়ঃ	তবে রক্ত বন্ধ হয়ে পবিত্রতার চিহ্ন দেখতে পেলে পবিত্রতার হুকুম প্রজোয্য হবে- যদিও তার হায়েযের স্বাভাবিক নির্দিষ্ট দিন সমূহ শেষ না হয়।

---

১. **হায়েযঃ** সুস্থাবস্থায় সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার কারণ ছাড়া সৃষ্টিগতভাবে নারীর গর্ভাশয় থেকে যে স্বাভাবিক রক্ত স্রাব হয় তাকে হায়েয বলে। **ইস্তেহাজাঃ** অসুস্থতার কারণে নারীর গর্ভাশয় থেকে নির্গত নষ্ট রক্তকে বা অনিয়মিত ঋতু স্রাবকে ইস্তেহাজা বলা হয়। হায়েয এবং ইস্তেহাজার মধ্যে পার্থক্য: ১) হায়েয বা ঋতুর রক্ত গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু ইস্তেহাযার রক্ত উজ্জল লাল- যেন উহা নাক থেকে নির্গত রক্ত। ২) ঋতুর রক্ত মোটা, কখনো টুকরা টুকরা আকারে বের হয়। কিন্তু ইস্তেহাযার রক্ত পাতলা যেন যখম থেকে রক্ত বের হচ্ছে। ৩) হায়েযের রক্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎকট দুর্গন্ধ থাকে। কিন্তু ইস্তেহাজায় সাধারণ রক্তের মত গন্ধ থাকে। হায়েয অবস্থায় যা হারামঃ ঋতুবতীর জন্য নামায-রোযা, কা'বা ঘরের তওয়াফ, মসিজদে অবস্থান, কুরআন স্পর্শ ও তেলাওয়াত, স্বামীর সাথে সহবাস এবং ঋতু অবস্থায় তালাক দেয়া হারাম। আর ইস্তেহাজা থাকলে এগুলো কোনটাই হারাম নয়।

২. নারীর জরায়ু থেকে গাঢ় বাদামী রংয়ের যে রক্ত বের হয় তাকে 'কুদরা' বলে।

৩. নারীর জরায়ু থেকে হলদে রংয়ের যে রক্ত বের হয় তাকে 'ছুফরা' বলে।

৪. হায়েয শেষে পবিত্রতার সময় নারীর জরায়ু থেকে যে সাদা তরল পদার্থ বের হয় তাকে 'কাছ্ছা বাইযা' বলে। এটি পবিত্র কিন্তু বের হলে ওযু করা আবশ্যক।

স্বাভাবিক নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বা পরে হায়েয আসাঃ	রক্ত স্রাব আসলে যদি হায়েযের পরিচিত বৈশিষ্ট তাতে পরিলক্ষিত হয়, তবে যে কোন সময় তা নির্গত হোক হায়েয বা ঋতু হিসেবে গণ্য হবে। তবে শর্ত হচ্ছে, দু'হায়েযের মধ্যবর্তী সময় যেন (পবিত্রতার সর্বনিম্ন সময়) তের দিনের বেশী হয়। অন্যথা তা ইস্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে।
হায়েয স্বাভাবিক নির্দিষ্ট দিনের কম বা বেশী হলেঃ	কম হোক বা বেশী হোক তা হায়েয হিসেবেই গণ্য হবে। তবে শর্ত হচ্ছে, যেন হায়েযের সর্বোচ্চ সীমা পনের দিনের বেশী না হয়।
কোন নারীর স্রাব যদি পূর্ণ একমাস বা ততোধিক দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকেঃ	এধরণের নারীর কয়েকটি অবস্থাঃ (১) বিগত মাসের ঋতুর সময় ও দিন সম্পর্কে অবগত আছে তখন সে পূর্বের দিন ও সময় অনুযায়ী আমল করবে। রক্তের গুণাগুণে পার্থক্য থাক বা না থাক সে দিকে লক্ষ্য করবে না। (২) বিগত মাসের ঋতুর সময় সম্পর্কে অবগত আছে, কিন্তু কতদিন ছিল তা জানে না। তখন অধিকাংশ নারীর যে কয়দিন ঋতু হয় সে অনুযায়ী ছয় দিন বা সাত দিন ঋতু গণনা করবে। (৩) বিগত মাসে কত দিন ঋতু ছিল সে সম্পর্কে অবগত আছে। কিন্তু সময় কখন ছিল তা জানে না, সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক চন্দ্র মাসের প্রথমে উক্ত দিন সমূহ ঋতু হিসেবে গণনা করবে।

দ্বিতীয়তঃ নেফাস

মাসআলাঃ	হুকুমঃ
নারীর সন্তান ভুমিষ্ট হয়েছে কিন্তু রক্তের কোন চিহ্ন নেইঃ	তখন নেফাসের হুকুম প্রজোয্য হবে না। গোসল করাও ওয়াজিব নয় এবং নামায রোযাও ছাড়ার দরকার নেই।
যদি সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার চিহ্ন দেখতে পায়ঃ	সন্তান ভুমিষ্টের বেশ আগে যদি রক্ত বা পানি নির্গত হতে দেখে, তবে তা নেফাসের অন্তর্গত হবেনা। তখন তা ইস্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে।
সন্তান ভুমিষ্টের সময় যে রক্ত বের হয়ঃ	এটা হচ্ছে নেফাসের রক্ত। এসময় যদিও সন্তান বের হয়নি বা সামান্য বের হয়েছে। এসময় ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা করা ওয়াজিব নয়।
কখন নেফাসের জন্য দিন গণনা শুরু করবে?	সন্তান পূর্ণরূপে ভুমিষ্ট হওয়ার পর থেকে।
নেফাসের সর্বনিম্ন সময় কত দিন?	এর সর্বনিম্ন কোন সীমা নেই। সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার পরপরই যদি স্রাব বন্ধ হয়ে যায়, তবে গোসল করে নামায ইত্যাদি আদায় করা ওয়াজিব।
নেফাসের সর্বোচ্চ সময় কত দিন?	চল্লিশ দিন। এর বেশী হলে তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না। তখন গোসল করে নামায ইত্যাদি আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু গর্ভধারণের পূর্বের ঋতুর নিয়ম অনুযায়ী যদি স্রাব দেখা যায়, তবে তা ঋতু হিসেবে গণ্য করবে।
যে নারী জমজ বা ততোধিক সন্তান প্রসব করেঃ	প্রথম সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার পর থেকে থেকেই নেফাসের সময় গণনা শুরু করবে।
অকাল প্রসূত ভ্রূণ পতিত হওয়ার পর স্রাবঃ	ভ্রূণের বয়স যদি আশি দিন বা তার চাইতে কম হয়, তবে নির্গত রক্ত ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু নব্বই দিনের পর পতিত হলে, তা নেফাসের স্রাব হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু আশি ও নব্বই দিনের মধ্যবর্তী সময়ে গর্ভপাত হলে, ভ্রূণের আকৃতির উপর হুকুম নির্ভর করবে। যদি ভ্রূণে মানুষের আকৃতি দেখা যায়, তবে তা নেফাস হিসেবে গণ্য হবে। অন্যথায় ইস্তেহাজা গণ্য করবে।
চল্লিশ দিন শেষ হওয়ার পূর্বে পবিত্র হয়ে পুনরায় যদি স্রাব দেখা যায়ঃ	চল্লিশ দিনের মধ্যে নারী যে পবিত্রতা দেখতে পায় তা পবিত্রতা হিসেবেই গণ্য হবে। তখন গোসল করে নামায ইত্যাদি আদায় করবে। কিন্তু চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি পুনরায় স্রাব দেখা যায়, তখন তা নেফাস হিসেবে গণ্য করবে। আর এই নিয়মে চল্লিশ দিন পূর্ণ করবে।

সতর্কতাঃ ✸ ইস্তেহাজা হলে নামায-রোযা আদায় করা ওয়াজিব কিন্তু প্রত্যেক নামাযের সময় ওযু করা আবশ্যক।

✸ সূর্যাস্তের পূর্বে হায়েয বা নেফাস থেকে পবিত্র হলে, সে দিনের যোহর ও আসর নামায আদায় করা তার উপর আবশ্যক। অনুরূপভাবে ফজরের পূর্বে পবিত্র হলে সে রাত্রের মাগরিব ও এশা নামায আদায় করা আবশ্যক।

✸ নামাযের সময় হওয়ার পর নামায পড়ার পূর্বে যদি নারীর হায়েয বা নেফাস শুরু হয়, তবে পবিত্র হওয়ার পর উক্ত নামায কাযা আদায় করতে হবে না।

✸ হায়েয বা নেফাস থেকে পবিত্র হলে গোসল করার সময় চুলের খোপা খোলা আবশ্যক। কিন্তু বড় নাপাকীর গোসলে খোপা খোলা আবশ্যক নয়।

✸ হায়েয ও নেফাস হলে যৌনাঙ্গে সহবাস করা হারাম। যৌনাঙ্গ ব্যতীত অন্যভাবে আনন্দ-বিনোদন করা জায়েয।

✸ ইস্তেহাযা থাকলে যৌনাঙ্গে সহবাস করা মাকরূহ। কিন্তু স্বামী বিশেষ প্রয়োজন মনে করলে সহবাস করতে পারে।

✸ সাময়িকভাবে রক্তস্রাব বন্ধ করার জন্য ঔষধ ব্যবহার করা নারীর জন্য জায়েয। বিশেষ করে হজ্জ-ওমরার কার্যাদী পূর্ণ করার জন্য বা রামাযানের ছিয়াম পূর্ণ করার জন্য। কিন্তু শর্ত হচ্ছে ঔষধ যেন শারীরিক ক্ষতির কারণ না হয়।

ইসলামে নারীর মর্যাদাঃ

ঈমান ও আমল অনুযায়ী মর্যাদা ও প্রতিদানের দিক থেকে নারী-পুরুষে ভেদাভেদ নেই- উভয়ে আল্লাহর নিকট সমান। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ "নারীরা তো পুরুষদেরই সহদোর।" (আবু দাউদ) নারী হকদার হলে তা দাবী করার অধিকার আছে তার, অথবা নিপীড়িত হলে তা থেকে মুক্ত হওয়ার অধিকারও আছে। কেননা ইসলাম ধর্মে সম্বোধন সূচক যে সকল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তাতে নারী পুরুষের সাথেই। তবে যে সমস্ত বিষয়ে উভয়ের মাঝে পার্থক্য উল্লেখ করা হয়েছে তা অবশ্যই ভিন্ন। ইসলামের অবশিষ্ট বিধি-বিধানের তুলনায় সেই পার্থক্য খুবই সামান্য। তাছাড়া ইসলাম সৃষ্টিগত ও শক্তি-সামর্থগত দিক থেকে নারী-পুরুষের বৈশিষ্টের প্রতি গুরুত্বসহ লক্ষ্য রেখেছে। আল্লাহ্ বলেন, ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ﴾ "সে কি জানেনা কে সৃষ্টি করেছে? আর তিনিই সুক্ষ্মদর্শী সংবাদ রক্ষক।" (সূরা মুলকঃ ১৪)

নারীর কিছু কর্ম আছে যা তার জন্যেই বিশেষ। পুরুষের কিছু কর্ম আছে যা তার জন্যেই বিশেষ। একজনের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপরের অনুপ্রবেশ সংসার জীবনের ভারসাম্য নষ্ট করে দিবে। নারী নিজ গৃহে অবস্থান করলেও তাকে পুরুষের সমপরিমাণ প্রতিদান দেয়া হবে।

আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আগমণ করলেন। তখন নবীজী সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে বসে ছিলেন। আসমা বললেন, আপনার জন্যে আমার বাবা-মা কুরবান হোক! আমি নারী সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে আপনার নিকট আগমণ করেছি। আপনাকে জানাচ্ছি যে, আমার প্রাণ আপনার জন্যে উৎসর্গ। পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্তের নারী

মাত্রেই যে কেউ আমার এই আগমণের সংবাদ শুনুক বা না শুনুক সে আমার অনুরূপ মত পোষণ করবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ আপনাকে সত্য দ্বীনসহ নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর নিকট প্রেরণ করেছেন। তাই আমরা আপনার প্রতি এবং সেই মা'বূদের ঈমান এনেছি যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন। আমরা নারী সমাজ চার দেয়ালের ঘেরার মধ্যে আপনাদের গৃহের মধ্যে বসে বন্দী অবস্থায় দিন যাপন করি, আপনাদের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করি, আপনাদের সন্তান গর্ভে ধারণ করি। আর আপনারা পুরুষ সমাজকে আমাদের উপর মর্যাদাবান করা হয়েছে। জুমআ, জামাআত, রুগীর পরিচর্যা, জানাযায় অংশ গ্রহণ, হাজ্জের পর হাজ্জ সম্পাদন এবং সর্বোত্তম কাজ আল্লাহর পথে জিহাদে আনপারা অংশ নিয়ে থাকেন। আপনাদের মধ্যে কোন পুরুষ হাজ্জ বা উমরা বা জিহাদের পথে বের হলে আমরা আপনাদের ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করে থাকি। আপনাদের জন্যে কাপড় বুনাই, আনপাদের সন্তানদের লালন-পালন করে থাকি। অতএব হে আল্লাহর রাসূল! আপনারা যে প্রতিদান পেয়ে থাকেন তাতে কি আমরা শরীক হব না? বর্ণনাকারী বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের প্রতি পূরাপূরি মুখ ফিরালেন, তারপর বললেন, তোমরা কি কখনো শুনেছো ধর্মীয় বিষয়ে এ নারীর প্রশ্নের চেয়ে উত্তম কথা বলতে কোন নারীকে? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা ভাবতেই পারিনি একজন নারী এত সুন্দর কথা বলতে পারে। এবার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন অতঃপর বললেন, "ওহে নারী তুমি ফিরে যাও এবং তোমার পিছনের সকল নারীকে জানিয়ে দাও যে, তোমাদের কারো নিজ স্বামীর সাথে সদ্ভাবে সংসার করা, স্বামীর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করা এবং তার মতামতের অনুসরণ করা উপরোক্ত সকল ইবাদতের ছওয়াবের বরাবর।" (বায়হাকী) অপর বর্ণনায় আছে, একদা কতিপয় নারী রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট এসে আরয করল হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদ করে তো পুরুষরা সকল মর্যাদা নিয়ে গেল? আমাদের জন্যে কি এমন কোন আমল নেই যা দ্বারা আমরা আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের অনুরূপ ছওয়াব পেতে পারি? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমাদের একজন নিজ গৃহের পরিচর্যায় লিপ্ত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর পথে জিহাদকারীর ন্যায় ছওয়াব লাভ করবে।" (বায়হাকী, হাদীছটি যঈফ, দ্রঃ সিলসিলা যঈফাঃ হা/২৭৪৪) বরং নিকটাত্মীয় কোন নারীর সাথে সদ্ভাব বজায় রাখলেও তাতে বিরাট প্রতিদান রয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مَنْ أَنْفَقَ عَلَى ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ذَوَاتَيْ قَرَابَةٍ يَحْتَسِبُ النَّفَقَةَ عَلَيْهِمَا حَتَّى يُغْنِيَهُمَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ يَكْفِيَهُمَا كَانَتَا لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ "যে ব্যক্তি দু'জন কন্যা বা দু'জন ভগ্নি বা নিকটাত্মীয় দু'জন নারীর ভরণ-পোষণ বহণ করবে এমনকি আল্লাহ্ তাদের উভয়কে যথেষ্ট করে দিবেন, তবে তারা জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য পর্দা স্বরূপ হয়ে যাবে।" (আহমাদ, ত্বাবরানী, হাদীছটি হাসান, দ্রঃ সহীহ্ তারগীব তারহীব হা/২৫৪৭)

নারীদের কতিপয় বিধি-বিধানঃ

✸ গায়র মাহরাম[১] নারীর সাথে নির্জনে মিলিত হওয়া পুরুষের জন্য হারাম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ "মাহরাম ব্যতীত কোন পুরুষ যেন কোন নারীর সাথে নির্জনে মিলিত না হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

✸ মসজিদে গিয়ে নারীর নামায আদায় করা বৈধ। কিন্তু ফেতনার আশংকা থাকলে মসজিদে যাওয়া উচিত নয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নারীরা এখন যা করছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা দেখলে হয়তো তাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন। যেমনটি বানী ইসরাঈলের নারীদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। (বুখারী ও মুসলিম) পুরুষ মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করলে যেমন তাকে বহুগুণ ছওয়াব দেয়া হয়; নারী নিজ গৃহে নামায আদায় করলেও তাকে অনুরূপ ছওয়াব দেয়া হবে। জনৈক নারী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে আবেদন করল হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার সাথে আমি নামায আদায় করতে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আমি জানি তুমি আমার সাথে নামায আদায় করতে ভালবাস। কিন্তু তোমার জন্যে ক্ষুদ্র কুঠরীতে নামায পড়া, বাড়ীতে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আর বাড়ীতে নামায পড়া মহল্লার মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আর মহল্লার মসজিদে নামায পড়া আমার মসজিদে (মসজিদে নববীতে) নামায পড়ার চাইতে উত্তম।" (আহমাদ, হাদীছটি হাসান দ্রঃ সহীহ তারগীব তারহীব হা/ ৩৪০) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ "নারীদের সর্বত্তোম মসজিদে হচ্ছে তার ঘরের সবচেয়ে নির্জনতম স্থান।" (আহমাদ, হাদীছটি হাসান দ্রঃ সহীহ তারগীব তারহীব হা/ ৩৪১)

✸ মাহারাম সাথী না পেলে নারীর হাজ্জ-উমরা করা ফরয নয়। কেননা মাহরাম ব্যতীত নারীর সফর বৈধ নয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, لا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ "কোন নারী মাহরাম ব্যতীত যেন তিন দিনের অধিক দূরত্ব স্থানে সফর না করে।" অপর বর্ণনায় একদিন ও একরাতের অধিক দূরত্ব সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

✸ নারীর কবর যিয়ারত এবং লাশের সাথে গমণ নিষেধ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, لعن الله زوارات القبور "অধিকহারে কবর যিয়ারতকারী নারীদের উপর আল্লাহর লা'নত।" (তিরমিযী) উম্মে আত্বিয়া (রাঃ) বলেন, জানাযার লাশের সাথে চলতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের উপর কঠরোতা আরোপ করা হয়নি।" (বুখারী ও মুসলিম)

✸ নারী চুলে যে কোন রং ব্যবহার করতে পারে, তবে বিবাহের প্রস্তাবকারী পুরুষকে ধোকা দেয়ার উদ্দেশ্য না থাকলে কালো রং ব্যবহার করা মাকরূহ।

---

১. মাহরাম পুরুষ বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ যে সমস্ত পুরুষের সাথে নারীর চিরকালীন বিবাহ হারাম। যেমনঃ পিতা, দাদা এভাবে যতই উপরে যায়, পুত্র, পুত্রের পুত্র এভাবে যতই নীচে যায়। ভাই এবং তার ছেলেরা, বোনের ছেলেরা, চাচা, মামা, শশুর, স্বামীর অন্য পক্ষের ছেলেরা, দুগ্ধ সম্পর্কের পিতা, পুত্র, ভাই। নিজ মেয়ের জামাই, মায়ের স্বামী।

✸ উত্তরাধিকার সম্পদে নারীর জন্যে আল্লাহ্ যে অংশ নির্ধারণ করেছেন তা তাকে প্রদান করা ওয়াজিব; তা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হারাম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, مَنْ قَطَعَ مِيرَاثَ وَارِثِهِ قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنْ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "যে ব্যক্তি উত্তরাধীকারীকে প্রাপ্য মীরাছ থেকে বঞ্চিত করবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতের মীরাছ থেকে বঞ্চিত করবেন।" (ইবনে মাজাহ্)

✸ স্বামীর উপর ওয়াজিব হচ্ছে স্ত্রীর প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহণ করা। যা ছাড়া স্ত্রী চলতে পারবে না যেমন- খাদ্য, পানীয় , বস্ত্র ও বাসস্থান প্রভৃতির উত্তমভাবে ব্যবস্থা করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ﴾ "বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সিমীত পরিমাণে রিযিকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করবে।" (সূরা তালাকঃ ৭) নারীর স্বামী না থাকলে তার পিতা বা ভ্রাতা বা পুত্রের উপর আবশ্যক হচ্ছে তার খরচ বহণ করা। নিকটাত্মীয় না থাকলে এলাকার স্থানীয় লোকদের তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা মুস্তাহাব। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ "বিধবা এবং অভাবী-মিসকীনদের প্রয়োজন পূরণে প্রচেষ্টাকারী আল্লাহর পথে মুজাহিদের ন্যায় অথবা রাত্রে তাহাজ্জুদ আদায়কারী ও দিনে নফল সিয়াম আদায়কারীর ন্যায় প্রতিদান লাভ করবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

✸ তালাকপ্রাপ্তা নারী বিবাহ না করলে তার শিশু সন্তানের লালন-পালন করার হকদার তারই বেশী। আর যতদিন শিশু মায়ের কোলে থাকবে ততদিন শিশুর ভরণ-পোষণ চালানো পিতার উপর ওয়াজিব।

✸ নারীকে প্রথমে সালাম দেয়া মুস্তাহাব নয়; বিশেষ করে সে যদি যুবতী হয় বা তাকে সালাম দিলে ফেতনার আশংকা থাকে।

✸ প্রতি শুক্রবার (সপ্তাহে একবার) নারীর নাভীমূল ও বগল পরিস্কার করা এবং নখ কাটা মুস্তাহাব। তবে চল্লিশ দিনের বেশী দেরী করা নাজায়েয।

✸ মুখমন্ডলের চুল উঠানো হারাম- বিশেষ করে ভ্রুযুগলের চুল উপড়ানো নিষেধ। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, لَعَنَ اللَّهُ النَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ "যে নারী চুল উপড়ানোর কাজ করে এবং যার উপড়ানো হয় উভয়ের উপর আল্লাহর লা'নত।" (আবু দাউদ)

✸ **শোক পালনঃ** মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা কোন নারীর জন্য জায়েয নেই। তবে মৃত ব্যক্তি স্বামী হলে চার মাস দশ দিন শোক পালন করা ওয়াজিব। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجِهَا "আল্লাহ্ এবং শেষ দিবসে বিশ্বাসী নারীর তার স্বামী ব্যতীত কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করা হালাল নয়।" (মুসলিম) শোক পালনের জন্য নারী নিজের সৌন্দর্য গ্রহণ, যাফরান ইত্যাদির সুগন্ধি লাগানো থেকে বিরত থাকবে। যে কোন ধরণের গয়না, রঙ্গিন লাল হলুদ ইত্যাদি কাপড় পরিধান করবে না। মেহেদী বা রং (মেকআপ) কালো সুরমা বা সুগন্ধীযুক্ত তৈল ইত্যাদি ব্যবহার করবে না। তবে নখ

কাটা, নাভীমূল পরিস্কার করা, গোসল করা জায়েয আছে। পরিধানের জন্য কালো বা এরকম নির্দিষ্ট কোন রংয়ের পোষাক নেই। যে গৃহে স্বামী মারা গেছে সেখানেই নারীর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত সেই গৃহ থেকে বের হওয়া হারাম। কোন প্রয়োজনে বের হতে চাইলে দিনের বেলায় বের হবে।

✸ **পর্দাঃ** নারী নিজ গৃহ থেকে বের হলে সমস্ত শরীর চাদর বা বোরকা দ্বারা আবৃত করা ওয়াজিব। শরীয়ত সম্মত পর্দার শর্তাবলীঃ (১) নারী তার সমস্ত শরীর ঢেকে দেবে। (২) পর্দার পোষাকটি যেন নিজেই সৌন্দর্য না হয়। (৩) পর্দার কাপড় মোটা হবে পাতলা নয়। (৪) প্রশস্ত ঢিলা-ঢালা হবে; সংকীর্ণ হবে না। (৫) আতর সুবাশ মিশ্রিত হবে না। (৬) কাফের নারীদের পোষাকের সাথে সদৃশপূর্ণ হবে না। (৭) পুরুষের পোষাকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে না। (৮) উক্ত পোষাক যেন নারীদের মাঝে প্রসিদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে না হয়।

নারী যাদের সাথে পর্দা করবে বা করবে না তারা তিন শ্রেণীর লোকঃ (১) স্বামী, তার সাথে কোন পর্দা নেই। স্বামী যেভাবে ইচ্ছা স্ত্রীকে দেখতে পারে। (২) নারী এবং মাহরাম পুরুষ, সাধারণত নারীর শরীরের যে অংশ বাইরে থাকে এরা তা দেখতে পারবে। যেমনঃ মুখমন্ডল, মাথার চুল, কাঁধ, হাত, বাহু, পদযুগল ইত্যাদি। (৩) অন্যান্য পুরুষ (পরপুরুষ), একান্ত প্রয়োজন ছাড়া এরা নারীর শরীরের কোন অংশ দেখতে পাবে না। যেমন বিবাহ বা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে নারীকে দেখা জায়েয। নারীর সৌন্দর্য তার মুখমন্ডলেই। তাই মুখমন্ডল দেখেই বেশীর ভাগ মানুষ ফেতনায় জড়িয়ে পড়ে। ফাতেমা বিনতে মুনযের (রাঃ) বলেন, "আমরা পরপুরুষের সামনে মুখমন্ডল ঢেকে ফেলতাম।" (হাকেম) আয়েশা (রাঃ) বলেন, "আমরা ইহরাম অবস্থায় বিদায় হাজ্জে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাথে ছিলাম। উষ্টারোহী পুরুষরা আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করত, তারা আমাদের নিকটবর্তী হলে আমরা মাথার উপরের উড়নাকে মুখমন্ডলের উপর ঝুলিয়ে দিতাম। ওরা চলে গেলে আবার মুখমন্ডল খুলে দিতাম।" (আবু দাউদ)

✸ কোন পোষাকে যদি মানুষ বা প্রাণীর ছবি থাকে, তবে তা পরিধান করা হারাম। এমনিভাবে তা ঘরে লটকিয়ে রাখা বা জানালা বা দরজার পর্দা হিসেবে ব্যবহার করা বা বিক্রয় করা হারাম। এটা কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত।

✸ **ইদ্দতঃ** ইদ্দত কয়েক প্রকারঃ **১) গর্ভবতী নারীর ইদ্দত:** গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দেয়া হোক বা তার স্বামী মৃত্যু বরণ করুক গর্ভের সন্তান প্রসব হলেই ইদ্দত শেষ। **২) যে নারীর স্বামী মারা গেছে:** তার ইদ্দত হচ্ছে চার মাস দশ দিন। **৩) হায়েয অবস্থায় যাকে তালাক দেয়া হয়েছে:** তার ইদ্দত হচ্ছে তিন হায়েয। তৃতীয় হায়েয শেষ হওয়ার পর পবিত্রতা শুরু হলেই তার ইদ্দত শেষ। **৪) পবিত্রাবস্থায় যাকে তালাক দেয়া হয়েছে:** তার ইদ্দত হচ্ছে তিন মাস। রেজঈ তালাকের ইদ্দত পালনকারীনীর উপর ওয়াজিব হচ্ছে স্বামীর কাছেই থাকা। এই ইদ্দত চলাবস্থায় স্বামী তার যে কোন অঙ্গ দেখার ইচ্ছা করলে বা তার সাথে নির্জন হতে চাইলে তা জায়েয আছে। হতে পারে এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে আবার ঐক্যমত সৃষ্টি করে দিবেন। স্ত্রীকে ফেরত নেয়ার বাক্যঃ স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে 'আমি তোমাকে

ফেরত নিলাম' বা তার সাথে 'সহবাসে লিপ্ত হয়' তবেই তাকে ফেরত নেয়া হয়ে যাবে। ফেরত নেয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর অনুমতির দরকার নেই।

✸নারী অভিভাবক ব্যতীত নিজেই নিজের বিবাহ বসবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ "যে নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া নিজের বিবাহ সম্পন্ন করবে, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল।" (তিরমিযী, আবু দাউদ)

✸ পরচুলা ব্যবহার করা, শরীরের খোদাই করে অংকন করা নারীর জন্য হারাম। এ দু'টি কাজ কাবীরা গুনাহের অন্তর্গত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ "যে নারী পরচুলা ব্যবহার করে ও যে পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং যে নারী শরীরে খোদাই করে অংকন করে ও যে করিয়ে দেয় তাদের সকলের উপর আল্লাহর লা'নত।" (বুখারী ও মুসলিম)

✸ বিনা কারণে স্বামীর নিকট তালাক চাওয়া হারাম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ "যে নারী কোনরূপ অসুবিধা ছাড়াই (বিনা কারণে) স্বামীর নিকট তালাক চায়, তার জন্য জান্নাতের সুঘ্রাণ হারাম।" (আবু দাউদ)

✸ সদ্ভাবে স্বামীর আনুগত্য করা নারীর উপর ওয়াজিব। বিশেষ করে স্ত্রীকে যদি বিছানায় (সহবাসের জন্য) আহবান জানায়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ "কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রীকে বিছানায় আহবান করে, কিন্তু স্ত্রী তার আহবান প্রত্যাখ্যান করে, অতঃপর স্বামী রাগন্বিত অবস্থায় রাত কাটায়, তবে প্রভাত হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতাগণ সে স্ত্রীকে অভিশাপ দেয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

✸ নারী যদি জানে যে রাস্তায় পরপুরুষ থাকবে, তবে বাইরে যাওয়ার সময় আতর-সুগন্ধি লাগানো হারাম। নবী বলেন, إِنّ الْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةً "নারী আতর-সুগন্ধি লাগিয়ে যদি মানুষের সামনে দিয়ে হেঁটে যায়- যাতে তারা সুঘ্রাণ পায়, তবে ঐ নারী এরূপ এরূপ অর্থাৎ ব্যভিচারীনী।" (আবু দাউদ)

নামাযঃ

আযান ও ইকামতঃ মুকীম অবস্থায় পুরুষদের জন্য আযান ও ইকামত প্রদান করা ফরযে কেফায়া। আর একক নামাযী ও মুসাফিরের জন্য সুন্নাত। নারীদের জন্য মাকরূহ। সময় হওয়ার পূর্বে আযান ও ইকামত প্রদান করা জায়েয নয়। তবে মধ্যরাতের পর ফজরের প্রথম আযান (তাহাজ্জুদের আযান) প্রদান করা জায়েয।

নামাযের শর্ত সমূহঃ (১) ইসলাম **(২)** জ্ঞান থাকা **(৩)** ভাল-মন্দ পার্থক্য করার জ্ঞান থাকা **(৪)** সাধ্যানুযায়ী পবিত্রতা অর্জন করা **(৫)** নামাযের সময় হওয়া; যোহর নামাযের সময়ঃ সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর থেকে শুরু হয় এবং অবশিষ্ট থাকে (সূর্য ঢলার পর) কোন বস্তুর ছায়া তার বরাবর হওয়া পর্যন্ত। আসরের নামাযের সময়ঃ কোন বস্তুর ছায়া তার বরাবর হওয়ার পর থেকে শুরু হয় এবং উহা দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত বাকী থাকে। এটা হল আসর নামাযের উত্তম সময়। বিশেষ প্রয়োজনে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এ নামায পড়া যাবে। মাগরিবের সময়ঃ সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু হয় এবং পশ্চিমাকাশে লাল রেখা অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত প্রলম্বিত থাকে। এশার সময়ঃ পশ্চিমাকাশে লাল রেখা অস্তমিত হওয়ার পর থেকে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত এ নামাযের সময় প্রলম্বিত। রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর যদি এ নামায আদায় করা সম্ভব হয় তবে তা উত্তম। বিশেষ প্রয়োজনে এ নামায সুবহে ছাদেক পর্যন্ত পড়া যায়। ফজর নামাযের সময়ঃ সুবহে সাদেক (পূর্বাকাশে সাদা রেখা) উদিত হওয়ার পর থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। **(৬)** সতর ঢাকা[১] **(৭)** সাধ্যানুযায়ী শরীর, পোষাক এবং নামাযের স্থানকে নাপাকী থেকে পবিত্র করা। **(৮)** সাধ্যানুযায়ী কিবলামুখী হওয়া **(৯)** নিয়ত করা।

নামাযের রুকনঃ নামাযের রুকন ১৪টি। **১.** ফরয নামাযের ক্ষেত্রে সামর্থ থাকলে দন্ডায়মান হওয়া। **২.** তাকবীরে তাহরীমা। **৩.** সূরা ফাতেহা পাঠ করা। **৪.** প্রত্যেক রাকাতে রুকূ' করা। **৫.** রুকূ' হতে উঠা। **৬.** রুকূ' থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। **৭.** সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করা। **৮.** দুই সিজদার মাঝে বসা। **৯.** শেষ তাশাহহুদের জন্য বসা। **১০.** শেষোক্ত তাশাহ্হুদ পাঠ করা। **১১.** শেষ তাশাহহুদে নবী (সাঃ) এর উপর দরূদ পাঠ করা। **১২.** দু'টি সালাম দেওয়া। **১৩.** সমস্ত রুকন আদায়ে ধীরস্থীরতা অবলম্বন করা। **১৪.** ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা।

এই রুকনগুলো ছাড়া নামায বিশুদ্ধ হবে না। ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কোন একটি রুকন ছুটে গেলে নামায বাতিল হয়ে যাবে।

নামাযের ওয়াজিবঃ নামাযের ওয়াজিব ৮টিঃ **১.**তকবীরে তাহরীমা ব্যতীত সমুদয় তাকবীর। **২.** রুকূ'তে একবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' বলা। **৩.** 'সামি আল্লাহুলিমান হামিদাহ্' বলা ইমাম এবং একক ব্যক্তির জন্য। **৪.** 'রাব্বানা লাকাল

---

১. **সতরঃ** যে গোপন অঙ্গ প্রকাশিত হলে মানুষ লজ্জা পায় তাকে সতর বলা হয়। সাত বছর বয়সের বালকের সতর হচ্ছে শুধুমাত্র দু'টি লজ্জাস্থান। দশ বা ততোর্ধ বয়সের পুরুষের জন্য সতর হচ্ছে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত। প্রাপ্ত বয়স্কা স্বাধীন নারীর মুখমন্ডল ও কব্জি পর্যন্ত দু'হাত ব্যতীত সমস্ত শরীর সতর। নামাযের সময় নারীর এই অঙ্গগুলো ঢাকা মাকরূহ। তবে পরপুরুষ সামনে এলে তা ঢাকা ওয়াজিব। নারী যদি এমন অবস্থায় নামায পড়ে বা তওয়াফ করে যে তার বাহু বা চুল খোলা রয়েছে, তবে তার ইবাদত বাতিল হবে। কঠিন সতর হচ্ছে: সামনের ও পিছনের রাস্তা। নামাযের বাইরে থাকলেও তা ঢেকে রাখা ওয়াজিব। বিনা প্রয়োজনে তা প্রকাশ করা মাকরূহ যদিও অন্ধকারে বা নির্জনে থাকে।

হামদ্' বলা ইহা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। **৫.** সিজদায় একবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' বলা। **৬.** দু'সিজদার মাঝে 'রাব্বেগফেরলী' বলা। **৭.** প্রথম তাশহ্হুদের জন্য বসা। **৮.** প্রথম তাশহ্হুদ পাঠ করা।

এই ওয়াজিব কাজগুলোর কোন একটি ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ভুলক্রমে ছুটে গেলে সাহু সিজদা দিতে হবে।

নামাযের সুন্নাতঃ সুন্নাত দু'প্রকারঃ কর্মগত সুন্নাত, মৌখিক সুন্নাত। সুন্নাত পরিত্যাগ করার কারণে নামায বাতিল হয় না- যদিও ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করে।

মৌখিক সুন্নাত: ছানার দু'আ পাঠ করা, আউযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ পাঠ করা, আমীন বলা এবং উচ্চৈঃস্বরে নামাযে জোরে বলা, ফাতিহার পর সহজসাধ্য স্থান থেকে কুরআনের কিছু আয়াত পাঠ করা, ইমাম হলে জোরে কিরাত পাঠ করা (মুক্তাদীর জোরে কিরাত নিষেধ, একক ব্যক্তি স্বাধীন), 'রাব্বানা লাকাল হামদু' বলার পর 'হামদান্ কাছীরান্ তাইয়্যেবান্ মুবারাকান্ ফীহ্ মিল্আস্ সামাওয়াতি ওয়া মিল্আল্ আরযি..' পাঠ করা। সিজদাহ্ ও রুকূ'তে একবারের বেশী তাসবীহ বলা, সালামের পূর্বে দু'আ মাছুরা পাঠ করা।

কর্মগত সুন্নাতঃ দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর ধারণ করা।

তাকবীরে তাহরীমা, রুকূ'তে যাওয়া, রুকূ' থেকে উঠা এবং প্রথম তাশাহুদ থেকে উঠে তৃতীয় রাকাতে দন্ডায়মান হওয়ার সময় রফউল ইয়াদায়ন করা। সিজদার স্থানে তাকানো। দন্ডায়মান অবস্থায় দু'পায়ের মাঝে ফাঁক রাখা। সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে দু'হাটু, অতঃপর দু'হাত, অতঃপর কপাল এবং নাক মাটিতে রাখা।[১] দু'পার্শদেশ হতে উভয় বাহুকে, পেটকে দু'রান থেকে এবং দু'রানকে পায়ের নলা থেকে পৃথক রাখা, দু'হাতকে দু'হাটু থেকে পৃথক রাখা, পিছনে দু'পাকে মিলিয়ে খাড়া রাখা এবং আঙ্গুল সমূহের নিম্নভাগ মাটির সাথে লাগিয়ে রাখা, দু'হাতের আঙ্গুল সমূহ একত্রিত করে কাঁধ বরাবর করতল বিছিয়ে রাখা। সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় দু'হাত দিয়ে দু'হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো।[২] দু'সিজদার মাঝে এবং প্রথম তাশাহুদে 'ইফতেরাশ'[৩] করা এবং শেষ তাশহহুদে 'তাওয়ার্রুক' করা। দু'সিজদার মাঝে এবং তাশাহুদে বসার সময় দু'হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পর মিলিত

---

১. শায়খ আলবানী লিখেছেনঃ হাঁটু রাখার পূর্বে হাত রাখবে। এটাই সুন্নাত সম্মত। কেননা অন্য একটি ছহীহ্ হাদীছে বর্ণিত হয়েছেঃ তিনি ﷺ মাটিতে হাঁটু রাখার পূর্বে হস্তদ্বয় রাখতেন। (ইবনু খুযায়মা, দারাকুতনী। হাকিম হাদীছটি বর্ণনা করে তা সহীহ্ বলেন ও যাহাবী তাতে একমত পোষণ করেন) হাঁটুর আগে হাত রাখার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন, ইমাম মালেক। ইমাম আহমাদও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। মারওয়াযী (মাসায়েল গ্রন্থে) ছহীহ্ সনদে ইমাম আওয়াযাঈ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আমি লোকদেরকে পেয়েছি তারা হাঁটু রাখার আগে হাত রাখতেন।'- অনুবাদক।

২. প্রথম রাকাত শেষ করে দ্বিতীয় রাকাতে দাঁড়ানোর পূর্বে জালসা ইস্তেরাহা করা সুন্নাত। অর্থাৎ প্রথম রাকাতের দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠে সামান্য একটু আরাম করে বসে তারপর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ানো। (দ্রঃ ছহীহ বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, হা/ ৭৮০) বুখারীর বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ানোর সময় দু'হাত দ্বারা মাটিতে ভর দিয়ে উঠতেন। [দ্রঃ ছিফাতুছ্ ছালাত- আলবানী পৃ: ১৫৪ আরবী]

৩. ডান পা খাড়া রেখে বাম পায়ের উপর বসাকে 'ইফতেরাশ' বলা হয়। আর বাম পাকে ডান পায়ের নীচে দিয়ে বের করতঃ বাম পাছা দিয়ে যমিনে থেবড়ে বসাকে 'তাওয়ার্রুক' বলা হয়।

রেখে হাত দু'টিকে দু'রানের উপর বিছিয়ে রাখা। তবে ডান হাতকে কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা মুষ্টিবদ্ধ করে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা গোলাকৃতি করবে এবং তর্জনী আঙ্গুল খাড়া রেখে দু'আ ও আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দেয়ার সময় তা দ্বারা ইশারা করবে। আর সালাম দেয়ার সময় ডান দিকে ও বাম দিকে তাকাবে, প্রথমে ডান দিকে তাকাবে।

সাহু সিজদাঃ শরীয়ত সম্মত কোন কথা যদি এমন সময় পাঠ করে, যেখানে পাঠ করার অনুমতি নেই, তবে সে কারণে সাহু সিজদা করা সুন্নাত। যেমন সিজদায় গিয়ে কুরআন পাঠ করল। নামাযের কোন সুন্নাত পরিত্যাগ করলে সাহু সিজদা করা জায়েয। কিন্তু কয়েকটি স্থানে সাহু সিজদা করা ওয়াজিব: যেমন যদি রুকু' বা সিজদা বা ক্বিয়াম বা বসা বৃদ্ধি করে অথবা নামায শেষ করার পূর্বেই সালাম ফিরিয়ে দেয়, অথবা এমন কোন ভুল উচ্চারণ করে যাতে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায় বা কোন ওয়াজিব ছুটে যায় অথবা কোন কাজ বেশী হয়ে গেল এরূপ সন্দেহ হয়। সাহু সিজদা ওয়াজেব হওয়ার পর ইচ্ছাকৃতভাবে তা ছেড়ে দিলে নামায বাতিল হয়ে যাবে।

দু'টি সিজদা প্রদানের মাধ্যমে সাহু সিজদা করতে হয়। সাহু সিজদা সালামের পূর্বেও দেয়া যায় পরেও দেয়া যায়। সাহু সিজদা করতে যদি ভুলে যায় এবং দীর্ঘ সময় পার হয়ে যায়, তবে তা রহিত হয়ে যাবে।

নামাযের পদ্ধতিঃ নামাযের জন্য কিবলামুখী হয়ে দন্ডায়মান হবে। বলবে "আল্লাহু আকবার" ইমাম এই তাকবীর এবং পরবর্তী সমস্ত তাকবীর মুক্তাদীদের শোনানোর জন্য জোরে বলবে, অন্যরা নীরবে বলবে। তাকবীর শুরু করার সময় দু'হাত দু'কাঁধ বরাবর উত্তোলন করবে, তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা বুকের উপর স্থাপন করবে। দৃষ্টি থাকবে সিজদার স্থানে। তারপর হাদীছে প্রমাণিত যে কোন একটি ছানা পাঠ করবে। যেমন: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ উচ্চারণঃ 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাস্মুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা। অর্থঃ "হে আল্লাহ! তুমি অতিব পবিত্র, যাবতীয় প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য। তোমার নাম বরকতময়, তোমার মহত্ম ও সম্মান সুউচ্চ। তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই।" এরপর আউযুবিল্লাহ্.. ও বিসমিল্লাহ্.. পাঠ করবে। (এগুলো নীরবে বলবে) তারপর ফাতিহা পাঠ করবে, মুক্তাদীর জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে ইমামের প্রত্যেক আয়াতের মাঝে নীরবতার সময় উহা পাঠ করে নেয়া, কিন্তু নামায নীরব হলে সূরা ফাতিহা নিজে নিজে পড়ে নেয়া ওয়াজিব। এরপর কুরআনের সহজ কোন স্থান থেকে পাঠ করবে। ফজরের নামাযে তেওয়াল মুফাচ্ছাল পড়বে (সূরা ক্বাফ থেকে নাবা পর্যন্ত সূরাগুলোকে তেওয়াল মুফাচ্ছাল বলা হয়) মাগরিবে পড়বে ক্বেছারে মুফাচ্ছাল (সূরা 'শারাহ্' থেকে 'নাস' পর্যন্ত সূরাগুলোকে কেছারে মুফাচ্ছাল বলা হয়) পড়বে এবং অন্যান্য নামাযে পড়বে আউসাত মুফাচ্ছাল (সূরা নাযেআত থেকে 'যুহা' পর্যন্ত সূরাগুলোকে আউসাতে মুফাচ্ছাল বলা হয়)। ইমাম ফজরের নামাযে এবং মাগরিব ও এশার প্রথম দু'রাকাতে জোরে কিরাত পাঠ করবেন। বাকী নামাযে নীরবে কিরাত করবেন। তারপর তাকবীরে তাহরিমার মত দু'হাত উত্তোলন করে তাকবীর দিয়ে রুকূ' করবেন। অতঃপর দু'হাতের আঙ্গুল সমূহ

ছড়িয়ে দিয়ে তা হাঁটুর উপর রাখবে, পিঠকে প্রশস্ত করে মাথা ও পিঠ বরাবর রাখবে। তারপর দু'আ পাঠ করবে: **سبحان ربي العظيم** (সুবহানা রাব্বীয়্যাল আযীম) তিনবার। রুকূ' থেকে মাথা উঠাবার সময় পাঠ করবে **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** (সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ্) এই সময়ও তাকবীরে তাহরিমার মত দু'হাত উত্তোলন করবে। সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দন্ডায়মান হলে পাঠ করবে: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ উচ্চারণঃ 'রাব্বানা ওয়া লাকাল্ হামদু হামদান্ কাছীরান্ তাইয়্যেবান্ মুবারাকান্ ফীহ্ মিল্আস্ সামাওয়াতি ওয়া মিল্আল্ আরযি ওয়া মিল্আ মা-শি'তা মিন শাইয়িন বা'দু'। "হে আমাদের প্রভু! তোমার জন্যই অধিকহারে বরকত পূর্ণ পবিত্র সমস্ত প্রশংসা। তোমার জন্য আকাশ এবং পৃথিবী পূর্ণ প্রশংসা এবং এতদুভয় ছাড়া তুমি অন্য যা কিছু চাও তা ভর্তি প্রশংসা তোমার জন্য।" তারপর তাকবীর বলে সিজদা করবে। দু'পার্শ্বদেশ হতে উভয় বাহুকে, পেটকে দু'উরু থেকে পৃথক রাখবে, দু'হাতকে কাঁধ বরাবর রাখবে। পিছনের দু'পাকে মিলিয়ে খাড়া রাখবে এবং আঙ্গুল সমূহের নিম্নভাগ মাটির সাথে লাগিয়ে তা কিবলামুখী রাখার চেষ্টা করবে। তারপর তিনবার পাঠ করবে: **سبحان ربي الأعلى** (সুবহানা রাব্বিয়্যাল আ'লা) তাছাড়া হাদীছে প্রমাণিত যে কোন দু'আ বা নিজ ইচ্ছামত যে কোন দু'আ পাঠ করতে পারবে। তারপর তাকবীর দিয়ে সিজদা থেকে মাথা উঠাবে। বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া রেখে আঙ্গুল সমূহ বাঁকা করে কিবলামুখী রাখবে। অথবা দু'পা খাড়া রেখে আঙ্গুল সমূহ কিবলার দিকে রেখে দু'গোড়ালীর উপর বসবে। এসময় পাঠ করবে : رَبِّ اغْفِرْ لِي (রাব্বেগ্ফেরলী) দু'বার। ইচ্ছা করলে এ দু'আও পড়তে পারে: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي "রাব্বেগ্ফিরলী, ওয়ারহামনী, ওয়াজবুরনী, ওয়ার ফা'নী, ওয়ার যুকনী, ওয়াহ্দেনী। অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, রহম করুন, ঘাটতি পুরন করুন, সম্মানিত করুন, রিযিক দান করুন, হেদায়াত করুন।

তারপর প্রথম সিজদার মত দ্বিতীয় সিজদা করবে। তাকবীর দিয়ে মাথা উঠাবে এবং পায়ের উপর ভর দিয়ে সোজা উঠে দাঁড়াবে। এরপর প্রথম রাকাতের মত দ্বিতীয় রাকাত আদায় করবে। দু'রাকাত শেষ হলে তাশাহুদ পড়ার জন্য ইফতেরাশ করে বসবে। ডান হাতকে ডান রানের উপর এবং বাম হাতকে বাম রানের উপর বিছিয়ে রাখবে। ডান হাতকে কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা মুষ্টিবদ্ধ করে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা গোলাকৃতি করবে এবং তর্জনী আঙ্গুল খাড়া রেখে তা দ্বারা ইশারা করবে এবং পাঠ করবে: **التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ** আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্ সালাওয়াতু ওয়াত্ তাইয়্যেবাতু আস্ সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্ নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস্ সালামু আলাইনা ওয়া আলা ঈবাদিল্লাস্ সালেহীন। অর্থঃ সব রকম মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক এবাদত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর সৎ কর্মশীল বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল।"

এরপর নামায তিন রাকাত বা চার রাকাত বিশিষ্ট হলে তাকবীর দিয়ে উঠে দাঁড়াবে। বাকী নামায পূর্বের নিয়মে পড়বে। কিন্তু এ রাকাতগুলোতে জোরে কেরাত পড়বে না। শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। অতঃপর শেষ তাশাহুদে তাওয়ার্‌রুক করে বসবে। বাম পাকে ডান পায়ের নীচে দিয়ে বের করতঃ বাম নিতম্ব দিয়ে যমিনে থেবড়ে বসাকে 'তাওয়ার্‌রুক' বলা হয়। (যে নামাযে দু'বার তাশাহুদ আছে, তার শেষ তাশাহুদে তাওয়ার্‌রুক করবে।) তারপর প্রথমে যে তাশাহুদ পাঠ করেছিল তা পাঠ করবে এবং দরূদ পাঠ করবে:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ্ ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ, কামা সাল্লায়তা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ্ ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারাক্‌তা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর ঐরূপ রহমত নাযিল কর যেরূপ নাযিল করেছিলে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর বরকত নাযিল কর যেমনটি বরকত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত। এরপর এই দু'আটি পাঠ করা সুন্নাত: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবিল কাবরি ওয়ামিন আযাবিন্ নার, ওয়ামিন ফিতনাতিল মাহ্‌য়া ওয়াল্ মামাতি, ওয়ামিন ফিতনাতিল্ মাসীহিদ্দাজ্জাল। অর্থঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের শাস্তি হতে, জাহান্নামের শাস্তি হতে জীবনের ও মরণ কালীন ফিতনা (কঠিন পরীক্ষা) হতে এবং দাজ্জালের ফিতনা (অনিষ্ট) হতে।" (বুখারী) এছাড়া প্রমাণিত আরো বিভিন্ন দু'আ পড়তে পারে। অতঃপর দু'দিকে সালাম দিবে। প্রথমে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে বলবে: আস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ তারপর বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে অনুরূপ বলবে। সালামের পর যে সমস্ত যিকির হাদীছে বর্ণিত হয়েছে তা পাঠ করা সুন্নাত।[১]

---

১. **সালাম ফেরানোর পর নিম্ন লিখিত নিয়মে যিকির পাঠ করবেঃ**

১) তিনবার আস্তাগফেরুল্লাহ্ বলবে।

২) তারপর বলবেঃ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আন্তাস্‌সালাম ওয়ামিন কাস্‌সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল জালালে ওয়াল ইকরাম।

৩) لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَلا نَعْبُدُ إِلا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল্ মুলকু ওয়ালাহুল্ হামদু, ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু লাহুন্‌নিয়মাতু ওয়ালাহুল্ ফাযলু ওয়ালাহুছ্ ছানাউল্ হাসানু, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলেসীনা লাহুদ্দীন ওয়ালাও কারেহাল কাফেরুন। অর্থঃ "আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। তারই জন্য রাজত্ব, তারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত গুনাহ হতে বিরত থাকা ও আনুগত্য করার ক্ষমতা লাভ করা যায় না। আল্লাহ ব্যতীত কোন হক উপাস্য নেই। আর আমরা তিনি ছাড়া অন্যের

অসুস্থ ব্যক্তির নামাযঃ দাঁড়িয়ে নামায পড়লে যদি অসুখ বেড়ে যায় বা দাঁড়িয়ে নামায পড়তে অক্ষম হয় তবে বসে বসে নামায আদায় করবে। বসে না পারলে পার্শ্বদেশে শুয়ে নামায আদায় করবে। এটাও যদি সম্ভব না হয়, তবে পিঠের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে নামায পড়বে। রুকূ'-সিজদা করতে অপারগ হলে, তার জন্য চোখ দ্বারা ইশারা করবে। (কিন্তু বালিশ বা টেবিলের উপর সিজদা দেয়া জায়েয নয়।) অসুস্থ অবস্থায় কোন নামায ছুটে গেলে তা কাযা আদায় করবে। সময়মত সকল নামায আদায় করা কষ্টকর হলে দু'নামাযকে একত্রিত আদায় করবে। যোহর-আছর এক সাথে এবং মাগরিব-এশা এক সাথে আদায় করবে। আর ফজর নামায যথাসময়ে আদায় করবে।

মুসাফিরের নামাযঃ (৮০) কি. মি. বা তার চাইতে বেশী দূরত্বে বৈধ কোন কাজে সফর করলে নামায কসর করবে। চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযকে দু'রাকাত করে আদায় করবে। সফর অবস্থায় কোন স্থানে চার দিনের বেশী অবস্থান করার নিয়ত করলে, সেখানে পৌঁছার পর থেকেই নামায পূর্ণ পড়বে- কসর করবে না। মুসাফির যদি মুক্বীমের পিছনে নামায আদায় করে, বা মুকীম অবস্থায় ভুলে যাওয়া নামায সফরে গিয়ে মনে পড়ে অথবা তার বিপরীত (সফরের ভুলে যাওয়া নামায মুকীম হওয়ার পর মনে পড়ে) তবে এসকল অবস্থায় নামায পূর্ণ পড়বে- কসর করবে না। মুসাফিরের নামায পূর্ণ পড়াও জায়েয, তবে কসর করে পড়াই উত্তম।

জুমআর নামাযঃ জুমআর নামায যোহর নামাযের চাইতে উত্তম। জুমআ একটি আলাদা নামায। এটা যোহর নামাযের পরিবর্তে তার অর্ধেক নামায নয়। তাই জুমআর নামায চার রাকাত পড়া জায়েয নয়। যোহরের নিয়তে পড়লেও জুমআর নামায আদায় হবে না। জুমআর নামাযের সাথে আছরকে একত্রিত করে পড়া যাবে না- যদিও একত্রিত পড়ার কারণ পাওয়া যায়।[১]

ইবাদত করি না। একমাত্র তাঁর অধিকারে সমস্ত নেয়ামত, তাঁরই জন্য সমস্ত সম্মান মর্যাদা, আর তাঁরই জন্য উত্তম স্তুতি। আল্লাহ ব্যতীত কোন হক উপাস্য নেই। তার নিমিত্তে আমরা ধর্ম পালন করি একনিষ্ঠভাবে। যদিও কাফেররা তা মন্দ ভাবে।"

৪) اَللّٰهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ আল্লাহুম্মা লা-মা-নেআ লেমা আত্বায়তা ওয়ালা মু'তিয়া লেমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু। অর্থঃ "হে আল্লাহ! আপনি যা দান করেন তা রোধকারী কেউ নেই। এবং আপনি যা রোধ করেন তা দানকারী কেউ নেই। আর কোন মর্যাদাবানের মর্যাদা আপনার নিকট থেকে কোন উপকার আদায় করে দিতে পারে না।"

৫) এরপর দশবার পাঠ করবে: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল্ মুলকু ওয়ালাহুল্ হামদু, ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

৬) তারপর 'সুবহা-নাল্লাহ' বলবে ৩৩ বার, 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে ৩৩ বার এবং 'আল্লাহু আকবার' বলবে ৩৩ বার এবং একশত পূর্ণ করার জন্য বলবে:
لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ।

৭) এরপর আয়াতুল কুরসী (সূরা বাক্বারা ২৫৫ নং আয়াত) পাঠ করবে।

৮) আর প্রত্যেক নামাযের পর একবার করে পাঠ করবে: সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক ও সূরা নাস। তবে ফজর ও মাগরিব নামাযের পর সূরাগুলো তিনবার করে পাঠ করবে।

১. কমপক্ষে তিনজন মানুষের উপস্থিতিতে জুমআর নামায আদায় করা যায়। উচ্চকণ্ঠে ক্বেরাতের মাধ্যমে জুমআর নামায দু'রাকাত আদায় করতে হয়। এ নামাযের আগে দু'টি খুতবা প্রদান করা ওয়াজিব। কুরআন ও হাদীছ থেকে নিজ ভাষায় খুতবা প্রদান করা উত্তম। এই খুতবা শোনা মুক্তাদীদের উপর ওয়াজিব, এসময় কথা বললে, জুমআর

বিতর নামাযঃ এ নামায সুন্নাতে মুআক্কাদা- ওয়াজিব নয়। এর সময় হচ্ছে: এশার নামাযের পর থেকে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত। তবে শেষ রাতে পড়া উত্তম। বিতর নামায সর্বনিম্ন এক রাকাত এবং সর্বোচ্চ ১১ রাকাত পড়া যায়। প্রতি দু'রাকাত পড়ে সালাম ফেরাবে। এ নিয়মই হচ্ছে উত্তম। অথবা একসাথে চার বা ছয় বা আট রাকাত পড়বে। তারপর এক রাকাত বিতর পড়বে। অথবা তিন বা পাঁচ বা সাত বা নয় এক সাথে পড়বে। সর্বনিম্ন উত্তম বিতর হচ্ছে তিন রাকাত নামায দু'সালামে আদায় করা।[১] এ সময় সুন্নাত হচ্ছে প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে কাফেরূন এবং তৃতীয় রাকাতে ইখলাস পাঠ করা। বিতরের পর বসে বসে দু'রাকাত নামায পড়া জায়েয।

জানাযা নামাযঃ কোন মুসলমান মৃত্যু বরণ করলে তাকে গোসল দেয়া, কাফন পরানো, জানাযা নামায পড়া ও তাকে বহণ করে দাফন করা ফরযে কেফায়া। তবে ধর্ম যুদ্ধে নিহত শহীদকে গোসল ও কাফন পরানো ব্যতীতই দাফন করতে হবে। তার জানাযা নামায পড়া জায়েয। সে যে অবস্থায় ও যে কাপড়ে থাকবে সেভাবেই তাকে দাফন করবে। পুরুষকে তিনটি সাদা কাপড়ে কাফন পরাবে আর নারীকে পাঁচটি কাপড়ে। লুঙ্গি যা নীচের দিকে থাকবে, খেমার বা ওড়না যা দিয়ে মাথা ঢাঁকবে, কামীছ (জামা) এবং দু'টি বড় লেফাফা বা কাপড়। (অবশ্য তিন কাপড়েও তাকে কাফন দেয়া জায়েয)।

জানাযা পড়ানোর জন্য সুন্নাত হচ্ছে ইমাম ও একক ব্যক্তি পুরুষের বুক বরাবর এবং নারীর মধ্যস্থান বরাবর দাঁড়াবে। চার তাকবীরে জানাযা পড়বে। প্রতি তাকবীরের সাথে দু'হাত উত্তোলন করবে। প্রথমবার তাকবীর দিয়ে নীরবে আউযুবিল্লাহ্.. বিসমিল্লাহ্.. বলে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। তারপর দ্বিতীয় তাকবীর দিয়ে দরূদে ইবরাহীম পাঠ করবে। এরপর তৃতীয় তাকবীর প্রদান করে জানাযার দু'আ পড়বে। তারপর চতুর্থ তাকবীর দিয়ে সামান্য একটু চুপ সালাম ফেরাবে।

কবরকে অর্ধ হাতের অধিক উঁচু করা হারাম। এমনিভাবে কবরে ঘর তৈরী করে তা চুনকাম করা, চুম্বন করা, আতর-সুগন্ধি মাখানো, কোন কিছু লিখা, কবরের উপর বসা বা হেঁটে যাওয়া ইত্যাদি সবকিছু হারাম। এমনিভাবে কবরকে আলোকিত করা, তওয়াফ করা, তার উপর ঘর বা মসজিদ তৈরী করা অথবা মৃতকে মসজিদে দাফন করা হারাম। কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করা হলে তা ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব।

ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। জুমআর নামাযের পূর্বে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায ছাড়া নির্ধারিত কোন সুন্নাত নেই, পরে দু'রাকাত বা চার রাকাত সুন্নাত পড়বে।- অনুবাদক

[১] . দু'আ কুনূত বিতর নামাযের জন্য আবশ্যক নয়। জানা থাকলে পড়া মুস্তাহাব; অন্যথায় নয়। রুকুর আগে বা পরে যে কোন সময় দু'আ কুনূত পাঠ করা যায়। দু'হাত তুলে একাকী থাকলেও উচ্চস্বরে এ দু'আ পড়া যায়। তবে এর জন্য উল্টা তাকবীর দেয়া বিধিসম্মত নয়। অনুরূপভাবে বিতর নামাযকে মাগরিবের মত করে পড়াও জায়েয নয়।

✸ শোকবাণীর ক্ষেত্রে কোন সীমাবদ্ধতা নেই। তবে মৃতের পরিবারকে শোক বার্তা জানানোর সময় এই দু'আ পাঠ করা সুন্নাত: উচ্চারণঃ ইন্না লিল্লাহি মা আখাযা ওয়া লাহু মা আ'তা, ওয়া কুল্লা শাইয়িন ঈনদাহু বি আজালিন্ মুসাম্মা ফাস্‌বির্ ওয়াহ্‌তাসিব। "নিশ্চয় আল্লাহ্ যা নেন এবং দেন তার অধিকারী একমাত্র তিনিই। তাঁর নিকট প্রতিটি বস্তুর একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। তাই তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর এবং আল্লাহর নিকট থেকে এর প্রতিদান প্রার্থনা কর।" (বুখারী ও মুসলিম) তাছাড়া একথাও বলতে পারেঃ "আল্লাহ্ আপনাকে বিরাট পুরস্কার দিন এবং আপনার শোককে শান্তিময় করুন এবং আপনার মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা করুন। কোন মুসলমানের কাফের আত্মীয় মৃত্যু বরণ করলে তাকে শোক জানানোর সময় বলবেঃ "আল্লাহ্ আপনাকে বিরাট পুরস্কার দিন এবং আপনার শোককে শান্তিময় করুন।" কাফেরের মুসলিম আত্মীয় মৃত্যু বরণ করলে তাকে শোকবাণী দেয়া জায়েয নয়।

✸ কোন মানুষ যদি বুঝতে পারে যে, তার মৃত্যুর পর পরিবারের লোকেরা উচ্চস্বরে ক্রন্দন করবে, তবে এ বিষয়ে সতর্ক করে তাদেরকে ওছীয়ত করা ওয়াজিব। অন্যথায় তাদের ক্রন্দনের কারণে তাকে কবরে শাস্তি দেয়া হবে।

✸ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, শোকবার্তা নেয়ার জন্য বসে থাকা মাকরূহ। অর্থাৎ মানুষের শোক বার্তা গ্রহণ করার জন্য মৃতের বাড়ীতে পরিবারের লোকজন একত্রিত হওয়া নাজায়েয। বরং নারী-পুরুষ প্রত্যেকে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, কারো শোক জানানোর অপেক্ষায় বসে থাকবে না।

✸ প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে খাদ্য প্রস্তুত করে মৃতের পরিবারের জন্য প্রেরণ করা সুন্নাত। কিন্তু মৃতের বাড়ীতে সমাগত লোকদের জন্য খানা-পিনার আয়োজন করা বা তাদের নিকট থেকে খানা-পিনা খাওয়া প্রভৃতি মাকরূহ।

✸ সফর না করে যে কোন মুসলমানের কবর যিয়ারত করা সুন্নাত। কাফেরের কবরও যিয়ারত করা বৈধ (কিন্তু তার জন্য দু'আ করা যাবে না।) এমনিভাবে কোন কাফেরকে কোন মুসলমানের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করা যাবে না। (হতে পারে সে তা থেকে শিক্ষা নিতে পারে।)

✸ গোরস্থানে প্রবেশ করে মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে এরূপ দু'আ পাঠ করা সুন্নাত:

السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاحِقُونَ يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ

উচ্চারণঃ আস্‌সালামু আলাইকুম আহলাদ্‌দিয়ারি মিনাল্ মু'মেনীনা ওয়াল মুসলিমীন, ওয়া ইন্ শাআল্লাহু বিকুম লালাহিকুন, য়ারহামুল্লাহুল্ মুসতাকদেমীনা মিন্না ওয়াল্ মুসতা'খেরীন, নাস্‌আলুল্লাহা লানা ওয়া লাকুমুল্ আ'ফিয়াতা, আল্লাহুম্মা লা তাহরিম্‌না আজরাহুম ওয়ালা তুযিল্লানা বা'দাহুম, ওয়াগ্‌ফির্ লানা ওয়া লাহুম। **অর্থ:** 'হে কবরের অধিবাসী মু'মিনগণ! অথবা বলবে: হে কবরের মু'মিন মুসলিম অধিবাসীগণ! আপনাদের প্রতি শান্তির ধারা বর্ষিত হোক। নিশ্চয় আমরাও আপনাদের সাথে এসে মিলিত হবো ইনশাআল্লাহ্। আমাদের মধ্যে যারা আগে চলে গেছেন এবং যারা পরে যাবেন তাদের প্রতি আল্লাহ্ দয়া করুন। আমরা আমাদের জন্য ও আপনাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে তাদের ছওয়াব

হতে বঞ্চিত করবেন না এবং তাদের মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করবেন না। আর আমাদের ও তাদেরকে ক্ষমা করুন।' (মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)

দু'ঈদের নামাযঃ ঈদের নামায ফরযে কেফায়া[১]। উহার সময় হচ্ছে চাশত নামাযের সময়। সূর্য

পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর যদি ঈদ সম্পর্কে জানা যায়, তবে পরবর্তী দিন এ নামাযের কাযা আদায় করতে হবে। এ নামায প্রতিষ্ঠিত করার শর্তসমূহ জুমআর মতই। তবে ঈদের নামাযে খুতবার শর্ত নেই। ঈদগাহে নামায পড়লে আগে-পরে কোন নফল-সুন্নাত নামায পড়তে হবে না। (কিন্তু মসজিদে পড়লে বসার পূর্বে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়বে।) **ঈদের নামাযের পদ্ধতিঃ** ঈদের নামায দু'রাকাত। প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমার পর আঊযুবিল্লাহ্.. বলার আগে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর প্রদান করবে। আর দ্বিতীয় রাকাতে কেরাত শুরু করার পূর্বে অতিরিক্ত পাঁচটি তাকবীর দিবে। প্রতিটি তাকবীরের সময় দু'হাত উত্তোলন করবে। তারপর আঊযুবিল্লাহ্.. বিসমিল্লাহ্.. পাঠ করে প্রকাশ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। সূরা ফাতিহার পর প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা (সাব্বেহিস্মা রাব্বিকাল্ আ'লা...) পাঠ করবে। দ্বিতীয় রাকাতে সূরা গাশিয়া পাঠ করবে। নামায শেষে জুমআর মত দু'টি খুতবা প্রদান করবে। কিন্তু খুতবায় অধিক পরিমাণে তাকবীর পাঠ করা সুন্নাত। ঈদের নামায যদি সাধারণ নফল নামাযের মত পড়ে, তাও জায়েয আছে। কেননা অতিরিক্ত তাকবীর সমূহ সুন্নাত।

সূর্য অথবা চন্দ্র গ্রহণের নামাযঃ এ নামায আদায় করা সুন্নাত। এর সময় হচ্ছে সূর্য বা চন্দ্রের গ্রহণ শুরু হওয়ার পর থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত। গ্রহণ শেষ হয়ে গেলে এ নামায কাযা আদায় করতে হবে না। দু'রাকাতের মাধ্যমে এ নামায আদায় করতে হয়। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর দীর্ঘ একটি সূরা পাঠ করবে। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে রুকূ' করবে। রুকূ' থেকে মাথা উঠিয়ে সামিআল্লাহ্... রাব্বানা ... ইত্যাদি বলে সেজদা করবে না; বরং আবার হাত বেঁধে সূরা ফাতিহা পড়বে ও দীর্ঘ একটি সূরা পাঠ করবে। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে রুকূ' করবে। রুকূ' থেকে মাথা উঠিয়ে সামিআল্লাহ্... রাব্বানা... ইত্যাদি বলে যথানিয়মে দীর্ঘ সময় ধরে দু'টি সেজদা করবে। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাত একই নিয়মে আদায় করবে। তাশাহুদ পড়ে সালাম ফেরাবে। কোন মানুষ যদি ইমামের প্রথম রুকুর পূর্বে নামাযে প্রবেশ করতে না পারে, তবে উহা তার রাকাত হিসেবে গণ্য হবে না।

ইস্তেস্কা (বৃষ্টি প্রার্থনার) নামাযঃ দুর্ভিক্ষ, খরা ও অনাবৃষ্টি দেখা দিলে ইস্তেসকার নামায পড়া সুন্নাত। এ নামাযের সময়, পদ্ধতি ও বিধান ঈদের নামাযের মতই। তবে এ নামাযের পর একটি মাত্র খুতবা প্রদান করবে। সুন্নাত হচ্ছে অবস্থা পরিবর্তনের আশায় প্রত্যেক মুছল্লী নিজের গায়ের চাদর (পোষাক) উল্টিয়ে পরবে।

---

[১]. (অধিকাংশের মতে ইহা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, কতিপয় মুহাক্কেকীন ইহাকে ওয়াজিবও বলেছেন।)

✸ **নফল নামাযঃ** নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি প্রতিদিন ফরয ছাড়া ১২ রাকাত (সুন্নাত) নামায পড়তেন। উহা হচ্ছেঃ ফজরের পূর্বে দু'রাকাত, যোহরের পূর্বে (২+২) চার রাকাত পরে দু'রাকাত, মাগরিবের পর দু'রাকাত এবং এশার পর দু'রাকাত। এ ছাড়া নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আরো অনেক নফল নামাযের কথা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছেঃ যেমন আছরের পূর্বে চার রাকাত। মাগরিবের আযানের পর দু'রাকাত, বিতর নামাযের পর দু'রাকাত।

নামাযের নিষিদ্ধ সময়ঃ যে সকল সময়ে নামায পড়া নিষেধ প্রমাণিত হয়েছে, সে সময় সাধারণ নফল নামায পড়া হারাম। সময়গুলো হচ্ছে, (১) ফজর উদিত হওয়ার পর থেকে এক তীর পরিমাণ সূর্য উঠা পর্যন্ত। (২) সূর্য ঠিক মাথার উপর থাকার সময়-পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পূর্বে। (৩) আসর নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কিন্তু যে সমস্ত নামাযের কারণ আছে তা এই সময়গুলোতে পড়া জায়েয। যেমন: তাহিয়্যাতুল মসজিদ, তাওয়াফ শেষে দু'রাকাত, ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত, জানাযার নামায, তাহিয়্যাতুল ওযু, তেলাওয়াত ও শুকরিয়ার সেজদা।

✸ **মসজিদের বিধি-বিধানঃ** প্রয়োজন অনুসারে মসজিদ তৈরী করা ওয়াজিব। মসজিদ আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় স্থান। মসজিদের মধ্যে গান, বাদ্য, হাততালি, অবৈধ কবিতা আবৃত্তি, নারী-পুরুষ সংমিশ্রণ, সহবাস, বেচা-কেনা ইত্যাদি হারাম। কেউ বেচা-কেনা করলে 'আল্লাহ্ যেন তোমাকে ব্যবসায় লাভবান না করেন' এরূপ বলা সুন্নাত। হারানো বস্তু মসজিদে খোঁজ করা বা ঘোষণা দেয়া হারাম। কাউকে খোঁজাখুজি করতে শুনলে তাকে এরূপ বলা সুন্নাত: 'আল্লাহ তোমাকে যেন জিনিসটি ফেরত না দেন।" মসজিদের মধ্যে যে সমস্ত কাজ করা বৈধ: যেমন শিশুদের শিক্ষা দান- যদি তাদের থেকে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে, বিবাহের আকদ করা, বিচার-ফায়সালা, বৈধ কবিতা পাঠ, ই'তিকাফ প্রভৃতির সময় নিদ্রা যাওয়া, মেহমানের রাত্রি যাপন, রুগীর অবস্থান, দুপুরে নিদ্রা প্রভৃতি। মসজিদের মধ্যে অনর্থক কথা-কাজ, ঝগড়া-ফাসাদ, অতিরিক্ত কথা, উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার, বিনা প্রয়োজনে পারাপারের রাস্তা বানানো ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা সুন্নাত। মসজিদের মধ্যে দুনিয়াবী অতিরিক্ত কথা-বার্তা বলা মাকরূহ। বিবাহ বা শোকানুষ্ঠান বা অন্য কোন কারণে মসজিদের কার্পেট, বাতি বা কারেন্ট ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত নয়।

যাকাতঃ

যাকাতের প্রকারভেদঃ চার প্রকার সম্পদে যাকাত আবশ্যক **প্রথমঃ** চতুস্পদ জন্তু। দ্বিতীয়ঃ যমিন থেকে প্রাপ্য সম্পদ। তৃতীয়ঃ মূল্যবান বস্তু **চতুর্থঃ** ব্যবসায়িক পণ্য।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তঃ পাঁচটি শর্ত পূর্ণ না হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। **প্রথমতঃ** মুসলামান হওয়া **দ্বিতীয়তঃ** স্বাধীন হওয়া **তৃতীয়তঃ** সম্পদ নেছাব পরিমাণ হওয়া **চতুর্থতঃ** সম্পদে পূর্ণ মালিকানা থাকা **পঞ্চমতঃ** বছর পূর্ণ হওয়া। যমিন থেকে প্রাপ্য সম্পদে শেষের শর্তটি প্রজোয্য নয়।

চতুস্পদ জন্তুর যাকাতঃ চতুস্পদ জন্তু তিনভাগে বিভক্তঃ উট, গরু ছাগল। **এসব পশুতে যাকাতের শর্ত হচ্ছে দু'টিঃ ১)** পশুগুলো সারা বছর বা বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে চরে খাবে। **২)** উহা বংশ বৃদ্ধির জন্য রাখা হবে। অবশ্য ব্যবসার জন্য তা প্রস্তুত করা হলে তাতে ব্যবসা পণ্যের ন্যায় যাকাত দিতে হবে। আর যদি কৃষি কাজের জন্য উহা রাখা হয় তবে তাতে কোন যাকাত নেই।

উটের যাকাতঃ

সংখ্যাঃ	১-৪ উট	৫-৯	১০-১৪	১৫-১৯	২০-২৪	২৫-৩৫	৩৬-৪৫	৪৬-৬০	৬১-৭৫	৭৬-৯০	৯১-১২০
যাকাতের পরিমাণ	যাকাত নেই	একটি ছাগল	দু'টি ছাগল	তিনটি ছাগল	চারটি ছাগল	১টি বিনতে মাখায	১টি বিনতে লাবুন	১টি হিক্কাহ	১টি জাযাআ	২টি বিনতে লাবুন	২টি হিক্কাহ

১২০ এর বেশী উট হলে প্রতি পঞ্চাশটি উটে ১টি হিক্কাহ যাকাত দিতে হবে। আর প্রতি চল্লিশটিতে একটি বিনতে লাবূন দিতে হবে।

বিনতে মাখাযঃ এক বছর বয়সের উটনী, বিনতে লাবূনঃ দু'বছরের উটনী, হিক্কাহঃ তিন বছরের উটনী, জাযাআঃ চার বছরের উটনী।

গরুর যাকাতঃ

সংখ্যাঃ	১-২৯ গরু	৩০-৩৯	৪০-৫০
যাকাতের পরিমাণ	যাকাত নেই	তাবী' বা তাবীআ	মুসিন্ন বা মুসীন্না

যাটের অধিক গরু হলে প্রতি ৩০টিতে একটি তাবীআ আর প্রতি চাল্লিশটিতে একটি মুসিন্না যাকাত দিবে।
তাবী'ঃ পূর্ণ এক বছর বয়সের বাছুর, তাবীআঃ পূর্ণ এক বছরের গাভী, মুসিন্নঃ পূর্ণ দুবছরের বাছুর, মুসিন্নাঃ পূর্ণ দু'বছরের গাভী।

ছাগলের যাকাতঃ

সংখ্যাঃ	১-৩৯ ছাগল	৪০-১২০	১২১-২০০	২০১-৩৯৯
যাকাতের পরিমাণ	যাকাত নেই	একটি ছাগল	দু'টি ছাগল	তিনটি ছাগল

ছাগলের সংখ্যা ৪০০ বা ততোধিক হলে, প্রত্যেক ১০০টিতে ১টি ছাগল। নিম্ন লিখিত ছাগল যাকাত হিসেবে গ্রহণ করা হবে নাঃ পাঁঠা, বৃদ্ধ, কানা, বাচ্চাকে দুধ দিচ্ছে এমন বকরী, গর্ভবতী এবং পালের মধ্যে সবচেয়ে মুল্যবান ছাগল। ছাগল যদি ভেড়া হয়, তবে তার বয়স ছয় মাস হতে হবে। আর সাধারণ ছাগল হলে ১বছর হতে হবে।

যমিন থেকে উৎপাদিত সম্পদের যাকাতঃ

যমিন থেকে উৎপন্ন শষ্যে ও ফলমূলে তিনটি শর্তে যাকাত ওয়াজিবঃ **(১)** যে সমস্ত শস্য দানা ও ফল-মূল ওজন ও গুদাম জাত করা যায়। যেমন: শস্য দানার মধ্যে যব ও গম এবং ফল-মূলের মধ্যে আঙ্গুর ও খেজুর। কিন্তু যা ওজন করা যায় না ও গুদামজাত করা যায় না যেমন: শাক-সব্জি প্রভৃতি, তাতে যাকাত নেই। **(২)** নেছাব পরিমাণ হওয়া। আর শস্যের নেছাব হচ্ছে, ৬৫৩ কেঃজিঃ বা তার চাইতে বেশী। **(৩)** যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময় ফসলের মালিক হওয়া। আর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময় হচ্ছে, উহা খাওয়ার উপযুক্ত হওয়া। ফলের ক্ষেত্রে উপযুক্ত হওয়ার চিহ্ন হচ্ছে লাল বা হলুদ রং ধারণ করা। আর শস্য দানার ক্ষেত্রে উপযুক্ত হওয়ার চিহ্ন হচ্ছে, দানা শক্ত ও শুকনা হওয়া।

যমিন থেকে উৎপন্ন শষ্যে ও ফলমূলে যাকাতের পরিমাণ: পানি সেচের পরিশ্রম ব্যতীত- যেমন বৃষ্টি বা নদীর পানিতে- ফসল উৎপন্ন হলে উশর **(১০%)** যাকাত দিতে হবে। কিন্তু কষ্ট ও পরিশ্রম করে কুপ বা টিউবওয়েল বা মেশিন দ্বারা পানি সেচের মাধ্যমে যদি ফসল উৎপন্ন হয়, তবে তাতে উশরের অর্ধেক **(৫%)** যাকাত দিতে হবে। কিন্তু যদি কিছু সময় সেচের মাধ্যমে ও কিছু সময় বিনা সেচে উৎপাদিত হয়, তবে অধিকাংশের হিসেবে যাকাত দিবে। সেচের মাধ্যমে কতদিন আর বিনা সেচে কতদিন তার হিসেবে যাকাত দিবে।

মূল্যবান বস্তুর যাকাতঃ মূল্যবান বস্তু দু'ভাগে বিভক্তঃ **(১) স্বর্ণঃ** ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ না হলে তাতে কোন যাকাত নেই। **(২) রৌপ্যঃ** ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্য না হলে তাতে কোন যাকাত নেই। নগদ অর্থ ও কাগজের মুদ্রা যদি যাকাত ফরয হওয়ার সময় স্বর্ণ বা রৌপ্যের যে কোন একটির সর্বনিম্ন মূল্য পরিমাণ হয়, তবে তাতে যাকাত দিতে হবে। স্বর্ণ ও রৌপ্যে যাকাতের পরিমাণ হচ্ছে, চল্লিশ ভাগের একভাগ বা আড়াই শতাংশ **(২,৫%)**।

ব্যবহারের জন্য প্রস্তুতকৃত বৈধ গয়নাতে কোন যাকাত নেই। কিন্তু ভাড়া ও সম্পদ হিসেবে রাখার জন্য হলে তাতে যাকাত দিতে হবে। স্বর্ণ-রৌপ্যের গয়না ব্যবহারের যে সাধারণ প্রচলন আছে, তাই নারীদের জন্য বৈধ। বাসন-পাত্রে সামান্য রৌপ্য ব্যবহার বৈধ। পুরুষের জন্য সামান্য রৌপ্য আংটি বা চশমায় ব্যবহার করা বৈধ। কিন্তু সামান্য স্বর্ণও বাসন-পাত্রে ব্যবহার করা হারাম। আর পুরুষের জন্য সামান্য স্বর্ণ অন্য বস্তুর পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করা জায়েয। যেমন, জামার বোতাম, দাঁতের বাঁধন ইত্যাদি। তবে খেয়াল রাখতে হবে তা যেন কোন ক্রমেই নারীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হয়।

কারো নিকট যদি এমন সম্পদ থাকে যা বাড়ে ও কমে, আর প্রত্যেক সম্পদের বছর পূর্ণ হলে আলাদা আলাদাভাবে যাকাত বের করা দুস্কর হয়, তবে বছরের মধ্যে যে কোন একটি দিন নির্দিষ্ট করে দেখবে সে দিন তার নিকট কত সম্পদ আছে, তা থেকে **(২,৫%)** যাকাত বের করে দিবে- যদিও কিছু সম্পদে বছর পূর্ণ না হয় তাতে কোন অসুবিধা নেই। বেতনের টাকা, বাড়ী, দোকান, যমিন ইত্যাদি

ভাড়ার টাকা থেকে কিছু সঞ্চিত না থাকলে, তাতে যাকাত নেই- যদিও তা পরিমাণে বেশী হয়। কিন্তু যা সঞ্চিত করে রাখা হবে, তাতে বছর পূর্ণ হলে যাকাত দিতে হবে। কিন্তু প্রতিবারের সঞ্চিত টাকার হিসাব যদি আলাদাভাবে রাখা সম্ভব না হয়, তবে পূর্বের নিয়মে বছরের যে কোন এক সময় সম্পূর্ণ সঞ্চিত অর্থের যাকাত বের করে দিবে।

ঋণের যাকাতঃ সম্পদ যদি ঋণ হিসেবে কোন ধনী লোকের কাছে থাকে অথবা এমন স্থানে থাকে যেখান থেকে তা সহজেই পাওয়া যাবে, তবে তা হাতে পাওয়ার পর বিগত সবগুলো বছরের যাকাত দিবে- তা যতই বেশী হোক। কিন্তু তা যদি পুনরুদ্ধার করা কঠিন হয় যেমন কোন অভাবী লোকের কাছে ঋণ থাকে, তবে তাতে কোন যাকাত নেই। কেননা সে তো তা ব্যবহার করতে সক্ষম নয়।

ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাতঃ চারটি শর্ত পূর্ণ না হলে ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত নেই: **(১)** পণ্যের মালিক হওয়া **(২)** উহা দ্বারা ব্যবসার উদ্দেশ্য করা **(৩)** সম্পূর্ণ পণ্যের মূল্য যাকাতের নেসাব পরিমাণ হওয়া। আর উহা হচ্ছে, স্বর্ণ বা রৌপ্যের মধ্যে যে কোন একটির সর্বনিম্ন মূল্য পরিমাণ **(৪)** বছর পূর্ণ হওয়া। এই চারটি শর্ত পূর্ণ হলে, পণ্যের মূল্য থেকে যাকাত বের করতে হবে। যদি তার নিকট স্বর্ণ বা রৌপ্য বা নগদ অর্থ থাকে, তবে তা ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্যের সাথে একত্রিত করে নেসাব পূর্ণ করবে। ব্যবসায়িক পণ্য যদি ব্যবহারের নিয়তে রাখা হয়, যেমন: কাপড়, বাড়ী, গাড়ী ইত্যাদি তবে তাতে যাকাত নেই। আবার যদি তাতে ব্যবসার নিয়ত করে, তবে নতুন করে বছর গণনা শুরু করবে।[১]

যাকাতুল ফিতর (ফিতরা)ঃ প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফিতরা আদায় করা ফরয। ঈদের রাতে এবং ঈদের দিন নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনীয় খাদ্যের অতিরিক্ত সম্পদ যদি তার কাছে থাকে, তবে তাকে ফিতরা দিতে হবে। এর পরিমাণ হচ্ছে: নারী-পুরুষ প্রত্যেক লোকের পক্ষ থেকে এলাকার প্রধান খাদ্য থেকে সোয়া দু'কিলো পরিমাণ। ঈদের রাতে যদি এমন লোকের মালিকানা অর্জিত হয় যার ভরণ-পোষণ তার উপর আবশ্যক (যেমন, কৃতদাস ইত্যাদি) তবে তারও ফিতরা বের করবে। ঈদের দিন নামাযের পূর্বে ফিতরা বের করা মুস্তাহাব। ঈদের নামাযের পর পর্যন্ত দেরী করা জায়েয নয়। ঈদের একদিন বা দু'দিন পূর্বে বের করা জায়েয। একাধিক লোকের ফিতরা একত্রিত করে একজন লোককে যেমন দেয়া জায়েয, তেমনি একজন লোকের ফিতরা ভাগ করে একাধিক লোকের মাঝে বন্টন করা জায়েয।

যাকাত বের করাঃ যাকাত ফরয হওয়ার সাথে সাথে বের করা ওয়াজিব। শিশু এবং পাগলের সম্পদের যাকাত তার অভিভাবক বের করবে। সুন্নাত হচ্ছে, যাকাতের মালিক নিজেই প্রকাশ্যে উহা বন্টন করবে। প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির জন্য শর্ত হচ্ছে উহা বের করার সময় নিয়ত করা। সাধারণ সাদকার নিয়ত করে সমস্ত

---

[১] .ব্যবসায়িক পণ্যের নেসাবঃ ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ অথবা ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্যের মূল্য সমপরিমাণ অর্থ। দু'টির মধ্যে যার মূল্য কম তার মূল্য বরাবর হলেই যাকাত বের করবে।

সম্পদ বন্টন করে দিলেও উহা যাকাত হিসেবে আদায় হবে না। নিজ এলাকার গরীবদের মাঝে যাকাত বন্টন করা উত্তম। কিন্তু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অন্য এলাকায় পাঠানো যায়। নেসাব পরিমাণ সম্পদে অগ্রিম দু'বছরের যাকাত আদায় করা জায়েয ও বিশুদ্ধ।

যাকাতের হকদার কারা? তারা আটজন: (১) ফকীর (২) মিসকীন (৩) যাকাত আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারী (৪) যাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা হয় (৫) কৃতদাস (৬) ঋণগ্রস্ত (৭) আল্লাহর পথের লোক (৮) মুসাফির। এদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী যাকাত দেয়া যাবে। তবে যাকাত আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীকে নির্ধারিত বেতন অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে- যদিও সে ব্যক্তিগতভাবে সম্পদশালী হয়। খারেজী ও বিদ্রোহী সম্প্রদায় যদি ক্ষমতা গ্রহণ করে তবে তাদেরকে যাকাত প্রদান করা জায়েয। কোন শাসক যদি যাকাত দাতার নিকট থেকে জোর করে বা তার ইচ্ছায় যাকাত গ্রহণ করে, তবে তা যথেষ্ট হবে। যাকাত নিয়ে সে ইনসাফ করুক বা অন্যায় করুক।

যাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়ঃ কাফের, কৃতদাস, ধনী, যাদের খরচ বহন করা যাকাত প্রদানকারীর উপর ফরয এবং বানু হাশেম। যাকাতের হকদার নয় এমন লোককে না জেনে প্রদান করার পর যদি জানতে পারে, তবে যাকাত আদায় করা যথেষ্ট হবে না। কিন্তু গরীব ভেবে ধনী লোককে যাকাত দেয়ার পর জানতে পারলে, তা যথেষ্ট হবে।

নফল ছাদকাঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ "মৃত্যুর পর মু'মিনের যে সমস্ত আমল ও নেকীর কাজ তার নিকট পৌঁছে থাকে তা হচ্ছে, ইসলামী বিদ্যা যা অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে ও প্রচার করেছে। রেখে যাওয়া নেক সন্তান (তার দু'আ)। একটি কুরআন যার উত্তরাধীকার হিসেবে কাউকে রেখে গেছে, অথবা একটি মসজিদ বা মুসাফিরদের জন্য কোন গৃহ নির্মাণ করে গেছে। অথবা একটি নদী প্রবাহিত করে গেছে (মানুষের জন্য পানির ব্যবস্থা করে গেছে)। অথবা জীবদ্দশায় সুস্থ থাকা কালে নিজের সম্পদ থেকে কিছু সাদকা বের করেছে- এগুলোর ছওয়াব মৃত্যুর পর তার কাছে পৌঁছতে থাকবে।" (ইবনে মাজাহ্, হাদীছ হাসান দ্রঃ ছহীহ্ ইবনে মাজাহ্ হা/২৪২)

ছিয়ামঃ

যাদের উপর রামাযানের ছিয়াম ফরযঃ প্রত্যেক মুসলমান, বিবেকবান, প্রাপ্ত বয়স্ক, ছিয়াম আদায়ে সক্ষম, হায়েয-নেফাস থেকে মুক্ত ব্যক্তির উপর ছিয়াম আদায় করা ফরয। শিশু যদি ছিয়াম আদায়ে সক্ষম হয়, তবে শিক্ষার জন্য তাকে সে নির্দেশ দিতে হবে। নিম্ন বর্ণিত যে কোন একটি মাধ্যমে রামাযান মাস শুরু হয়েছে প্রমাণিত হবে: **(১)** রামাযানের চাঁদ দেখা। প্রাপ্ত বয়স্ক বিশ্বস্ত মুসলিম- যদিও সে নারী হয়- তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে। **(২)** শাবান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়া। ফজর হওয়ার পর থেকে নিয়ে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ছিয়াম রাখতে হবে। ফরয ছিয়ামের জন্য ফজরের পূর্বে অবশ্যই নিয়ত করতে হবে।

ছিয়াম বিনষ্টকারী বিষয়ঃ (১) যৌনাঙ্গে সহবাস করা। এ কারণে তাকে উক্ত ছিয়ামের কাযা আদায় করতে হবে ও কাফ্ফারা দিতে হবে। কাফ্ফারা হচ্ছে: একজন কৃতদাস মুক্ত করা, না পারলে ধারাবাহিকভাবে দু'মাস রোযা রাখা, এটাও সম্ভব না হলে ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করা। কেউ যদি একাজেও সক্ষম না হয়, তবে তাকে কোন কিছুই করতে হবে না। **(২)** বীর্যপাত করা- চুম্বন বা স্পর্শ বা হস্তমৈথুনের মাধ্যমে। তবে স্বপ্নদোষ হলে রোযা ভঙ্গ হবে না। **(৩)** ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করা। ভুলক্রমে পানাহারে রোযা ভঙ্গ হবে না। **(৪)** শিঙ্গা বা রক্তদানের মাধ্যমে রক্ত বের করা। তবে পরীক্ষা করার জন্য সামান্য রক্ত বের করলে বা জখম ও নাক থেকে অনিচ্ছাকৃত রক্ত বের হলে রোযা ভঙ্গ হবে না। **(৫)** ইচ্ছাকৃত বমি করা। রোযাদারের কণ্ঠনালিতে যদি ধুলা ঢুকে পড়ে বা কুলি করতে গিয়ে ও নাকে পানি দিতে গিয়ে যদি অনিচ্ছাকৃত পানি গিলে ফেলে, অথবা চিন্তা করতে করতে বীর্যপাত হয়ে গেলে, অথবা স্বপ্নদোষ হলে, অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে রক্ত বের হলে বা বমি হলে রোযা নষ্ট হবে না।

রাত আছে এই ধারণায় যদি খানা খেতে থাকে এবং পরে জানতে পারে যে, দিন হয়ে গেছে, তবে তাকে কাযা আদায় করতে হবে। কিন্তু ফজর হয়েছে কিনা এই সন্দেহ করে খেলে রোযা নষ্ট হবে না। আর সূর্য অস্ত গেছে এই সন্দেহ করে দিনের বেলায় খেয়ে ফেললে তাকে কাযা আদায় করতে হবে।

রোযা ভঙ্গকারীদের বিধি-বিধানঃ বিনা কারণে রামাযানের রোযা ভঙ্গ করা হারাম। যে নারীর ঋতু (হায়েয) বা নেফাস হয়েছে তার রোযা ভঙ্গ করা ওয়াজিব। এমনিভাবে কোন মানুষের জান বাঁচানোর জন্য রোযা ভঙ্গ করার দরকার হলে ভঙ্গ করা ওয়াজিব। বৈধ কোন সফরে রোযা রাখা কষ্টকর হলে বা অসুস্থতার কারণে রোযা রাখায় ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে রোযা ভঙ্গ করা সুন্নাত। দিনের বেলায় সফর শুরু করলে গৃহে থাকাবস্থাতেই রোযা ভঙ্গ করা জায়েয। গর্ভবতী ও সন্তানকে দুগ্ধদায়ী নারী যদি রোযা রাখার কারণে নিজের স্বাস্থ্যের বা বাচ্চার ক্ষতির আশংকা করে, তবে তার জন্যও রোযা ভঙ্গ করা বৈধ। তবে এদেরকে শুধুমাত্র কাযা আদায় করতে হবে। কিন্তু গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী নারী শুধুমাত্র বাচ্চার ক্ষতির আশংকা করলে রোযা ভঙ্গ করবে এবং তা কাযা করার সাথে প্রতি দিনের বিনিময়ে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে।

অতি বৃদ্ধ ও সুস্থ হওয়ার আশা নাই এমন দুরারোগে আক্রান্ত ব্যক্তি রোযা রাখতে অপারগ হলে, রোযা ভঙ্গ করে প্রতিদিনের বিনিময়ে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে। তাকে কাযা আদায় করতে হবে না।

ওযরের কারণে কোন মানুষ যদি কাযা রোযা আদায় করতে দেরী করে এমনকি পরবর্তী রামাযান এসে যায়, তবে তাকে শুধুমাত্র কাযা আদায় করলেই চলবে। কিন্তু বিনা ওযরে দেরী করলে কাযা করার সাথে সাথে প্রতিদিনের বিনিময়ে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে। ওযরের কারণে কাযা আদায় করতে না পেরে মৃত্যু বরণ করলে কোন কিছু আবশ্যক হবে না। কিন্তু কাযা আদায় না করার কোন ওযর ছিল না তবুও করেনি, এমতাবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে, তবে প্রতিদিনের বিনিময়ে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে। মৃতের নিকটাত্মীয়ের জন্য সুন্নাত হচ্ছে, রামাযানের কাযা রোযা এবং মানতের রোযা- যা সে আদায় না করেই মৃত্যু বরণ করেছে- সেগুলো তার পক্ষ থেকে আদায় করে দেয়া।

ওযরের কারণে রোযা ভঙ্গ করেছে, তারপর দিন শেষ হওয়ার আগেই ওযর দূরীভূত হয়ে গেছে, তখন সে ইমসাক করবে (খানা-পিনা থেকে বিরত থাকবে)।[১] রামাযানের দিনের বেলায় যদি কোন কাফের ইসলাম গ্রহণ করে বা ঋতুবতী নারী পবিত্র হয় বা রুগী সুস্থ হয়, বা মুসাফির ফেরত আসে বা বালক-বালিকা প্রাপ্তবয়স্ক হয় বা পাগল সুস্থ বিবেক হয়, তবে তাদেরকে ঐ দিনের রোযা কাযা আদায় করতে হবে- যদিও তারা দিনের বাকী অংশ খানা-পিনা থেকে বিরত থাকে।

নফল ছিয়ামঃ সর্বোত্তম নফল ছিয়াম হচ্ছে একদিন রোযা রাখা একদিন না রাখা। তারপর প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার। তারপর প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখা, উত্তম হচ্ছে আইয়্যামে বীয তথা প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ। সুন্নাত হচ্ছে: মুহার্‌রাম ও শা'বান মাসের অধিকাংশ দিন, আশুরা দিবস (মুহার্‌রমের ১০ তারিখ), আরাফাত দিবস ও শাওয়াল মাসের ছয়দিন রোযা রাখা। মাকরূহ হচ্ছে: শুধুমাত্র রজব মাসে রোযা রাখা, এককভাবে শুক্রবার ও শনিবার রোযা রাখা, সন্দেহের দিন রোযা রাখা (শাবান মাসের ২৯ তারিখে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে চাঁদ দেখা না গেলে, তিরিশ তারিখকে সন্দেহের দিন বলা হয়।) কখন রোযা রাখা হারামঃ মোট পাঁচ দিন: ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন এবং আইয়্যামে তাশরীক তথা জিলহজ্জের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ। তবে তামাত্তু বা কেরাণ হজ্জকারীর উপর যদি দম (জরিমানা) ওয়াজিব থাকে, তাহলে তার জন্য এই তিন দিন রোযা রাখা হারাম নয়।

---

[১] . কিন্তু এর বিপরীত মতও পাওয়া যায়। অর্থাৎ তাকে দিনের অবিশষ্ট অংশ পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে না। কেননা সে তো শরীয়তের অনুমতি নিয়েই রোযা ভঙ্গ করেছে। অর্থাৎ সারাদিন তাকে খানা-পিনার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং ওযর দূর হওয়ার পর দিনের বাকী অংশ ছিয়াম অবস্থায় থাকাতে শরীয়তের ফায়েদা কি? (বিস্তারিত দেখুন, শায়খ ইবনু উছাইমীন প্রণীত ফতোয়া আরকানুল ইসলাম প্রশ্ন নং ৪০০)

সতর্কতাঃ

✸ বড় নাপাকীতে লিপ্ত ব্যক্তি, হায়েয ও নেফাস বিশিষ্ট নারী যদি ফজরের পূর্বে পবিত্র হয়, তবে তাদের জন্য সাহুর খাওয়া এবং রোযার নিয়ত করা জায়েয। তারা দেরী করে ফজরের আযানের পর গোসল করলেও কোন দোষ নেই। তাদের ছিয়াম বিশুদ্ধ হবে।

✸ রামাযান মাসে নারী যদি মুসলমানদের সাথে ইবাদতে শরীক থাকার উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে ঋতু বন্ধ করার ঔষধ ব্যবহার করে এবং তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে, তবে তা জায়েয আছে।

✸ রোযাদার যদি নিজের থুথু বা কফ মুখের ভিতরে থেকেই গিলে ফেলে, তবে তা জায়েয আছে।

✸ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, لا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الإِفْطَارَ وَأَخَّرُوا السُّحُورَ "আমার উম্মত ততদিন কল্যাণের মাঝে থাকবে, যতদিন তারা দ্রুত (সূর্যাস্তের সাথে সাথে) ইফতার করবে এবং দেরীতে (ফজরের পূর্ব মুহূর্তে) সাহুর খাবে।" (ইবনে মাজাহ, আহমাদ) তিনি আরো বলেন, لا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ "ধর্ম ততকাল বিজয়ী থাকবে মানুষ যতকাল দ্রুত ইফতার করবে, কেননা ইহুদী-খৃষ্টানরা দেরী করে ইফতার করে।" (আবু দাউদ)

✸ ইফতারের সময় দু'আ করা মুস্তাহাব। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,রোযাদারের জন্য ইফতারের সময় একটি মুহূর্ত রয়েছে যখন সে দু'আ করলে তার দু'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না। (ইবনে মাজাহ) ইফতারের সময় এই দু'আ বলা সুন্নাতঃ (ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ) উচ্চারণ:যাহাবায্যামাউ অব্তাল্লাতিল উরুকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ্। অর্থ: পিপাসা দূরীভূত হয়েছে শিরা-উপশিরা তরতাজা হয়েছে। আল্লাহ্ চাহেতো ছাওয়াবও নিশ্চিত হয়েছে।" (আবু দাউদ)

✸ ইফতারের সময় সুন্নাত হচ্ছে: কাঁচা খেজুর দিয়ে ইফতার করা, না পেলে সাধারণ খেজুর দিয়ে, না পেলে পানি দ্বারা ইফতার করবে।

✸ মতভেদ থেকে দূরে থাকার জন্য রোযাদারের চোখে সুরমা এবং নাকে ও কানে ড্রপ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকাই ভাল। তবে চিকিৎসার জন্য হলে কোন অসুবিধা নেই- যদিও ঔষধের স্বাদ গলায় অনুভব করে, কোন অসুবিধা নেই- তার ছিয়াম বিশুদ্ধ।

✸ বিশুদ্ধ মতে রোযাদার সবসময় মেসওয়াক করতে পারে। এটা মাকরূহ নয়।

✸ রোযাদারের উপর ওয়াজিব হচ্ছে, গীবত, চুগলখোরী ও মিথ্যা প্রভৃতি থেকে বিরত থাকা। কেউ তাকে গালিগালাজ করলে বলবে: আমি রোযাদার। জিহ্বা এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহ ও অন্যায় থেকে সংযত করার মাধ্যমে ছিয়ামের পবিত্রতা রক্ষা হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ "যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা

কথা এবং মিথ্যা কর্ম পরিত্যাগ না করে, তার পানাহার পরিত্যাগ করার মাঝে আল্লাহর কোন দরকার নেই।" (বুখারী ও মুসলিম)

✸ ছিয়াম আদায়কারী কোন মানুষকে যদি খাদ্যের দা'ওয়াত দেয়া হয়, তবে তার জন্য দু'আ করা সুন্নাত। কিন্তু রোযা না থাকলে দা'ওয়াত প্রদানকারীর খাদ্যে অংশ নিবে।

✸ সারা বছরের মধ্যে সর্বোত্তম রাত হচ্ছে 'লায়লাতুল কাদর'। বিশেষভাবে রামাযানের শেষ দশকে এ রাত পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ২৭শে রাত। এই এক রাতের নেক আমল এক হাজার মাসের নেক আমলের চাইতে উত্তম। এর কিছু আলামত আছে: সে রাতের প্রভাতে সূর্য সুভ্র নরম হবে তার আলো তেজবিহীন হবে এবং আবহাওয়া মোলায়েম হবে। যে কোন মুসলমান 'লাইলাতুল কাদর' পেতে পারে কিন্তু সে তা নাও জানতে পারে। এজন্য করণীয় হচ্ছে, রামাযানে বেশী বেশী নফল ইবাদত করার প্রতি সচেষ্ট থাকা- বিশেষ করে শেষ দশকে। রামাযানের তারাবীহ যেন না ছুটে সে দিকে খেয়াল রাখবে। জামাতের সাথে তারাবীহ পড়লে ইমামের নামায শেষ হওয়ার আগে যেন মসজিদ ছেড়ে চলে না যায়। কেননা ইমাম যখন নামায শেষ করেন, তখন তার সাথে নামায শেষ করলে পূর্ণ রাত্রি কিয়ামুল্লায়ল করার ছওয়াব পাবে।

নফল ছিয়াম শুরু করলে পূর্ণ করা সুন্নাত- ওয়াজিব নয়। ইচ্ছাকৃতভাবে নফল ছিয়াম ছেড়ে দিলে কোন দোষ নেই। এজন্য কাযাও করতে হবে না।

ই'তেকাফঃ বিবেকবান একজন মুসলমানের আল্লাহর ইবাদত করার জন্য মসজিদে নির্দিষ্ট সময় অবস্থান করাকে ই'তেকাফ বলে। এর জন্য শর্ত হচ্ছে: ই'তেকাফকারী বড় নাপাকী থেকে পবিত্র অবস্থায় থাকবে। একান্ত প্রয়োজন না থাকলে মসজিদ থেকে বের হবে না। যেমন: পানাহার, পেশাব-পায়খানা, ফরয গোসল ইত্যাদি। বিনা কারণে মসজিদ থেকে বের হলে, স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হলে ই'তেকাফ বাতিল হয়ে যাবে। সবসময় ই'তেকাফ করা সুন্নাত, তবে রামাযানে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে শেষ দশকে। স্বামীর অনুমতি না নিয়ে কোন নারী যেন ই'তেকাফ না করে। ই'তেকাফকারীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে ইবাদত, তাসবীহ-তাহলীল ও আনুগত্যের কাজে অধিকাংশ সময় ব্যয় করা। সাধারণ বৈধ কাজ-কর্মে বেশী বেশী লিপ্ত না হওয়া উচিত। তবে অপ্রয়োজনীয় বিষয় থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

হজ্জ ও উমরাঃ

জীবনে একবার মাত্র হজ্জ ও উমরা আদায় করা ফরয। উহা ফরয হওয়ার শর্তাবলী: (১) ইসলাম (২) বিবেক থাকা (৩) প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া (৪) স্বাধীন হওয়া (৫) সামর্থবান হওয়া, অর্থাৎ- পাথেয় ও বাহন থাকা। কোন ব্যক্তি অলসতা বশতঃ হজ্জ না করে মৃত্যু বরণ করলে, তার সম্পদ থেকে হজ্জ-উমরার খরচের পরিমাণ অর্থ বের করে তার নামে বদলী হজ্জ করাতে হবে। কাফের বা পাগল ব্যক্তি হজ্জ-উমরা করলে তা বিশুদ্ধ হবে না। শিশু ও কৃতদাস করলে তা বিশুদ্ধ হবে, কিন্তু নিজের ফরয হজ্জ আদায় হবে না।[১] ফকীর, মিসকীন প্রভৃতি অসামর্থ ব্যক্তি যদি ঋণ করে হজ্জ আদায় করে, তবে তার হজ্জ বিশুদ্ধ হবে।[২]

যে ব্যক্তি বদলী হজ্জ করতে যাবে অথচ পূর্বে নিজের ফরয হজ্জ আদায় করেনি, তার ঐ হজ্জ নিজের হজ্জ হিসেবে গণ্য হবে, বদলী হজ্জ হিসেবে গ্রহণীয় হবে না।

ইহরামঃ ইহরামকারীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে: গোসল করা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা, আতর-সুগন্ধি ব্যবহার করা, সেলাই করা কাপড় খুলে ফেলা, পরিস্কার সাদা দু'টি কাপড় একটি লুঙ্গি অন্যটি চাদর হিসেবে পরিধান করা। তারপর হজ্জ বা উমরার জন্য অন্তরে নিয়ত করে ইহরাম বাঁধার জন্য বলা: লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা উমরাতান, বা লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা হাজ্জান, বা লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা হাজ্জান ওয়া উমরাতান। হজ্জ বা উমরা পূর্ণ করতে পারবে না এরকম আশংকা করলে এই দু'আ বলে শর্ত করা: 'আল্লাহুম্মা ইন্ হাবাসানী হাবেসুন, ফামাহেল্লী হাইছু হাবাসতানী।'

হজ্জ তিন প্রকারঃ তামাত্তু, কেরাণ ও ইফরাদ। যে কোন এক প্রকারের হজ্জ আদায় করা যায়। তবে উত্তম হচ্ছে তামাত্তু হজ্জ। তামাত্তু বলা হয়: হজ্জের মাসে উমরার জন্য ইহরাম বেঁধে উমরাহ সম্পন্ন করা, অতঃপর সেই বছরেই যিলহজ্জের ৮ তারিখে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধা। ইফরাদ: শুধুমাত্র হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধা। কিরাণ: হজ্জ ও উমরা আদায় করার জন্য এক সাথে নিয়ত করা। অথবা শুধু ওমরার নিয়ত করার পর তওয়াফ শুরুর পূর্বে তার সাথে হজ্জেরও নিয়ত জড়িত করে ফেলা।

হজ্জ-উমরাকারী পূর্ব নিয়মে ইহরাম বাঁধার পর নিজের বাহনে আরোহণ করে এই তালবিয়া পাঠ করবে: তালবিয়াঃ (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ) 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান্‌নি'য়মাতা লাকা ওয়াল্ মুলক্, লা–শারীকা লাকা'। খুব বেশী বেশী এবং উচৈঃস্বরে এই তালবিয়া পাঠ করবে। কিন্তু নারীরা নিম্নস্বরে পাঠ করবে।

ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়ঃ নয়টি: (১) মাথার চুল কাটা বা মুন্ডন করা, (২) নখ কাটা, (৩) পুরুষের সেলাই করা কাপড় পরিধান করা। তবে লুঙ্গি না পেলে পায়জামা পরিধান করতে পারবে। অথবা সেন্ডল না পেলে মোজা পরিধান করবে। এ অবস্থায় মোজাকে টাখনুর নিচ পর্যন্ত কেটে নিতে হবে। এতে কোন ফিদিয়া লাগবে না। (৪) পুরুষের মাথা ঢাকা, (৫) শরীরে ও কাপড়ে আতর-সুগন্ধি লাগানো, (৬) শিকার হত্যা করা তথা বৈধ বন্য প্রাণী শিকার। (৭) বিবাহের আকদ করা। এরূপ করা হারাম, তবে তাতে কোন ফিদিয়া দিতে হবে না।

---

১. অর্থাৎ শিশু প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর এবং কৃতদাস স্বাধীন হওয়ার পর তাদেরকে আবার হজ্জ-উমরা আদায় করতে হবে।

২. কিন্তু এরূপ করা উচিত নয়।

(৮) উত্তেজনার সাথে যৌনাঙ্গ ব্যতীত স্ত্রীকে আলিঙ্গন করা। এতে ফিদিয়া দিতে হবে: একটি ছাগল যবেহ করবে, অথবা তিনদিন রোযা রাখবে, অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে। **(৯)** যৌনাঙ্গে সহবাস করা। প্রথম হালালের পূর্বে সহবাস করলে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে, সেই বছর হজ্জের অবশিষ্ট কাজ পূর্ণ করতে হবে, পরবর্তী বছর উক্ত হজ্জ কাযা আদায় করতে হবে। সেই সাথে ফিদিয়া স্বরূপ একটি উট যবেহ করে মক্কার ফকীরদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। তবে প্রথম হালালের পর সহবাস করলে হজ্জ বাতিল হবে না কিন্তু ফিদিয়া স্বরূপ একটি উট যবেহ করতে হবে। যদি উমরার ইহরামে সহবাস করে তবে উমরা বাতিল হয়ে যাবে, তার কাযা আদায় করতে হবে এবং ফিদিয়া স্বরূপ একটি ছাগল যবেহ করতে হবে। সহবাস ব্যতীত অন্য কোন কারণে হজ্জ বা উমরা বাতিল হবে না। নারীর বিধান পুরুষের মতই, তবে নারী সেলাই করা কাপড় পরতে পারবে। নারী নেকাব এবং হাত মোজা পরিধান করবে না।

ফিদিয়া বা জরিমানাঃ[১] ফিদিয়া দু'প্রকার: **(১) ইচ্ছাধীন:** উহা হচ্ছে মাথামুন্ডন বা আতর-সুগন্ধি ব্যবহার বা নখ কাটা বা মাথা ঢাকা বা পুরুষের সেলাই করা কাপড় পরিধান প্রভৃতিতে ফিদিয়া দেয়ার ব্যাপারে স্বাধীনতা রয়েছে। তিনটি রোযা রাখবে অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে- প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ সা' (দেড় কিলো) খাদ্য প্রদান করবে। অথবা একটি ছাগল যবেহ করবে। প্রাণী শিকার করলে অনুরূপ একটি চতুস্পদ জন্তু যবেহ করবে। কিন্তু অনুরূপ জন্তু না পাওয়া গেলে তার মূল্য ফিদিয়া হিসেবে বের করবে। **(২) ধারাবাহিক:** তাম্মাত্তুকারী ও কিরাণকারীর জন্য আবশ্যক হচ্ছে একটি ছাগল কুরবানী দেয়া। সহবাস করলে তার ফিদিয়া হচ্ছে একটি উট। এই ফিদিয়া দিতে না পারলে হজ্জের মধ্যে তিনটি এবং গৃহে ফিরে গিয়ে সাতটি রোযা রাখবে। ফিদিয়ার ছাগল বা খাদ্য হারাম এলাকার ফকীর ছাড়া অন্য কাউকে দেয়া যাবে না।

মক্কায় প্রবেশঃ হাজী সাহেব মসজিদে হারামে প্রবেশ করার সময় সেই দু'আ পাঠ করবে যা সাধারণ মসজিদে প্রবেশ করার সময় পড়তে হয়। তারপর তামাত্তুকারী হলে উমরার তওয়াফ আর ইফরাদ ও কেরাণকারী হলে তওয়াফে কুদূম শুরু করবে। তওয়াফের পূর্বে ইযতেবা করবে তথা ইহরামের চাদরকে ডান বগলের নীচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর রাখবে এবং ডান কাঁধ খোলা রাখবে। প্রথমে হাজরে আসওয়াদের কাছে গিয়ে তাকে চুম্বন করবে বা হাত দিয়ে স্পর্শ করবে এবং হাতকে চুম্বন করবে অথবা দূর থেকে হাত দ্বারা ইশারা করবে কিন্তু হাতকে চুম্বন করবে না। সে সময় পাঠ করবে: 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আক্‌বার'। এরূপ প্রত্যেক চক্করেই করবে। কা'বা ঘরকে বামে রেখে সাত চক্কর তওয়াফ করবে। প্রথম তিন চক্করে সাধ্যানুযায়ী রমল করবে (ছোট ছোট কদমে দ্রুত চলাকে রমল বলা হয়) আর অবশিষ্ট চার চক্কর সাধারণভাবে চলবে। রুকনে ইয়ামানীর সামনে এসে সম্ভব হলে উহা হাত দ্বারা স্পর্শ করবে (কিন্তু চুম্বন করবে না) রুকনে ইয়ামানী এবং হজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে এই দু'আ পড়বেঃ (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) "রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযাবান্নার।" তাওয়াফ অবস্থায় কোন দু'আ

---

১ . ইহরামের নিষিদ্ধ কোন কাজ ভুল বশত বা অজ্ঞতা বশতঃ করে ফেললে কোন ফিদিয়া বা জরিমানা আবশ্যক হবে না। কিন্তু ইচ্ছাকৃত ও জেনে-শুনে করলেই তাতে ফিদিয়া আবশ্যক হবে।

নির্দিষ্ট না করে পছন্দনীয় ও জানা যে কোন দু'আ যিকির যে কোন ভাষায় পাঠ করবে। তারপর সম্ভব হলে মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে গিয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করবে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফেরূন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ইখলাছ পড়বে। অতঃপর যম্‌যম্‌ এর পানি পান করবে ও বেশী করে পান করার চেষ্টা করবে। আবার ফিরে এসে সহজ হলে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করবে। এরপর 'মুলতাযিমে'র নিকট গিয়ে দু'আ করবে। (কা'বা ঘরের দরজা ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানকে মুলতাযিম বলা হয়)। তারপর সাঈ করার জন্য ছাফা পর্বতের দিকে অগ্রসর হবে। উপরে উঠে বলবে, أبدأ بما بدأ الله به 'আল্লাহ্‌ প্রথমে যে পাহাড়ের নাম উল্লেখ করেছেন, আমি সেখান থেকে শুরু করছি।' তারপর এই আয়াতটি পাঠ করবে:

﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾

উচ্চারণ: 'ইন্নাস্‌ সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআয়িরিল্লাহি ফামান হাজ্জাল বায়তা আও ই'তামারা, ফালা জুনাহা আলাইহি আঁই ইয়াত্তওয়াফা বিহিমা, ওয়া মান তাত্বওআ' খাইরান ফাইন্নাল্লাহা শাকেরুন আলীম।' অর্থ: "নিশ্চয় 'ছাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত, অতএব যে ব্যক্তি এই গৃহের 'হজ্জ' অথবা 'উমরা' করে তার জন্যে এতদুভয়ের প্রদক্ষিণ করা দোষণীয় নয়, এবং কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করলে আল্লাহ্‌ গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞাত।" (সূরা বাক্বারা- ১৫৮) কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাওহীদ, তাক্‌বীর, তাহমীদ ইত্যাদি পাঠ করবে। তিনবার বলবে:

(لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.)

উচ্চারণ: 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহদাহু লাশারীকা লাহু, লাহুল্‌ মুল্‌কু, ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহদাহু আনজাযা ওয়াদাহু, ওয়া নাছারা আব্‌দাহু, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহ্‌দাহু।' এরপর দু'হাত তুলে জানা যে কোন দু'আ পাঠ করবে। এরপর ছাফা থেকে নেমে মারওয়া পর্বতের দিকে চলবে। পুরুষের জন্য মুস্তাহাব হল, দু'সবুজ বাতির মধ্যবর্তী স্থানে জোরে দৌড়ানো। মারওয়া পর্যন্ত বাকী রাস্তা হেঁটে চলবে। সেখানে গিয়ে ছাফায় যা করেছে তা করবে। (তবে সেখানে উল্লেখিত আয়াত পড়বে না।) মারওয়া থেকে নেমে ছাফার দিকে গমণ করবে এবং প্রথম চক্করে যা করেছে এবারেও তা করবে। এভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করবে। ছাফা থেকে মারওয়া গমণ ১ম চক্কর, মারওয়া থেকে ছাফা প্রত্যাবর্তন ২য় চক্কর। এভাবে ৭ম চক্কর মারওয়ায় এসে শেষ করবে। এরপর মাথার চুল মুড়িয়ে বা খাটো করে হালাল হয়ে যাবে। মুন্ডন করা উত্তম। তবে তামাত্তুকারীর জন্য খাটো করাই উত্তম। কেননা এরপর সে হজ্জ সম্পাদন করবে। আর কেরাণ ও ইফরাদকারী তওয়াফে কুদূমের পর হালাল হবে না। ঈদের দিন জামরা আকাবায় কঙ্কর মারার পর তারা হালাল হবে। উল্লেখিত কাজগুলোতে নারী পুরুষের মতই, তবে সে তওয়াফ ও সাঈতে দৌড়াবে না।

হজ্জের পদ্ধতিঃ ইয়াওমুত্‌ তারবিয়্যাহ্‌ তথা জিলহজ্জের ৮ তারিখ তামাত্তুকারী মক্কায় নিজ গৃহ থেকে 'লাব্বাইকা হাজ্জান' বলে হজ্জের ইহরাম বাঁধবে। অতঃপর যোহরের পূর্বে মিনায় পৌঁছে সেখানে যোহর থেকে ফজর পাঁচ ওয়াক্ত নামায (চার রাকাআত বিশিষ্ট নামায) কছর করে সময়মত আদায় করবে এবং সেখানে ৯ তারিখের রাত্রি যাপন করবে। ৯ তারিখে সূর্যোদয়ের পর আরাফাতে গমণ করবে। পশ্চিমাকাশে সূর্য ঢলার পর যোহর ও আছরের নামায এক আযানে দুই ইকামতে কছর করে আদায় করবে। (উরানা) নামক

উপত্যকা ব্যতীত আরাফাতের সকল স্থানই অবস্থান স্থল। আরাফাতে অবস্থানকালে এই দু'আটি বেশী বেশী পাঠ করবে: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল্ মুলকু ওয়ালাহুল্ হামদু, ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর। আর অধিকহারে দু'আ, তওবা ও আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতী পেশ করতে সচেষ্ট হবে। সূর্যাস্তের পর প্রশান্তি ও ধীরস্থীরতার সাথে মুযদালিফার দিকে গমণ করবে। সে সময় তালবিয়া পাঠ করবে ও আল্লাহর যিকির করবে। মুযদালিফায় পৌঁছে সর্বপ্রথম মাগরিব ও এশার নামায এক আযানে ও দুই ইকামতে আদায় করবে। সেখানে **রাত্রি যাপন করবে।** রাতে কোন প্রকার ইবাদতে মাশগুল না হয়ে সরাসরি ঘুমিয়ে পড়বে। প্রথম ওয়াক্তে ফজর নামায আদায় করে মাশআরুল হারামে কিব্লামুখী হয়ে দু'আ করবে। তারপর সূর্যোদয়ের পূর্বে মিনার দিকে রাওয়ানা হবে। 'বাত্বনে মুহাস্সার' (মুযদালিফা ও মিনার মধ্যবর্তী অঞ্চল) নামক স্থানে সম্ভব হলে দ্রুত গতিতে চলবে। মিনায় পৌঁছে সর্বপ্রথম জামরা আকাবায় উচ্চৈঃস্বরে 'আল্লাহু আকবার' বলে একে একে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবে। শর্ত হচ্ছে প্রতিটি কঙ্কর যেন হাওযের মধ্যে পতিত হয়, যদিও তা স্তম্ভে না লাগে। কঙ্কর নিক্ষেপ শুরু করার সময় তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিবে। তারপর কুরবানী করবে। অতঃপর মাথার চুল মুন্ডন করবে বা খাটো করবে। মুন্ডন করা উত্তম। (মহিলাগণ চুলের অগ্রভাগ থেকে আঙ্গুলের গিরা সমপরিমাণ কাটবে।) কংকর নিক্ষেপ এবং মাথা মুন্ডনের পর ইহরাম অবস্থায় যা হারাম ছিল, স্ত্রী সহবাস ব্যতীত সবকিছু হালাল হয়ে যাবে। এটাকে প্রথম হালাল বলা হয়। অতঃপর মক্কা গিয়ে রমল বিহীন **তাওয়াফে ইফাযাহ্ করবে।** হজ্জ পূর্ণ হওয়ার জন্য এটা আবশ্যকীয় একটি রুকন। এরপর তামাত্তুকারী সাফা-মারওয়া সাঈ করবে। কিরাণ ও ইফরাদকারী তওয়াফে কুদূমের সাথে সাঈ না করে থাকলে- তারাও সাঈ করবে। এই তাওয়াফ-সাঈ শেষ হলে সবকিছু এমনকি স্ত্রী সহবাসও হালাল হয়ে যাবে। এটাকেই দ্বিতীয় হালাল বলা হয়। এরপর মিনা ফেরত এসে সেখানের রাত্রিগুলো যাপন করবে। এখানে কমপক্ষে দু'রাত্রি যাপন করা ওয়াজিব। মিনায় কমপক্ষে দু'দিন কঙ্কর মারা ওয়াজিব। প্রতিদিন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলার পর তিন জামরায় সাতটি করে কঙ্কর মারবে। প্রথম দিন (১১ যিলহজ্জ) প্রথমে ছোট জমরায় সাতটি কঙ্কর মারবে। তারপর সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় দু'আ করবে। অতঃপর মধ্যবর্তী জামরায় অনুরূপভাবে কঙ্কর মারবে ও দু'আ করবে। শেষে একই নিয়মে বড় জামরায় কঙ্কর মেরে সেখানে আর দাঁড়াবে না। দ্বিতীয় দিন (১২ যিলহজ্জ) একই নিয়মে তিন জামরায় কঙ্কর মারবে। যদি চলে যেতে চায়, তবে (১২ যিলহজ্জ) সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করবে। মিনা থাকাবস্থায় সূর্য অস্তমিত হয়ে গেলে, সেই রাত মিনায় থাকা ও পরের দিন পূর্ব নিয়মে তিন জামরায় কঙ্কর মারা ওয়াজিব। তবে ১২ তারিখে কঙ্কর মেরে বের হওয়ার দৃঢ় ইচ্ছা করেছে কিন্তু ভীড়ের কারণে সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করতে পারেনি, তাহলে সূর্যাস্তের পর হলেও মিনা ত্যাগ করতে কোন অসুবিধা নেই। ক্বিরাণকারীর যাবতীয় কর্ম ইফরাদকারীর মতই। তবে কিরাণকারীকে তামাত্তুকারীর মত কুরবানী করতে হবে। মক্কা ত্যাগ করার ইচ্ছা করলে বিদায়ী তওয়াফ করবে। সর্বশেষ কাজ আল্লাহর ঘরের তওয়াফ না করে যেন মক্কা ত্যাগ না করে। তবে ঋতু ও নেফাস বিশিষ্ট নারীদের থেকে বিদায়ী তওয়াফ রহিত হয়ে যাবে। বিদায়ী তওয়াফ করার পর ব্যবসা বা অন্য কোন কাজে যদি জড়িত হয়ে যায়, তবে পুনরায় বিদায়ী তওয়াফ করবে। বিদায়ী তওয়াফ না করে যদি মক্কা ত্যাগ করে, তবে

নিকটে থাকলে ফিরে এসে তওয়াফ করবে। ফিরে আসা সম্ভব না হলে ফিদিয়া স্বরূপ একটি কুরবানী মক্কায় পাঠিয়ে দিবে।

হজ্জের রুকনঃ চারটি: (১) ইহরাম: উহা হচ্ছে নির্দিষ্ট কর্মের মাধ্যমে হজ্জ-উমরার নিয়ত করা। (২) আরাফাতে অবস্থান (৩) তওয়াফে ইফাযা (৪) হজ্জের সাঈ।

হজ্জের ওয়াজিবঃ আটটি: (১) মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা (২) সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা। (৩) মুযদালিফায় রাত্রী যাপন করা। (৪) ১১, ১২ যিলহজ্জের রাতগুলো মিনায় যাপন করা। (৫) জামরা সমূহে পাথর মারা। (৬) ক্বিরাণ ও তামাত্তুকারীর কুরবানী করা। (৭) চুল কামানো বা ছোট করা। (৮) বিদায়ী তাওয়াফ করা।

ওমরার রুকন তিনটিঃ ১) ইহরাম ২) তওয়াফ ৩) সাঈ।

ওয়াজিব ২টিঃ ১) মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা ২) চুল কামানো বা ছোট করা।

যে ব্যক্তি কোন রুকন ছেড়ে দিবে, তার হজ্জ বা উমরা পূর্ণ হবে না। যে ব্যক্তি ওয়াজিব ছেড়ে দিবে, তাকে দম দেয়ার মাধ্যমে তা পূর্ণ করতে হবে। সুন্নাত ছেড়ে দিলে কোন অসুবিধা নেই।

কা'বা ঘরের তওয়াফ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত তেরটিঃ (১) ইসলাম (২) বিবেক (৩) নির্দিষ্ট নিয়ত (৪) তওয়াফের সময় হওয়া (৫) সাধ্যানুযায়ী সতর ঢাকা (৬) পবিত্রতা অর্জন। (শিশুদের জন্য এ বাধ্যবাধকতা নেই) (৭) নিশ্চিতভাবে সাত চক্কর শেষ করা (৮) তওয়াফের সময় কা'বা ঘরকে বামে রাখা (কোন তওয়াফে ভুল হয়ে গেলে তা পুনরায় করবে। (৯) তওয়াফ চলাবস্থায় পিছনে ফিরে না যাওয়া (১০) সামার্থ থাকলে হেঁটে হেঁটে তওয়াফ করা। (১১) সাত চক্কর পরস্পর করা (১২) তওয়াফ যেন মসজিদে হারামের ভিতরে হয়। (১৩) তওয়াফ শুরু হবে হাজরে আসওয়াদ থেকে।

তওয়াফের সুন্নাত সমূহঃ হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করা ও চুম্বন করা, সে সময় তাকবীর দেয়া (বিসমিল্লাহ্ আল্লাহু আকবার বলা) রুকনে ইয়ামানীকে হাত দ্বারা স্পর্শ করা, সময় মত ইযতেবা ও রমল করা এবং হেঁটে চলা, তওয়াফ চলাবস্থায় দু'আ ও যিকির পাঠ করা, কা'বা ঘরের নিকটবর্তী থাকার চেষ্টা করা, তওয়াফ শেষে মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে দু'রাকাত নামায পড়া।

সাঈর শর্ত নয়টিঃ (১) ইসলাম (২) বিবেক (৩) নিয়ত (৪) পরস্পর করা (৫) সামর্থ থাকলে হেঁটে সাঈ করা (৬) সাত চক্কর পূর্ণ করা (৭) দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানের সম্পূর্ণটার সাঈ করা (৮) বিশুদ্ধ তওয়াফের পর সাঈ করা (৯) সাঈ শুরু হবে ছাফাতে শেষ হবে মারওয়াতে।

সাঈর সুন্নাতী কাজঃ ছোট-বড় নাপাকী থেকে পবিত্র থাকা, সতর ঢাকা, সাঈ অবস্থায় দু'আ ও যিকির পাঠ করা, নিয়ম মাফিক নির্দিষ্ট স্থানে দৌড়ানো ও হাঁটা, দু'পাহাড়ের উপরে উঠা, তওয়াফের পর পরই সাঈ করা।

সতর্কতাঃ নির্দিষ্ট দিনেই কঙ্কর নিক্ষেপ শেষ করে ফেলা উত্তম। কিন্তু যদি পরবর্তী দিন দেরী করে বা সবগুলো দিনের কঙ্কর নিক্ষেপ দেরী করে আইয়্যামে তাশরীকের শেষ দিনে নিক্ষেপ করে, তবে তা জায়েয আছে।

কুরবানীঃ কুরবানী করা সুন্নাতে মুআক্কাদা। কোন মানুষ যদি কুরবানী করার ইচ্ছা করে, তবে যিলহজ্জের চাঁদ উঠার পর থেকে নিয়ে কুরবানী করা পর্যন্ত তার চুল, নখ ইত্যাদি কাটা হারাম।

আকীকাঃ আকীকা করা সুন্নাত। সন্তান ছেলে হলে দু'টি ছাগল যবেহ করবে। (সামর্থ না থাকলে একটি দিলেও যথেষ্ট হবে।) সন্তান মেয়ে হলে একটি ছাগল। সন্তান জন্মের সপ্তম দিবসে এই ছাগল যবেহ করতে হবে। সপ্তম দিবসে আরো সুন্নাত হচ্ছে, ছেলে সন্তানের মাথা মুন্ডন করে চুল বরাবর রৌপ্য সাদকা করা। আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় নাম হচ্ছেঃ আবদুল্লাহ্ ও আবদুর রহমান। গাইরুল্লাহর দাস হবে এমন অর্থবোধক নাম রাখা হারাম। যেমন আবদুন্ নবী (নবীর দাস) আবদুর্ রাসূল (রাসূলের দাস)।

✸ **মসজিদে নববী যিয়ারতঃ** যে ব্যক্তি মসজিদে নববী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর মধ্যে প্রবেশ করবে, সে প্রথমে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করবে। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কবরের কাছে এসে কিবলা পিছনে রেখে তাঁর সম্মুখে দন্ডায়মান হবে। যেন তাঁকে স্বচোখে দেখছে একথা মনে করে হৃদয়ে তাঁর প্রতি পূর্ণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা রেখে তাঁকে সালাম প্রদান করবে। বলবেঃ السلام عليك يا رسول الله আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ্ যদি আরো কিছু বাড়িয়ে বলে তবে তা উত্তম। এরপর একহাত পরিমাণ ডান দিকে অগ্রসর হবে তারপর বলবেঃ السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا عمر الفاروق. اللهم اجزِهما عن نبيهما وعن الإسلام خيرًا উচ্চারণঃ আস্সালামু আলইকা ইয়া আবা বাক্ও সিদ্দীক, আস্সালামু আলাইকা ইয়া ওমার ফারুক, আল্লাহুম্মা আজ্যেহিমা আন্ নাবিয়্যেহিমা ওয়া আনিল্ ইসলামি খায়রা। "হে আল্লাহ্ তাঁদের দু'জনকে তাঁদের নবী ও ইসলামের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করো।" তারপর নবীজীর হুজরা শরীফকে বামে রেখে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে ও দু'আ করবে।

হজ্জের কার্যাদী ধারাবাহিকভাবে নিম্নে প্রদান করা হলঃ

হজ্জ	তামাত্তু	কিরাণ	ইফরাদ
শুরু: ইহরাম ও তালবিয়া	লাব্বাইকা উমরাতান মুতামাত্তেআন বিহা ইলাল হাজ্জ	লাব্বাইকা উমরাতান ও হাজ্জান	লাব্বাইকা হাজ্জান
তারপর	উমরার তওয়াফ	তওয়াফে কুদূম	তওয়াফে কুদূম
তারপর	উমরার সাঈ	হজ্জের সাঈ	হজ্জের সাঈ
তারপর	পূণ হালাল	হইরাম না খোলা	হইরাম না খোলা
৮তাং যোহরের পূর্বে	হজ্জের ইহরাম, মিনা গমণ	মিনায় গমণ	মিনায় গমণ
৯তাং সূর্য উঠার পর	আরাফাতে যোহর-আছর একসাথে যোহরের সময় আদায় করা, সন্ধ্যা পর্যন্ত দু'আ করা		
সূর্যাস্তের পর	মুযদালফায় গমণ, মাগরিব-এশা একসাথে আদায়, মধ্যরাত পর্যন্ত সেখানে থাকা, ফজরের পর পর্যন্ত থাকা সুন্নাত		
১০ তাং ফজরের পর সূর্য উঠার পূর্বেঃ	মিনায় গমণ ও জামরা আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ		
	কুরবানী করা	কুরবানী করা	কুরবানী করা
	মাথার চুল মুন্ডন বা খাটো, তওয়াফে এফাযা, এই চারটির যে কোন দুটি করলে প্রথম হালাল হয়ে যাবে, চারটাই করলে পূর্ণ হালাল		
	হজ্জের সাঈ	-	-
১১,১২ ও ১৩	সূর্য ঢলার পর ছোট মধ্যবর্তী ও বড়টিতে সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ		
মক্কা ত্যাগ	বিদায়ী তওয়াফ ঋতু ও নেফাস থাকলে তা রাহত হয়ে যাবে		

বিভিন্ন উপকারিতাঃ

✸ **গুনাহঃ** কয়েকভাবে গুনাহকে মার্জনা করা হয়। যেমনঃ সত্য ও বিশুদ্ধ তওবা, ইস্তেগফার, নেকীর কাজ, কোন বিপদে পড়লে, দান-সাদকা, মানুষের দু'আ ইত্যাদি। এরপরও যদি কিছু গুনাহ্ রয়ে যায় তবে এবং আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা না করেন, তবে তার গুনাহ্ পরিমাণ শাস্তি কবরে অথবা কিয়ামত দিবসে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে প্রদান করা হবে। লোকটি যদি তাওহীদের উপর মৃত্যু বরণ করে, তবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে পবিত্র হওয়ার পর তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। কিন্তু যদি কুফরী বা শির্ক বা মুনাফেকী নিয়ে মৃত্যু বরণ করে, তবে চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। মানুষের উপর পাপাচার ও গুনাহের অনেক কুপ্রভাব রয়েছে। অন্তরের উপর পাপের কুপ্রভাবঃ পাপের মাধ্যমে অন্তরে একাকিত্ব, অন্ধকার, লাঞ্ছনা, রোগ সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহর কাছে পৌঁছতে অন্তরে বাধা সৃষ্টি হয়। ধর্মের উপর পাপের কুপ্রভাবঃ পূর্বের কুপ্রভাবগুলোর সাথে সাথে পাপের কারণে আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হবে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), ফেরেশতা ও মু'মিনদের দু'আ থেকে মাহরূম হবে। রিযিকের উপর কুপ্রভাবঃ পাপের কারণে রিযিক থেকে মাহরূম হয়, নেয়ামত দূরীভূত হয় এবং সম্পদের বরকত মিটে যায়। ব্যক্তি জীবনে পাপের কুপ্রভাবঃ জীবনের বরকতকে মিটিয়ে দেয়, সংসার জীবনে সংকীর্ণতা সৃষ্টি হয়, প্রতিটি কাজ কঠিন হয়ে যায়। আমলে কুপ্রভাবঃ পাপের কারণে আমল কবূল হতে বাধার সৃষ্টি হয়। সমাজে কুপ্রভাবঃ সমাজে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্রে উর্ধ্ব মূল্য সৃষ্টি হয়, শাসক ও শত্রুদের আধিপত্য হয়, বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হয়.. ইত্যাদি।

✸ **দুশ্চিন্তাঃ** প্রত্যেক ব্যক্তির পরম কামনা হচ্ছে আন্তরিক প্রশান্তি ও আনন্দ লাভ দুঃখ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি। হৃদয়ে প্রশান্তি থাকলেই সংসার জীবন সুখ-স্বর্গে ভরে উঠে। কিন্তু এই আনন্দ ও প্রশান্তি হাসিল করার কতিপয় ধর্মীয়, স্বাভাবিক ও বাস্তব উপকরণ রয়েছে। এগুলো মু'মিন ছাড়া কেউ সংগ্রহ করতে পারবে না। তন্মধ্যে নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হলোঃ **(১)** আল্লাহর উপর দৃঢ় ঈমান। **(২)** আল্লাহর যাবতীয় আদেশ মেনে চলা ও নিষেধ থেকে বেঁচে থাকা **(৩)** কথা, কাজ ও আচার-আচরণে সৃষ্টিকুলের উপর সদাচরণ করা। **(৪)** কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকা বা দ্বীনী ও দুনিয়াবী জ্ঞানার্জনের কাজে লিপ্ত থাকা। **(৫)** ভবিষ্যত বা অতীত বিষয় নিয়ে বেশী চিন্তা-ভাবনা না করা; বরং বর্তমান সময় ও বর্তমানের কাজকে বড় মনে করে তাতে মনোযোগ প্রদান করা। **(৬)** অধিকহারে আল্লাহর যিকির করা **(৭)** প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় আল্লাহর নিয়ামতের কথা আলোচনা করা। **(৮)** নিজ অবস্থার নিম্ন পর্যায়ের লোকের দিকে দেখা, দুনিয়াবী বিষয়ে অধিক অবস্থা সম্পন্ন লোকের দিকে না দেখা। **(৯)** দুঃশ্চিন্তা নিয়ে আসবে এমন সব কারণ দূর করার চেষ্ট করা। আর আনন্দ ও খুশির কারণ অনুসন্ধান করা। **(১০)** দুঃশ্চিন্তা দূর করার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সকল দু'আ পাঠ করতেন, সেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার স্মরণাপন্ন হওয়া।

উপকারিতাঃ ইবরাহীম খাওয়াছ (রহঃ) বলেন, অন্তরের চিকিৎসা হচ্ছে পাঁচটি বিষয়েঃ গবেষণার সাথে কুরআন তেলাওয়াত করা, পেটকে ভুক্ত রাখা, রাতে

তাহাজ্জুদ নামায পড়া, শেষ রাতে আল্লাহর কাছে কাকুতী-মিনতী ও রোনাজারী করা, নেক লোকদের সংসর্গে থাকা।

✸ **বিবাহঃ** যৌন উত্তেজনা অনুভবকারী ব্যক্তি যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ভয় না করে, তবে তার জন্য বিবাহ করা সুন্নাত। উত্তেজনা অনুভব না করলে বিবাহ করা বৈধ। কিন্তু ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা করলে বিবাহ করা ওয়াজিব। যে কোন নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম। অনুরূপভাবে বয়স্কা নারী ও দাড়ী বিহীন কিশোরের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করাও হারাম। কোন নারীর সাথে নির্জন হওয়া হারাম। কোন জন্তুকে দেখে যদি যৌন উত্তেজনা অনুভব করে, তবে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং তার সাথে নির্জন হওয়া হারাম। বিবাহের শর্তমালাঃ কয়েকটি শর্তের ভিত্তিতে কোন নারীকে বিবাহ করা পুরুষের জন্য হালাল: **(১)** বর এবং কনেকে নির্দিষ্ট করা। একজন অভিভাবকের যদি একের অধিক কন্যা থাকে, তবে এরূপ বলা জায়েয হবে না যে, এগুলোর যে কোন একজনের সাথে তোমার বিবাহ দিলাম। **(২)** প্রাপ্ত বয়স্ক, শরীয়তের বিধি-নিষেধ মানতে বাধ্য এমন বরের পক্ষ থেকে সম্মতি এবং স্বাধীন ও বিবেকবান কনের সম্মতি। **(৩)** অভিভাবক: কোন নারী নিজে নিজের বিবাহ সম্পাদন করলে তা বিশুদ্ধ হবে না। এমনিভাবে অভিভাবক নয় এমন কোন ব্যক্তি তার বিবাহ দিয়ে দিলেও তা বিশুদ্ধ হবে না। তবে সেই কনের (ধর্ম ও চরিত্রের দিক থেকে) উপযুক্ত বরের সাথে বিবাহ দিতে অভিভাবক অস্বীকার করলে অন্য ব্যক্তি অভিভাবক হয়ে তার বিবাহ দিতে পারবে।

নারীর অভিভাবক হওয়ার ব্যাপারে প্রথম হকদার হচ্ছে তার পিতা তারপর তার দাদা এভাবে যত উপরে যায়। এরা কেউ না থাকলে, অভিভাবক হবে তার ছেলে তারপর ছেলের ছেলে (নাতি) এভাবে যত নীচে যায়। তারপর হক রাখে সহদোর ভাই। তারপর বৈমাত্রেয় ভাই। তারপর ভাইয়ের ছেলে (ভাতিজা)...। **(৪)** স্বাক্ষ্য: বিবাহের জন্য আবশ্যক হল দু'জন স্বাক্ষী থাকা। যারা হবে পুরুষ, প্রাপ্ত বয়স্ক, বিবেকবান ও ন্যায়নিষ্ঠ। **(৫)** বিবাহে বাধা সৃষ্টি করে এমন কোন বিষয় না থাকা। যেমন: দুগ্ধপান বা রক্তের সম্পর্ক বা বৈবাহিক সম্পর্ক।

কোন কোন নারীকে বিবাহ করা হারামঃ বিবাহ হারাম নারী দু'ভাগে বিভক্তঃ

প্রথমতঃ সর্বদা হারাম: এরা কায়েকভাগে বিভক্তঃ **(১)** রক্তের সম্পর্কের কারণে বিবাহ হারাম। তারা হচ্ছে: মা, নানী, দাদী যতই উপরে যাক। নিজ কন্যা এবং নিজ ছেলে বা মেয়ের কন্যা এভাবে যতই নীচে যাক। বোন, বোনের মেয়ে এবং তার ছেলের মেয়ে বা মেয়ের মেয়ে। সাধারণভাবে ভাইয়ের মেয়ে এবং সেই মেয়ের মেয়ে এবং তার ছেলের মেয়ে বা মেয়ের মেয়ে এভাবে যতই নীচে যায়। ফুফু ও খালা যতই উপরে যাক। **(২)** দুগ্ধের সম্পর্কের কারণে বিবাহ হারাম। রক্তের সম্পর্কের কারণে যা হারাম দুগ্ধের সম্পর্কের কারণেও তা হারাম। এমনকি বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যা হারাম হয় দুগ্ধের সম্পর্কের কারণেও তা হারাম। **(৩)** বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে বিবাহ হারাম। তারা হচ্ছে: স্ত্রীর মাতা ও স্ত্রীর দাদী, নানী। স্ত্রীর অন্য স্বামীর মেয়েরা যতই তারা নীচে যায়।

দ্বিতীয়তঃ স্বল্পকালের জন্য হারাম। এরা দু'ভাগে বিভক্ত: **(১)** একত্রিত করণের কারণে। যেমন: দু'বোনকে একসাথে বিবাহ করা হারাম। এমনিভাবে স্ত্রীর খালা বা ফুফুকে একসাথে বিবাহ বন্ধনে রাখা হারাম। **(২)** অন্য কোন কারণে যাকে বিবাহ করা হারাম। কিন্তু ঐ কারণটি দূর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন: আরেক জনের বর্তমান স্ত্রী। (যতক্ষণ ঐ ব্যক্তির বন্ধনে থাকবে ততক্ষণ তাকে বিবাহ করা হারাম)[১]

উপকারিতাঃ পছন্দ নয় এমন কোন পাত্রীকে বিবাহ করার জন্য ছেলেকে চাপ দেয়ার অধিকার পিতা-মাতার নেই। এ ক্ষেত্রে পিতা-মাতার আনুগত্য করাও ছেলের উপর ওয়াজিব নয়। এ বিষয়ে তাদের কথা না শুনলে অবাধ্য হিসেবে গণ্য হবে না।

✸ **তালাকঃ** স্ত্রী যদি হায়েয বা নেফাস অবস্থায় থাকে তবে তাকে তালাক দেয়া হারাম। এমনিভাবে পবিত্র হওয়ার পর যদি তার সাথে সহবাস করে তবে তাকেও তালাক দেয়া হারাম। কিন্তু উক্ত অবস্থায় তালাক দিয়ে দিলে তালাক হয়ে যাবে। বিনা দোষে তালাক দেয়া মাকরূহ। প্রয়োজনে তালাক দেয়া বৈধ। দাম্পত্য জীবনে ক্ষতির সম্ভাবনা লক্ষ্য করলে তালাক দেয়া সুন্নাত। তালাকের ব্যাপারে পিতা-মাতার আনুগত্য করা ওয়াজিব নয়। স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে একবারে একের অধিক তালাক প্রদান করা হারাম। এমন সময় তালাক দেয়া ওয়াজিব যখন মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার পর তার সাথে সহবাস করেনি। সে সময় একটি তালাক দিবে। এরপর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আর কোন তালাক না দিয়ে তাকে সেভাবেই রেখে দিবে। তালাক যদি রেজঈ[২] হয় তবে স্বামীর গৃহ থেকে বের হওয়া হারাম। অনুরূপভাবে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেও তাকে বাড়ী থেকে বের করে দেয়া স্বামীর জন্য হারাম। 'তালাক' শব্দ মুখে উচ্চারণ করার মাধ্যমে তালাক পতিত হয়ে যাবে। তালাকের কথা শুধুমাত্র অন্তরে নিয়ত করলেই তালাক পতিত হবে না।

✸ **শপথঃ** শপথের কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার জন্য চারটি শর্ত রয়েছেঃ **(১)** দৃঢ়ভাবে শপথ করার ইচ্ছা করবে। শপথের ইচ্ছা না করে সাধারণভাবে মুখে উচ্চারণ করলে তা শপথের অন্তর্ভূক্ত হবে না। তখন তাকে বলা হবে 'বেহুদা শপথ'। যেমন কথার ফাঁকে বলল: (لا والله) আল্লাহর কসম এরূপ না, অথবা বলল (بلى والله) আল্লাহর কসম হ্যাঁ এরকমই। **(২)** ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় কোন বিষয়ে শপথ করবে। অতীত কোন বিষয়ে না জেনে শপথ করলে অথবা উক্ত বিষয়ে নিজেকে সত্যবাদী ধারণা করে শপথ করলে তা শপথ হিসেবে গণ্য হবে না এবং তাতে কাফ্ফারাও আসবে না। অথবা জেনে শুনে মিথ্যা শপথ করলেও তাতে কাফ্ফারা নেই। (কিন্তু এধরণের শপথকে ইয়ামীনে গুমূস বলে, এরকম শপথ

---

১. এ ক্ষেত্রে সূরা নিসার ২৩ ও ২৪ নং আয়াত দ্রষ্টব্য।

২. যে তালাকের পর স্ত্রীকে পুনরায় ফেরত নেয়া যায় তাকে রেজঈ তালাক বলে।

কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত) অথবা ভবিষ্যতের কোন বিষয়ে নিজেকে সত্যবাদী ধারণা করে শপথ করল, কিন্তু পরে বাস্তবতা তার ধারণার বিপরীত প্রমাণ হল, তাতেও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। **(৩) শপথকারী ইচ্ছাকৃতভাবে শপথ করবে।** জোর যবরদস্তী শপথ করালে তা ভঙ্গ করলেও কাফ্ফারা দিতে হবে না। **(৪) শপথ ভঙ্গ করবে।** অর্থাৎ যা না করার শপথ করেছিল তা করবে অথবা যা করার শপথ করেছিল তা পরিত্যাগ করবে। কোন ব্যক্তি শপথ করে যদি ইনশাআল্লাহ্ বলে তবে দু'টি শর্তের মাধ্যমে তাতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। **(ক)** শপথ বাক্য বলার সাথে সাথে ইনশাআল্লাহ্ (আল্লাহ্ যদি চান) বলা এবং **(খ)** শপথকে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করার ইচ্ছা পোষণ করা। যেমন বলল: "আল্লাহর শপথ, আল্লাহ্ যদি চান"।

শপথ করার পর যদি দেখে যে এর বিপরীত কাজের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে, তবে সুন্নাত হচ্ছে শপথ ভঙ্গ করে কাফ্ফারা প্রদান করা এবং যাতে কল্যাণ রয়েছে তা বাস্তবায়ন করা।

✸ **শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারাঃ** দশজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করা। প্রত্যেককে অর্ধ ছা' (দেড় কিলো) পরিমাণ খাদ্য দিবে। অথবা তাদেরকে পোষাক প্রদান করবে। অথবা একজন কৃতদাস মুক্ত করবে। এগুলোর কোন একটি সম্ভব না হলে একাধারে তিনটি রোযা রাখবে। মিসকীনদের খাদ্য বা কাপড় প্রদান করার সামর্থ থাকা সত্বেও যদি রোযা রাখে তবে কাফ্ফারা আদায় হবে না। শপথ ভঙ্গ করার পূর্বে বা পরে কাফ্ফারা আদায় করা জায়েয। একটি বিষয়ে একবারের অধিক যদি শপথ ভঙ্গ করে, তবে একটি কাফ্ফারা দিলেই যথেষ্ট হবে। শপথের বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হলে কাফ্ফারাও সে অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্নভাবে দিতে হবে।

✸ **নযর-মানতঃ** মানত কয়েক প্রকার: **(১) সাধারণ মানত:** যেমন বলল, 'আমি আরোগ্য লাভ করলে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কিছু মানত করব।' নির্দিষ্ট করে কোন কিছু প্রদান করার নিয়ত করেনি। তখন আরোগ্য লাভের পর শপথের কাফ্ফারা পরিমাণ সম্পদ দান করবে। **(২) ঝগড়া ক্রোধের কারণে মানত:** এটা হচ্ছে মানতকে কোন শর্তের সাথে সম্পর্কিত করা। আর তাতে উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন কিছু করা থেকে বিরত থাকা অথবা কোন কিছু করার প্রতিজ্ঞা করা। যেমন বলল, 'আমি যদি তোমার সাথে কথা বলি তবে এক বছর রোযা রাখার মানত করলাম' এর হুকুম হচ্ছে: সে যা মানত করেছে তা পুরা করবে। অথবা তার সাথে কথা বলে মানত ভঙ্গ করবে এবং শপথের কাফ্ফারা প্রদান করবে। **(৩) বৈধ কাজের মানত:** যেমন বলল, 'আমি আমার কাপড় পরিধান করার জন্য আল্লাহর কাছে মানত করলাম' এর হুকুম হচ্ছে: হয় কাপড় পরিধান করে মানত পূর্ণ করবে অথবা শপথের কাফ্ফারা প্রদান করবে। **(৪) মাকরূহ কাজে মানত:** যেমন বলল: 'আমার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য আমি আল্লাহর কাছে মানত করলাম' এর হুকুম হচ্ছে: মানত পূর্ণ না করে শপথের কাফ্ফারা প্রদান করা সুন্নাত। কিন্তু মানত পুরা করলে কোন কাফ্ফারা লাগবে না। **(৫) গুনাহের কাজে মানত করা।** যেমন বলল, 'আমি চুরি করার জন্য আল্লাহর কাছে মানত করলাম' এই মানত পূর্ণ করা হারাম। তবে মানত পুরা করে চুরি করলে গুনাহগার হবে কিন্তু

কাফ্ফারা দিতে হবে না। অনুরূপভাবে কবর, মাজার বা পীর-ওলীর উদ্দেশ্যে মানত করা কঠিন গুনাহের কাজ অর্থাৎ শির্ক। যেমন বলল, 'আমার সন্তান হলে বা অসুখ ভাল হলে উমুক মাজারে শির্ণী দিব বা উমুক দরবারে ছাগল বা গরু বা টাকা দান করব।' এই শির্কী মানত পূরা করা জায়েয নয়। **(৬) আনুগত্যের কাজে মানত:** যেমন বলল, 'আল্লাহর কাছে মানত করলাম যে আমি এই এই নামায পড়ব'। সেই সাথে একাজের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্য করল। তাহলে যদি কোন শর্তের সাথে তার মানতটিকে সম্পর্কিত করে যেমন রোগ মুক্তি, তবে শর্ত পূর্ণ হলে মানত পুরা করা ওয়াজিব। কিন্তু কোন শর্তের সাথে সম্পর্কিত না করলেও সাধারণভাবে তা পুরা করা ওয়াজিব।

✸ **দুগ্ধপানঃ** রক্তের সম্পর্কের কারণে যে সমস্ত নারীকে বিবাহ করা হারাম, দুগ্ধপান করার কারণে তাদেরকে বিবাহ করা হারাম। এর জন্য তিনটি শর্ত রয়েছেঃ **(১)** যে নারীর দুধ পান করছে তার সন্তান প্রসবের কারণে স্তনে দুধ আসতে হবে অন্য কোন কারণে নয়। **(২)** জন্মের প্রথম দু'বছরের মধ্যে দুধ পান করতে হবে। **(৩)** নিশ্চিতভাবে পাঁচ বা ততোধিক বার দুধ পান করবে। একবার দুধ পান করার অর্থ হচ্ছে: একবার স্তন চুষে ছেড়ে দেয়া। পরিতৃপ্ত হওয়া উদ্দেশ্য নয়। দুধ পানের কারণে তার খরচ বহণ করা যেমন আবশ্যক নয় তেমনি সে মীরাছও পাবে না।

✸ **ওসীয়তঃ** মৃত্যুর পর পাওনাদারের হক আদায় করে দেয়ার জন্য ওসীয়ত করা ওয়াজিব। তাই হকদারের প্রাপ্য আদায় করে দেয়ার জন্য ওসীয়ত করবে। যে ব্যক্তি অনেক সম্পদ রেখে যাচ্ছে তার জন্য ওসীয়ত করা সুন্নাত। তাই এক পঞ্চমাংশ সম্পদ উত্তরাধিকারী নয় এমন ফকীর নিকটাত্মীয়ের জন্য সাদকা স্বরূপ ওসীয়ত করে যাওয়া মুস্তাহাব। নিকটাত্মীয় না থাকলে কোন আলেম বা নেককার মিসকীনের জন্য ওসীয়ত করবে। ফকীরের উত্তরাধিকার থাকলে তার পক্ষ থেকে কারো জন্য ওসীয়ত করা মাকরূহ। তবে উত্তরাধিকাররা সম্পদশালী হলে ওসীয়ত করা বৈধ। অনাত্মীয় কারো জন্য এক তৃতীয়াংশের বেশী সম্পদ ওসীয়ত করা হারাম। আর উত্তরাধিকারীর জন্য সামান্য হলেও ওসীয়ত করা হারাম। কিন্তু যদি ওসীয়ত করেই যায় এবং তার মৃত্যুর পর অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা তাতে অনুমতি প্রদান করে তবে জায়েয হবে। ওসীয়তকারী যদি বলে, আমি ওসীয়ত ফেরত নিলাম, বা বাতিল করে দিলাম বা পরিবর্তন করলাম ইত্যাদি তবে তার ওসীয়ত বাতিল হয়ে যাবে। ওসীয়ত লিখার সময় সূচনাতে এই কথাগুলো লিখা মুস্তাহাব: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, এটা অমুক (নিজের নাম উল্লেখ করবে) ব্যক্তির পক্ষ থেকে ওসীয়ত। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। জান্নাত সত্য জাহান্নাম সত্য। কিয়ামত অবশ্যই আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রত্যেক কবরবাসীকে আল্লাহ্ তা'আলা পুনরুত্থিত করবেন। আমার পরিবারের লোকদের আমি ওসীয়ত করছি যে, তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজেদের মাঝে সমঝোতার ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করে। তারা যদি ঈমানদার হয়ে থাকে তবে যেন আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে।

আমি আরো ওসীয়ত করছি যেমন ইবরাহীম ও ইয়াকূব (আঃ) তাঁদের সন্তানদের ওসীয়ত করেছিলেন: ﴿يَٰبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ﴾ "হে আমার সন্তানরা! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ইসলাম ধর্মকে নির্বাচন করেছেন। সুতরাং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না।" (এরপর যার জন্য যা ওসীয়ত করতে চায় তা উল্লেখ করবে।)

✸ **দরূদঃ** নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি দরূদ পাঠের সময় দরূদ ও সালাম একত্রিত করা মুস্তাহাব। দরূদ ও সালামের যে কোন একটিকে যথেষ্ট মনে করবে না। নবী ছাড়া কারো জন্য দরূদ পাঠ করবে না। যেমন এরূপ বলা যাবে না: আবু বকর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা ওমর (আলাইহিস্ সালাম) এরূপ বলা অপছন্দনীয় মাকরূহ। তবে সকলের ঐকমত্যে নবী ছাড়া অন্যদের জন্যও নবীদের সাথে মিলিয়ে দরূদ ও সালাম পেশ করা জায়েয। যেমন: আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ ওয়া আসহাবিহি ও আযওয়াজিহি ওয়া যুর্‌রিয়্যাতিহি। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং তাঁদের পর সমস্ত আলেমে দ্বীন, আবেদ এবং সকল নেককারদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রহমতে দু'আ করা মুস্তাহাব। যেমন বলবে: আবু হানিফা, মালেক, শাফেঈ, আহমাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) বা বলবে: (রাহেমাহুমুল্লাহ্)।

✸ **পশু যবেহঃ** পশুর মাংস খাওয়া হালাল করার জন্য তাকে যবেহ করা ওয়াজিব। পশুর মধ্যে শর্ত হচ্ছে: (১) পশুটি হালাল প্রাণীর অন্তর্ভূক্ত হতে হবে। (২) পশুটি হাতের নাগালের মধ্যে হতে হবে। (৩) প্রাণীটি স্থলচর হতে হবে। যবেহ করার জন্য চারটি শর্ত রয়েছেঃ (ক) যবেহকারী বিবেকবান হতে হবে। (খ) যবেহ করার অস্ত্রটি ধারালো হতে হবে। কিন্তু দাঁত বা নখ দ্বারা যবেহ করা জায়েয নেই। (গ) কণ্ঠনালী, শ্বাসনালী ও গলার পার্শ্ববর্তী দু'টি রগ বা যে কোন একটি কাটতে হবে। (ঘ) যবেহ করার জন্য ছুরি চালানোর সময় বলবে: বিসমিল্লাহ্। ভুলে গেলে তা রহিত হয়ে যাবে। আরবী ছাড়া অন্য ভাষাতে বললেও জায়েয হবে। বিসমিল্লাহ্ বলার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলা সুন্নাত। অর্থাৎ বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার।

✸ **শিকারঃ** অর্থাৎ প্রাণী শিকার করা। যে ধরণের প্রাণী শিকার করবে তার কয়েকটি শর্ত: (১) প্রাণীটি হালাল প্রাণীর অন্তর্ভূক্ত হতে হবে। (২) স্বভাবগতভাবে উহা বন্য হবে। (৩) উহা হাতের নাগালের বাইরে হবে। তা শিকার করার হুকুম হচ্ছে: শিকারের ইচ্ছা করে বধ করা বৈধ। কিন্তু খেলা-ধুলা করার জন্য শিকার করা মাকরূহ। শিকার তাড়া করতে গিয়ে মানুষকে কষ্ট দিলে শিকার করা হারাম। চারটি শর্তের ভিত্তিতে শিকার করা জায়েয: (১) শিকারকারী এমন ব্যক্তি হবে যার জন্য পশু যবেহ করা জায়েয। (২) শিকার করার অস্ত্র এমন হতে হবে যা দ্বারা যবেহ করলে পশু হালাল হয়। আর তা হচ্ছে ধারালো অস্ত্র যেমন তীর বা বর্শা। শিকার যদি হিংস্র প্রাণীর মাধ্যমে হয় যেমন বাজপাখি, কুকুর তবে তা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে। (৩) শিকার করার নিয়ত থাকতে হবে। অর্থাৎ- শিকারের উদ্দেশ্যে অস্ত্র নিক্ষেপ করা। কিন্তু শিকারীর বিনা নিয়তে যদি শিকার হয়ে যায়, তবে তা খাওয়া হালাল হবে না।

(৪) অস্ত্র নিক্ষেপের সময় 'বিসমিল্লাহ্' বলবে। এ সময় বিসমিল্লাহ্ বলতে ভুলে গেলে তা রহিত হবে না। বিসমিল্লাহ্ না বললে তা খাওয়া হারাম হবে।

✸ **খাদ্যঃ** পানাহারের প্রত্যেক বস্তুকে খাদ্য বলে। আসল হচ্ছে সব ধরণের খাদ্যই হালাল। তবে তিনটি শর্তের ভিত্তিতে প্রত্যেক খাদ্য হালাল হবে: (১) খাদ্যটি পবিত্র হতে হবে। (২) তাতে কোন ধরণের ক্ষতি বা নেশা থাকবে না। (৩) খাদ্যটি যেন ময়লা-আবর্জনা জাতীয় না হয়।

অপবিত্র বস্তু খাদ্য হিসেবে হারাম। যেমন রক্ত ও মৃত প্রাণী। ক্ষতিকারক বস্তু হারাম যেমন বিষ। ময়লা-আবর্জনা হারাম যেমন গোবর, পেশাব, উকুন, পোকা-মাকড় ইত্যাদি।[১] স্থলচর প্রাণীর মধ্যে যা হারাম: গৃহপালিত গাধা, (সকল হিংস্র প্রাণী) যা দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে ধরে শিকার করে। যেমন: সিংহ, বাঘ, চিতা বাঘ, নেকড়ে বাঘ, কুকুর, শুকর, বানর, বিড়াল, শিয়াল, কাঠ বিড়াল ইত্যাদি তবে ভল্লুক এর অন্তর্ভূক্ত নয়। পাখির মধ্যে যা নখর দিয়ে শিকার করে তা হারাম: যেমন উকাব নামক এক প্রকার শিকারী পাখি, বাজ পাখি, Falcon ঈগল, পেঁচা, বাশাক নামক এক প্রকার ছোট শিকারী পাখি। যে সকল পাখি মৃত প্রাণী খায় তা হারাম: যেমন শকুন, সারস পাখি, মিশরীয় শকুন পাখি বিশেষ। আরবের শহরবাসীরা যে সকল প্রাণীকে অরুচীকর মনে করে তা হারাম। যেমন: বাদুড়, ইঁদুর, মৌমাছি, মাছি, হুদহুদ, সাপ, বোলতা বা ভিমরুল, প্রজাপতি, শজারু, মোটা সজারু। পোঁকা-মাকড় হারাম: যেমন কীট-পতঙ্গ, বড় ইঁদুর, গোবরে পোঁকা, টিকটিকি ইত্যাদি। শরীয়তে যে সকল প্রাণীকে হত্যা করার নির্দেশ এসেছে তা হারাম। যেমন, বিচ্ছু। অথবা যা হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে তাও হারাম। যেমন, পিঁপড়া। খাওয়া বৈধ ও অবৈধ এরকম দু'টি প্রাণীর মিলনে যে প্রাণী জন্ম নিয়েছে তা খাওয়া হারাম। যেমন, সিমউ- উহা ভাল্লুক ও নেকড়ে বাঘের মিলনে জন্ম লাভ করে। তবে দু'টি ভিন্ন জাতের বৈধ প্রাণীর মিলনে যা জন্ম লাভ করে তা হারাম নয়। যেমন খচ্চর -উহা বন্য গাধা ও ঘোড়ার মিলনে জন্ম লাভ করে। এ ছাড়া যাবতীয় প্রাণী বৈধ। যেমন গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু ও ঘোড়া এবং বন্য প্রাণী যেমন: জিরাফ, খরগোশ, সান্ডা, হরিণ। পাখির মধ্যে যেমন: উট পাখি, মুরগী, ময়ুর, তোতা পাখি, কবুতর, চড়ুই, হাঁস, রাজ হাঁস এবং পানির পাখি সবগুলোই হালাল। সমুদ্রের পানিতে বসবাসকারী প্রাণীর মধ্যে ব্যাঙ, সাপ ও কুমির ব্যতীত সবকিছু হালাল। নাপাক পানি সেচের মাধ্যমে যদি কোন ফসল বা ফল উৎপাদন হয়, তবে উহা খাওয়া জায়েয। কিন্তু তাতে যদি নাপাকীর স্বাদ বা দুর্গন্ধ পাওয়া যায় তবে উহা হারাম হবে। কয়লা, মাটি, ধুলা-বালি ইত্যাদি খাওয়া মাকরূহ। পিঁয়াজ, রসূন ইত্যাদি রান্না ব্যতীত খাওয়া মাকরূহ। অত্যধিক ক্ষুধার কারণে যদি হারাম খাদ্য খেতে বাধ্য হয়, তবে ক্ষুধা মিটানোর জন্য সর্বনিম্ন যতটুকু খাওয়া দরকার শুধু ততটুকু খাওয়া ওয়াজিব।

---

[১] . সতর্কতাঃ গোশত খাওয়া হালাল এমন প্রাণীর গোবর ও পেশাব পবিত্র। তা গায়ে লাগলে ওযু ভঙ্গ হবে না।

✸ ব্যভিচার হচ্ছে শির্কের পর অন্যতম বড় গুনাহ। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, 'মানুষ খুনের পর ব্যভিচারের চেয়ে বড় পাপ কোনটি আমি জানি না।' ব্যভিচার বিভিন্ন ধরণের। মাহরাম নারী বা স্বামী আছে এমন নারী বা প্রতিবেশী নারী বা নিকটাত্মীয় নারী প্রভৃতির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া সর্বাধিক বড় পাপ ও সবচেয়ে বেশী জঘণ্য অপরাধ। আরো নিকৃষ্ট অশ্লীল কাজ হচ্ছে লেওয়াত বা পুরুষে পুরুষে সমকামিতায় লিপ্ত হওয়া। এজন্য অধিকাংশ বিদ্বান মত প্রকাশ করেছেন যে, লেওয়াতকারী ও যার সাথে তা করা হয় উভয়কে হত্যা করতে হবে- যদিও উভয়ে অবিবাহিত হয়।[১] শামসুদ্দীন ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন, মুসলিম শাসক যদি লেওয়াতকারীকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করতে চায় তবে তার জন্য তা জায়েয হবে। একথা আবু বকর সিদ্দীক ও একদল ছাহাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে।

✸ কাফেরদের ঈদ উৎসবে উপস্থিত হওয়া বা তাদেরকে অভিনন্দন জানানো হারাম। তাদেরকে প্রথমে সালাম দেয়া হারাম। তবে তারা আগেই সালাম দিলে জবাব দেয়া ওয়াজিব। জবাব দেয়ার সময় শুধু বলবে, 'ওয়ালাইকুম'। কাফের ও বিদআতীদের সম্মানে দন্ডায়মান হওয়া হারাম। তাদের সাথে মুসাফাহা করা মাকরূহ। কিন্তু তাদেরকে শোকবার্তা জানালে এবং অসুস্থ হলে তাদের শুশ্রূষা করলে যদি শরীয়ত সম্মত কোন কল্যাণ দেখা যায়, (যেমন তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দেয়া, বা ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা ইত্যাদি) তবে জায়েয; অন্যথায় হারাম।

---

[১]. বরং এ ক্ষেত্রে হাদীছের নির্দেশ হচ্ছে: "লূত (আঃ)এর সম্প্রদায় যে কাজ করত, তা যদি কেউ করে তবে তাকে এবং যার সাথে করা হয় উভয়কে হত্যা কর।" (আবু দাউদ, তিরমিযী। ইমাম আলবানী (রঃ) ইরওয়াউল গালীলে হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন। হাদীছ নং- ২৩৫০।)

শরীয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁকঃ

পৃথিবীতে আল্লাহর প্রচলিত নিয়ম-নীতির প্রতি কেউ গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে যে, বিপদ-মুসীবত আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি অবধারিত নীতি। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾

"আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়-ভীতি ও ক্ষুধা-অভাব দিয়ে। আরো পরীক্ষা করব সম্পদ, জান ও ফসলের ঘাটতি করে। এসকল ক্ষেত্রে যারা ধৈর্য ধারণ করে আপনি তাদের সুসংবাদ প্রদান করুন।" (সূরা বাকারাঃ ১৫৫) যারা মনে করে যে নেক লোকদের কোন বিপদ নেই, তাদের ধারণা ভুল; বরং **বিপদ-মুসীবতই হচ্ছে ঈমানের পরিচয়**। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রশ্ন করা হল কোন্ মানুষ সবচেয়ে বেশী বিপদগ্রস্ত হয়? তিনি বললেন,

"الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ مِنَ النَّاسِ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلابَةٌ زِيدَ فِي بَلائِهِ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ"

"নবীগণ, তারপর নেককারগণ, তারপর তাদের নিকটবর্তীগণ। ধর্মের দৃঢ়তা অনুযায়ী মানুষকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। ধর্মীয় দিক থেকে যদি সে সুদৃঢ় হয় তবে তার বিপদাপদও বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। তার ধর্মীয় দিক যদি হালকা হয় তবে তার বিপদাপদও হালকা ধরণের হয়।" (ইবনে মাজাহ)

বিপদাপদ হচ্ছে বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালবাসার একটি অন্যতম আলামত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاهُمْ" "আল্লাহ্ যখন কোন জাতীকে ভালবাসেন তাদেরকে বিপদে আক্রান্ত করেন।" (আহমাদ, তিরমিযী) **এছাড়া বিপদাপদ হল বান্দার প্রতি আল্লাহর কল্যাণের একটি অন্যতম পরিচয়**। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"আল্লাহ্ যখন তাঁর বান্দার কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন দুনিয়াতে তড়িৎ তার শাস্তির ব্যবস্থা করেন। আর আল্লাহ্ যখন বান্দার অকল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন গুনাহ করার পরও তাকে শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর সেই শাস্তি ক্বিয়ামত দিবসে পূর্ণরূপে দান করবেন।" (তিরমিযী) **বিপদ-মুসীবত সামান্য হলেও তা গুনাহ মাফ হওয়ার অন্যতম মাধ্যম**। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلا كَفَّرَ اللهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا" "কোন মুসলমান যদি কাঁটা দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয় বা তার চেয়ে কোন বড় বিপদে পড়ে, তবে এমনভাবে আল্লাহ্ তা দ্বারা তার পাপকে মোচন করেন যেমন গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়ে।" (বুখারী ও মুসলিম) এজন্য বিপদগ্রস্ত মুসলিম ব্যক্তি যদি নেককার হয়, তবে তার বিপদ পূর্বকৃত পাপের কাফ্ফারা স্বরূপ হয়ে যায়। অথবা তা দ্বারা তার মর্যাদা উন্নীত করা হয়। কিন্তু সে যদি গুনাহগার হয় তবে বিপদাপদ তার পাপের কাফ্ফারা স্বরূপ হয় এবং পাপের ভয়াবহতার কথা তাকে স্মরণ করানোর জন্য হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾

"জলে ও স্থলে যে সকল বিপদ-বিপর্যয় প্রকাশিত হয় তা মানুষের কর্মদোষের কারণেই হয়। যাতে করে তার মাধ্যমে তাদের কর্মের কিছুটার শাস্তি প্রদান করা হয়। যাতে করে তারা সৎ পথে ফিরে আসে।" (সূরা রূমঃ ৪১)

বিপদ-মুসীবতের প্রকারভেদঃ কল্যাণের বিপদ। যেমন ধন-সম্পদের প্রবৃদ্ধি। **অকল্যাণের বিপদ।** যেমন: ভয়-ভীতি, ক্ষুদা-দারিদ্রতা, জান-মালের ক্ষতি ইত্যাদি। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, ﴿ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾ "আমি তাদেরকে কল্যাণ ও অকল্যাণের ফিতনায় ফেলে পরীক্ষা করে থাকি।" (সূরা আম্বিয়াঃ ৩৫) আরো মারাত্মক বিপদ হচ্ছে অসুস্থতা ও মৃত্যু। যার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, হিংসা-বিদ্বেষ করে বদনযর ও যাদুতে আক্রান্ত করা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين" "আল্লাহর নির্ধারণ ও ফায়সালার পর আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মানুষ মারা যায় বদনযরের কারণে।" (মুসনাদে তায়ালেসী ও বায্যার, হাদীছটি হাসান দ্রঃ সিলসিলা ছহীহা হা/৭৪৭)

যাদু ও বদনযর থেকে বাঁচার উপায়ঃ সতর্কতা চিকিৎসার চাইতে উত্তম। অতএব সতর্কতার প্রতি সচেতন থাকা জরুরী। যে সমস্ত বিষয় আমাদেরকে যাদু ও বদ নযর থেকে বাঁচাতে পারে তম্মধ্যে অন্যতম হচ্ছেঃ

- ✸ ঈমান ও তাওহীদ দ্বারা নিজেকে শক্তিশালী করা। সুদৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস রাখা যে, পৃথিবীর যাবতীয় কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর হাতে। সেই সাথে বেশী বেশী সৎ কাজে লিপ্ত থাকা।
- ✸ আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা ও তাঁর উপর ভরসা করা। কোন সমস্যা দেখা দিলেই যেন তা অসুখ[১] বা বদনযর ধারণা না করে। কেননা ধারণা ও খেয়ালই একটি অসুস্থতা।
- ✸ কোন লোক যদি সমাজে পরিচিত হয় যে, তার বদনযর আছে বা সে যাদুকর তবে তার থেকে দূরে থাকা উচিত। তাদের ভয়ে নয়; বরং উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার কারণে তাদের থেকে দূরে থাকবে।
- ✸ সর্বদা আল্লাহর যিকির করা এবং আশ্চর্য ও আনন্দময় কিছু দেখলে তার বরকতের জন্য দু'আ করা। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ أَوْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ مَالِهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيُبَرِّكْهُ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ "কোন মানুষ যদি নিজের মধ্যে বা নিজ সম্পদের মধ্যে বা কোন মুসলিম ভাইয়ের মধ্যে আনন্দময় কিছু দেখে তবে তার জন্য যেন বরকতের দু'আ করে। কেননা বদনযর সত্য।" (আহমাদ, হাকেম হাদীছটি ছহীহ দ্রঃ সিলসিলা ছহীহা হা/২৫৭২) বরকতের দু'আ করার নিয়ম হচ্ছে বলবে: 'বারাকাল্লাহু লাকা'। 'তাবারাকাল্লাহ্' বলবে না।
- ✸ যাদু ইত্যাদি থেকে বাঁচার শক্তিশালী একটি মাধ্যম হচ্ছে, প্রতিদিন সকালে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মদীনার (আজওয়া) নামক সাতটি খেজুর খাওয়া।

---

১. চিকিৎসকগণ উল্লেখ করেছেন যে, দুই তৃতীয়াংশ শারীরিক অসুখ মানুষের মানসিক কারণে- অসুস্থতার কথা চিন্তা করা থেকে সৃষ্টি হয়। অথচ সে রোগের কোন অস্তিত্বই নেই।

✸ আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণাপন্ন হওয়া, তাঁর উপর ভরসা করা, তাঁর প্রতি সুধারণা পোষণ করা এবং যাদু ও বদনযর থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যার যিকির সমূহ যথারীতি পাঠ করা। আল্লাহর হুকুমে এই যিকিরগুলোর বিশেষ প্রভাব আছে। আর তার কারণ দু'টি: ১) এগুলোর মধ্যে যা বলা হয়েছে তা সত্য ও সঠিক একথার প্রতি ঈমান এবং আল্লাহর হুকুমে এগুলো উপকারী। ২) উহা নিজের মুখে উচ্চারণ করে নিজের কানে শোনে এবং অন্তর উপস্থিত রেখে পাঠ করে। কেননা উহা দু'আ। আর উদাস অন্তরের দু'আ কবূল করা হয় না। যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে ছহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

যিকির-আযকার পাঠ করার সময়ঃ সকালের যিকির সমূহ ফজরের নামাযের পর পাঠ করবে। কিন্তু সন্ধ্যার যিকির সমূহ আছরের পর পাঠ করতে হবে। কেউ যদি উক্ত যিকির সমূহ যথাসময়ে পাঠ করতে ভুলে যায় বা অলসতা করে, তবে যখনই স্মরণ হবে পাঠ করে নিবে।

বদনযর প্রভৃতিতে আক্রান্ত হওয়ার আলামতঃ শরীয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁক ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে কোন দ্বন্দ্ব নেই। শারীরিক ও মানসিক সবধরণের রোগের চিকিৎসা রয়েছে পবিত্র কুরআনে। বদনযরে আক্রান্ত হওয়ার পর মানুষ হয়তো বাহ্যিকভাবে শারীরিক রোগ থেকে মুক্ত থাকবে, কিন্তু তারপরও সাধারণত: বিভিন্ন ধরণের উপসর্গ দেখা যেতে পারে। যেমন বিভিন্ন সময় মাথা ব্যথা অনুভব করবে। মুখমন্ডলের রং পরিবর্তন হয়ে হলুদ হয়ে যাবে। বেশী বেশী ঘাম নির্গত হবে। বেশী বেশী পেশাব করবে। খানা-পিনার আগ্রহ কমে যাবে। শরীরের বিভিন্ন পার্শ্বে ঠান্ডা বা গরম বা কখনো গরম কখনো ঠান্ডা অনুভব করবে। হার্টের উঠা-নামা বা বুক ধড়ফড় করবে। পিঠের নিম্নাংশে বা দু'স্কন্ধে বিভিন্ন সময় ব্যথা অনুভব করবে। অন্তরে দুঃশ্চিন্তা ও সংকীর্ণতা অনুভব হবে। রাতে অনিদ্রা হবে। অস্বাভাবিক ক্রোধ বা ভয়ের কঠিন প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে। বেশী বেশী ঢেকুর বা উদগিরণ হবে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলবে। একাকীত্বকে পছন্দ করবে। অলস ও শ্রমবিমুখ হবে। নিদ্রার প্রতি আগ্রহী হবে। স্বাস্থ্যগত অন্যান্য সমস্যা দেখা দিবে যার ডাক্তারী কোন কারণ নেই। রোগের দুর্বলতা ও কাঠিন্যতা অনুযায়ী এই আলামতগুলো বা কিছুটা দেখা যেতে পারে।

আবশ্যক হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তি শক্তিশালী ঈমান ও সুদৃঢ় হৃদয়ের অধিকারী হবে। কোন ওয়াস্ওয়াসা যেন তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ না পায়। কোন উপসর্গ অনুভব করলেই আমি রোগে আক্রান্ত এরূপ ধারণা যেন মনের মধ্যে স্থান না পায়। কেননা 'ধারণা' রোগের চিকিৎসা করা খুবই কঠিন। অবশ্য কারো কারো মধ্যে উক্ত উপসর্গগুলো থেকে কিছু কিছু দেখা যেতে পারে অথচ তারা সুস্থ। আবার কখনো কিছু উপসর্গ দেখা যায় শারীরিক অসুস্থতার কারণে, কখনো ঈমানের দুর্বলতার কারণে। যেমন অন্তরে সংকীর্ণতা অনুভব, দুশ্চিন্তা, অলসতা ইত্যাদি। তখন আল্লাহর সাথে সম্পর্কের বিষয়কে উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত।

রোগ যদি বদনযরের কারণে হয়, তবে আল্লাহর হুকুমে নিম্ন লিখিত যে কোন একটি মাধ্যমে চিকিৎসা নেয়া যেতে পারেঃ

১) যার বদনযর লেগেছে তাকে যদি জানা যায়: তবে তাকে গোসল করিয়ে (গোসলকৃত) পানি নিবে এবং তার ছোঁয়া কোন জিনিস সংগ্রহ করবে। অতঃপর সেই পানি দ্বারা বদনযরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে গোসল করাবে এবং তাকে পান করতে দিবে।

২) যার বদনযর লেগেছে তাকে জানা না গেলে: শরীয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁক, দু'আ ও শিঙ্গা লাগানোর মাধ্যমে আরোগ্য লাভের চেষ্টা করতে হবে।

কিন্তু যাদুতে আক্রান্ত হলে আল্লাহর হুকুমে নিম্ন লিখিত যে কোন একটির মাধ্যমে চিকিৎসা হতে পারেঃ

১) কোথায় যাদু করা হয়েছে তা জানা গেলে: সেই যাদুকৃত বস্তু বের করে নিয়ে আসতে হবে। অতঃপর সেখানে গিরা ইত্যাদি থাকলে মুআব্‌বেযাতাইন (সূরা নাস ও ফালাক) পড়ে তা খুলতে হবে। তারপর ঐ বস্তুকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিবে।

২) শরীয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁকঃ কুরআনের আয়াত বিশেষ করে মুআব্‌বেযাতাইন (সূরা নাস ও ফালাক), সূরা বাকারা, দু'আ ইত্যাদি দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করবে। (অচিরেই ঝাড়-ফুঁকের কিছু দু'আ উল্লেখ করা হবে)

৩) নুশরা দ্বারা যাদু প্রতিহত করা। উহা দু'ভাগে বিভক্ত: **(ক)** হারাম: উহা হচ্ছে যাদু দ্বারা যাদুকে প্রতিহত করা এবং যাদু থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যাদুকরের কাছে যাওয়া। **(খ)** জায়েয: এর পদ্ধতি হচ্ছে সাতটি বরই পাতা নিয়ে তা পিশে ফেলবে তারপর তাতে তিনবার করে সূরা কাফেরূন, ইখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ করে ফুঁ দিবে। তারপর উহা পানিতে মিশিয়ে তা পান করবে এবং তা দ্বারা গোসল করবে। (আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত বারবার এই পদ্ধতি ব্যবহার করবে। আল্লাহ্ চাহে তো উপকার হবে।) (মুসান্নাফ আবদুর্ রাজ্জাক)

৪) যাদু বের করাঃ যদি পেটের মধ্যে যাদুর ক্রিয়া অনুভব হয় তবে ঔষধ ইত্যাদি দিয়ে তা পায়খানার মাধ্যমে বের করে দেয়ার চেষ্টা করবে। যদি অন্য কোন স্থানে থাকে তবে শিঙ্গা লাগানোর মাধ্যমে তা বের করার চেষ্টা করবে।

ঝাড়-ফুঁকঃ এর জন্য কিছু শর্ত আছেঃ **(১)** ঝাড়-ফুঁক হতে হবে কুরআনের আয়াত এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত দু'আর মাধ্যমে। **(২)** উহা আরবী ভাষায় হতে হবে। তবে দু'আ আরবী ছাড়া অন্য ভাষাতেও হতে পারে। **(৩)** এই বিশ্বাস রাখবে যে, ঝাড়-ফুঁকের মধ্যে কোন প্রভাব নেই। আরোগ্য শুধুমাত্র আল্লাহই দিতে পারেন।

ঝাড়-ফুঁকের প্রভাব বেশী পেতে চাইলে কুরআন পাঠ করবে আরোগ্যের নিয়তে ও জিন-ইনসানের হেদায়াতের নিয়তে। কেননা কুরআন হেদায়াতের জন্য এবং আরোগ্যের জন্য নাযিল হয়েছে। তবে জিনকে হত্যা করার নিয়তে কুরআন পড়বে না। অবশ্য জিনকে বের করা অসম্ভব হয়ে পড়লে পূর্বের নিয়মে ঝাড়-ফুঁক করে যদি সে নিহতও হয় তাতে কোন অসুবিধা নেই।

যিনি ঝাড়-ফুঁক করবেন তার জন্য কতিপয় শর্তঃ (১) তিনি মুসলমান হবেন। নেককার ও পরহেজগার হবেন। যত বেশী আল্লাহভীরু হবেন ততই তার ঝাড়-ফুঁকে কাজ বেশী হবে।

(২) ঝাড়-ফুঁকের সময় একনিষ্ঠ হৃদয় নিয়ে আল্লাহর দিকে নিজেকে ধাবিত করবেন। যাতে করে মুখ যা বলবে অন্তর যেন তা অনুধাবন করে। উত্তম হচ্ছে মানুষ নিজে নিজেকে ঝাড়-ফুঁক করবে। কেননা সাধারনতঃ অন্যের অন্তর ব্যস্ত থাকে। তাছাড়া নিজের বিপদ ও প্রয়োজন সে নিজে যেমন অনুভব করে অন্যে তা অনুভব করতে পরবে না। বিপদগ্রস্তরা আল্লাহর দারস্থ হলে তাদের ডাকে সাড়া দেয়ার অঙ্গিকার তিনি তাদেরকে দিয়েছেন।

যাকে ঝাড়-ফুঁক করা হবে তার জন্য কতিপয় শর্তঃ

১) সে মু'মিন ও নেককার হওয়া মুস্তাহাব। ঈমান অনুযায়ী প্রভাব হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ "আমি কুরআনে যা নাযিল করেছি তাতে মু'মিনদের জন্য রয়েছে আরোগ্য ও রহমত। আর জালেমদের ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছু বৃদ্ধি করবে না।" (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৮২) (২) সত্যিকারভাবে আল্লাহর স্মরণাপন্ন হবে যে, তিনি তাকে আরোগ্য দান করবেন। (৩) আরোগ্য পেতে দেরী হচ্ছে কেন এরূপ অভিযোগ করবে না। কেননা ঝাড়-ফুঁক এক ধরণের দু'আ। দু'আ কবূল হওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করলে হয়তো তা কবূলই হবে না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي" "তোমাদের একজনের দু'আ কবূল করা হবে, যতক্ষণ সে তাড়াহুড়া না করবে আর একথা না বলবে যে, এত দু'আ করলাম কিন্তু কবূল হল না।" (বুখারী ও মুসলিম)

ঝাড়-ফুঁকের কয়েকটি নিয়ম আছেঃ (১) ঝাড়-ফুঁকের সাথে হালকা থুথু বের করবে। (২) থুথুসহ ফুঁক দেয়া ছাড়াই ঝাড়-ফুঁকের দু'আ পড়া। (৩) আঙ্গুলে সামান্য থুথু নিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে তা দ্বারা ব্যাথার স্থানে মাসেহ করা। (৪) ঝাড়-ফুঁকের দু'আ পড়ে ব্যথার স্থানে হাত ফেরানো।

ঝাড়-ফুঁকের জন্য আয়াত ও হাদীছঃ সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা বাকারার শেষের দু'আয়াত, সূরা কাফেরূন, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস।

﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾[1]

[1] উচ্চারণঃ আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা-হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুমু, লা-তা'খুযুহু সিনাতুঁ ওয়ালা নাওম, লাহু মা ফিস্ সামাওয়াতি, ওয়া মা ফিল আরযি, মান্ যাল্লাযী ইয়াশফাউ ঈনদাহু ইল্লা বিইযনিহী, ইয়া'লামু মা বায়না আয়দীহিম ওয়া মা খালফাহুম ওয়ালা ইউহীতূনা বিশাইয়্যিম্ মিন ইলমিহি ইল্লা বিমা শা-আ ওয়াসিআ কুরসিয়্যুহুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরযা ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওয়া হুওয়াল আলিয়্যুল আযীম।

﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ٢٨٥ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ﴾ [1]

﴿ فَسَيَكۡفِيكَهُمُ ٱللَّهُۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ﴾ [2] ﴿ وَإِذَا مَرِضۡتُ فَهُوَ يَشۡفِينِ ﴾ [3]

﴿ يَٰقَوۡمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِۦ يَغۡفِرۡ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمۡ وَيُجِرۡكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ ﴾ [4]

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٞ وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارٗا ﴾ [5]

﴿ فَٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَ هَلۡ تَرَىٰ مِن فُطُورٖ ﴾ [6][7] ﴿ أَمۡ يَحۡسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ ﴾ [8]

﴿ قُلۡ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدٗى وَشِفَآءٞۖ ﴾ [9] ﴿ وَيَشۡفِ صُدُورَ قَوۡمٖ مُّؤۡمِنِينَ ﴾ [10]

﴿ لَوۡ أَنزَلۡنَا هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ عَلَىٰ جَبَلٖ لَّرَأَيۡتَهُۥ خَٰشِعٗا مُّتَصَدِّعٗا مِّنۡ خَشۡيَةِ ٱللَّهِ ﴾ [11]

﴿ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزۡلِقُونَكَ بِأَبۡصَٰرِهِمۡ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكۡرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُۥ لَمَجۡنُونٞ ﴾

﴿ وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنۡ أَلۡقِ عَصَاكَۖ فَإِذَا هِيَ تَلۡقَفُ مَا يَأۡفِكُونَ ١١٧ فَوَقَعَ ٱلۡحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١١٨ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَٰغِرِينَ ﴾ [12]

---

[1] উচ্চারণঃ আমানার্ রসূলা বিমা উনযিলা ইলাইহি মির্ রাব্বিহী ওয়াল্ মু'মেনূনা কুল্লুন্ আমানা বিল্লাহি ওয়া মালা-ইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি লা-নুফার্‌রিকু বায়না আহাদিম্ মিন রুসুলিহি, ওয়া ক্বালূ সামে'না ওয়া আত্বা'না গুফ্‌রানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসীর। লা-ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফ্‌সান্ ইল্লা উস্‌আহা লাহা মা কাসাবত্ ওয়া আলাইহা মাক্‌তাসাবাত্, রাব্বানা লা তুআখেযনা ইন্ নাসীনা আউ আখ্‌তা'না রাব্বানা ওয়ালা তাহমেল্ আলাইনা ইসরান্ কামা হামালতাহু আলাল্লাযীনা মিন্ কাবলিনা রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা লা ত্বাকাতালানা বিহ্, ওয়া'ফু আন্না ওয়াগ্‌ফির লানা, ওয়ার্ হামনা আন্‌তা মাওলানা, ফানসুরনা আলাল্ কাউমিল কাফেরীন।

[2] উচ্চারণঃ ফাসাইয়াক্‌ফীহুমুল্লাহু ওয়া হুওয়াস্ সামীউল আলীম। (সূরা বাকারাঃ ১৩৭)

[3] উচ্চারণঃ ওয়া ইযা মারিযতু ফাহুওয়া ইয়াশ্‌ফীন। (সূরা শু'আরাঃ ৮০)

[4] উচ্চারণঃ ইয়া ক্বাওমানা আজীবূ দাঈয়াল্লাহি ওয়া আমিনূ বিহি ইয়াগ্‌ফির লাকুম মিন যুনূবিকুম ওয়া যুজিরকুম মিন আযাবিন আলীম। (সূরা আহকাফঃ ৩১)

[5] (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৮২) উচ্চারণঃ ওয়া নুনাযযিলু মিনাল কুরআনি মা হুওয়া শিফাউঁ ওয়া রাহ্‌মাতুল্ লিল্ মু'মেনীনা ওয়া লা- ইয়াযীদুয্ যালেমীনা ইল্লা খাসারা।

[6] উচ্চারণঃ আম্ ইয়াহ্‌সুদূনান্ নাসা আলা মা আতাহুমুল্লাহু মিন ফাযলিহি।(সূরা নেসাঃ ৫৪)

[7] উচ্চারণঃ ফার্‌জিঈল বাসারা হাল্ তারা মিন্ ফুতূর। (সূরা মুলকঃ ৩)

[8] উচ্চারণঃ ওয়া ইয়াশফি সুদূরা ক্বাওমিম্ মু'মেনীন। (সূরা তাওবাঃ ১৪)

[9] উচ্চারণঃ কুল হুওয়া লিল্লাযীনা আমানূ হুদাঁওয়া শিফা-। (সূরা ফুস্‌সিলাতঃ ৪৪)

[10] (সূরা হাশরঃ ২১) উচ্চারণঃ লাও আনযালনা হাযাল কুরআনা আলা জাবালিল্ লারাআইতাহু খাশেআ'ন্ মুতাসাদ্দেআ'ন্ মিন খাশিয়াতিল্লাহ্।

[11] উচ্চারণঃ ওয়া ইন্ ইয়াকাদুল্লাযীনা কাফার লাযুযলিকূনাকা বি আব্‌সারিহিম্ লাম্মা সামেউয্ যিকরা, ওয়া ইয়াকূলূনা ইন্নাহু লামাজ্‌নূন। (সূরা কলমঃ ৫১)

[12] উচ্চারণঃ ওয়া আওহায়না ইলা মূসা আন্ আল্‌কি আ'সাকা ফাইযা হিয়া তালকাফু মা ইয়া'ফেকূন। ফা ওয়াকাআ'ল্ হাক্কু ওয়া বাতালা মা কানূ ইয়া'মালূন। ফা গুলিবূ হুনালিকা ওয়ান্ কালাবূ সাগেরীন। (সূরা আ'রাফঃ ১১৭-১১৯)

﴿ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ ﴿٦٨﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴾ [1]

﴿ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [2]

﴿ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا ﴾ [3]

﴿ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ ﴾ [4]

﴿ لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ [5]

হাদীছঃ

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ উচ্চারণঃ আস্আলুল্লাহাল্ আযীম রাব্বাল্ আরশিল্ আ'যীম আন্ইয়াশ্ফিয়াকা। "সুবিশাল আরশের প্রভু সুমহান আল্লাহ্র কাছে আমি প্রার্থনা করছি, তিনি আপনাকে আরোগ্য দান করুন।" (আবু দাঊদ ও তিরমিযী, হাদীছটির সনদ উত্তম) এ দু'আটি সাতবার পড়বে।

أُعِيْذُكَ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ উচ্চারণঃ উঈযুকা বিকালিমাতিল্লাহিত্ তা-ম্মাতি মিন কুল্লি শায়তানিন্ ওয়া হাম্মাতিন্ ওয়া মিন্ কুল্লি আ'ইনিন্ লাম্মাহ্। "আল্লাহ্র পরিপূর্ণ বাণী সমূহের মাধ্যমে আমি তোমাদের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি সকল প্রকার শয়তান থেকে, বিষধর প্রাণীর অনিষ্ট থেকে এবং সকল প্রকার বদ নযর থেকে।" (বুখারী) তিনবার।

أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً উচ্চারণঃ আয্হিবিল্ বা'স রাব্বান্ নাস্, এশফে আন্তাশ্ শাফী লা শিফাআ ইল্লা শিফাউকা শিফাআন্ লা য়ুগাদেরু সাকামা। "হে মানুষের প্রভু, বিপদ দূরীভূত করে দাও, আরোগ্য দান কর- এমন আরোগ্য যার পর আর কোন রোগ অবশিষ্ট না থাকে, কেননা তুমিই একমাত্র আরোগ্য দানকারী, তোমার আরোগ্য ছাড়া আর কারো আরোগ্য নেই।" (বুখারী, মুসলিম) তিনবার।

اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ حَرَّهَا وَبَرْدَهَا وَوَصَبَهَا উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আয্হিব্ আন্হু হার্রাহা ওয়া বার্দাহা ওয়া ওয়াসাবাহা। "হে আল্লাহ্ তার থেকে গরম, ঠান্ডা ও ক্লান্তি দূর করে দাও।" একবার।

حَسْبِيَ اللهُ لا إله إلا هو عَلَيه تَوَكَّلْتُ وهو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ উচ্চারণঃ হাস্বিয়াল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুওয়া রাব্বুল আ'রশিল আযীম। "আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তাঁর প্রতি ভরসা করছি, তিনি মহান আরশের অধিপতি।" (সাতবার)

---

[1] উচ্চারণঃ ক্বালূ ইয়া মূসা ইম্মা আন তুলক্বিয়া ওয়া ইম্মা আন্ নাকূনা আওঅলা মান আলকা। ক্বালা বাল আলকূ ফাইযা হিবালুহুম ও ঈসিয়্যুহুম য়ুখাইয়্যালু ইলায়হি মিন সিহরিহিম আন্নাহা তাসআ'। ফা আওজাসা ফী নাফসিহি খীফাতাম্ মূসা। কুলনা লা তাখাফ্ ইন্নাকা আন্তাল্ আ'লা। ওয়া আল্কে মা ফী ইয়ামীনেকা তালক্বাফু মা সানাউ ইন্নামা সানাউ কায়দু সাহের ওয়ালা য়ুফলিহুস্ সাহেরু হায়ছু আতা। (সূরা ত্বাহাঃ ৬৫-৬৯)

[2] (সূরা তাওবাঃ ২৬) উচ্চারণঃ ছুম্মা আন্যালাল্লাহু সাকীনাতাহু আলা রাসূলিহি ওয়া আলাল্ মু'মেনীন।

[3] উচ্চারণঃ ফা আন্যালাল্লাহু সাকীনাতাহু আলা রাসূলিহি ওয়া আলাল্ মু'মেনীনা ওয়া আলযামাহুম্ কালেমাতাত্ তাক্বওয়া। (সূরা ফাতাহঃ ২৬)

[4] উচ্চারণঃ লাক্বাদ রাযিয়াল্লাহু আনিল্ মু'মেনীনা ইয্ য়ুবাউনাকা তাহ্তাশ্ শাজারাতি ফাআ'লেমা মা ফী কুলূবিহিম ফাআন্যালাল্লাহুস্ সাকীনাতা আলাইহিম ওয়া আছাবাহুম ফাতহান ক্বারীবা। (সূরা ফাতাহঃ ১৮)

[5] উচ্চারণঃ হুওয়াল্লাযী আন্যালাস্ সাকীনাতা ফী কুলূবিল্ মু'মেনীনা লিইয়াযদাদূ ঈমানাম্ মাআ' ঈমানিহিম। (সূরা ফাতাহঃ ৪)

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ উচ্চারণঃ বিস্‌মিল্লাহি আরক্বিকা মিন কুল্লি শাইইয়ন য়ুযীকা ওয়া মিন শাররি কুল্লি নাফ্‌সিন্ আও আয়নিন্ হাসেদিন্, আল্লাহু য়াশফীকা বিস্‌মিল্লাহি আরক্বিকা। "আমি আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাকে ঝাড়-ফুঁক করছি- তোমাকে কষ্টদানকারী সকল বস্তু হতে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অথবা হিংসুক ব্যক্তির নযরের অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ্ তোমাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাকে ঝাড়-ফুঁক করছি।" (বুখারী ও মুসলিম) তিনবার। শরীরের যে স্থানে ব্যথা অনুভূত হয় সেখানে হাত রেখে "বিসমিল্লাহ্" বলবেন তিনবার। তারপর এই দু'আ পড়বেন:

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ উচ্চারণঃ আউযুবি ঈয্যাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহি মিন্ শাররি মা আজেদু ওয়া উহাযির্। "আল্লাহর ইজ্জত ও ক্ষমতার উসীলায় যে অনিষ্ট আমি অনুভব করছি এবং যার ভয় করছি তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (মুসলিম) সাতবার।

কয়েকটি সতর্কতাঃ

১ বদনযরকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট কুসংস্কারকে বিশ্বাস করা জায়েয নয়। যেমন তার পেশাব পান করা। আর তার স্পর্শকৃত বস্তু পাওয়া গেলে তা দ্বারা কোন উপকার পাওয়া যাবে না এমন বিশ্বাস করাও যাবে না।

২ বদনযর লাগবে এই আশংকায় তাবীজ লটকানো বা চামড়া বা রিং বা তাবীজের মালা পরিধান করা জায়েয নেই। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ "যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকাবে, তাকে সেই বস্তুর প্রতি সোপর্দ করা হবে।" (তিরমিযী) তাবীজ যদি কুরআনের আয়াত লিখে হয় তবে তাতে মতবিরোধ আছে, তবে উত্তম হচ্ছে তা পরিত্যাগ করা।

৩ গাড়ীর মধ্যে 'মাশাআল্লাহ্ তাবারাকাল্লাহ্' লিখে, তলোয়ার, চাকু, চোখ আঁকিয়ে লটকিয়ে দেয়া, কুরআন রাখা, অথবা বাড়ীতে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত লিখে লটকিয়ে রাখা জায়েয নয়। কেননা এগুলো দ্বারা বদনযর থেকে বাঁচা যাবে না। বরং এগুলো নিষিদ্ধ তাবীজের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেতে পারে।

৪ রুগী দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে তার দু'আ কবূল হবে। আরোগ্য হতে দেরী হচ্ছে কেন একথা বলবে না। যদি বলা হয় যে আরোগ্যের জন্য সারা জীবন ঔষধ খেতে হবে তবে ভীত হয় না। কিন্তু যদি দীর্ঘ সময় ঝাড়-ফুঁক করা হয় তবে অস্থির হয়ে যায়। অথচ ঝাড়-ফুঁকের জন্য যে আয়াত পাঠ করা হয় তার প্রত্যেকটা অক্ষরে নেকী পাওয়া যাবে। আর একটি নেকীকে দশগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। রুগীর উপর আবশ্যক হচ্ছে বেশী বেশী দু'আ, ইস্তেগফার করা এবং বেশী বেশী দান-সাদকা করা। কেননা এগুলোর মাধ্যমে আরোগ্য আশা করা যায়।

৫ দলবদ্ধ হয়ে ঝাড়-ফুঁকের দু'আ পাঠ করা সুন্নাতের খেলাফ। এর প্রভাবও দুর্বল। অনুরূপভাবে শুধুমাত্র টেপরেকর্ডারের মাধ্যমে শোনাও ঠিক না। কেননা এতে নিয়ত উপস্থিত থাকে না। অথচ ঝাড়-ফুঁককারীর নিয়ত থাকা অন্যতম শর্ত। যদিও টেপরেকর্ডারের কেরাত শোনাতে কল্যাণ আছে। আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত ঝাড়-ফুঁকের দু'আ বারবার পাঠ করা সুন্নাত। কিন্তু ক্লান্ত হয়ে গেলে ঝাড়-ফুঁক

কমিয়ে দিবে যাতে করে বিতৃষ্ণাভাব সৃষ্টি না হয়। বিনা দলীলে আয়াত ও দু'আ পাঠ করার ক্ষেত্রে সংখ্যা নির্দিষ্ট করা ঠিক নয়।

৬ কিছু কিছু আলামত আছে যা দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, ঝাড়-ফুঁককারী যাদু বা শির্কী ঝাড়-ফুঁক ব্যবহার করছে; কুরআন দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করছে না। বাহ্যিকভাবে ধর্মীয় কিছু পরিচয় থাকলেও ধোকায় পড়া যাবে না। শুরুতে কুরআন থেকে হয়তো কিছু পাঠ করবে কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই অন্যকিছু পড়া শুরু করবে। আবার অনেকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ঘনঘন মসজিদে যাবে। আপনার সামনে ঠোঁট নাড়িয়ে যিকির পাঠ করবে। সাবধান এদের আক্বীদা ও মূল পরিচয় না জেনে যেন ধোকায় না পড়েন।

যাদুকর ও ভেল্কীবাজদেরকে চেনার উপায়ঃ ✸ সে রোগী এবং তার বাবা-মার নাম জিজ্ঞেস করবে। অথচ নাম জানা না জানার সাথে চিকৎসার কোন সম্পর্ক নেই। ✸ রুগীর ব্যবহৃত কোন বস্তু যেমন টুপি বা কাপড় বা চুল ইত্যাদি তলব করবে। ✸ জিনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট বৈশিষ্টের কোন প্রাণী যবেহ করার কথা বলবে। কখনো যবেহকৃত প্রাণীর রক্ত নিয়ে রুগীর গায়ে মাখাবে। ✸ ঝাড়-ফুঁক করার সময় দুর্বোধ্য শব্দে গুনগুন করে মন্ত্র পাঠ করবে বা লিখে দিবে। ✸ তাবিজ-কবচ যেমন: নম্বরের মাধ্যমে বা বিচ্ছিন্ন অক্ষরের মাধ্যমে ছক আঁকিয়ে রুগীকে প্রদান করবে। ✸ রুগীকে নির্দিষ্ট কিছু দিন অন্ধকার ঘরের মধ্যে নির্জনে একাকী থাকার জন্য নির্দেশ দিবে। ✸ নির্দিষ্ট কিছু দিনের জন্য রুগীকে পানি স্পর্শ করতে নিষেধ করবে। ✸ রুগীকে এমন কিছু প্রদান করবে যা মাটিতে বা কবরস্থানে বা নিজ গৃহে পুঁতে রাখতে বলবে বা কাগজে কিছু লিখে দিবে যা পুড়িয়ে ধোঁয়া নেয়ার জন্য বলবে। ✸ রুগীকে তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে (অতীত, ভবিষ্যত) সম্পর্কে কিছু খবর প্রদান করবে যা একমাত্র সে ছাড়া অন্য কেউ জানে না। অথবা রুগীর কথা বলার পূর্বেই তার নাম, ঠিকানা ও কি অসুখ হয়েছে ইত্যাদি বলে দিবে। ✸ রুগী তার কাছে যাওয়া মাত্র ব্যবস্থাপত্র দিয়ে দিবে বা টেলিফোন বা ডাকের মাধ্যমে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিবে।

৭ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদা হচ্ছে জিন মানুষের উপর আছর করতে পারে। দলীল হচ্ছে আল্লাহর বাণীঃ

﴿ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ﴾ "যারা সুদ খায় তারা কিয়ামত দিবসে ঐ ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ করে মোহাবিষ্ট করে থাকে।" (সূরা বাকারাঃ ২৭৫) তাফসীরবিদগণ ঐকমত্য হয়েছেন যে, আয়াতে المس বা স্পর্শ বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে শয়তানী-পাগলামী যা জিনের স্পর্শ ও আছরের কারণে মানুষের মধ্যে দেখা যায়; ফলে মানুষ দিশেহারা হয়ে যায়।

যাদুঃ যাদু আছে তার প্রভাবও আছে। কেননা আল্লাহ্ বলেন:

﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ﴾ "তাদের যাদুর প্রভাবে হঠাৎ খেয়াল হল, যেন তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে।" (সূরা ত্বাহাঃ ৬৬) কুরআন সুন্নাহ্র

দলীল অনুযায়ী যাদুর প্রভাব প্রমাণিত। যাদু করা হারাম এবং ভয়ানক কাবীরা গুনাহ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

« اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا:يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ:الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ... » "তোমরা সাতটি ধ্বংসত্মাক পাপ থেকে বেঁচে থাক। তাঁরা বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল পাপগুলো কি কি? তিনি বললেনঃ আল্লাহর সাথে শির্ক করা, যাদু করা...।" (বুখারী ও মুসলিম) আল্লাহ্ বলেন, ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ "আমরা শুধু পরীক্ষার জন্য, সুতরাং (যাদু শিখে) তুমি কুফরী করো না।" (সূরা বাকারাঃ ১০২) যাদু দু'ভাগে বিভক্তঃ (১) গিরা ও মন্ত্র। এর মাধ্যমে যাদুকর জিন-শয়তানকে ব্যবহার করে, যাতে করে যাদুকৃত ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করা যায়।

(২) ঔষধ জাতীয় বস্তু ব্যবহার করে যাদুকৃত ব্যক্তির ব্রেন, ইচ্ছা ও মনের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করা। একে বিরত রাখা ও ধাবিত করার যাদু বলে। অর্থাৎ- যাদুকৃত ব্যক্তি যা চায় তা থেকে বিরত রাখবে, অথবা যে বিষয়ে তার মন চায় না তাতে আগ্রহ সৃষ্টি করে দিবে। এ ধরণের যাদুতে যাদুকৃত ব্যক্তির ধারণা পাল্টে যাবে, মনে খেয়াল সৃষ্টি হবে যে বস্তুটি বিপরীত আকার ধারণ করেছে, অথবা তা নড়াচড়া করছে বা চলছে ইত্যাদি। প্রথম প্রকার যাদু সুস্পষ্ট শির্ক। কেননা তাতে শয়তানদের ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহর সাথে কুফরী না করলে শয়তানরা যাদুকরকে কখনই সাহায্য করবে না। আর দ্বিতীয় প্রকার যাদু ধ্বংসকারী ও কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত। যাদুর যাবতীয় প্রভাব আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন বলেই হয়ে থাকে।

দু'আঃ

সৃষ্টিকুলের প্রত্যেকেই অভাবী এবং আল্লাহর কাছে যা আছে তার মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ তা'আলা অভাব মুক্ত - তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।

আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর আবশ্যক করে দিয়েছেন তারা তাঁর কাছে দু'আ করবে। তিনি এরশাদ করেন,

﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

"তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদত করতে অহংকার প্রদর্শন করে; অচিরেই তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।" (সূরা গাফেরঃ ৬০) এ আয়াতে "ইবাদত করতে" অর্থ হচ্ছে দু'আ করতে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ "যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে চায় না তিনি তার প্রতি রাগম্বিত হন।" (তিরমিযী) তাছাড়া বান্দা আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে তিনি তার প্রতি খুশি হন। যারা বারবার তাঁর কাছে ধর্ণা দেয় তিনি তাদের ভালবাসেন এবং তাদেরকে নিকটবর্তী করে নেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাহাবীগণ এ বিষয়টি অনুধাবন করেছিলেন তাই তুচ্ছ বিষয় হলেও তা আল্লাহর কাছে চাইতেন। সৃষ্টিকুলের কারো কাছে সাহাবীগণ প্রার্থনার হস্তকে প্রসারিত করতেন না। এটা এ কারণেই সম্ভব হয়েছিল যে, তাঁরা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়েছিলেন তাঁর নৈকট্য লাভ করেছিলেন এবং তিনিও তাঁদেরকে নৈকট্য দান করেছিলেন। কেননা তাঁদের দৃষ্টি ছিল আল্লাহর এই বাণীর প্রতি, ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ "আমার বান্দা যদি আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে; আমি তো নিকটেই আছি।" (সূরা বাকারাঃ ১৮৬) আল্লাহর নিকট দু'আর বিশেষ একটি স্থান আছে; বরং দু'আ আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত বিষয়। দু'আর মাধ্যমে কখনো ফায়সালাকেও রদ করা হয়। দু'আ কবুল হওয়ার কারণ পাওয়া গেলে এবং কবুল না হওয়ার বাধা দূরীভূত হলে মুসলিম ব্যক্তির দু'আ গ্রহণ করা হয়। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উল্লেখ করেছেন যে, দু'আকারী তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি অবশ্যই পাবে। তিনি এরশাদ করেন:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ تُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ قَالَ: اللهُ أَكْثَرُ

"যে কোন মুসলিম আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করবে- যে দু'আয় কোন গুনাহ্ থাকবে না, কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে না। তাহলে আল্লাহ্ তাকে নিম্ন লিখিত তিনটির যে কোন একটি দান করবেন:

১) তার দু'আ দুনিয়াতেই কবুল করা হবে। ২) আখেরাতে তার জন্য উহা সঞ্চয় করে রাখা হবে। ৩)তার দু'আর অনুরূপ একটি বিপদ থেকে তাকে মুক্ত করা হবে।" তারা (ছাহাবীগণ) বললেন, তাহলে আমরা বেশী বেশী দু'আ করব। তিনি বললেন, "আল্লাহ্ আরো বেশী দানকারী।" (আহমাদ)

দু'আর প্রকারভেদঃ দু'আ দু'প্রকারঃ **(১)** ইবাদতের দু'আ যেমন: নামায, রোযা ইত্যাদি। **(২)** নির্দিষ্টভাবে কোন বস্তু চাওয়ার জন্য দু'আ।

কোন্ আমল উত্তমঃ কুরআন তেলাওয়াত উত্তম নাকি যিকির করা নাকি দু'আ ও প্রার্থনা? জবাব হচ্ছে: সর্বোত্তম আমল হচ্ছে পবিত্র কুরআন পাঠ তারপর উত্তম হচ্ছে যিকির ও আল্লাহর প্রশংসা মূলক কথা তারপর হচ্ছে দু'আ ও প্রার্থনা। এটা হচ্ছে সাধারণ কথা। কিন্তু স্থান ও সময় ভেদে কখনো নিম্ন মর্যাদার কাজ উচ্চ মর্যাদার কাজের চেয়ে বেশী উত্তম হতে পারে। যেমন আরাফাত দিবসে

(আরাফাতের মাঠে) কুরআন পাঠের চেয়ে দু'আ করাই উত্তম। ফরয নামাযান্তে কুরআন তেলাওয়াতের চাইতে হাদীছে প্রমাণিত যিকির-আযকার পাঠ করাই উত্তম ও সুন্নাত।

দু'আ কবূল হওয়ার কারণঃ দু'আ কবূল হওয়ার জন্য প্রকাশ্য কিছু কারণ আছে, কিছু অপ্রকাশ্য কারণ আছে।

১) দু'আ কবূল হওয়ার প্রকাশ্য কারণঃ (ক) দু'আর পূর্বে কিছু নেক আমল করা। যেমন: সাদকা, ওযু, নামায, কিবলামূখী হয়ে হাত উঠিয়ে দু'আ করা। প্রথমে আল্লাহর উপযুক্ত প্রশংসা করা। যে বিষয়ে দু'আ করবে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আল্লাহর নাম ও গুণাবলী চয়ন করে তার উসীলা করবে। যদি জান্নাত প্রার্থনা করতে চায় তবে তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা ভিক্ষার মাধ্যমে দু'আ করবে। যদি জালেম বা অত্যাচারীর উপর বদ দু'আ করতে চায় তবে আল্লাহর গুণবাচক নাম রাহমান, রাহীম, কারীম ইত্যাদি শব্দ উল্লেখ করবে না; বরং আল জাব্বার (মহা ক্ষমতাবান) আল কাহ্হার (মহা প্রতাপশালী) ইত্যাদি শব্দ উল্লেখ করবে। (খ) দু'আ কবূল হওয়ার আরো উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে: দু'আর প্রথমে, মধ্যে ও শেষে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি দরূদ পাঠ করা। (গ) নিজের পাপের স্বীকারোক্তি দেয়া। (ঘ) আল্লাহ যে সমস্ত নে'য়ামত দান করেছেন তার শুকরিয়া আদায় করা। (গ) যে সমস্ত সময়ে দু'আ কবূল হবে বলে প্রমাণিত হয়েছে তা নির্বাচন করে কাজে লাগানো। যেমন: ✸ রাতে ও দিনের মধ্যে: রাতের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে যখন আল্লাহ্ দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন। আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে, ওযুর পর, সিজদায় গিয়ে, নামাযে সালাম ফেরানোর পূর্বে, নামাযের শেষে, কুরআন খতম করার সময়, মোরগের ডাক শোনার সময়, সফরাবস্থায়, মাযলুম (অত্যাচারিতের) দু'আ। বিপদগ্রস্তের দু'আ, সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দু'আ। কোন মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতে তার জন্য দু'আ, যুদ্ধের সময় শত্রুর সম্মুখবর্তী হওয়ার সময় দু'আ। ✸ সপ্তাহের মধ্যে: জুমআর দিন, বিশেষ করে এদিনের (আছরের পর) শেষ সময়ে দু'আ কবূল হয়। ✸ মাসের মধ্যে: রামাযান মাসে ইফতারের সময়, শেষ রাতে সাহূর খাওয়ার সময়, লাইলাতুল কদরে এবং আরাফাত দিবসে। ✸ সম্মানিত স্থান সমূহে: সাধারণভাবে সকল মসজিদ, কা'বার নিকটে-বিশেষ করে মুলতাযিমের কাছে, মাকামে ইবরাহীমের নিকট, ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ে, হজ্জের সময় আরাফাত, মুযদালিফা ও মিনার মাঠে। যমযম পানি পান করার সময়।

২) দু'আ কবূল হওয়ার অপ্রকাশ্য কারণঃ দু'আর পূর্বেঃ খাঁটিভাবে তওবা করা, কারো সম্পদ আত্মসাত করে থাকলে তা ফেরত দেয়া। পানাহার, পোষাক, বাসস্থান প্রভৃতি হালাল কামাই থেকে হওয়া। বেশী বেশী নেককাজ করা, হারাম বিষয় থেকে দূরে থাকা, সন্দেহ ও খাহেশাতের বিষয় থেকে পূত-পবিত্র থাকা। **দু'আবস্থায়ঃ** অন্তর উপস্থিত রাখা, আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা, দু'আ কবূল হওয়ার দৃঢ় আশা পোষণ করা, আল্লাহর স্মরণাপন্ন হওয়া ও তাঁর কাছে কাকুতি-মিনতী করা, একই কথা বারবার উল্লেখ করা। বিষয়টিকে তাঁর কাছে সোপর্দ করা, তিনি ছাড়া কারো প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা এবং দু'আ কবূল হবে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।

দু'আ কবূল না হওয়ার কারণঃ মানুষ কখনো দু'আ করে কিন্তু তা কবূল করা হয় না বা দেরীতে কবূল করা হয়। তার অনেক কারণ আছে। যেমন:

✸ আল্লাহর কাছে দু'আ করে আবার গাইরুল্লাহর কাছেও দু'আ করে। ✸ দু'আয় খুঁটিনাটি বিষয় উল্লেখ করা: যেমন জাহান্নামের গরম থেকে, সংকীর্ণতা থেকে, অন্ধকার থেকে... আশ্রয় প্রার্থনা করা। কিন্তু শুধুমাত্র জাহান্নাম থেকে আশ্রয় কামনা করাই যথেষ্ট। ✸ মুসলিম ব্যক্তির নিজের উপর বা অন্য কারো উপর অন্যায়ভাবে বদদু'আ করা। ✸ গুনাহের কাজে ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের জন্য দু'আ করা। ✸ আল্লাহর ইচ্ছার সাথে দু'আকে সম্পর্ক করা। যেমন: 'হে আল্লাহ্ তুমি যদি চাও তবে আমাকে মাফ কর' ইত্যাদি। বরং দৃঢ়ভাবে আল্লাহর কাছে চাইবে। ✸ দু'আ কবুল হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করা। যেমন বলে, এত দু'আ করলাম কিন্তু কবুল হল না। ✸ ক্লান্ত হওয়া: অর্থাৎ ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে দু'আ করা ছেড়ে দেয়া। ✸ গাফেল ও উদাস অন্তরের দু'আ। ✸ আল্লাহর সামনে দু'আর আদব রক্ষা না করা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক লোককে নামাযের মধ্যে দু'আ করতে শুনলেন, কিন্তু সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর উপর দরূদ পড়েনি। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, عَجِلَ هَذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ "এ লোকটা খুব তাড়াহুড়া করল।" তারপর তাকে ডেকে বললেন: "কোন মানুষ যখন দু'আ করতে চায়, তখন সে যেন প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে, তারপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর দরূদ পাঠ করে এরপর যা ইচ্ছা যেন দু'আ করে।" (আবু দাউদ, তিরমিযী) ✸ কোন অসম্ভব বস্তুর জন্য দু'আ করা। যেমন চিরকাল দুনিয়াতে বেঁচে থাকার দু'আ করা। ✸ দু'আয় কৃত্রিমভাবে কবিতা আওড়ানো। আল্লাহ্ বলেন, (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) "তোমরা বিনয়াবনত হয়ে গোপনে তোমাদের পালনকর্তাকে আহবান কর। নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘণকারীদের ভালবাসেন না।" (সূরা আ'রাফঃ ৫৫) ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কবিতা মেলানোর মত করে দু'আ পড়বে না। আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর ছাহাবীগণ এথেকে বেঁচে থাকতেন।" (বুখারী) ✸ দু'আয় অতিরিক্ত চিৎকার করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا "তোমার নামাযে কণ্ঠকে উচ্চ করো না অতিশয় ক্ষীণও করো না বরং এর মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করো।" (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ১১০) আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'দু'আয় কণ্ঠস্বরকে নীচু কর।"

দু'আর ক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত ধারাবাহিকতা অবলম্বন করা উচিতঃ প্রথমতঃ আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করবে। দ্বিতীয়তঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর প্রতি দরূদ পাঠ করবে। তৃতীয়তঃ তওবা করবে ও নিজের গুনাহের কথা স্বীকার করবে। চতুর্থতঃ আল্লাহ্ যে নে'য়ামত দান করেছেন তার কৃতজ্ঞতা আদায় করবে। পঞ্চমতঃ নিজের প্রার্থনা পেশ করবে। এক্ষেত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সালাফে সালেহীন থেকে প্রমাণিত দু'আগুলো পাঠ করার চেষ্টা করবে। ষষ্ঠতঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি আবার দরূদ পড়ে দু'আ শেষ করবে।

মুখস্থের জন্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দু'আঃ

দু'আ পাঠের সময়ঃ	দু'আঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ
নিদ্রার পূর্বে ও পরে	بِاسْمِكَ اللهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا উচ্চারণঃ বিসমিকা আল্লাহুম্মা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া। অর্থঃ "হে আল্লাহ্! তোমার নামে মৃত্যু বরণ করছি, তোমার নামেই জীবিত হব। " নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে পাঠ করবেঃ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ **উচ্চারণঃ আল হামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্ নুশূর। অর্থঃ "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন। আর তার কাছেই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"**
নিদ্রাবস্থায় ভীত হলে :	أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ উচ্চারণঃ আউযু বিকালিমা-তিল্লাহিত্ তা-ম্মা-তি মিন গাযাবিহি ওয়া ঈক্বাবিহি ওয়া শাররি ঈবাদিহি ওয়া মিন হামাযাতিশ্ শায়াতীনি ওয়া আঁইয়াহ্যুরূন। অর্থঃ "আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণী সমূহ দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে। তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে। শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে ও তার উপস্থিতি থেকে।"
স্বপ্নে কিছু দেখলে ঃ	কোন ব্যক্তি স্বপ্নে পছন্দনীয় কিছু দেখলে মনে করবে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। সে জন্য আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং তা মানুষকে বলবে। কিন্তু অপছন্দনীয় কিছু দেখলে, মনে করবে এটা শয়তানের পক্ষ থেকে। তখন শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কারো সামনে তা প্রকাশ করবে না। তাহলে তার কোন ক্ষতি হবে না।
গৃহ থেকে বের হলে :	اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আউযুবিকা আন্ আযিল্লা আও উযাল্লা আও আযিল্লা আও উযাল্লা আও আয্লেমা আও উযলামা আও আজহালা আও যুজহালা আলাইয়্যা। অর্থঃ "হে আল্লাহ্ আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যে, আমি কাউকে বিভ্রান্ত করি বা কেউ আমাকে বিভ্রান্ত করুক বা কাউকে পদচ্যুত করি বা কেউ আমাকে পদচ্যুত করুক বা কারো প্রতি অত্যাচার করি বা কেউ আমার উপর অত্যাচার করুক বা মূর্খতা সুলভ কোন কাজ করি বা কেউ আমার উপর অশোভনীয় কিছু করুক।" بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্। অর্থঃ "আমি আল্লাহর নামে বের হচ্ছি। আল্লাহর উপর ভরসা করছি। আল্লাহর শক্তি ও সামর্থ ব্যতীত কোন উপায় নেই।"
মসজিদে প্রবেশ করলে ঃ	**প্রথমে ডান পা প্রবেশ করবে এবং বলবেঃ** بِسْمِ اللهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহ্ ওয়াস্ সালামু আলা রাসূলিল্লাহ্, আল্লাহুম্মাগ্ ফির লী যুনূবী, ওয়াফ্তাহ্ লী আবওয়াবা রাহমাতিকা।অর্থঃ আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি, সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ! আমার পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দাও।
মসজিদ থেকে বের হলে	**প্রথমে বাম পা বের করবে এবং পাঠ করবেঃ** بِسْمِ اللهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহ্ ওয়াস্ সালামু আলা রাসূলিল্লাহ্, আল্লাহুম্মাগ্ ফির লী যুনূবী, ওয়াফ্তাহ্ লী আবওয়াবা ফাযলিকা। অর্থঃ "আল্লাহর নামে বের হচ্ছি, সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ! আমার পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আপনার অনুগ্রহের দরজা আমার জন্য উন্মুক্ত করে দাও।"
নতুন বরকে লক্ষ্য করে দু'আ :	بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বারাকা আলাইকা ওয়া জামাআ' বাইনাকুমা ফী খাইর্। "আল্লাহ্ আপনাকে বরকত দান করুন এবং আপনাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে বরকত, ঐকমত্য ও মিল-মহব্বতের সাথে জীবন যাপনের সামর্থ প্রদান করুন।"

কেউ যদি আপনাকে বলে যে সে আল্লাহর ওয়াস্তে আপনাকে ভালবাসে ঃ	আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট উপস্থিত ছিল। এমন সময় তাঁদের নিকট দিয়ে একজন লোক হেঁটে গেল। তখন সে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই লোকটিকে ভালবাসি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, 'তুমি তাকে একথা জানিয়েছো?' সে বলল: না। তিনি বললেন, 'তাকে জানিয়ে দাও।' লোকটি তার পিছে পিছে গিয়ে তাকে বলল: আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আপনাকে ভালবাসি। জবাবে সে বলল: যার জন্য আপনি আমাকে ভালবাসেন, তিনিও যেন আপনাকে ভালবাসেন।
মুসলিম ভাই হাঁচি দিলে :	**কোন মানুষ হাঁচি দিলে বলবে:** **الحمد لله** আল হামদুলিল্লাহ্ তার সাথী বা মুসলিম ভাই উহা শুনে বলবে: **يَرْحَمُكَ اللهُ** ইয়ারহামুকাল্লাহ্ 'আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন।' তখন হাঁচিদাতা বলবে: **يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ** ইয়াহ্দীকুমুল্লাহ্ ওয়া য়ুসলিহ্ বালাকুম। "আল্লাহ্ আপনাকে হেদায়ত করুন ও আপনার অবস্থা সংশোধন করে দিন।" কিন্তু কোন কাফের হাঁচি দিয়ে **الحمد لله** জবাবে বলবেন: **يَهْدِيْكُمُ اللهُ** "আল্লাহ্ তোমাকে হেদায়ত করুন" তাকে **يَرْحَمُكَ اللهُ** বলা যাবে না।
দুঃশ্চিন্তা ও মুছীবতের দু'আ ঃ	لا إِلَهَ إِلا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لا إِلَهَ إِلا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ **উচ্চারণঃ** লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল্ আযীমুল্ হালীম, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস্ সামাওয়াতি ওয়াল্ আরযি ওয়া রাব্বুল আরশিল্ আযীম। অর্থঃ "আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি সুমহান মহাসহিষ্ণু। আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি আকাশ ও যমীনের পালনকর্তা এবং সুমহান আরশের অধিপতি।" اللهُ اللهُ رَبِّي لا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا আল্লাহু আল্লাহু রাব্বী লা-উশরিকু বিহি শাইআ। "আল্লাহ্, আল্লাহই আমার পালনকর্তা, আমি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না।" يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু বিরাহমাতিকা আস্তাগীছ। "হে চিরঞ্জিব চিরস্থায়ী আপনার করুণার মাধ্যমে আপনার কাছে উদ্ধার কামনা করছি।" سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ সুবহানাল্লাহিল আ'যীম। "আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি সুমহান আল্লাহর।"
শত্রুর উপর বদ দু'আ	اللَّهُمَّ مُجْرِيَ السَّحَابِ وَمُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ هَازِمَ الأَحْزَابِ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ **উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা মুজরিয়াস্ সাহাব ওয়া মুনযিলাল্ কিতাব সারীয়াল্ হিসাব হাযেমাল আহযাব, আল্লাহুম্মাহ্ যিমহুম ওয়া যাল্যিলহুম। অর্থঃ "হে আল্লাহ্! তুমি মেঘমালা চালনাকারী, কিতাব নাযিলকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, শত্রু দলকে পরাজিত করো। হে আল্লাহ্ তাদেরকে পরাজিত করো এবং তাদের মাঝে কম্পন সৃষ্টি করে দাও।"**
রাতে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়া ঃ	**কোন ব্যক্তি যদি রাত্রে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়, অতঃপর এই দু'আ পাঠ করেঃ** لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ **উচ্চারণঃ** উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল্ হামদু, ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর। আল হামদু লিল্লাহি, ওয়া সুবহানাল্লাহি, ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা- হাওলা ওয়ালা- কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্।" তারপর যদি বলে, হে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করে দাও, অথবা অন্য কিছু প্রার্থনা করে, তবে তার দু'আ কবূল করা হবে। আর যদি নামায আদায় করে, তবে নামায কবূল করা হবে।"
কোন বিষয় কঠিন মনে হলে :	اللَّهُمَّ لا سهل إلا ما جعلته سهلا و أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা লা সাহলা ইল্লা মা জাআলতাহু সাহলা, ওয়া আন্তা তাজ্আলুল্ হুযনা ইযা শি'তা সাহলা। অর্থঃ "হে আল্লাহ্ আপনি যা সহজ করেন তা ছাড়া আরো কোন কিছুই সহজ নয়। আর আপনি চাইলে দুশ্চিন্তাকে সহজ করে দিতে পারেন।"

ঋণ পরিশোধের দু'আ :	اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল্ হাম্মি ওয়াল্ হুযনি ওয়াল্ আজযি ওয়াল্ কাসালি ওয়াল্ বুখলি ওয়াল্ জুবনি ওয়া যালাআদ্ দায়নি ওয়া গালাবাতির্ রিজাল। অর্থঃ "হে আল্লাহ্ আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা থেকে, অপারগতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও কাপুরুষতা থেকে, ঋণের ভার ও মানুষের অত্যাচার থেকে।"
টয়লেটের দু'আ ঃ	**টয়লেটে যাওয়ার সময় পাঠ করবেঃ** اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল্ খুবুছি ওয়াল্ খাবাএছ। অর্থঃ "হে আল্লাহ্! তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করি-যাবতীয় দুষ্ট জিন ও জিন্নী থেকে।" **বের হলে পাঠ করবেঃ** غُفْرَانَكَ গুফ্রানাকা "তোমার ক্ষমা চাই হে প্রভু!"
নামাযে ওয়াসওয়াসা হলে	খিনযিব নামক শয়তান নামাযে ওয়াস্ওয়াসা দেয়। নামাযে তা অনুভব করলে পড়বে "আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম" তারপর বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করবে।
সিজদার দু'আ ঃঃ	اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى ذَنْبِى كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ **উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী যাম্বী কুল্লাহু দিক্কাহু ওয়া জিল্লাহু ওয়া আওঅলাহু ওয়া আখিরাহু ওয়া আলানিয়্যাতাহু ওয়া সির্রাহু। **অর্থঃ** "হে আল্লাহ্ আমার ছোট-বড়, প্রথম-শেষ এবং গোপন-প্রকাশ্য সবধরণের পাপ ক্ষমা কর।" سُبْحَانَكَ رَبِّى وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى সুবহানাকা রাব্বী ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী "হে আমার পালনকর্তা আপনার প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা কর।" اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ برِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لا أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ **উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিরিযাকা মিন সাখাতিক্, ওয়াবি মুআ'ফাতিকা মিন উকূবাতিক্, ওয়া আউযুবিকা মিন্কা লা উহসী ছানাআন্ আলাইকা আন্তা কামা আছ্নায়তা আলা নাফসিকা। **অর্থঃ** "হে আল্লাহ্ নিশ্চয় আমি আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আপনার অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় কামনা করছি। আপনার নিরাপত্তার মাধ্যমে আপনার শাস্তি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আপনার মাধ্যমে আপনার ক্রোধ থেকে আশ্রয় কামনা করছি। আমি আপনার গুণগাণ করে শেষ করতে পারব না। আপনি নিজের প্রশংসা যেভাবে করেছেন আপনি সেরূপই।"
তেলাওয়াতের সেজদায় দু'আঃ	اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ **উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা লাকা সাজাদতু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া লাকা আস্লামতু সাজাদা ওয়াজ্হিয়া লিল্লাযী খালাকাহু ওয়া শাক্কা সাম্আহু ওয়া বাসারাহু, তাবারাকাল্লাহু আহসানুল খালেক্বীন। **অর্থঃ** "হে আল্লাহ! আপনার জন্য সেজদা করেছি, আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনার কাছে আত্মসমর্পন করেছি। আমার মুখমন্ডল সিজদাবনত হয়েছে সেই সত্বার উদ্দেশ্যে যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, আকৃতি দান করেছেন, তাকে শোনা ও দেখার শক্তি দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ কত সুন্দর সৃষ্টিকারী।"

নামায শুরুর (ছানা) দু'আঃ	اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ **উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা বায়েদ বাইনী ওয়া বায়না খাত্বায়ায়া কামা বা'আদ্‌তা বায়নাল্ মাশরেকে ওয়াল মাগরেবে, আল্লাহুম্মা নাক্কিনী মিনাল্ খাত্বায়া কামা য়ুনাক্কাছ্ ছাওবুল আব্‌ইয়ায়ু মিনাদ্ দানাসি, আল্লাহুম্মাগ্ সিল খাত্বায়ায়া বিল মাই ওয়াছ্ ছালজি ওয়াল্ বারদি। **অর্থঃ** "হে আল্লাহ! তুমি আমার এবং আমার পাপ সমূহের মাঝে এমন দুরত্ব সৃষ্টি কর যেমন দুরত্ব সৃষ্টি করেছো পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ তুমি আমাকে এমনভাবে পাপাচার থেকে পরিস্কার কর যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে ধৌত করে পরিচ্ছন্ন করা হয়। হে আল্লাহ তুমি আমার গুনাহ সমূহ পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও।"
নামাযে দরূদের পর দু'আ ঃ	اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ **উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফ্সী যুলমান্ কাছীরান্ ওয়ালা ইয়াগ্‌ফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আনতা, ফাগ্‌ফির লী মাগ্‌ফিরাতাম্ মিন্ ঈনদাকা ওয়ার্ হামনী ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর্ রাহীম। **অর্থঃ** "হে আল্লাহ্! আমি নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি। তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না। অতএব তোমার পক্ষ থেকে আমাকে পূর্ণরূপে মাফ করে দাও। আমাকে দয়া কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল দয়াবান।"
নামায শেষ করে পাঠ করবে ঃ	اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ **উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা আঈন্নী আলা যিক্‌রিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ঈবাদাতিকা। **অর্থঃ** "হে আল্লাহ্! আমাকে শক্তি দাও তোমার যিকির করার, কৃতজ্ঞতা করার এবং সুন্দরভাবে তোমার ইবাদত করার।"(আবু দাউদ) اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ **উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল্ কুফরি, ওয়াল ফাক্‌রি ওয়া আযাবাল্ কাবরি। **অর্থঃ** "হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুফরী, অভাব এবং কবরের আযাব থেকে।" (নাসাঈ)
কেউ উপকার করলে :	مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ করা হয় আর উপকারকারীকে উদ্দেশ্য করে সে বলে: জাযাকাল্লাহু খায়রান "আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।" তবে সে তার যথার্থ প্রশংসা করল। প্রতিউত্তরে সেও তাকে বলবে: وجزاك الله أو إياك ওয়া জাযাকাল্লাহু 'আল্লাহ্ আপনাকেও প্রতিদান দিন' অথবা বলবে: ওয়া ইয়্যাকা 'আপনাকেও'।
বৃষ্টি বর্ষণের সময় দু'আ ঃ	اللهُمَّ صَيِّباً نَافِعاً আল্লাহুম্মা সাইয়্যেবান্ নাফেআ। অর্থঃ "হে আল্লাহ্! আমাদেরকে উপকারী বৃষ্টি প্রদান কর।" দু'বার বা তিনবার বলবে। "আল্লাহর অনুগ্রহে ও তাঁর দয়ায় আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি।" এরপর যে কোন দু'আ করবে। কেননা বৃষ্টি নাযিল হওয়ার সময় দু'আ কবূল হয়।
প্রবল বাতাস প্রবাহিত হলে:	اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ **উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মা ফীহা ওয়া খায়রা মা উরসিলাত বিহি, ওয়া আউযুবিকা মিন শার্‌রিহা ওয়া শার্‌রি মা ফীহা ওয়া শার্‌রি মা উর্‌সিলাত বিহ্। **অর্থঃ** "হে আল্লাহ্ আমি এই বাতাসের কল্যাণ, যে কল্যাণ তাতে নিহিত আছে এবং যে কল্যাণ দিয়ে তাকে প্রেরণ করা হয়েছে তা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। আর আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার কাছে– সে বাতাসের অকল্যাণ থেকে, যে অকল্যাণ তাতে নিহিত আছে তা থেকে এবং যে অকল্যাণসহ তাকে প্রেরণ করা হয়েছে তা থেকে।"
নতুন চাঁদ দেখলে দু'আ:	اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلامَةِ وَالإِسْلامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আহ্লিল্লাহু আলাইনা বিল ইউম্‌নি ওয়াল্ ঈমানি ওয়াস্ সালামাতি ওয়াল্ ইসলামি রাব্বী ওয়া রাব্বুকাল্লাহ্। অর্থঃ "হে আল্লাহ্! এই নতুন চাঁদকে আমাদের জন্য নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের জন্য করে দাও। আল্লাহ্ আমাদের ও তোমার (চাঁদের) প্রভু।"

পছন্দনীয় বা অপছন্দনীয় কিছু দেখলে দু'আ	পছন্দনীয় কিছু দেখলে বা ঘটলে পাঠ করবে, الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ **আল্ হামদু লিল্লাহিল্লাযী বিনি'য়মাতিহি তাতিম্মুস্ সালিহাত**। প্রশংসা সেই আল্লাহর যার অনুগ্রহে সকল কাজ সম্পন্ন হয়। আর অপছন্দনীয় কিছু দেখলে বা ঘটলে বলবে, الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ **আল হামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল**। সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা।
মুসাফিরকে বিদায় দেয়ার দু'আ ঃ	أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ উচ্চারণঃ আস্তাউদেউল্লাহা দীনাকা ওয়া আমানাতিকা ওয়া খাওয়াতীমা আমালিকা। অর্থঃ "আপনার দ্বীন, আমানত এবং শেষ আমল আল্লাহর যিম্মাদারীতে দিচ্ছি।" জবাবে মুসাফির তাকে বলবে: أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ الَّذِي لا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ উচ্চারণঃ আস্তাউদিউকুমুল্লাহা আল্লাযী লা তাযীউ ওয়াদায়েউহু। অর্থ "আপনাদেরকে আল্লাহর যিম্মায় রেখে যাচ্ছি। যার যিম্মায় কোন কিছু রাখলে তা নষ্ট হয় না।"

সফরের দু'আ ঃঃ

প্রথমে তিনবার আল্লাহু আকবার বলবে তারপর এই দু'আ পড়বে:

(سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ) اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ

উচ্চারণঃ সুবহানাল্লাযী সাখ্খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুকরেনীন ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনকালেবূন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী সাফারিনা হাযাল্ বির্‌রা ওয়াত্তাক্বওয়া ওয়া মিনাল্ আমালি মা তারযা, আল্লাহুম্মা হাওউভিন আলাইনা সাফারানা হাযা ওয়াতভি আন্না বু'দাহু, আল্লাহুম্মা আন্তাস্ সাহেবু ফিস্ সাফারি ওয়াল্ খালিফাতা ফিল আহলি, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন ওয়াছাআইস্ সাফারী ওয়া কাআবাতিল মানযার ওয়া সূ-ইল মানকালাবি ফিল্ মালি ওয়াল্ আহল।

অর্থঃ **"পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই আল্লাহর যিনি এটা আমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন যদিও উহাকে বশীভূত করতে আমরা সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করব।"** "হে আল্লাহ্ নিশ্চয় আমরা আমাদের এই সফরে আপনার কাছে পূণ্য ও পরহেজগারীতা চাই এবং এমন আমলের তাওফীক চাই যাতে আপনি সন্তুষ্ট। হে আল্লাহ্ আমাদের এই সফরকে সহজ করে দাও, তার দূরত্বকে আমাদের জন্য কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ্ সফরে তুমিই আমাদের সাথী এবং গৃহে রেখে আসা পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণকারী। হে আল্লাহ্! আমরা আপনার কাছে সফরের ক্লান্তি, কষ্টদায়ক কোন দৃশ্য দর্শন হতে এবং সফর থেকে ফিরে এসে পরিবার ও সম্পদের কোন ক্ষয়-ক্ষতির দর্শন হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" **সফর থেকে ফিরে এলে আগের দু'আটি পড়বে এবং শেষে এই দু'আটিও পড়বে:** آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ উচ্চারণঃ আয়েবূনা তায়েবূনা আ'বেদূনা লি রাব্বিনা হামেদূন। অর্থঃ "আমরা সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করছি তওবা করতে করতে, ইবাদত করতে করতে, আমাদের পালনকর্তার প্রশংসা করতে করতে।"

শয্যা গ্রহণ করার সময় দু'আঃ

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা ওয়া ফাওয়াযতু আমরী ইলাইকা ওয়া আলজা'তু যাহরী ইলাইকা রাগবাতান ওয়া রাহবাতান ইলাইকা লা মালজা ওয়ালা মানজা মিনকা ইল্লা ইলায়কা আমানতু বিকিতাবিকাল্লাযী আনযালতা ওয়া বি নাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা ফাইন্ মুত্ত মুত্ত আলাল ফিতরাহ্। অর্থঃ "হে আল্লাহ্ আমি নিজেকে আপনার কাছে সঁপে দিলাম, আমার সকল বিষয় আপনার কাছে সোপর্দ করলাম, আমার পৃষ্ঠকে আপনার দিকে ঝুঁকিয়ে দিলাম। এসব কিছু করলাম আপনার শাস্তির ভয়ে ও আপনার রহমতের আশায়। আপনি ছাড়া কোন আশ্রয় নেই এবং মুক্তিরও উপায় নেই। আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন এবং যে নবীকে প্রেরণ করেছেন তার প্রতি ঈমান আনলাম।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ لَهُ وَلا مُؤْوِيَ

উচ্চারণঃ আল হামদু লিল্লাহিল্লাযী আতা'মানা ওয়া সাক্বানা ওয়া কাফানা ওয়া আওয়ানা ফাকাম্ মিম্মান লা কাফিয়া লাহু ওয়া মু'ভিয়া। অর্থঃ "সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদের পানাহার করিয়েছেন, আমাদের প্রয়োজন পূরণ করেছেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় দান করেছেন। এমন অনেক লোক আছে যাদের প্রয়োজন পূরণকারী কেউ নেই এবং আশ্রয়দানকারীও কেউ নেই।"

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

উচ্চারণঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বী বিকা ওয়াযা'তু জাম্বী ওয়া বিকা আরফাউহু ইন আমসাকতা নাফসী ফাগ্‌ফির লাহা, ওয়া ইন আরসালতাহা ফাহ্‌ফায্‌হা বিমা তাহ্‌ফাযু বিহি ইবাদাকাস্ সালেহীন। অর্থঃ "তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি হে আল্লাহ্! আপনি আমার পালনকর্তা, আপনার নামে আমার পার্শ্বদেশ বিছানায় রাখছি। আপনার নামেই তা উঠাবো। আপনি যদি নিদ্রাবস্থায় আমার জান কবজ করেন তবে তাকে ক্ষমা করবেন। আর যদি তাকে বাঁচিয়ে রাখেন তবে তাকে সেভাবেই হেফাযত করবেন যেভাবে আপনার নেক বান্দাদের হেফাযত করে থাকেন।" দু'হাতে ফুঁক দিয়ে তাতে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করবে এবং তা দ্বারা সমস্ত শরীর মাসেহ করবে। প্রতি রাতে সূরা সাজদা ও সূরা মুলক তেলাওয়াত না করে নিদ্রা যাবে না।

মসজিদে যাওয়ার পথে দু'আ :

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাজ্ আল্ ফী ক্বালবী নূরাঁওয়া বাসারী নূরা ওয়া ফী সামঈ নূরা ওয়া আ'ন ইমীনী নূরা ওয়া আন ইয়াসারী নূরা ওয়া ফাওকী নূরা ওয়া তাহতী নূরা ওয়া আমামী নূরা ওয়া খালফী নূরা ওয়াজ্আল্ লী নূরা। অর্থঃ "হে আল্লাহ্ তুমি আমার অন্তরে এবং যবানে নূর সৃষ্টি করে দাও, আমার শ্রবণ শক্তিতে ও দর্শন শক্তিতে জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও, আমার উপরে, আমার নীচে, আমার ডাইনে, আমার বামে, আমার সামনে, আমার পিছনে আলো সৃষ্টি করে দাও। আমার আত্মায় জ্যোতি দাও এবং জ্যোতিকে আমার জন্য বড় করে দাও। আমার জন্য নূর নির্ধারণ করে দাও এবং আমাকে জ্যোতিময় করে দাও। হে আল্লাহ্ আমাকে নূর দান কর। আমার পেশীতে, মাংসে নূর দাও। আমার রক্তে, আমার চুলে এবং আমার চামড়ায় নূর প্রদান কর।"

ইস্তেখারার দ'আ :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوب اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বিইলমিকা ওয়া আস্তাকদিরুকা বিকুদরাতিকা ওয়া আসআলুকা মিন ফাযলিকাল্ আযীম, ফাইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়ালা আক্বদিরু, ওয়া তা'লামু ওয়ালা আ'লামু, ওয়া আন্তা আল্লামুল গুয়ূব, আল্লাহুম্মা ইন্ কুন্তা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা খায়রুন্ লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আশী ওয়া আ'ক্বেবাতা আমরী আও আ'জেলে আমরী ওয়া আজেলিহি ফাক্বদুরহু লী ওয়া ইয়াস্সেরহু লী, ছুম্মা বারেক লী ফীহ্, ওয়া ইন্ কুন্তা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা শাররুন্ লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আশী ওয়া আ'ক্বেবাতা আমরী আও ফী আ'জেলে আমরী ওয়া আজেলিহি ফাস্রিফ্হু আন্নী ওয়াস্রিফনী আনহু, ওয়াকদুর লীয়্যাল্ খায়রা হায়ছু কানা, ছুম্মা রাযযেনী বিহ। অর্থঃ "হে আল্লাহ্ আমি তোমার জ্ঞানের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে কল্যাণ এবং তোমার শক্তির বদৌলতে তোমার কাছে শক্তি কামনা করছি। আর তোমার কাছেই তোমার মহাদান কামনা করছি। কারণ তুমি শক্তির অধিকারী আমি মোটেও শক্তি রাখিনা, আর তুমি সবই জান অথচ আমি কিছুই জানিনা, আর তুমি তো অদৃশ্যেরও জ্ঞানী। তাই হে আল্লাহ্ তুমি যদি জান যে আমার এই কাজটা আমার জন্য ভাল হবে আমার দ্বীনে ও দুনিয়াবী জীবনে এবং পরিণামে কিংবা আমার জলদী কাজে ও বিলম্বিত কাজে তাহলে ঐ কাজের শক্তি আমাকে দাও এবং তা আমার জন্য সহজ করে দাও। অতঃপর তাতে আমার জন্য বরকত দাও।

আর যদি তুমি জান যে আমার এই কাজটা আমার জন্য মন্দ হবে আমার দ্বীনে ও দুনিয়াবী জীবনে এবং পরিণামে কিংবা আমার জলদী কাজে ও বিলম্বিত কাজে তাহলে তা আমা থেকে দূরে সরিয়ে দাও এবং আমাকেও তা থেকে দূরে রাখ। আর আমাকে ভাল কাজের উপর ক্ষমতাবান কর, তা যেখানেই থাকুক না কেন। অতঃপর তা দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করে দাও।

নোটঃ এ দু'আ পড়ার সময় (হাযাল আমরা) শব্দের স্থানে ঐ কাজটির উল্লেখ করতে হবে যার জন্য ইস্তেখারা করা হবে। (সহীহ্ বুখারী)

মৃত ব্যক্তির জন্য দ'আঃ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগ্ ফির্ লাহু ওয়ার্ হাম্হু, ওয়া আ'ফিহি ওয়া'ফু আনহু ওয়া আক্রিম নুযুলাহু ওয়া ওয়াস্সি' মুদখালাহু ওয়াগ্সিলহু বিল্ মাই ওয়াছ্ ছালজি ওয়াল্ বারদি, ওয়া নাক্কিহি মিনাল্ খাত্বায়া কামা য়ুনাক্কাছ্ ছাওবুল্ আবইয়াযু মিনাদ্ দানাসি, ওয়াবদিল্হু দারান্ খায়রান্ মিন দারিহি, ওয়া আহলান্ খায়রান্ মিন আহলিহি, ওয়া যাওজান্ খায়রান্ মিন যাওজিহি, ওয়া আদ্খিল্হুল্ জান্নাতা ওয়া আইয্হু মিন্ আযাবিল কাবরি ওয়া আযাবিন্নার। **অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, তার প্রতি দয়া করুন, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখুন। তাকে মাফ করে দিন। তার আতিথেয়তা সম্মান জনক করুন। তার বাসস্থানকে প্রশস্ত করে দিন। আপনি তাকে ধৌত করুন পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে। তাকে গুনাহ হতে এমনভাবে পরিস্কার করুন যেমন করে সাদা কাপড়কে ময়লা হতে পরিস্কার করা হয়। তাকে তার (দুনিয়ার) ঘরের পরিবর্তে উত্তম ঘর দান করুন। তার (দুনিয়ার) পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার দান করুন। আরো তাকে দান করুন (দুনিয়ার) স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী। তাকে বেহেস্তে প্রবেশ করিয়ে দিন, আর কবরের আযাব ও জাহান্নামের আযাব হতে পরিত্রাণ দিন।

দুশ্চিন্তা দূর করার দু'আ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, কোন মানুষ যদি দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় পতিত হয় অতঃপর নিম্ন লিখিত দু'আটি পাঠ করে, তবে আল্লাহ্ তার দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনাকে দূর করে দিবেন এবং তা আনন্দ ও খুশি দিয়ে পরিবর্তন করে দিবেন।

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'বদুকা ওয়াব্নু আ'বদিকা ওয়াব্নু আমাতিকা নাসিয়াতি বিইয়াদিকা মাযিন্ ফিয়্যা হুকমুকা, আ'দলুন্ ফিয়্যা কাযাউকা, আস্আলুকা বি কুল্লিস্মিন্ হুওয়া লাকা সাম্মায়তা বিহি নাফ্সাকা আও আল্লাম্তাহু আহাদান্ মিন্ খালকিকা আও আন্যালতাহু ফী কিতাবিকা আবিস্তা'ছার্তা বিহি ফী ঈলমিল গাইবি ঈনদাকা, আন্ তাজআলাল্ কুরআনা রাবীআ ক্বালবী ওয়া নূরা সাদরী ওয়া জালাআ হুযনী ওয়া যাহাবা হাম্মী। **অর্থঃ** "হে আল্লাহ্! আমি আপনার বান্দা, আপনারই এক বান্দার সন্তান এবং এক বান্দীর ছেলে, আমার ভাগ্য আপনার হাতে, আমার ব্যাপারে আপনার হুকুম কার্যকর, আমার প্রতি আপনার ফায়সালা ইনাসাফপূর্ণ। আমি প্রার্থনা করছি, আপনার সেই সকল প্রতিটি নামের মাধ্যমে যা দ্বারা আপনি নিজের নাম রেখেছেন অথবা সৃষ্টিকুলের কাউকে আপনি তা শিখিয়েছেন অথবা আপনার কিতাবে উহা নাযিল করেছেন অথবা আপনার অদৃশ্য জ্ঞানে উহা সঞ্চিত করে রেখেছেন- আমি প্রার্থনা করছি যে, কুরআনকে আমার অন্তরের প্রশান্তি ও বক্ষের জ্যোতি স্বরূপ করে দিন এবং আমার সকল দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা দূর হওয়া ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা অপসারণ হওয়ার মাধ্যম বানিয়ে দিন।"

লাভজনক ব্যবসাঃ

মানুষকে আল্লাহ্ সৃষ্টিকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন এবং নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করার জন্য বিশেষ নে'য়ামত 'কথা বলার' শক্তি প্রদান করেছেন। যার মাধ্যম হচ্ছে রসনা বা জিহবা। এই নে'য়ামতটি ভাল-মন্দ উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। যে ব্যক্তি নিজের যবানকে ভাল বিষয়ে ব্যবহার করবে সে দুনিয়ার সৌভাগ্যে উপনীত হবে। আখেরাতে জান্নাতের সর্বোচ্চ আবাস লাভে ধন্য হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি উহাকে মন্দ ক্ষেত্রে ব্যবহার করবে সে উভয় জগতে ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পর সময়কে কাজে লাগানোর জন্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহর যিকির।

আল্লাহর যিকিরের ফযীলতঃ এ ব্যাপারে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে: যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى

"আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিব না যা তোমাদের আমলের মধ্যে সর্বোত্তম, তোমাদের মালিক আল্লাহর নিকট অতি পবিত্র, সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন, স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যয় করার চাইতেও উত্তম এবং শত্রুর মোকাবেলায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাদের ঘাড়ে প্রহার করবে আর তারা তোমাদের ঘাড়ে প্রহার করবে-অর্থাৎ জিহাদের চাইতেও উত্তম? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ বলুন! তিনি বললেন, তা হলো আল্লাহ্ তা'আলার যিকির"। (তিরমিযী) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ "যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে আর যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে না তাদের উদাহরণ জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মত।" (বুখারী) হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا

"আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা করবে সেভাবেই সে আমাকে পাবে। সে আমাকে স্মরণ করলে আমি তার সাথে থাকি। সে যদি নিজের মনের মধ্যে আমাকে স্মরণ করে আমিও তাকে আমার মনের মধ্যে স্মরণ করি। সে যদি কোন সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে আমিও তাকে তাদের চাইতে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে অর্ধ হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে একহাত অগ্রসর হই।" (বুখারী) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন,

سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ

"মুফার্‌রেদূনগণ এগিয়ে গেল। সাহাবীগণ বললেন, মুফার্‌রেদূন কারা হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন: অধিকহারে আল্লাহর যিকিরকারী পুরুষ ও নারী।" (মুসলিম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক সাহাবীকে নসীহত করে বলেন, لا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ "তোমার জিহবা যেন সর্বদা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে।" (তিরমিযী)

ছওয়াব বৃদ্ধি হওয়াঃ নেক কাজের ছওয়াব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে অনেকগুণ বেড়ে যায় যেমন কুরআন তেলাওয়াতের ছওয়াব বৃদ্ধি করা হয়। তার কারণ দু'টিঃ **(১)** অন্তরের ঈমান, একনিষ্ঠতা এবং আল্লাহর প্রতি ভালবাসা ও তার আনুষঙ্গিক কর্মের কারণে।

(২) শুধুমাত্র মুখে উচ্চারণের মাধ্যমেই যিকির নয়; বরং যিকিরের প্রতি গবেষণাসহ মনোনিবেশ করার কারণে। যদি এই দু'টি কারণ পূর্ণরূপে উপস্থিত থাকে তবে পরিপূর্ণ ছওয়াব দেয়া হবে এবং পরিপূর্ণরূপে গুনাহও মোচন করা হবে।

যিকিরের উপকারিতাঃ শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, মাছের জন্য যেমন পানি দরকার অনুরূপ অন্তরের জন্য যিকির আবশ্যক। মাছকে যদি পানি থেকে বের করা হয় তবে তার অবস্থা কেমন হবে?

✸ যিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর ভালবাসা লাভ করা যায়। তাঁর নিকটবর্তী হওয়া যায়। তাঁর সন্তুষ্টি পাওয়া যায়। তাঁর পর্যবেক্ষণ অনুভব করা যায়। তাঁকে ভয় করা যায়। তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করা যায়। তাঁর আনুগত্য করতে সাহায্য পাওয়া যায়।

✸ যিকিরের মাধ্যমে অন্তরের দুঃখ-বেদনা ও দুশ্চিন্তা দূর হয়। খুশি ও আনন্দ লাভ করা যায়। অন্তর জীবিত থাকে, তাতে শক্তি ও পরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি হয়।

✸ অন্তরের মধ্যে শুন্যতা ও অভাব থাকে আল্লাহর যিকির ছাড়া তা দূর হবে না। এমনিভাবে অন্তরের মধ্যে কঠোরতা আছে আল্লাহর যিকির ছাড়া তা নম্র হবে না।

✸ যিকির হচ্ছে অন্তরের আরোগ্য ও পথ্য এবং শক্তি। যিকিরের আনন্দ-স্বাদের তুলনায় কোন আনন্দ নেই কোন স্বাদ নেই। অন্তরের রোগ হচ্ছে যিকির থেকে উদাসীনতা। ✸ যিকিরের স্বল্পতা মুনাফেকীর দলীল। আধিকত্য ঈমানের দৃঢ়তার প্রমাণ এবং আল্লাহর প্রতি প্রকৃত ভালবাসার দলীল। কেননা মানুষ যা ভালবাসে তাকে বেশী বেশী স্মরণ করে। ✸ বান্দা যখন যিকিরের মাধ্যমে সুখের সময় আল্লাহকে চিনবে। তিনিও তাকে দুঃখের সময় চিনবেন। বিশেষ করে মৃত্যুর সময়, মৃত্যু যন্ত্রনার সময়। ✸ যিকির হচ্ছে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার মাধ্যম। যিকিরের কারণে প্রশান্তি নাযিল হয়, আল্লাহর রহমত আচ্ছাদিত করে এবং ফেরেশতারা ইস্তেগফার করে। ✸ যিকিরের মাধ্যমে জিহবাকে বাজে কথা, গীবত, চুগোলখোরী, মিথ্যা প্রভৃতি হারাম ও অপছন্দনীয় বিষয় থেকে রক্ষা করা যায়। ✸ যিকির হচ্ছে সবচেয়ে সহজ ইবাদত। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও ফযীলতপূর্ণ ইবাদত। যিকিরের মাধ্যমে জান্নাতে বৃক্ষরোপন করা হয়। ✸ যিকিরের মাধ্যমে গাম্ভীর্যতা, কথা-বার্তায় মিষ্টতা ও চেহারায় উজ্জলতা প্রকাশ পায়। যিকির হচ্ছে দুনিয়ার আলো এবং কবর ও পরকালের নূর। ✸ যিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত নাযিল আবশ্যক হয়, ফেরেশতারা তার জন্য দু'আ করে। যিকিরকারীদের নিয়ে আল্লাহ ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করেন। ✸ অধিকহারে আল্লাহর যিকিরকারী সর্বশ্রেষ্ঠ আমলকারীদের অন্যতম। যেমন সর্বোত্তম রোযাদার হচ্ছে রোযা অবস্থায় বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করা। ✸ যিকিরের মাধ্যমে কঠিন বিষয় সহজ হয়, দুর্বোধ্য জিনিস সাবলীল হয়, কষ্ট হালকা হয়, রিযিকের পথ উন্মুক্ত হয়, শরীর শক্তিশালী হয়। ✸ যিকিরের মাধ্যমে শয়তান দূরীভূত হয়, তাকে মূলতপাটন করে, তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে।

সকাল-সন্ধ্যায় পঠিতব্য দু'আ ও যিকির সমূহঃ

	দৈনিক পঠিতব্য দু'আ ও যিকিরঃ	সময় ও সংখ্যা	ছওয়াব ও ফযীলতঃ
১	আয়াতাল কুরসী [১]	সকালে, সন্ধ্যায়, নিদ্রার পূর্বে ও প্রত্যেক ফরয নামাযের পরঃ (একবার)	শয়তান তার নিকটবর্তী হবে না, জান্নাতে প্রবেশ করার অন্যতম কারণ।
২	সূরা বাকারার শেষের দু'টি আয়াত [২]	সন্ধ্যায় এবং নিদ্রার পূর্বে (একবার)	সকল বস্তুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট।
৩	সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস	সকালে ৩বার, সন্ধ্যায় ৩বার	সকল অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট।
৪	بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِيْ الأَرْضِ وَلاَ فِيْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ **উচ্চারণঃ** বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা- ইয়াযুরুরু মাআ'সমিহি শাইয়্যুন ফিল আরযি ওয়ালা-ফিস্ সামায়ি ওয়াহুওয়াস্ সামী-উল আলী-ম। **অর্থঃ** শুরু করছি সেই আল্লাহ্‌র নামে, যার নামের সাথে আসমান এবং যমীনের কোন বস্তুই কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তিনি মহাশ্রোতা মহাজ্ঞানী।	সকালে ৩বার, সন্ধ্যায় ৩বার	হঠাৎ কোন বিপদে পড়বে না এবং কোন কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না।
৫	أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ **উচ্চারণঃ** আউ-যু বিকালিমা-তিল্লাহিত্ তা-ম্মা-তি মিন শাররি মা খালাক্ব। **অর্থঃ** "আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ বাণী সমূহের মাধ্যমে -তাঁর সৃষ্টির সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে।"	সন্ধ্যায় ৩বার, নতুন কোন স্থানে গেলে	সকল স্থানে প্রত্যেক ক্ষতি থেকে রক্ষাকারী।
৬	حَسْبِيَ اللهُ لا إله إلا هو عَلَيه تَوَكَّلْتُ وهو رَبُّ الْعَرْشِ العَظِيْمِ **উচ্চারণঃ** হাসবিয়াল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা-হুওয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়াহুওয়া রাব্বুল আরশিল আযীম। **অর্থঃ** "আল্লাহ্‌ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তাঁর প্রতি ভরসা করেছি, তিনি মহান আরশের অধিপতি।	সকালে ৭বার, সন্ধ্যায় ৭বার	দুনিয়া ও আখেরাতের চিন্তশীল সকল বস্তুর ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তার জন্য যথেষ্ট হবে।

---

১ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾

উচ্চারণঃ আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা-হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুমু, লা-তা'খুযুহু সিনাতুঁ ওয়ালা নাওম, লাহু মা ফিস্ সামাওয়াতি, ওয়া মা ফিল আরযি, মান্ যাল্লাযী ইয়াশফাউ ঈনদাহু ইল্লা বিইযনিহী, ইয়া'লামু মা বায়না আয়দীহিম ওয়া মা খালফাহুম ওয়ালা ইউহীতূনা বিশাইয়্যিম্ মিন ইলমিহি ইল্লা বিমা শা-আ ওয়াসিআ কুরসিয়্যুহুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরযা ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওয়া হুওয়াল আলিয়্যুল আযীম।

২ ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾

উচ্চারণঃ আমানার্ রসূলা বিমা উনযিলা ইলাইহি মির্ রাব্বিহী ওয়াল্ মু'মেনূনা কুল্লুন্ আমানা বিল্লাহি ওয়া মালা-ইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি লা-নুফার্‌রিকু বায়না আহাদিম্ মিন রুসুলিহি, ওয়া ক্বালূ সামে'না ওয়া আত্বা'না গুফ্‌রানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসীর। লা-ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফ্‌সান্ ইল্লা উস্‌আহা লাহা মা কাসাবত্ ওয়া আলাইহা মাক্‌তাসাবাত্, রাব্বানা লা তুআখেযনা ইন্ নাসীনা আউ আখ্‌তা'না রাব্বানা ওয়ালা তাহমেল্ আলাইনা ইসরান্ কামা হামালতাহু আলাল্লাযীনা মিন্ কাবলিনা রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা লা ত্বাকাতালানা বিহ্, ওয়া'ফু আন্না ওয়াগ্‌ফির লানা, ওয়ার্ হামনা আন্‌তা মাওলানা, ফানসুরনা আলাল্ কাউমিল কাফেরীন।

৭	رَضِيْتُ باللهِ ربًّا وبالإسلامِ دِيْناً وبمُحمدٍ نبيّاً ورسولاً **উচ্চারণঃ** রাযিতু বিল্লা-হি রাব্বা, ওয়াবিল ইসলামি দীনা, ওয়াবি মুহাম্মাদিন নাবিয়্যা ওয়া রাসূলা। **অর্থঃ** "আমি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছি আল্লাহ্‌কে প্রভু ইসলামকে ধর্ম এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে নবী ও রাসূল হিসেবে।"	সকালে ৩বার, সন্ধ্যায় ৩বার	আল্লাহর উপর আবশ্যক হয়ে যায়, তিনি তাকে সন্তুষ্ট করে দিবেন।
৮	**সকালে বলবেঃ** اللهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنا وبِكَ أَمسَيْنا وبِكَ نَحْيا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ **উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা বিকা আস্‌বাহ্‌না ওয়া বিকা আমসায়না ওয়া বিকা নাহ্‌ইয়া ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকান্ নুশূর। **অর্থঃ** হে আল্লাহ্ তোমার অনুগ্রহে সকাল করেছি এবং তোমার অনুগ্রহে সন্ধ্যা করেছি, তোমার করুণায় জীবন লাভ করি এবং তোমার ইচ্ছায় আমরা মৃত্যু বরণ করব, আর কিয়ামত দিবসে তোমার কাছেই পনরুত্থিত হতে হবে। **সন্ধ্যায় বলবেঃ** اللهُمَّ بِكَ أمسَيْنا وبِكَ أَصْبَحْنا وبِكَ نَحْيا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ المَصِيْرُ আল্লাহুম্মা বিকা আম্‌সয়না ওয়া বিকা আস্‌বাহ্‌না ওয়া বিকা নাহ্‌ইয়া ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকান্ নুশূর।	সকালে ১বার, সন্ধ্যায় ১বার	এদু'আ পড়ার প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে।
৯	أَصْبَحْنا على فِطْرَةِ الإسلامِ وَعلى كَلِمَةِ الإخْلاصِ وعلى دِيْنِ نَبِيِّنا محمد وعلى مِلَّةِ أَبِيْنا إبراهيمَ حَنِيْفاً مُسْلِماً وما كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ **উচ্চারণঃ** আসবাহ্‌না আলা ফিৎরাতিল ইসলামি, ওয়া আলা কালিমাতিল ইখলাসি, ওয়া আলা দীনে নাবিয়্যেনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা মিল্লাতি আবীনা ইব্‌রাহীমা হানীফাম্ মুসলিমা, ওয়ামা কানা মিনাল মুশরিকীন। **অর্থঃ** "সকাল করেছি ইসলামের ফিৎরাতের উপর, একনিষ্ঠ বাণীর উপর, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর ধর্মের উপর এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ)এর মিল্লাতের উপর তিনি একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।"	সকালে ১বার	নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দু'আটি পাঠ করতেন।
১০	اللّهُمَّ ما أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لا شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ **উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা মা আসবাহা বী মিন্ নি'মাতিন্ আও বি আহাদিম্ মিন খালক্বিকা ফামিনকা ওয়াহ্‌দাকা লা-শারীকা লাকা ফালাকাল্ হামদু ওয়া লাকাশ্ শুকরু। **অর্থঃ** "হে আল্লাহ্ আমার সাথে যে নে'য়ামত সকালে উপনিত হয়েছে বা তোমার সৃষ্টি জগতের কারো সাথে, তা সবই একক ভাবে তোমার পক্ষ থেকে তোমার কোন শরীক নেই। সুতরাং কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা মাত্রই তোমার জন্য। সন্ধ্যায় বলবে: **ما أمسى بي...**	সকালে ১বার, সন্ধ্যায় ১বার	সে দিনের ও সে রাতের শুকরিয়া আদায় হয়ে যাবে।
১১	اللّهُمَّ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لا إله إلا أنتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ وَأَنَّ محمداً عَبْدُكَ ورَسُوْلُكَ **উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা ইন্নী আসবাহ্‌তু, উশহিদুকা ওয়া উশহিদু হামালাতা আরশিকা, ওয়া মালা-ইকাতাকা ওয়া জামীআ' খালক্বিকা, বিআন্নাকা আন্‌তাল্লা-হু লা-ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা অহ্‌দাকা লা- শারীকা লাকা ওয়া আন্না মুহাম্মাদান্ আবদুকা ওয়া রাসূলুকা। **অর্থঃ**"হে আল্লাহ্ তোমার নামে আমি সকাল করেছি। তোমাকে সাক্ষি রাখছি, তোমার আরশ বহন কারী ফেরেশতা, ফেরেশতাকুল এবং তোমার সমস্ত সৃষ্টি জগতকে সাক্ষি রেখে বলছি -নিশ্চয় তুমি আল্লাহ্, তুমি ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই, তুমি এক তোমার কোন শরীক নেই। এবং মুহাম্মদ ﷺ তোমার বান্দা ও রাসূল। **সন্ধ্যার সময় বলবেঃ** আল্লাহুম্মা ইন্নী আমসায়তু .....।	সকালে ৪ বার, সন্ধ্যায় ৪ বার	যে ব্যক্তি এই দু'আ চারবার পাঠ করবে আল্লাহ্ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন।

১২	اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، عالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلا أَنْتَ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِيْ سُوْءً، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ **উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা ফা-তিরাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরযি, আ'লিমাল গাইবি ওয়াশ্ শাহাদাহ্, রাব্বা কুল্লি শাইয়িন্ ওয়া মালিকাহু, আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লা আনতা, আউযু বিকা মিন শার্‌রি নাফসী, ওয়া শার্‌রিশ্ শায়তানে ওয়া শিরকিহি, ওয়া আন আক্বতারিফা আ'লা নাফসী সূআন্, আও আজুররাহু ইলা মুসলিম। **অর্থঃ** "হে আল্লাহ্ তুমি আসমান-যমিনের সৃষ্টি কর্তা, তুমি গোপন-প্রকাশ্য সবকিছুই জান। তুমি সকল বস্তুর প্রভু এবং সব কিছুর মালিক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই। আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার আত্মার অনিষ্ট থেকে এবং শয়তান ও তার শিরকের অনিষ্ট থেকে। এবং আশ্রয় কামনা করছি নিজের উপর অন্যায় করা থেকে বা সে অন্যায় কোন মুসলিমের উপর চাপিয়ে দেয়া থেকে।"	সকালে ১বার, সন্ধ্যায় ১বার এবং নিদ্রার সময় ১ বার	শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে নিরাপদ থাকবে।
১৩	اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হুযনি ওয়াল্ আ'জযি ওয়াল কাসালি ওয়াল বুখ্‌লি ওয়াল জুবনী ওয়া যালাঈদ্ দাইনি ওয়া গালাবাতির্ রিজাল্। অর্থঃ "হে আল্লাহ্ আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা থেকে, অপারগতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও কাপুরুষতা থেকে, ঋণের ভার ও মানুষের অত্যাচার থেকে।"	সকালে ১বার, সন্ধ্যায় ১বার	তার দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা দূর হবে এবং ঋণ পরিশোধ করা হবে।
১৪	اللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لا إِلٰهَ إِلا أَنتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ، وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ) **উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা আন্‌তা রব্বী লা-ইলা-হা ইল্লা- আন্‌তা, খালাক্বতানী ওয়া আনা আ'বদুকা, ওয়া আনা আ'লা আ'হদিকা, ওয়া ওয়া'দিকা মাস্‌তাত্'তু, আউযুবিকা মিন শার্‌রি মা সনা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা আ'লাইয়্যা, ওয়া আবূউ বিযাম্বী, ফাগ্‌ফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়াগ্‌ফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্‌তা। **অর্থঃ** "হে আল্লাহ্ তুমি আমার প্রভু প্রতিপালক, তুমি ছাড়া ইবাদত যোগ্য কোন ইলাহ্ নেই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো এবং আমি তোমার বান্দা। আমি সাধ্যানুযায়ী তোমার সাথে কৃত ওয়াদা-অঙ্গিকার রক্ষা করছি। আমার কৃত কর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি, আমার প্রতি তোমার নেয়া'মত স্বীকার করছি এবং তোমার দরবারে আমার পাপকর্মেরও স্বীকারোক্তি দিচ্ছি। সুতরাং তুমি আমায় ক্ষমা কর, কেননা তুমি ছাড়া পাপরাশী কেহই ক্ষমা করতে পারে না।"	সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার, সকালে ১বার, সন্ধ্যায় ১বার	যে ব্যক্তি সকালে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে উহা পাঠ করবে, যদি দিনের মধ্যে তার মৃত্যু হয়, তবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যদি রাতে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে উহা পাঠ করে এবং রাতের মধ্যে মৃত্যু হয়, তবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।
১৫	يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِكَ أَسْتَغِيْثُ فَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ وَلاَ تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ উচ্চারণঃ ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু বিরাহমাতিকা আস্তাগীছু, ফা আসলেহ্ লী শা'নী, ওয়ালা তাকেলনী ইলা নাফসী তারফাতা আইন্। অর্থঃ হে চিরঞ্জিব,চিরস্থায়ী তোমার কাছে আমি সাহায্য প্রর্থনা করছি, সুতরাং আমার সকল অবস্থা সংশোধন করে দাও, এবং এক পলকের জন্য হলেও আমাকে আমার নিজের উপর ছেড়ে দিও না।	সকালে ১বার, সন্ধ্যায় ১বার	নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফাতিমা (রাঃ)কে এ দু'আটি পড়তে নসীহত করেছিলেন।

১৬	اللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ، اللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ، اللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ لا إله إلا أنْتَ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكُفْرِ وَالْفَقْرِ وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لا إله إلا أنتَ উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আ'ফেনী ফী বাদানী, আল্লাহুম্মা আ'ফেনী ফী সামঈ, আল্লাহুম্মা আ'ফেনী ফী বাসারী, লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল্ কুফরী ওয়াল ফাক্‌রি, ওয়া আউযুবিকা মিন আযাবিল কাবরি, লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা। অর্থঃ "হে আল্লাহ্! তুমি আমার দেহের নিরাপত্তা দান কর, শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তিকে নিরাপদ রাখ। তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ্ নেই।" "হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুফরী ও দারিদ্র্য থেকে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে। তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ্ নেই।"	সকালে ৩বার, সন্ধ্যায় ৩বার	নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দু'আ পাঠ করেছেন।
১৭	اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ العَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ اللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ اللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ ، وَعَنْ يَمِيْنِيْ ، وعَنْ شِمَالِيْ ، وَمِنْ فَوْقِيْ ، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল্ আফিয়াতা ফিদ্দুন্‌ইয়া ওয়াল আখিরাহ্, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল্ আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফী দ্বীনী ওয়া দুন্‌ইয়ায়া, ওয়া আহলী ওয়া মালী, আল্লাহুম্মাস্ তুর আওরাতী, ওয়া আমেন রাওআ'তী, আল্লাহুম্মাহ্ ফাযনী মিম্বাইনা ইয়াদাইয়্যা ওয়া মিন খালফী, ওয়া আন ইয়ামীনী, ওয়া আ'ন শিমালী, ওয়া মিন ফাওক্বী, ওয়া আ'উযুবি আ'যামাতিকা আন উগতালা মিন তাহতী।"হে আল্লাহ্ আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি, হে আল্লাহ্ আমি প্রার্থনা করছি তোমার কাছে ক্ষমার এবং আমার দ্বীন , দুনিয়া, পরিবার-পরিজন এবং সম্পদের নিরাপত্তা। হে আল্লাহ্ আমার গোপন বিষয় সমূহ (দোষ-ত্রুটি) ঢেকে রাখ এবং আমাকে ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ রাখ। হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে হেফাযত কর আমার সম্মুখ থেকে, পিছন থেকে, ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে এবং উপর দিক থেকে। আর তোমার মহত্বের উসিলা দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি নিম্ন দিক থেকে মাটি ধসে আমার আকস্মিক মৃত্যু হওয়া থেকে।"	সকালে ১বার, সন্ধ্যায় ১বার	সকাল ও সন্ধ্যায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দু'আ পাঠ করা ছাড়তেন না।
১৮	سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী আ'দাদা খালকিহী, ওয়া রিযা নাফসিহী, ওয়া যিনাতা আ'রশিহী, ওয়া মিদাদা কালিমাতিহী।"পবিত্রতা ঘোষনা করছি আল্লাহর তাঁর সৃষ্টির সংখ্যা বরাবর। পবিত্রতা বর্ণনা করছি আল্লাহর তাঁর নিজের সন্তুষ্টি বরাবর। পবিত্রতা বর্ণনা করছি আল্লাহর তাঁর আরশের ওযন বরাবর। পবিত্রতা ঘোষনা করছি আল্লাহর বাণী লেখার কালি পরিমাণ।	সাকলে ৩বার	ফজরের পর থেকে সকাল পর্যন্ত যিকিরের সাথে বসে থাকার চাইতে এ দু'আ পাঠ করা উত্তম।

কাতপয় কথা ও কাজের বর্ণনা যাতে রয়েছে অফুরন্ত ছওয়াবঃ

নং	গুরুত্বপূর্ণ কথা বা কাজের বিবরণঃ	সুন্নাত থেকে তার ছওয়াবের বর্ণনাঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,
১	لا إله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ	যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার পাঠ করবে لا إله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল্ মুলকু ওয়ালাহুল্ হামদু, ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর। অর্থঃ (আল্লাহ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। তারই জন্য রাজত্ব, তারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।) সে দশজন কৃতদাস মুক্ত করার ছওয়াব পাবে, তার জন্য একশতটি পূণ্য লিখা হবে, একশতটি গুনাহ মোচন করা হবে, সে দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে শয়তান থেকে নিরাপদ রাখা হবে। তার চাইতে উত্তম আমল আর কেউ নিয়ে আসতে পারবে না। কিন্তু তার কথা ভিন্ন যে এর চাইতে বেশী আমল করে।”
২	سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ	“যে ব্যক্তি সকালে এবং সন্ধ্যায় একশতবার পাঠ করবেঃ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ সুবহানাল্লাহি ওয়াবি হামদিহী। তার সমুদয় পাপ ক্ষমা করা হবে, যদিও উহা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়। কিয়ামতের দিন তার চাইতে উত্তম আমল নিয়ে আর কেউ আসতে পারবে না, তবে তার কথা ভিন্ন যে অনুরূপ বা তার চাইতে বেশী আমল করবে।” “দুটি কালেমা উচ্চারণে সহজ, ছওয়াবের পাল্লায় ভারী এবং আল্লাহর কাছে অতিব পছন্দনীয়। উহা হচ্ছেঃ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ সুবহানাল্লাহি ওয়াবি হামদিহী সুবহানাল্লাহিল্ আযীম। “আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর প্রশংসার সাথে। মহান আল্লাহ্ অতি পবিত্র।”
৩	سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ	“যে ব্যক্তি পাঠ করবেঃ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ সুবহানাল্লাহিল্ আযীম ওয়াবি হামদিহী। “মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর প্রশংসার সাথে।” তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হবে।
৪	لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ	আমি কি তোমাকে জান্নাতের একটি গুপ্তধনের সংবাদ দিব না? আমি বললাম, হ্যাঁ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ লা- হাওলা ওয়ালা- কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্। “আল্লাহ্র শক্তি ও সামর্থ ছাড়া কোন উপায় নেই।”
৫	জান্নাত কামনা ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	যে ব্যক্তি তিনবার জান্নাত প্রার্থনা করবে, জান্নাত বলবে হে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে, জাহান্নাম বলেবে হে আল্লাহ্ তাকে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় দান কর।
৬	বৈঠকের কাফ্ফারা :	“কোন বৈঠকে বসে যদি অতিরিক্ত কথা-বার্তা হয়, আর সেখান থেকে উঠে যাওয়ার পূর্বে এই দু’আটি পড়েঃ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ উচ্চারণঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবি হামদিকা আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা। অর্থঃ (হে আল্লাহ্! তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তুমি ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তওবা করছি।) তবে উক্ত বৈঠকের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া হবে।”

৭	নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর প্রতি দরূদ পাঠ :	"যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তার উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন। তার দশটি গুনাহ মাফ করবেন এবং দশটি মর্যাদা উন্নীত করবেন।" **অন্য বর্ণনায়:** "তার জন্য দশটি নেকী লিখে দেয়া হবে।"
৮	পবিত্র কুরআনের কিছু সূরা ও আয়াত তেলাওয়াত করা :	"যে ব্যক্তি রাতে ও দিনে পবিত্র কুরআনের পঞ্চাশটি আয়াত তেলাওয়াত করবে তার নাম গাফেলদের মধ্যে লিখা হবে না। যে ব্যক্তি একশত আয়াত পাঠ করবে তার নাম কানেতীনদের মধ্যে লিখা হবে। যে ব্যক্তি দু'শত আয়াত পাঠ করবে, ক্বিয়ামত দিবসে কুরআন তার বিরুদ্ধে নালিশ করবে না। আর যে ব্যক্তি পাঁচশত আয়াত পড়বে, তার জন্য কিন্তার (বড় একটি পাহাড়) পরিমাণ নেকী লিখে দেয়া হবে।" "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ.. কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।"
৯	সূরা কাহাফের কিছু আয়াত মুখস্থ করা :	"যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম থেকে দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, তাকে দাজ্জাল থেকে রক্ষা করা হবে।"
১০	মুআয্যিনদের ছওয়াব :	"মানুষ, জিন তথা যে কোন বস্তুই মুআয্যিনের কণ্ঠের আযান শুনবে, তারা সবাই তার জন্য কিয়ামত দিবসে সাক্ষ্য দানকারী হবে।" "মুআয্যিনগণ কিয়ামত দিবসে সর্বোচ্চ কাঁধ বিশিষ্ট হবে।" (সবাই তাদেরকে চিনতে পারবে।)
১১	আযানের জবাব দেয়া ও আযান শেষে দু'আ পাঠ:	"যে ব্যক্তি আযান শুনে এই দু'আ পাঠ করবে: اللهم ربَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَهُ উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্ দা'ওয়াতিত্ তাম্মাতি, ওয়াস্ সালাতিল ক্বাইমাতি আতে মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাতা ওয়াব্আছহু মাক্বামান্ মাহমূদানিল্লাযী ওয়া'আদ্তাহ্। অর্থঃ (হে আল্লাহ্! এই পরিপূর্ণ আহবান এবং এই প্রতিষ্ঠিত নামাযের তুমিই প্রভু। মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে দান কর সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান এবং সুমহান মর্যাদা। তাঁকে প্রতিষ্ঠিত কর প্রশংসিত স্থানে যার অঙ্গিকার তুমি তাঁকে দিয়েছো।) তার জন্য কিয়ামত দিবসে আমার শাফাআত আবশ্যক হয়ে যাবে।"
১২	সঠিকভাবে ওযু করা :	"যে ব্যক্তি ওযু করবে, ওযুকে সুন্দররূপে সম্পাদন করবে, তার পাপ সমূহ শরীর থেকে বের হয়ে যাবে; এমনকি নখের নীচ থেকেও।"
১৩	ওযুর পর দু'আ পাঠ:	যে ব্যক্তি ওযু করবে এবং পরিপূর্ণরূপে ওযুকে সম্পাদন করবে অতঃপর এই দু'আটি পাঠ করবে: أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّاللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًاعَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ উচ্চারণঃ আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদুহু লা-শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ্। অর্থঃ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল।) তার জন্য বেহেস্তের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হবে। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।
১৪	ওযুর পর দু'রাকাত নামায পড়া :	"যে কেহ ওযু করবে এবং ওযুকে সুন্দরভাবে সম্পাদন করবে তারপর স্বীয় মুখমন্ডল ও হৃদয় দ্বারা আগ্রাহান্বিত হয়ে দু' রাকা'আত ছালাত আদায় করবে, তবে তার জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে যাবে।"
১৫	বেশী বেশী মসজিদে যাওয়া:	"যে ব্যক্তি জামা'আত আদায় হয় এমন মসজিদে যাবে, তার প্রতি ধাপে একটি করে পাপ মিটিয়ে দেয়া হবে এবং একটি করে নেকী লেখা হবে। যাওয়া এবং ফিরে আসা উভয় অবস্থায় এরূপ লেখা হবে।"

১৩	জুমআর নামাযের জন্য প্রস্তুতি ও আগে-ভাগে মসজিদে যাওয়া :	"যে ব্যক্তি জুমআর দিনে গোসল করে ও করায় অতঃপর আগেভাগে মসজিদে গমণ করে, বাহনে আরোহণ না করে হেঁটে হেঁটে যায়, ইমামের নিকটবর্তী স্থানে বসে, মনোযোগ দিয়ে খুতবা শোনে, কোন বাজে কাজে লিপ্ত হয় না, তাকে প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে একবছর নফল রোযা পালন ও একবছর তাহাজ্জুদ নামায আদায় করার ছওয়াব দেয়া হবে।" "কোন ব্যক্তি যদি জুমআর দিনে গোসল করে সাধ্যানুযায়ী পবিত্রতা অর্জন করে এবং তৈল ব্যবহার করে বা বাড়ীর আতর-সুগন্ধি ব্যবহার করে, তারপর মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়। মসজিদে গিয়ে দু'জন লোকের মাঝে ফাঁক না করে যে কোন স্থানে দাঁড়িয়ে যতদূর সম্ভব নামায আদায় করে, অতঃপর ইমামের খুতবার সময় নীরব থাকে, তবে তাকে ক্ষমা করা হবে ঐ জুমআ থেকে নিয়ে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত।"
১৭	তাকবীরে তাহরিমার সাথে নামায পড়া :	"যে ব্যক্তি আলাহর জন্য ৪০ (চলিশ) দিন নামায জামাতের সাথে প্রথম তাকবীরসহ আদায় করবে, তার জন্য দু'টি মুক্তিনামা লিখা হবে। জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং মুনাফেকী থেকে মুক্তি।" (তিরমিযী)
১৮	ফরয নামায জামাতের সাথে আদায় করা :	"জামাতের সাথে নামায আদায় করলে একাকী নামায পড়ার চাইতে ২৭ (সাতাশ) গুণ সওয়াব বেশী পাওয়া যায়।"
১৯	এশা ও ফজরের নামায জামাতের সাথে আদায় করা:	"যে ব্যক্তি এশার নামায জামাতের সাথে আদায় করবে, সে অর্ধেক রাত্রি নফল নামায পড়ার সওয়াব লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতের সাথে আদায় করবে, সে সারা রাত্রি নফল নামায পড়ার সমান ছওয়াব লাভ করবে।"
২০	প্রথম কাতারে নামায পড়া :	"মানুষ যদি জানত আযান দেয়া এবং প্রথম কাতারে ছালাত আদায় করার মধ্যে কি আছে (কি পরিমাণ ছাওয়াব ও মর্যাদা আছে) তাহলে তা হাসিল করার জন্য যদি আপোষে লটারী করা ছাড়া কোন গত্যন্তর দেখতো না, তবে লটারী করতেই বাধ্য হত।"
২১	সুন্নাত নামায সর্বদা আদায় করা:	"যে ব্যক্তি দিনে-রাতে ১২(বার) রাকা'আত নামায আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করা হবে। যোহরের পূর্বে চার রাকা'আত এবং পরে দু'রাকা'আত, মাগরিবের পরে দু'রাকা'আত, এশার পর দু'রাকা'আত এবং ফজরের পূর্বে দু'রাকা'আত।
২২	বেশী বেশী নফল নামায পড়া এবং তা গোপনে পড়া	"তুমি বেশী বেশী আল্লাহর জন্য সিজদা করবে। কেননা যখনই আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি সিজদা করবে, তখনই আল্লাহ্ তা দ্বারা তোমার একটি মর্যাদা উন্নীত করবেন এবং একটি গুনাহ মোচন করবেন।" "মানুষ দেখে না এমন স্থানে নফল নামায আদায় করার ফযীলত, মানুষের চোখের সামনে আদায় করার চেয়ে পঁচিশ গুণ বেশী।"
২৩	ফজরের সুন্নাত এবং ফজরের নামায পড়া :	"ফজরের দু'রাকা'আত (সুন্নাত) নামায দুনিয়া এবং উহার মধ্যস্থিত সকল বস্তু হতে উত্তম"। "যে ব্যক্তি ফজর নামায আদায় করবে সে আল্লাহর যিম্মাদারীর মধ্যে থাকবে।"
২৪	চাশতের নামায পড়া :	"তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন সকালে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়, তখন তার শরীরের প্রতিটি জোড়ের জন্য সাদকা দেয়া আবশ্যক। প্রত্যেকবার সুবাহানাল্লাহ্ বলা একটি সাদকা, আলহামদুলিল্লাহ্ বলা একটি সাদকা, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা একটি সাদকা, আল্লাহু আকবার বলা একটি সাদকা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা একটি সাদকা। এসব গুলোর জন্য যথেষ্ট হলো দু'রাকা'আত চাশ্তের নামায আদায় করা।" (মুসলিম)

২৫	নামাযের মুসল্লায় বসে আল্লাহর যিকির করা :	"তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি নামাযের মুসল্লায় বসে থেকে আল্লাহর যিকিরে মাশগুল থাকে, তবে যতক্ষণ তার ওযু নষ্ট না হবে ততক্ষণ ফেরেশতারা তার জন্য দু'আ করতে থাকবে: হে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ্ তাকে রহম কর।"
২৬	ফজর নামায জামাতের সাথে পড়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকির করা তারপর দু'রাকাত নামায পড়া :	"যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ফজরের নামায আদায় করার পর নিজ মুসল্লায় বসে থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকে। অতঃপর দু'রাকাত নামায আদায় করে, তাকে পরিপূর্ণ একটি হজ্জ ও পরিপূর্ণ একটি ওমরার সমান ছওয়াব দেয়া হবে।
২৭	রাতে জাগ্রত হয়ে নামায পড়া এবং স্ত্রীকেও জাগ্রত করা:	"কোন ব্যক্তি যদি রাত্রে জাগ্রত হয় এবং নিজের স্ত্রীকেও জাগ্রত করে, অতঃপর দু'জনে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করে, তবে তাদেরকে অধিকহারে আল্লাহর যিকিরকারী ও যিকিরকারীনীদের অন্তর্ভূক্ত করা হবে।"
২৮	রাতে নফল নামাযের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যদি নিদ্রা পরাজিত করে :	"কোন ব্যক্তির যদি রাতে নামায পড়ার অভ্যাস থাকে, অত:পর নিদ্রা তাকে পরাজিত করে দেয় (ফলে উক্ত নামায আদায় করতে না পারে) তবে আল্লাহ্ তার জন্য সেই নামাযের প্রতিদান লিখে দেন। এবং তার নিদ্রা তার জন্য সাদকা স্বরূপ হয়ে যাবে।"
২৯	বাজারে প্রবেশ করে পাঠ করার দু'আঃ	لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল্ মুলকু ওয়ালাহুল্ হামদু, য়ুহ্ই ওয়া য়ুমীতু বিইয়াদিহিল্ খায়রু ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর। যে ব্যক্তি এ দু'আ পাঠ করবে তার জন্য এক লক্ষ নেকী লিখা হবে, এক লক্ষ গুনাহ মাফ হবে এবং এক লক্ষ মর্যাদা উন্নীত করা হবে।"
৩০	ফরয নামাযান্তে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ্ ৩৩ বার আল হামদুলিল্লাহ্ ৩৩ বার আল্লাহু আকবার ঃ	যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযান্তে পাঠ করবে 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার, 'আলহামদুলিল্লাহ' ৩৩ বার এবং 'আল্লহু আকবার' ৩৩ বার। আর একশত পূর্ণ করার জন্য এই দু'আটি বলবে: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর। তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে- যদিও তা সমুদ্রের ফেনারাশী পরিমাণ হয় না কেন। (সহীহ্ মুসলিম)
৩১	প্রত্যেক ফরয নামাযান্তে আয়াতাল কুরসী:	যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাযান্তে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করা হতে বাধা দানকারী একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই থাকবে না । (নাসাঈ)
৩২	অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া	সকালে যদি কেউ কোন অসুস্থ মুসলিম ব্যক্তিকে দেখতে যায় তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকে। আবার যদি সন্ধ্যায় সে উক্ত কাজ করে তবে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকে। আর জান্নাতে তার জন্য নানা রকম ফল-মূল প্রস্তুত থাকবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ছহীহুল জামে হা/১০৭০৬)

৩৩	বিপদগ্রস্ত লোক দেখে দু'আঃ	বিপদে আক্রান্ত কোন লোককে দেখে যদি এই দু'আ পাঠ করবেঃ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا (আল্ হামদু লিল্লাহিল্লাযী আফানী মিম্মা ইব্তালাকা বিহী, ওয়া ফাযযালানী আলা কাছীরিম্ মিম্মান খালাকা তাফযীলা।) "প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে মুক্ত রেখেছেন সেই রোগ থেকে যা দ্বারা তিনি তোমাকে পরীক্ষা করছেন, এবং তাঁর সৃষ্টির অনেকের উপর আমাকে মর্যাদা সম্পন্ন করেছেন।" তবে উক্ত বিপদ তাকে আক্রমণ করবে না। (তিরমিযী)
৩৪	বিপদে আক্রান্ত ব্যক্তিকে শোক জানানো:	"যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থ মানুষকে সান্তনা দিবে, সে তার বিপদ পরিমাণ সওয়াব লাভ করবে।" "কোন মু'মিন যদি বিপদগ্রস্ত কোন ভাইকে সান্তনা দেয়, তবে আল্লাহ্ তাকে সম্মানের পোষাক পরিধান করাবেন।"
৩৫	জানাযা নামায পড়া এবং লাশের সাথে গোরস্থানে যাওয়া :	"যে ব্যক্তি জানাযায় শরীক হয় এবং জানাযা ছালাত আদায় করে তার জন্য এক ক্বিরাত ছওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি জানাযায় শরীক হয়ে দাফনেও শরীক হয় তার জন্য রয়েছে দু'ক্বিরাত ছওয়াব। প্রশ্ন করা হল, দু'ক্বীরাত কি? তিনি বললেন, বিশাল দু'টি পাহাড়ের মত।" (বুখারী ও মুসলিম) ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন: 'আমরা অনেক ক্বীরাত হাসিলের ব্যাপারে ত্রুটি করেছি।'
৩৬	আল্লাহর জন্য মসজিদ তৈরী করা :	"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পাখীর বাসার ন্যায় (ছোট আকারে) একটি মসজিদ তৈরী করবে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন। (قَطَاة) শব্দটির অর্থ হলো- তীতির পাখী, কবুতরের ন্যায় মরুভূমির এক প্রকার পাখী।"
৩৭	অর্থ ব্যয়:	"প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন দানকারীর জন্য দু'আ করে বলেন, اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا "হে আল্লাহ্ দানকারীর মালে বিনিময় দান কর। (বিনিময় সম্পদ বৃদ্ধি কর)" আর দ্বিতীয়জন কৃপণের জন্য বদদু'আ করে বলেন, اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا "হে আল্লাহ্ কৃপণের মালে ধ্বংস দাও।"
৩৮	দান-সাদকা:	"এক দিরহাম দান এক লক্ষের চাইতে বেশী মর্যাদা সম্পন্ন হয়েছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বলেলেন: জনৈক ব্যক্তির ছিলই মাত্র দু'টি দিরহাম। তন্মধ্যে একটি সাদকা করে দিয়েছে। আরেক ব্যক্তি বিশাল সম্পদের অধিকারী। সে উক্ত সম্পদের একাংশ থেকে এক লক্ষ দিরহাম নিয়ে দান করে দিল।" "কোন মুসলিম যদি ফলদার বৃক্ষ লাগায় অথবা ক্ষেত চাষ করে, অতঃপর তা থেকে পাখি বা মানুষ বা চতুষ্পদ প্রাণী ভক্ষণ করে, তবে তা তার জন্য সাদকা স্বরূপ হবে।"
৩৯	লাভ ছাড়া কর্য প্রদানঃ	"কোন মুসলমান যদি আরেক মুসলমানকে দু'বার কর্য প্রদান করে, তবে উক্ত সম্পদ একবার সাদকা করে দেয়ার সমান ছওয়াব লাভ করবে।"
৪০	অভাবী ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয়া ঃ	"জনৈক ব্যক্তি মানুষকে ঋণ প্রদান করত। সে তার কর্মচারীকে বলত, ঋণ পরিশোধে অক্ষম কোন অভাবী পেলে তার ঋণ মওকুফ করে দিও। যাতে করে আল্লাহ্ও আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। অতঃপর তার মৃত্যু হল এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করল, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।"

৪১	আল্লাহর পথে একদিন রোযা রাখা :	"কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর পথে (জিহাদে) থেকে একদিন রোযা পালন করে, তবে সে দিনের বিনিময়ে আল্লাহ্ তাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের রাস্তা বরাবর দূরে রাখবেন।"
৪২	প্রত্যেক মাসে তিনটি রোযা, আরাফাত ও আশুরার রোযা	"প্রত্যেক মাসে তিনটি নফল রোযা এবং এক রামাযান রোযা রেখে আরেক রামাযান রোযা রাখলে সারা বছর রোযা রাখার ছাওয়াব পাবে। আরাফাতের দিন রোযা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, বিগত এক বছর এবং আগামী এক বছরের পাপ মোচন করা হবে। আশুরা দিবসের রোযা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন, পূর্বে এক বছরের পাপ ক্ষমা করা হবে।" (মুসলিম হা/১১৬২)
৪৩	শাওয়ালের ছয়টি রোযা	"যে ব্যক্তি রামাযানের রোযা রেখে শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখবে সে সারা বছর রোযা রাখার প্রতিদান পাবে।" (মুসলিম হা/ ১১৬৪)
৪৪	ইমামের সাথে শেষ পর্যন্ত তারাবীর নামায পড়া ঃ	"কোন মানুষ যদি ইমামের সাথে তারাবীর নামায পড়ে এবং তিনি যখন নামায শেষ করেন তখন নামায শেষ করে, তবে সে পূর্ণ রাত নফল নামায পড়ার ছওয়াব পাবে।"
৪৫	মাকবূল হজ্জ ঃ	"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে হজ্জ করবে, অত:পর স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হবে না এবং পাপাচারে লিপ্ত হবে না, সে এমন (নিষ্পাপ) অবস্থায় ফিরে আসবে যেমন তার মাতা তাকে ভুমিষ্ট করেছিল।" (মুসলিম)"মাক্ববুল হজ্জের বিনিময় জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু নয়।"
৪৬	রামাযান মাসে ওমরা করা ঃ	"রামাযান মাসে একটি উমরাতে একটি হজ্জের পূণ্য রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম) অন্য বর্ণনায় রয়েছে حجة معي অর্থাৎ আমার সাথে একটি হজ্জ পালনের ছাওয়াব রয়েছে।" "যে ব্যক্তি কা'বা ঘরে সাত চক্কর তাওয়াফ করে দু'রাকাত নামায পড়বে, সে একটি কৃতদাস মুক্ত করার ছওয়াব পাবে।"
৪৭	জিলহজ্জের প্রথম দশকে নেক আমলঃ	"যিলহজ্জের প্রথম দশকের চাইতে উত্তম কোন দিন নেই, যেদিন গুলোর সৎ আমল আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়।" সাহাবাকেরাম জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর পথে জিহাদও নয় হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। অবশ্য সেই মুজাহিদ ব্যক্তির কথা ভিন্ন যে স্বীয় জান-মাল নিয়ে জিহাদে বেরিয়ে পড়ে অত:পর উহার কিছুই নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে না।" (বুখারী)
৪৮	কুরবানীঃ	রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! এই কুরবানী কি? জবাবে বলেন, এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীম عليه السلام এর সুন্নাত। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ এতে কি আমাদের কোন ফায়েদা আছে? তিনি বললেন, প্রত্যেক লোমের বিনিময়ে নেকী রয়েছে। (যঈফ, বরং শায়খ আলবানী হাদীছটিকে মাওযু বলেছেন)
৪৯	আলেম ব্যক্তির ছওয়াব ও তার ফযীলত ঃ	"আলেম ব্যক্তির মর্যাদা আবেদের উপর ঠিক তেমন, যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর।"নিশ্চয় আল্লাহ্, ফেরেস্তাকুল, আসমান সমূহ ও যমীনের অধিবাসীগণ এমনকি পিপিলিকা তার গর্ত থেকে এবং পানির মাছও মানুষকে কল্যাণের শিক্ষাদানকারীর জন্য দু'আ করতে থাকে।"

৩০	শহীদ হওয়ার জন্য সত্যিকারভাবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা ঃ	"যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে শহীদ হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। আল্লাহ্ তাকে শহীদের মর্যাদায় উন্নীত করবেন, যদিও সে নিজ বিছানায় মৃত্যু বরণ করে।"
৩১	আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা এবং তাঁর পথে পাহারার কাজ করা ঃ	"দু'টি চোখকে আগুন স্পর্শ করবে না। যে চোখ আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করেছে এবং যে চোখ আল্লাহর পথে (জিহাদে) সীমান্ত পাহারায় নিয়োজিত থাকে।"
৩২	আল্লার উপর ভরসা করা এবং লোহা পুড়িয়ে চিকিৎসা, ঝাড়-ফুঁক ও পাখি উড়ানো পরিহার করা ঃ	"স্বপ্নে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট সকল জাতিকে পেশ করা হয়েছে। তিনি দেখেছেন তার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার লোক কোন হিসাব ও শাস্তি ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করেছে। আর তারা হচ্ছে: যারা লোহা পুড়িয়ে দাগ লাগিয়ে চিকিৎসা করে না, ঝাড়-ফুঁক করে না এবং পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করে না। তারা সর্বদা পালনকর্তার উপর ভরসা করে।"
৩৩	করো যদি শিশু সন্তান মৃত্যু বরণ করে ঃ	"কোন মুসলমানের যদি তিন জন সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে মৃত্যু বরণ করে (আর সে সবর করে) তবে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"
৩৪	দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হওয়া এবং তাতে ছবর করা ঃ	আল্লাহ্ বলেন, আমি যদি কোন বান্দার দু'টি প্রিয়তম বস্তু কেড়ে নেই আর সে সবর করে, তবে বিনিময়ে তাকে আমি জান্নাত দান করব। (দু'টি প্রিয়তম বস্তু বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে দু'টি চোখ।)
৩৫	আল্লাহর ভয়ে কোন কিছু পরিত্যাগ করা ঃ	"তুমি যদি আল্লাহর ভয়ে কোন কিছু পরিত্যাগ কর, তবে তার চাইতে উত্তম বস্তু আল্লাহ্ তোমাকে দান করবেন।"
৩৬	জিহবা ও লজ্জাস্থানের হেফাযত করা ঃ	"যে ব্যক্তি নিজের দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী বস্তু (জিহবার) এবং দু'পায়ের মধ্যবর্তী বস্তু (যৌনাঙ্গের) যিম্মাদার হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যিম্মাদার হব।"
৩৭	গৃহে প্রবেশ ও পানাহারের সময় বিসমিল্লাহ্ বলাঃ	"কোন মানুষ নিজ গৃহে প্রবেশ করার সময় এবং পানাহারের পূর্বে যদি বিসমিল্লাহ্ বলে, তবে শয়তান তার সঙ্গীদের বলে: এগৃহে তোমাদের থাকার জায়গা নেই এবং খানাও নেই। কিন্তু গৃহে প্রবেশের সময় যদি আল্লাহর নাম না নেয়, তবে শয়তান বলে: তোমাদের থাকার জায়গার ব্যবস্থা হল। আর পানাহারের সময় যদি আল্লাহর নাম না নেয়, তবে শয়তান বলে: তোমাদের থাকার জায়গা এবং খাবারের ব্যবস্থা হয়ে গেল।"
৩৮	পানাহার শেষে এবং নতুন পোষাক পরলে আল্লাহর প্রশংসা করা ঃ	"কোন ব্যক্তি খাদ্য খেলে এই দু'আ পাঠ করবে: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّةٍ উচ্চারণঃ আল হামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্'আমানী হাযা ওয়া রাযাক্বানীহে মিন গাইরে হাওলীন্ মিন্নী ওয়া লা- কুওয়্যাতিন্।"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে ইহা খাইয়েছেন এবং রিযিক হিসেবে প্রদান করেছেন, যাতে আমার কোন শক্তি ও সামর্থ কিছুই ছিল না।" তবে তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করা হবে। নতুন পোষাক পরিধান করে পাঠ করবে: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا... উচ্চারণঃ আল হামদু লিল্লাহিল্লাযী কাসানী হাযা... "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে এই পোষাক দান করেছেন..।

৫৬	কর্ম ক্লান্তি দূর করার দু'আ ঃ	ফাতেমা (রাঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কাছে একজন খাদেম চাইলে তিনি তাঁকে এবং আলী (রাঃ)কে বলেন, "তোমরা আমার কাছে যা চেয়েছো তার চাইতে উত্তম কোন কিছু কি আমি তোমাদেরকে শিখিয়ে দিব না? তোমরা যখন শয্যা গ্রহণ করবে তখন ৩৪বার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে, ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ্ ও ৩৩বার আল হামদুলিল্লাহ্ পাঠ করবে। এই তাসবীহগুলো খাদেমের চাইতে উত্তম।"
৫৭	সহবাসের পূর্বে দু'আ পাঠ ঃ	"তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রী সহবাসের সময় এই দু'আ পাঠ করে : بِسْمِ اللهِ اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا **উচ্চারণঃ** বিসমিল্লাহ্, আল্লাহুম্মা জান্নেবনাশ্ শায়তানা ওয়া জান্নেবিশ্ শায়তানা মা রাযাকতানা। **অর্থঃ** 'শুরু করছি আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং আমাদেরকে যে সন্তান দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখ।' তবে তাদের জন্য যদি কোন সন্তান নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাহলে শয়তান কখনই তার ক্ষতি করতে পারবে না।"
৫৮	স্ত্রীর নিজ স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা ঃ	"কোন মুসলিম রমণী যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রামাযানের ছিয়াম পালন করে, নিজের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, তবে তাকে বলা হবে, জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা তুমি ভিতরে প্রবেশ কর।" "যে নারী এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে যে, স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"
৫৯	পিতামাতার সাথে সদাচরণ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ঃ	"পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।" "যে ব্যক্তি চায় যে তার রিযিক বাড়িয়ে দেয়া হোক এবং মৃত্যুর পর দীর্ঘ দিন মানুষ তার কথা স্মরণ করুক, তবে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে।"
৬০	ইয়াতীমের দায়িত্বভার নেয়াঃ	"ইয়াতীমের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণকারী এবং আমি এইভাবে পাশাপাশি জান্নাতে অবস্থান করব।" একথা বলে তিনি স্বীয় তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলদ্বয়কে পাশাপাশি করে দেখালেন। (মুসলিম)
৬১	সচ্চরিত্র ঃ	"মু'মিন ব্যক্তি সচ্চরিত্রের মাধ্যমে নফল সিয়াম পালনকারী ও নফল নামায আদায়কারীর সমপরিমাণ ছওয়াব লাভ করবে।" "যে ব্যক্তি নিজের চরিত্রকে সুন্দর করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে একটি ঘরের যিম্মাদার হব।"
৬২	সৃষ্টিকুলের উপর দয়া ও অনুগ্রহ করা ঃ	"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাঁর বন্দাদের মধ্যে দয়াশীলদের উপর দয়া করেন। যমিনে যারা আছে তোমরা তাদের প্রতি দয়া কর। যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।"
৬৩	মুসলমানদের জন্য কল্যাণ কামনা ঃ	"তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঈমানদার হতে পারবে না, যে পর্যন্ত সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যের জন্য পছন্দ না করবে।"
৬৪	লজ্জা ঃ	"লজ্জাশীলতার মাধ্যমে কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু আসে না।" "লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ।" "চারটি জিনিস নবী-রাসূলদের সুন্নাতের অন্তর্গত: লজ্জাশীলতা, আতর-সুগন্ধি ব্যবহার, মেসওয়াক ও বিবাহ।"
৬৫	প্রথমে সালাম দেয়াঃ	জনৈক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কাছে এসে বলল: আস্ সালামু আলাইকুম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: দশ নেকী। তারপর আরেকজন লোক এসে বলল: আস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: বিশ নেকী। তৃতীয় আরেক ব্যক্তি এসে বলল: আস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারকাতুহু। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তিরিশ নেকী।"

৬৯	সাক্ষাতের সময় মুসাফাহা করা ঃ	"দু'জন মুসলমান যদি পরস্পর সাক্ষাত করে মুসাফাহা করে, তবে উভয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে তাদেরকে ক্ষমা করা হয়।"
৭০	মুসলিমের ইজ্জত বাঁচানো ঃ	"যে ব্যক্তি মুসলিম ভাইয়ের ইজ্জত রক্ষা করবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।"
৭১	নেক লোকদের ভালবাসা ও তাদের সংস্পর্শে থাকা ঃ	"তুমি যাকে ভালবাস (কিয়ামত দিবসে) তার সাথেই অবস্থান করবে।" (আনাস (রাঃ) বলেন, এ হাদীছ শুনে সাহাবীগণ যত খুশি হয়েছে অন্য কিছুতে এত খুশী হয়নি।)
৭২	আল্লাহর সম্মানের খাতিরে পরস্পরকে ভালবাসা ঃ	"আল্লাহ্ বলেন, আমার সম্মানের খাতিরে যারা পরস্পরকে ভালবাসে তাদের জন্য নূরের মিম্বার থাকবে। তা দেখে নবী ও শহীদগণ হিংসা করবে।" (এখানে হিংসা অর্থ: তাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তাঁরাও অনুরূপ নিজেদের জন্য কামনা করবেন।)
৭৩	মুসলিম ভাইয়ের জন্য দু'আ করা ঃ	"যে ব্যক্তি মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করবে, তার সঙ্গে নিয়োজিত ফেরেশতা বলবে: আমীন এবং তোমার জন্যও অনুরূপ।"
৭৪	মু'মিন নারী-পুরুষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করাঃ	"যে ব্যক্তি মু'মিন পুরুষ ও নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তার জন্য প্রত্যেক মু'মিন পুরুষ ও প্রত্যেক নারীর সংখ্যা পরিমাণ ছওয়াব লিখে দিবেন।"
৭৫	রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা ঃ	"আমি দেখেছি একজন মানুষ জান্নাতে ঘুরাফেরা করছে একটি গাছকে রাস্তা থেকে অপসারণ করার কারণে। গাছটি রাস্তায় পড়ে ছিল এবং তাতে মানুষের কষ্ট হচ্ছিল।"
৭৬	ঝগড়া ও মিথ্যা পরিহার করা ঃ	"আমি এমন লোকের জন্য জান্নাতের পার্শ্বদেশে একটি ঘরের যিম্মাদার যে হকদার হওয়া সত্যেও ঝগড়া পরিহার করে। আর জান্নাতের মধ্যস্থলে একটি ঘরের যিম্মাদার এমন লোকের জন্য যে ঠাট্টা করে হলেও মিথ্যা বলা পরিহার করে।"
৭৭	ক্রোধ সংবরণ করা	যে ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম হওয়া সত্বেও স্বীয় ক্রোধ সংবরণ করে আল্লাহ তাকে কিয়ামত দিবসে সমস্ত সৃষ্টির সামনে হাযির করবেন। অত:পর হুরে-ঈন থেকে যাকে ইচ্ছা তাকেই গ্রহণ করার জন্য তাকে স্বাধীনতা দিবেন।
৭৮	ভাল বা মন্দের সাক্ষ্য দেয়া ঃ	"তোমরা যাকে ভাল বলে প্রশংসা করবে তার জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে যাবে। আর যাকে মন্দ বলে নিন্দা করবে তার জন্য জাহান্নাম আবশ্যক হয়ে যাবে। তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী।
৭৯	মুসলমানের বিপদ দূর করা, অভাব দূর করা, দোষ-ত্রুটি গোপন করা এবং সাহায্য করা ঃ	"যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুনিয়ার একটি বিপদ দূর করবে, আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে তার একটি বিপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি অভাবীর বিষয়কে সহজ করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার সকল বিষয়কে সহজ করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ মুসলিম ভাইকে সাহায্য করবে, আল্লাহ্ও তাকে সাহায্য করবেন।"
৮০	আখেরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয়া ঃ	"যে ব্যক্তির চিন্তা-ফিকির আখেরাত মুখী হবে আল্লাহ্ তার অন্তরে সন্তুষ্টি দান করবেন, তার প্রত্যেকটি বিষয়কে একত্রিত করে দিবেন। আর দুনিয়া লাঞ্ছিত-অপমানিত অবস্থায় তার কাছে উপস্থিত হবে।"

১।	শাসকের ন্যায় বিচার, সৎ যুবক, মসজিদের সাথে সম্পর্ক ও আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা..	"কিয়ামত দিবসে সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা (আরশের) নীচে ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। **(১)** ন্যায়নিষ্ঠ শাসক **(২)** যে যুবক তার যৌবনকালকে আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছে। **(৩)** যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদের সাথে ঝুলন্ত থাকে। **(৪)** দু'জন মানুষ তারা পরস্পরকে ভালবাসে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। আল্লাহর জন্য একত্রিত হয় এবং তাঁর জন্যই আলাদা হয়। **(৫)** যে লোককে উচ্চ বংশের সুন্দরী কোন নারী (ব্যভিচারের) পথে আহবান করে, তখন সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি। **(৬)** যে লোক এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত কি দান করল বাম হাত জানল না। **(৭)** যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং (তাঁর ভয়ে) ক্রন্দন করে।"
২।	ক্ষমা প্রার্থনাঃ	"যে ব্যক্তি সর্বদা ইস্তেগফার পাঠ করবে, আল্লাহ্ সকল সংকীর্ণতা থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিবেন, সকল দুশ্চিন্তা দূর করে দিবেন এবং কল্পনাতীতভাবে রিযিক প্রদান করবেন।"

কতিপয় নিষিদ্ধ বিষয়ের বিবরণঃ

নং	নিষিদ্ধ বিষয় সমূহঃ	নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,
১	লোক দেখানোর জন্য সৎআমল করাঃ	"আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি শির্ককারীদের শির্ক থেকে মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন আমল করে আমার সাথে অন্যকে অংশী করবে আমি তাকে এবং তার শির্কী আমলকে পরিত্যাগ করব।"
২	প্রকাশ্যে সৎ লোক কিন্তু গোপনে অসৎ	"আমি কিছু লোক সম্পর্কে জানি কিয়ামত দিবসে তারা তেহামা নামক অঞ্চলের শুভ্র পাহাড় সমপরিমাণ নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু আল্লাহ্ তা ধুলিকণার ন্যায় উড়িয়ে দিবন।" ছওবান (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে তাদের পরিচয় দিন, যাতে আমরা তাদের অনুরূপ না হয়; অথচ আমরা জানতেই পারব না। তিনি বললেন, "ওরা তোমাদেরই ভাই তোমাদেরই সমগোত্রীয় তোমরা যেমন রাতে ইবাদত কর তারাও সেরূপ করে, কিন্তু নির্জনে সুযোগ পেলেই আল্লাহর হারামকৃত কাজে লিপ্ত হয়।"
৩	অহংকার	"যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" অহংকার হচ্ছেঃ সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করা।
৪	কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করা	"যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ কাপড় বা লুঙ্গি বা প্যান্ট ইত্যাদি টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরিধান করবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।"
৫	হিংসা করাঃ	"সাবধান তোমরা হিংসা করবে না। কেননা হিংসা পূণ্য ধ্বংস করে ফেলে, যেমন আগুন কাঠ বা ঘাস জ্বালিয়ে ফেলে।"
৬	সুদঃ	"রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুদ গ্রহীতা ও সুদ দাতাকে লা'নত করেছেন।" "জেনে-শুনে এক দিরহাম পরিমাণ সুদ গ্রহণ করার অপরাধ ছত্রিশ জন নারীর সাথে ব্যভিচার করার চাইতে কঠিন।"
৭	মদ্যপানঃ	"যে ব্যক্তি বারবার মদ পান করে, যে যাদুর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" "যে ব্যক্তি মদ্যপান করবে, তার চল্লিশ দিনের নামায কবূল করা হবে না।"
৮	মিথ্যাঃ	"দূর্ভোগ সেই লোকের জন্য যে মানুষকে হাসানোর জন্য কথা বলে এবং মিথ্যা বলে। দূর্ভোগ তার জন্য দূর্ভোগ তার জন্য।"
৯	গুপ্তচরবৃত্তিঃ	"যে ব্যক্তি পোগনে মানুষের কথা আড়ি পেতে শুনে অথচ তারা সেটা পছন্দ করে না অথবা তা থেকে বেঁচে থাকতে চায়, তাহলে কিয়ামত দিবসে শিশা গলিয়ে গরম করে তার কানে ঢালা হবে।"
১০	চিত্রাঙ্কন	"নিশ্চয় চিত্রাঙ্কনকারীদেরকে কিয়ামত দিবসে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেয়া হয়ে।" "যে গৃহে ছবি থাকে এবং কুকুর থাকে সে গৃহে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।"
১১	চুগোলখোরী	"চুগোলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (চুগোলখোরী হচ্ছেঃ মানুষের মাঝে ঝগড়া বাধানোর জন্য একজনের কথা অন্যজনের কাছে লাগানো।)
১২	গীবতঃ	"তোমরা কি জান গীবত কি? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন: তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কথা (তার অসাক্ষাতে) উল্লেখ করা যা সে অপছন্দ করে। তাঁকে প্রশ্ন করা হল: আমি

		তার সম্পর্কে যা বলি সে যদি ঐরূপই হয়? তিনি বললেন: তার মধ্যে ঐ দোষ থাকলে তুমি তার গীবত করলে। আর তা না থাকলে তুমি তাকে অপবাদ দিলে।”
১৩	লা'নত বা অভিশাপঃ	“কোন মু'মিনকে লা'নত করা তাকে হত্যা করার সমতুল্য পাপ।” “ঝড়-বাতাসকে গালি দিও না। লা'নত পাওয়ার উপযুক্ত না হওয়ার পরও যদি কাউকে লা'নত দেয়, তবে তা তার উপরেই বর্তাবে।”
১৪	স্বামী-স্ত্রীর গোপন বিষয় ফাঁস করাঃ	ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক নিকৃষ্ট হচ্ছে সেই লোক, যে নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হয় অতঃপর তাদের গোপন কর্মের বিবরণ মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেয়।” মুসলিম
১৫	অশ্লীলতাঃ	“কিয়ামত দিবসে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ সে লোক, যার অশ্লীলতা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ তার থেকে দূরে থাকতো।” “আদম সন্তানের অধিকাংশ গুনাহ যবানের কারণে হয়।”
১৬	কোন মুসলমানকে কুফরীর অপবাদ দেয়াঃ	“কোন মানুষ যদি মুসলিম ভাইকে বলে: হে কাফের! তবে কথাটি দু'জনের যে কোন একজনের কাছে ফেরত আসবে। সে যদি ঐরূপ না হয়, তবে তার কাছে ফিরে আসবে।” (অর্থাৎ সে-ই কাফের হয়ে যাবে)
১৭	নিজের পিতাকে ছেড়ে অন্যকে পিতা ডাকাঃ	“যে ব্যক্তি জেনে শুনে নিজ পিতাকে ছেড়ে অন্যকে পিতা বলে দাবী করবে, তার জন্য জান্নাত হারাম।” “যে নিজ পিতা থেকে বিমুখ হবে, সে কুফরী করবে।”
১৮	কোন মুসলমানকে ভয় দেখানোঃ	“কোন মুসলমানকে (অহেতুক) ভয় দেখানো কোন মুসলমানের জন্য হালাল নয়।” “যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইকে লোহার অস্ত্র দিয়ে ভয় দেখাবে, ফেরেশতারা তাকে লা'নত করবে যতক্ষণ সে তা পরিত্যাগ না করে।”
১৯	ইসলামী দেশে আশ্রয় প্রাপ্ত কাফেরকে হত্যা করাঃ	“যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ কোন কাফেরকে বিনা অধিকারে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে না। আর জান্নাতের সুঘ্রাণ একশত বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।”
২০	আল্লাহর বন্ধুদের সাথে শত্রুতা পোষণঃ	“আল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম।”
২১	মুনাফেক ও ফাসেক লোককে নেতৃত্ব দান করাঃ	“কোন মুনাফেককে নেতা বলবে না। সে যদি নেতা হয়ে যায় তবে তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে নাখোশ করে দিলে।”
২২	অধীনস্থদেরকে ধোকা দেয়াঃ	“কোন বান্দাকে যদি আল্লাহ্ শাসন ক্ষমতা দান করেন আর সে এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে যে অধীনস্থ প্রজা বা নাগরিকদের ধোকা দিয়েছে, তবে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিবেন।”
২৩	বিনা এলেমে ফতোয়া দেয়াঃ	“যে ব্যক্তি বিনা এলেমে ফতোয়া দিবে, তার গুনাহ ফতোয়া দানকারীর উপর বর্তাবে।”
২৪	অলসতা করে জুমআ বা আসর নামায পরিত্যাগ করাঃ	“(বিনা ওযরে) যে ব্যক্তি অলসতা বশতঃ পরপর তিন জুমআ পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ্ তার অন্তরে মোহর মেরে দিবেন।” “যে ব্যক্তি আসর নামায পরিত্যাগ করবে তার যাবতীয় আমল ধ্বংস হয়ে যাবে।”

২৫	নামাযে অবহেলা করাঃ	"তাদের মাঝে এবং আমাদের মাঝে চুক্তি হচ্ছে নামাযের, যে ব্যক্তি উহা পরিত্যাগ করবে, সে কাফের হয়ে যাবে।" "মুসলমান ও মুশরিকের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে নামায পরিত্যাগ করা।"
২৬	মুসল্লীর সামনে দিয়ে হাঁটাঃ	"মানুষ যদি জানতো যে মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করলে কতটুকু গুনাহ হবে, তবে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চাইতে চল্লিশ বছর দাঁড়িয়ে থাকা তার জন্য উত্তম মনে করতো।"
২৭	মুসল্লীদের কষ্ট দেয়াঃ	"যে ব্যক্তি পিঁয়াজ-রসুন (অনুরূপ দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু) খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। কেননা যাতে মানুষ কষ্ট পায়, তাতে ফেরেশতারাও কষ্ট পায়।"
২৮	মানুষের যমিন দাবিয়ে নেয়াঃ	"যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে মানুষের অর্ধহাত পরিমাণ যমিন দাবিয়ে নিবে, আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে সেখান থেকে সাত তবক পরিমাণ যমিন তার গলায় বেড়ী আকারে পরিয়ে দিবেন।"
২৯	আল্লাহকে নাখোশকারী কথা বলাঃ	"নিশ্চয় বান্দা বেপরওয়া হয়ে বেখেয়ালে এমন কথা উচ্চারণ করে ফলে আল্লাহ তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে যান, তখন তাকে জাহান্নামের এমন গভীরে নিক্ষেপ করেন যার দূরত্ব সত্তর বছরের রাস্তা বরাবর।"
৩০	আল্লাহর যিকির ব্যতীত অতিরিক্ত কথা বলাঃ	"আল্লাহর যিকির ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে বেশী কথা বলো না। কেননা আল্লাহর যিকির ছাড়া অতিরিক্ত কথা বললে অন্তর কঠোর হয়ে যাবে।" (হাদীছটি যঈফ)
৩১	কথাবার্তায় অহংকারীর পরিচয় দেয়াঃ	"কিয়ামত দিবসে তোমাদের মধ্যে সেই লোক আমার নিকট সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত ও আমার থেকে দূরে যারা অতিরিক্ত কথা বলে, গর্ব প্রকাশ করার জন্য বাকপটুতা দেখায় এবং মানুষকে ঠাট্টা করে মুখ বক্র করে কথা বলে।"
৩২	আল্লাহর যিকির থেকে উদাসীন থাকা	"লোকেরা কোন বৈঠকে বসে যদি আল্লাহকে স্মরণকারী কোন কথা না বলে এবং নবী (সাঃ)এর উপর দরূদ পাঠ না করে, তবে কিয়ামত দিবসে উক্ত বৈঠক তাদের জন্যে আফসোসের কারণ হবে। আল্লাহ্ চাইলে তাদেরকে শাস্তি দিবেন চাইলে ক্ষমা করে দিবেন।"
৩৩	মুসলমানের বিপদে আনন্দ প্রকাশ করাঃ	"মুসলিম ভাইয়ের বিপদে আনন্দ প্রকাশ করো না, হতে পারে আল্লাহ্ তাকে দয়া করবেন আর তোমাকে বিপদে ফেলে পরীক্ষা করবেন।" (তিরমিযী, হাদীছটি যঈফ)
৩৪	মুসলমান ভাইয়ের সাথে কথা না বলাঃ	"কোন মুমিনের জন্য জায়েয নয় মুসলমান ভায়ের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন (কথা বলা বন্ধ) রাখা। তিন দিনের অধিক কথা বলা পরিত্যাগ করে মৃত্যু বরণ করলে সে জাহান্নামে যাবে।"
৩৫	প্রকাশ্যে পাপ কাজ করাঃ	"আমার উম্মতের মধ্যে সকলেই ক্ষমা পাবে, কিন্তু যারা প্রকাশ্যে পাপ কর্ম করে তারা নয়।"
৩৬	দুশ্চরিত্রঃ	"অসৎ চরিত্র নেক আমলকে বিনষ্ট করে দেয়, যেমন সেরকা মধুকে নষ্ট করে দেয়।"
৩৭	দান করার পর ফেরত নেয়াঃ	"হেবা বা দান করার পর তা ফেরত নেয়া হচ্ছে সেই কুকুরের মত যে বমি করার পর আবার তা খেয়ে ফেলে।" "দান করার পর তা ফেরত নেয়া কোন মানুষের জন্য জায়েয নেই।"
৩৮	প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়াঃ	"প্রতিবেশী একজন নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে অন্য দশজন নারীর সাথে ব্যভিচার করার পাপ কম। প্রতিবেশীর বাড়িতে চুরি করার চেয়ে অন্য দশ বাড়িতে চুরি করার অপরাধ কম।"

৩৯	হারাম জিনিস দেখাঃ	"বনী আদমের জন্য ব্যভিচারের একটি অংশ লিখে দেয়া হয়েছে, অবশ্যই সে তাতে লিপ্ত হবে। দু'চোখের ব্যভিচার হচ্ছে (হারাম জিনিসের প্রতি) দৃষ্টিপাত করা, দু'কানের ব্যভিচার হচ্ছে (অন্যায় কথা) শ্রবণ করা, জিহ্বার ব্যভিচার হচ্ছে সে সম্পর্কে কথা বলা, হাতের ব্যভিচার হচ্ছে (গায়র মাহরামের শরীরে) স্পর্শ করা, পায়ের ব্যভিচার হচ্ছে (সে পথে) চলা, অন্তর (উক্ত হারাম কাজকে) কামনা করে ও আশা করে এবং (সবশেষে) যৌনাঙ্গ তা সত্যায়ন করে বা প্রত্যাখ্যান করে তাকে মিথ্যায় পরিণত করে।"
৪০	গায়র মাহরাম নারীকে স্পর্শ করাঃ	"গায়র মাহরাম কোন নারীকে স্পর্শ করার চেয়ে পুরুষের জন্যে উত্তম হচ্ছে লোহার সূচ দ্বারা তার মাথায় ছিদ্র করা।" "আমি কোন নারীর সাথে মুসাফাহা করি না।"
৪১	শেগার বিবাহ করাঃ	"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শেগার বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।" শেগার বিবাহ বলা হয়: একজনের মেয়েকে এই শর্তে বিবাহ করা যে, সেও তার মেয়েকে তার সাথে বিবাহ দিবে। তাদের মধ্যে কোন মোহর থাকবে না।
৪২	নিয়াহা (বিলাপ) করাঃ	"যে ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে ক্রন্দন করা হয়েছে, তাকে একারণে কিয়ামত দিবসে শাস্তি দেয়া হবে।" "মৃতু ব্যক্তিকে কবরে শাস্তি দেয়া হবে তার জন্য জীবিতের বিলাপ করে ক্রন্দন করার কারণে।"
৪৩	আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করাঃ	"যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে শপথ করে সে কুফরী করে বা শির্ক করে।" "কেউ যদি শপথ করতে চায় তবে হয় আল্লাহর নামে শপথ করবে নতুবা নীরব থাকবে।" "যে ব্যক্তি আমানতের নামে শপথ করে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয়।"
৪৪	মিথ্যা কসম করাঃ	"যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করবে, সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে যে তিনি তার উপর রাগন্বিত হবেন।"
৪৫	বিক্রয়ের সময় শপথ করাঃ	"বেচা-কেনার সময় তোমরা বেশী বেশী শপথ করা থেকে সাবধান। কেননা এতে পণ্য বিক্রয় হবে বেশী কিন্তু তার বরকত মিটে যাবে।" "শপথের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় হবে বেশী কিন্তু তা বরকতকে মিটিয়ে দিবে।"
৪৬	কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন করাঃ	"যারা ভিন্ন জাতির সাদৃশ্যাবলম্বন করবে তারা সে জাতিরই অন্তর্ভূক্ত হবে।" "যে ব্যক্তি আমাদেরকে বাদ দিয়ে অন্য জাতির সাদৃশ্যাবলম্বন করবে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয়।"
৪৭	কবরের উপর ঘর তৈরী করাঃ	রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন কবরকে চুনকাম করতে, তার উপর বসতে এবং তার উপর ঘর উঠাতে।
৪৮	বিশ্বাসঘাতকতা ও খিয়ানত করাঃ	"কিয়ামত দিবসে যখন আল্লাহ্ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন, তখন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি করে পতাকা উড়ানো হবে। বলা হবে এটা অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতা।"
৪৯	কবরের উপর বসাঃ	"তোমাদের কারো জন্য কোন কবরের উপর বসার চাইতে আগুনের কয়লার উপর বসে কাপড় পুড়িয়ে চামড়া জ্বালিয়ে দেয়া উত্তম।"

৫০	যে লোক পছন্দ করে যে কোথাও প্রবেশ করলে লোকেরা তার সম্মানে উঠে দাঁড়াক	"যে ব্যক্তি ভালবাসবে যে, লোকেরা তাকে সম্মান দেখানোর জন্য দন্ডায়মান হোক, তবে সে তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করে নিবে।"
৫১	বিনা প্রয়োজনে ভিক্ষা বৃত্তি করাঃ	"যে বান্দা ভিক্ষা বৃত্তির দরজা খুলবে, আল্লাহ্ তার জন্য অভাবের দরজাকে উন্মুক্ত করে দিবেন।" "যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধির জন্য মানুষের কাছে হাত পাতে, সে তো জ্বলন্ত আঙ্গার চায়। অতএব সে উহা কম চায় বা বেশী চায়।"
৫২	বেচা-কেনায় ধোকাবাজী করাঃ	"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন শহরের মানুষ যেন গ্রামের লোকের কাছে বিক্রয় না করে। অন্যকে ধোকা দেয়ার জন্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি না করে। কোন ভাইয়ের বিক্রয়ের উপর যেন আরেকজন বিক্রয় না করে।"
৫৩	মসজিদে এসে হারানো বস্তু খোঁজাঃ	"কাউকে যদি হারানো বস্তু মসজিদে এসে খুঁজতে দেখ বা সে সম্পর্কে ঘোষণা করতে দেখ। তবে বলবে: আল্লাহ্ করে বস্তুটি তুমি খুজে না পাও। কেননা মসজিদ এ উদ্দেশ্যে বানানো হয়নি।"
৫৪	শয়তানকে গালি দেয়া	"তোমরা শয়তানকে গালি দিও না, তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা কর।" "জনৈক ছাহাবী বলেন: আমি একদা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর সাথে তাঁর আরোহীর পিছনে বসা ছিলাম। এমন সময় আরোহীটি পা ফসকে পড়ে গেল। তখন আমি বললাম, শয়তান ধ্বংস হোক। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বললেন: "শয়তান ধ্বংস হোক এরূপ বলো না, কেননা এতে সে নিজেকে খুব বড় মনে করে এমনকি ঘরের মত হয়ে যায় এবং বলে আমার নিজ শক্তি দ্বারা একাজ করেছি; বরং এরূপ মূহুর্তে বলবে 'বিসমিল্লাহ্'। এতে সে অতি ক্ষুদ্র হয়ে যায় এমনকি মাছি সদৃশ্য হয়ে যায়।"
৫৫	জ্বরকে গালি দেয়া	"জ্বরকে গালি দিও না, কেননা জ্বর আদম সন্তানের গুনাহ দূর করে দেয়, যেমন কামারের হাপর লোহার মরিচা দূর করে দেয়।
৫৬	বিভ্রান্তির পথে মানুষকে আহবান করাঃ	"যে ব্যক্তি মানুষকে বিভ্রান্তির পথে আহবান করবে, তার অনুসরণ কারীদের বরাবর গুনাহ তার উপর বর্তাবে। এতে তাদের গুনাহ কোন অংশে কম হবে না।"
৫৭	পানি পানের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞাঃ	"রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পান পাত্রের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।" "নবী (সাঃ) দাঁড়িয়ে পানি পান করতে বাধা দিয়েছেন।" "তিনি পান পাত্রে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।"
৫৮	স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানি পান করাঃ	"তোমরা স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পান করবে না। রেশমের পোষাক পরিধান করবে না। কেননা এগুলোর ব্যবহার তাদের (কাফেরদের) জন্য দুনিয়াতে এবং তোমাদের জন্য পরকালে।"
৫৯	বাম হাতে পানাহার করাঃ	"তোমাদের মধ্যে কোন মানুষ যেন বাম হাতে পানাহার না করে। কেননা শয়তান বাম হাতে পানাহার করে।"
৬০	আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাঃ	"আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

৬১	নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর উপর দরূদ পাঠ না করাঃ	"সেই লোকের নাক ধুলালুণ্ঠিত হোক, যার সামনে আমার নাম উল্লেখ করা হল কিন্তু সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করল না।" "প্রকৃত কৃপণ সেই লোক যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ হল কিন্তু সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করল না।"
৬২	কুকুর পোষাঃ	"যে ব্যক্তি শিকার ও চাষাবাদের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে কুকুর পোষে তার আমল থেকে প্রতিদিন দু'কিরাত পরিমাণ ছওয়াব কমতে থাকে।"
৬৩	চতুস্পদ জন্তুকে কষ্ট দেয়াঃ	"জনৈক নারীকে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেয়া হয়েছে। সে বিড়াল টিকে বন্দী করে রেখেছিল। ফলে তা মারা যায়। সে কারণে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়।" "রূহ বা আত্মা আছে এমন প্রাণীকে লক্ষ্য বস্তু বানিয়ে তাকে কষ্ট দিও না।"
৬৪	গৃহপালিত পশুর গলায় ঘন্টা বাঁধাঃ	"সেই লোকদের সাথে রহমতের ফেরেশতা থাকে না, যাদের কাছে কুকুর ও ঘন্টা আছে।" "ঘন্টা হচ্ছে শয়তানের বাঁশি।"
৬৫	পাপীকে যদি নে'য়ামত দেয়া হয়ঃ	"যদি দেখো যে গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকার পরও আল্লাহ্ বান্দাকে দুনিয়ার সম্পদ যা চায় তাই দিচ্ছেন, তবে সেই সম্পদ হচ্ছে তাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়ার ধোকা স্বরূপ। তারপর তেলাওয়াত করলেন, "অতঃপর যখন তারা ভুল গেল ঐ উপদেশ যা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের সামনে সবকিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। এমনকি যখন প্রদত্ব বিষয় পেয়ে তার খুব মত্ত ও গর্বিত হয়ে পড়ল, তখন আমি তাদেরকে আকস্মাৎ পাকড়াও করলাম, তখন তারা নিরাশ হয়ে পড়ল।" (সূরা আনআমঃ ৪৪)
৬৬	আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়াঃ	"যার চিন্তা-ফিকির সর্বদা দুনিয়া নিয়ে, আল্লাহ্ তার দু'চোখের সামনে অভাব রেখে দিবেন, তার প্রতিটি বিষয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিবেন। আর দুনিয়ার যে বস্তু তার জন্য নির্ধারিত আছে তা ছাড়া কোন কিছুই তার কাছে আসবে না।"

অনন্তের পথে যাত্রাঃ

আপনার রাস্তা জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে।

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ﴾ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। ভেবে দেখ তোমরা আগামীকালের জন্য কী প্রস্তুত করেছো।" (সূরা হাশরঃ ১৮)

কবরঃ আখেরাতের প্রথম ধাপ। কবর কাফের ও মুনাফেকের জন্য আগুনের গর্ত। মুমিনের জন্য শান্তির বাগিচা। বিভিন্ন পাপের কারণে কবরে আযাব হবেঃ যেমন: পেশাব থেকে পবিত্র না থাকা, চুগোলখোরী করা, গনীমতের সম্পদ চুরি করা, নামায না পড়ে ঘুমিয়ে থাকা, কুরআন পরিত্যাগ করা, ব্যভিচার করা, পুরুষে পুরুষে সমকামিতা করা, সুদ খাওয়া, ঋণ পরিশোধ না করা ইত্যাদি। এমনিভাবে বিভিন্ন নেক আমলের মাধ্যমে কবরের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। যেমন: একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নেক আমল করা, কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা, সূরা মুলক পাঠ করা ইত্যাদি। কবরের আযাব থেকে বাঁচানো হবেঃ শহীদদেরকে, মুসলমান দেশের সীমান্ত রক্ষার কাজে নিয়োজিত থেকে মৃত্যু বরণকারীকে, শুক্রবার ও পেটের পিড়ায় মৃত্যু বরণকারীকে।

শিঙ্গায় ফুৎকারঃ একটি বিশাল শিঙ্গা মুখে নিয়ে ইসরাফীল (আঃ) আদেশের অপেক্ষায় আছেন। আদেশ পেলেই তিনি তাতে ফুৎকার দিবেন। দু'বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে: আতংকের ফুৎকারঃ (১ম বার শিঙ্গায় ফুৎকারের সাথে সাথে চতুর্দিকে মহা আতঙ্ক, আর্তনাদ এবং বিভিষিকা ছড়িয়ে পড়বে।) আল্লাহ্ বলেন, (وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلا مَنْ شَاءَ اللَّهُ) "যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন আল্লাহ্ যাকে চান সে ব্যতীত আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছু ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে।" (সূরা নমলঃ ৮৭) সে সময় পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এর চল্লিশ দিন পর পুনরুত্থানের জন্য দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে: (ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ) "অতঃপর পুনরায় তাতে ফুৎকার দেয়া হবে, ফলে সকলে দন্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে।" (সূরা যুমারঃ ৬৮)

পুনরুত্থানঃ এরপর আল্লাহ্ বৃষ্টি নাযিল করবেন। তখন মানুষ স্বশরীরে উঠবে (মেরুদন্ডের হাড্ডির শেষাংশ থেকে তাদের শরীর তৈরী করা হবে) মানুষ নতুন ভাবে সৃষ্টি হবে। তাদের আর মৃত্যু হবে না। নগ্ন পদ ও উলঙ্গ হয়ে সকলে উত্থিত হবে। মানুষ ফেরেশতা ও জিনদেরকে দেখতে পাবে। প্রত্যেককে তার আমল অনুসারে উত্থিত করা হবে।

হাশরঃ সকল সৃষ্টিকে আল্লাহ্ হিসাবের জন্য একত্রিত করবেন। আতঙ্কগ্রস্থের মত বিকার অবস্থায় তারা থাকবে। দিনটি ৫০ হাজার বছরের সমান দীর্ঘ হবে। দুনিয়ার জীবন তাদের কাছে এক ঘন্টার মত মনে হবে। সূর্য মাথার উপর এক মাইল দূরত্বে অবস্থান করবে। প্রত্যেক মানুষ তার আমল অনুসারে ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে। এদিন দূর্বল ও অহংকারীরা পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হবে। কাফের তার বন্ধুর সাথে এবং শয়তানও তার সাথীর সাথে বিতর্ক করবে। তারা একে অপরকে লা'নত করবে। অত্যাচারী নিজের হাতকে দংশন করবে। সেদিন জাহান্নামকে ৭০ হাজার শিকল দিয়ে সামনে টেনে নিয়ে আসা হবে। প্রত্যেক শিকলকে ৭০ হাজার ফেরেশতা ধরে টানবে।

কাফের জাহান্নাম থেকে নিজের জান বাঁচানোর জন্য মুক্তিপন দিতে চাইবে। অথবা চাইবে সে যেন মাটির সাথে মিশে যায়। **কিন্তু পাপীদের মধ্যে :** যারা যাকাত দিত না তাদের সম্পদকে আগুনে চ্যাপ্টা করে তাকে ছ্যাক দেয়া হবে। অহংকারীদেরকে পিঁপড়ার মত ক্ষুদ্র করে উঠানো হবে। বিশ্বাসঘাতক, গনীমতের সম্পদ চোর ও মানুষের সম্পদ আত্মসাৎকারীকে সকলের সামনে লাঞ্ছিত করা হবে। চোর যা চুরি করেছিল তা নিয়ে সে উপস্থিত হবে। সকল গোপন বিষয় প্রকাশ হয়ে পড়বে। **কিন্তু পরহেজগারগণ:** তাদের কোন ভয় থাকবে না। এ দিনটি যোহরের নামাযের সময়ের মত অল্পতেই শেষ হয়ে যাবে।

শাফা'আতঃ বৃহৎ শাফা'আতের অধিকারী শুধুমাত্র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। হাশরের মাঠে সৃষ্টিকুলের দীর্ঘ কষ্ট ও বিপদের অবসান এবং তাদের হিসাব-নিকাশের জন্য তিনি সুপারিশ করবেন। এছাড়া সাধারণভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং অন্যান্য মুমিনগণও সুপারিশ করবেন। যেমন পাপী মুমিনদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার জন্য সুপারিশ। জান্নাতে মুমিনদের মর্যাদা উন্নীত করার সুপারিশ।

হিসাব-নিকাশঃ মানুষকে কাতারবন্দী করে পালনকর্তার সামনে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে তাদের আমল সমূহ দেখাবেন এবং সে সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। তাদের জীবন, যৌবন, ধন-সম্পদ, বিদ্যা এবং অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। আরো প্রশ্ন করবেন বিভিন্ন নে'য়ামত, দৃষ্টি শক্তি, শ্রবণ শক্তি, অন্তর ইত্যাদি সম্পর্কে। কাফের এবং মুনাফেককে ধমকানোর জন্য এবং তাদের উপর দলীল উপস্থাপন করার জন্য সকলের সামনে তাদের হিসাব করা হবে। মানুষ, পৃথিবী, রাত, দিন, সম্পদ, ফেরেশতা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। শেষ পর্যন্ত তাদের অপরাধ প্রমাণিত হবে এবং তারাও তা স্বীকার করবে। আর মুমিনের সাথে আল্লাহ গোপনে কথা বলবেন এবং তার অপরাধের স্বীকারোক্তি আদায় করবেন। সবকিছু স্বীকার করার কারণে যখন সে নিজের ধ্বংস দেখতে পাবে, তখন আল্লাহ্ বলবেন: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ "দুনিয়াতে আমি তোমার এ পাপগুলো গোপন করে রেখেছিলাম, আজ তোমাকে আমি তা ক্ষমা করে দিলাম।" (বুখারী-মুসলিম) সর্বপ্রথম উম্মতে মুহাম্মাদীর হিসাব নেয়া হবে। আর সর্বপ্রথম যে আমলের হিসাব নেয়া হবে তা হচ্ছে: নামায এবং মানুষের দাবী-দাওয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম খুনের।

আমলনামা প্রদানঃ এরপর মানুষের হাতে তাদের আমলনামা দেয়া হবে। তারা এমন একটি কিতাব পাবে لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا (যার মধ্যে ছোট বড় কোন কিছুই ছাড়া হয়নি সব লিখে রাখা হয়েছে।) মুমিনকে তার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে আর কাফের ও মুনাফেককে পিছনের দিক থেকে তার বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে।

মীযান বা দাঁড়িপাল্লাঃ অতঃপর সৃষ্টিকুলকে তাদের আমলের প্রতিদান দেয়ার জন্য আমলনামা ওযন করা হবে। দু'পাল্লা বিশিষ্ট প্রকৃত দাঁড়িপাল্লা থাকবে যাতে

সুক্ষ্মভাবে আমল ওযন করা হবে। শরীয়ত সম্মত যে সমস্ত আমল একনিষ্টভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়েছে সেগুলো পাল্লাকে ভারী করবে। আরো যে সমস্ত আমল মীযানের পাল্লাকে ভারী করবে তা হচ্ছে: (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু), সচ্চরিত্র, যিকির: আল্‌হামদু লিল্লাহ্, সুবহানাল্লাহি ওয়াবি হামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম ইত্যাদি। মানুষ তাদের সৎ আমল বা অসৎ আমলের মাধ্যমে ফল ভোগ করবে।

হাওযে কাওছারঃ এরপর মুমিনগণ হাওযে কাওছারের কাছে সমবেত হবে। যে ব্যক্তি একবার সেখান থেকে পানি পান করবে সে তারপর কখনই তৃষ্ণার্ত হবে না। প্রত্যেক নবীর আলাদা আলাদা হাওয থাকবে। তবে সবচেয়ে বৃহৎ হবে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর হাওযটি। এর পানি হবে দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি, মিসকের চাইতে সুঘ্রাণ। পান পাত্র স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা নির্মিত হবে। পান পাত্রের সংখ্যা হবে আকাশের নক্ষত্র বরাবর। হাওযটির দৈর্ঘ হবে জর্দানের আয়লা নামক এলাকা থেকে ইয়ামানের আদন নামক এলাকা পর্যন্ত। হাওযের মধ্যে পানি আসবে জান্নাতের কাওছার নামক নদী থেকে।

মুমিনদের পরীক্ষাঃ হাশরের দিনের শেষভাগে কাফেররা যে সকল মাবূদের উপাসনা করতো তাদের অনুসরণ করবে। তাদের মাবূদগণ তাদেরকে জাহান্নামের পথে নিয়ে যাবে। সমস্ত কাফের দলবদ্ধ হয়ে পশুর দলের মত পায়ে হেঁটে বা মুখের ভরে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। যখন মুমিন এবং মুনাফেক ছাড়া আর কেউ থাকবে না, তখন আল্লাহ্ তাদের সামনে এসে বলবেন: "তোমরা কিসের অপেক্ষা করছো?" তারা বলবে: 'আমরা আমাদের পালনকর্তার অপেক্ষা করছি।' তখন আল্লাহ্ নিজের পায়ের নলা থেকে পর্দা উন্মোচন করবেন। মুমিনরা তাঁকে চিনতে পারবে এবং সাথে সাথে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে। কিন্তু মুনাফেকরা সিজদা করতে পারবে না। আল্লাহ্ বলেন: (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ) "যেদিন তিনি পায়ের নলা থেকে পর্দা উন্মোচন করবেন এবং তাদেরকে সিজদা করার জন্য আহবান করা হবে কিন্তু তারা সিজদা করতে সক্ষম হবে না।" (সূরা কলমঃ ৪২) এরপর সকলে আল্লাহর অনুসরণ করবে। পুলসিরাত সম্মুখে আসবে। সবাইকে নূর দেয়া হবে কিন্তু মুনাফেকদের নূর নিভে যাবে।

পুলসিরাতঃ জাহান্নামের উপর দিয়ে একটি ব্রীজ বা পুল স্থাপন করা হবে। মুমিনগণ তা পার হয়ে জান্নাতে পৌঁছবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই ব্রীজের বিবরণ দিয়েছেন: "এর পথ এমন পিচ্ছিল হবে যে তাতে পা স্থির থাকবে না। দু'পার্শ্বে এমন কিছু থাকবে যা ছোঁ মেরে নিবে এবং লোহার আঁকুড়া থাকবে এবং সা'দান নামক গাছের কাঁটার মত শক্তিশালী কাঁটা থাকবে এগুলো মানুষের গোস্ত ছিঁড়ে নিবে। পুলসিরাত চুলের চাইতে চিকন ও তরবারীর চাইতে ধারালো হবে।" (মুসলিম) এসময় মুমিনদেরকে তাদের আমল অনুসারে আলো দেয়া হবে। যার আমল সবচেয়ে বেশী হবে তার আলো হবে পাহাড়ের মত বিশাল। আর যার আমল সবচেয়ে কম হবে তার আলো হবে অতি ক্ষুদ্র, যা তার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলের এক পাশে থাকবে। ঐ আলোকরশ্মিতে তারা পুলসিরাত পার হবে। মুমিন ব্যক্তি কেউ চোখের পলকে কেউ বিদ্যুতের বেগে কেউ ঝড়ের বেগে কেউ পাখির মত

কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার মত কেউ সাধারণ সোয়ারীর মত পুলসিরাত অতিক্রম করবে। "তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিরাপদে পার হবে, কারো শরীরের গোস্ত ছিঁড়ে যাবে, কেউ আবার জাহান্নামে পড়ে যাবে।" (বুখারী ও মুসলিম) কিন্তু মুনাফেকরা কোন আলো পাবে না। তারা মুমিনদের কাছে আলো ভিক্ষা চাইবে। তাদেরকে বলা হবে পিছনে ফিরে গিয়ে আলো অনুসন্ধান করো। আলোর খোঁজে ফিরে গেলে তাদের মাঝে এবং মুমিনদের মাঝে একটি দেয়াল খাড়া করে দেয়া হবে। তারপরও তারা পুলসিরাত পার হওয়ার জন্য অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে জাহান্নামের মধ্যে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হবে।

জাহান্নামঃ প্রথমে কাফেররা জাহান্নামে প্রবেশ করবে তারপর পাপী মুমিনরা তারপর মুনাফেকরা। প্রত্যেক এক হাজার লোকের মধ্যে নয় শত নিরানব্বই জন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। জাহান্নামের রয়েছে ৭টি দরজা। জাহান্নামের আগুনের তাপমাত্রা দুনিয়ার আগুনের তুলনায় সত্তুর গুণ বেশী। কাফেরের দেহকে বিশাল আকারে সৃষ্টি করা হবে যাতে করে সে শাস্তি অনুধাবন করতে পারে। তার দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান তিনদিনের রাস্তা বরাবর প্রশস্ত হবে। তার দাঁতের মাড়ি হবে উহুদ পাহাড়ের মত। শরীরের চামড়া খুবই মোটা হবে। বারবার শাস্তি দেয়ার জন্য বারবার ঐ চামড়াকে পরিবর্তন করা হবে। পান করার জন্য কঠিন গরম পানি তাদেরকে দেয়া হবে। পান করার সাথে সাথে নাড়ি-ভুঁড়ি গলে বের হয়ে যাবে। খাদ্য হবে যাক্কূম, কাঁটা ও পুঁজ। যে কাফেরকে সর্বনিম্ন শাস্তি দেয়া হবে তা হচ্ছে, তার দু'পায়ের নিচে দু'টি গরম পাথর রেখে দেয়া হবে, ফলে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটবে। জাহান্নামে চামড়া জ্বালিয়ে দেয়া হবে গলিয়ে দেয়া হবে, জিঞ্জির ও বেড়ী দিয়ে টেনে নেয়া হবে। জাহান্নাম এত গভীর হবে যদি তার উপরাংশে কোন কিছু ছেড়ে দেয়া হয় তবে নিম্নাংশে পৌঁছতে সত্তুর বছর সময় লাগবে। জাহান্নামের ইন্ধন হবে কাফের ও পাথর। এখানকার বাতাস অত্যন্ত বিষাক্ত। ছায়াও ভীষণ গরম। পোষাক হবে আগুনের। সবকিছু ভস্ম করে ফেলবে; কিছুই বাদ দিবে না। জাহান্নাম ক্রোধান্বিত হয়ে চিৎকার করতে থাকবে। শরীরের চমড়া জ্বালিয়ে হাড্ডি ও অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

কানতারাঃ (পুলসিরাতের শেষ প্রান্তে জান্নাতের নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম কানতারা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "মুমিনগণ জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করার পর তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে একটি কানতারা (ব্রীজের) উপর বাধা দেয়া হবে। সেখানে দুনিয়াতে তারা যে একে অপরের উপর অত্যাচার করেছিল তার বদলা নেয়া হবে। তাদেরকে যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। শপথ সেই সত্বার যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, দুনিয়াতে মুমিনগণ নিজের গৃহ যে রকম চিনতো তার চাইতে সহজে তারা জান্নাতে নিজেদের ঠিকানা চিনে নিবে।" (বুখারী)

জান্নাতঃ মুমিনদের শেষ ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত। জান্নাতের দেয়ালের ইট হবে একটি স্বর্ণের আরেকটি রৌপ্যের। মিসকের মিশ্রণ দিয়ে তা গাঁথা হবে। উহার কঙ্কর হবে মতি ও ইয়াকূতের। মাটি হবে জাফরানের। জান্নাতের ৮টি দরজা

থাকবে। একেকটির প্রশস্ততা তিন দিনের রাস্তা বরাবর দূরত্বের সমান। কিন্তু তারপরও সেখানে ভীড় থাকবে। জান্নাতে ১০০টি স্তর থাকবে। একটি স্তর থেকে অপরটির দূরত্ব আকাশ ও যমীনের দূরত্ব বরাবর। সর্বোচ্চ স্তরের নাম হচ্ছে 'ফেরদাউস'। সেখান থেকেই সকল নদী প্রবাহিত হবে। জান্নাতের ছাদের উপরেই আল্লাহর আরশ অবস্থিত। তার নদীগুলো হচ্ছে: একটি মধুর একটি দুধের একটি মদের ও একটি পরিস্কার পানির। সেগুলো প্রবাহিত হবে অথচ তার জন্য গর্তের দরকার হবে না। মুমিন যেভাবে ইচ্ছা তা প্রবাহিত করতে পারবে। খাদ্য-সামগ্রী সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকবে। সেগুলো নিকটেই থাকবে। আদেশ করলেই উপস্থিত হয়ে যাবে। তাদের তাঁবুগুলো হবে মনি-মুক্তাদ্বারা নির্মিত। যার ভিতরের প্রশস্ততা হবে ষাট মাইল। তাঁবুর প্রত্যেক কর্ণারে পরিবারের লোকেরা থাকবে। জান্নাতীরা হবে পশম ও দাড়ী-গোফ বিহীন, কাজল কালো চোখ বিশিষ্ট সুদর্শন যুবক। তাদের যৌবনে কোন দিন ভাটা পড়বে না, পরণের কাপড় পুরাতন হবে না। পেশাব, পায়খানা ও ময়লা-আবর্জনা থাকবে না। তাদের চিরুনী হবে স্বর্ণের। শরীরের ঘাম হতে মিশক-আম্বরের মত সুঘ্রাণ ছড়াবে। স্ত্রীরা হবে অতিব সুন্দরী, প্রেমময়ী, নবকুমারী, সমবয়সী। সর্বপ্রথম যিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অতঃপর অন্যান্য নবী-রাসূলগণ। সর্বনিম্ন জান্নাতের অধিকারী যে হবে সে যা কামনা করবে তার দশগুণ বেশী তাকে দেয়া হবে। জান্নাতের খাদেমরা হবে শিশু-কিশোর। তাদেরকে দেখে মনে হবে যেন মুক্তা ছড়ানো আছে। জান্নাতের সবচেয়ে বড় নে'য়ামত হবে আল্লাহকে স্বচোক্ষে দর্শন, তাঁর রেযামন্দী এবং চিরস্থায়ীত্ব। (হে আল্লাহ্ আমাদেরকে এই জান্নাত থেকে বঞ্চিত করো না।)

ওযুর নিয়ম-পদ্ধতি

ওযু ছাড়া নামায বিশুদ্ধ হবে না। পবিত্র পানি ছাড়া ওযু হবে না। যে পানি নিজ গুণের উপর অবশিষ্ট আছে তাকে পবিত্র পানি বলে। যেমন সাগরের পানি, কুপ, ঝর্ণা ও নদীর পানি।



সতর্কতাঃ সামান্য পানিতে নাপাকি পড়লেই তা নাপাক হয়ে যাবে। কিন্তু পানি যদি বেশী হয় অর্থাৎ ২১০ লিটার বা তার চেয়ে বেশী, তবে নাপাকি পড়ে তার রং বা স্বাদ বা গন্ধের যে কোন একটি পরিবর্তন না হলে তা নাপাক হবে না।

'বিসমিল্লাহ্' বলে ওযু শুরু করবে। প্রত্যেক ওযুতে হাত দু'টি কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা মুস্তাহাব। কিন্তু রাতের নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলে দু'হাত তিনবার ধৌত করা জরুরী।



সতর্কতাঃ ওযুর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনবারের বেশী ধৌত করা মাকরূহ।

তারপর একবার কুলি করা ওয়াজিব। তিনবার উত্তম।



দু'টি সতর্কতাঃ **(১)** কুলি করার সময় শুধু মুখে পানি প্রবেশ করে বের করাই যথেষ্ট নয়; বরং মুখের মধ্যে পানি ঘুরানো আবশ্যক।

(২) কুলি করার সময় মেসওয়াক করা সুন্নাত।

তারপর একবার নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব। তিনবার উত্তম।



সতর্কতাঃ শুধু নাকের মধ্যে পানি প্রবেশ করানো যথেষ্ট নয়; বরং নি:শ্বাসের মাধ্যমে নাকের ভিতরে পানি নিতে হবে তারপর নি:শ্বাসের মাধ্যমে তা বের করতে হবে, হাতের মাধ্যমে নয়।

তারপর একবার মুখমন্ডল ধৌত করা ওয়াজিব। তিনবার উত্তম। মুখমন্ডলের যে অংশটুকু ধোয়া ওয়াজিবঃ এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত প্রস্তের দিক থেকে। দৈর্ঘের দিক থেকে কপালের চুল গজানোর স্থান থেকে নিয়ে নীচে থুতনী পর্যন্ত।



সতর্কতাঃ ঘন দাড়ি খিলাল করা মুস্তাহাব। ঘন না হলে খিলাল করা ওয়াজিব।

এরপর উভয় হাত আঙ্গুলের প্রান্ত সীমা থেকে কনুই পর্যন্ত একবার ধৌত করা ওয়াজিব। তিনবার উত্তম।



সতর্কতাঃ মুস্তাহাব হচ্ছে প্র মে ডান হাত তারপর বাম হাত ধৌত করা।

তারপর সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করবে। আর দু'তর্জনী আঙ্গুল দু'কানের ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দু'বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে দু'কানের বাইরের অংশ মাসেহ করবে। এসব কাজ একবার করা ওয়াজিব।



সতর্কতাঃ (১) যেটুকু মাথা মাসেহ করা ওয়াজিব তা হচ্ছে: মাথার সামনের অংশ থেকে পিছনের অংশ পর্যন্ত।

(২) পিছনে চুল ছাড়া থাকলে তা মাসেহ করা ওয়াজিব নয়।

(৩) চুল না থাকলে মাথার চামড়া স্পর্শ করে মাসেহ করবে।

(৪) দু'কানের পিছনের সাদা অংশ মাসেহ করা ওয়াজিব।



এরপর উভয় পা টাখনুসহ একবার ধৌত করা ওয়াজিব। তিনবার উত্তম।

কয়েকটি সতর্কতাঃ (১) ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মোট চারটি। উহা হচ্ছে: **(ক)** কুলি করা ও নাক ঝাড়া এবং মুখমন্ডল ধৌত করা। **(খ)** দু'হাত ধৌত করা **(গ)** মাথা ও দু'কান মাসেহ করা। **(ঘ)** টাখনুসহ দু'পা ধৌত করা। এই অঙ্গগুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা ওয়াজিব। এগুলো আগে পিছে করলে ওযু বাতিল হয়ে যাবে। **(২)** অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার ক্ষেত্রে একটির পর আরেকটি ধৌত করা ওয়াজিব। এক অঙ্গ ধোয়ার পর দ্বিতীয় অঙ্গ ধৌত করতে যদি এতটুকু দেরী করে যে, আগেরটি শুকিয়ে যায় তবে ওযু বাতিল হয়ে যাবে। **(৩)** ওযু শেষ করার পর এই দু'আ পাঠ করা সুনড়বাত: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله " আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দাহ ও রাসূল। "

নামাযের নিয়ম-পদ্ধতি



নামায শুরু করতে চাইলে: সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দন্ডায়মান হবে, কিবলামুখী হয়ে বলবে: **(আল্লাহু আকবার)**। ইমাম এই তাকবীর এবং অন্যান্য তাকবীর পিছনের মুসল্লীদের শোনানোর জন্য উচ্চৈঃস্বরে বলবে। কিন্তু অন্যরা নীরবে বলবে। তাকবীরের শুরুতে হাতের আঙ্গুলগুলো একত্রিত করবে না এবং ছড়িয়েও দিবে না। দু' হাত কাধঁ বরাবর উত্তোলন করবে। ইমামের তাকবীর বলা শেষ হলে মুক্তাদীগণ তাকবীর বলবে।



ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কব্জি চেপে ধরবে এবং হাত দু' টিকে বুকের উপর স্থাপন করবে। দৃষ্টি থাকবে সিজদার স্থানে। এরপর হাদীছে বর্ণিত যে কোন একটি ছানা পাঠ করবে: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ
"হে আল্লাহ তুমি পাক পবিত্র, যাবতীয় প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য। তোমার নাম বরকতময়, তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই।"
তারপর আউযুবিল্লাহ.. বিসমিল্লাহ্ .. বলবে। এগুলো বলতে কষ্ট উঁচু করবে না। তারপর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। উচ্চকণ্ঠের রাকাতগুলোতে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব নয়; বরং ইমাম প্রত্যেকটি আয়াতের পর যখন দম নিবেন তখন এবং যে রাকাতগুলোতে নীরবে পাঠ করবেন সে সময় নীরবে ফাতিহা পাঠ করে নেয়া মুস্তাহাব। এরপর কুরআন থেকে সহজ যে কোন অংশ পাঠ করবে। ফজর নামাযে এবং মাগরিব ও এশা নামাযের প্রথম দু' রাকাতে ইমাম স্বরবে কিরাত করবেন। এছাড়া অন্য সকল নামাযে নীরবে পড়বেন।

তারপর তাকবীর দিয়ে রুকূ' করবে। এসময় রফউল ইয়াদাইন (দু' হাত উত্তোলন) করবে।
রুকূ' তে দু' হাতের আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে দু' হাঁটুকে আঁকড়িয়ে ধরবে। পিঠ সোজা করবে এবং মাথাকে পিঠ বরাবর রাখবে। তারপর তিনবার বলবে: سبحان ربي العظيم । এই রুকন তথা রুকূ' পেলে রাকাত পাওয়া যাবে।



লক্ষণীয়ঃ নামাযের তাকবীর এবং (সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ) ঠিক তখন বলবে যখন এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় স্থানান্তরিত হবে। তার আগেও নয় পরেও নয়। ইচ্ছাকৃতভাবে দেরী করলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। স্থানান্তরিত হওয়ার পর ইচ্ছাকৃতভাবে দেরী করে তাকবীর দিলে নামায বাতিল হয়ে যাবে।
এরপর سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতে বলতে রুকূ' থেকে মাথা উঠাবে। এসময় রফউল ইয়াদাইন (দু' হাত উত্তোলন) করবে। সোজা হয়ে দন্ডায়মান হলে পাঠ করবে:
رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ
"হে আমাদের পালনকর্তা! তোমার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। তোমার জন্য আকাশ এবং পৃথিবী পূর্ণ প্রশংসা এবং এতদুভয় ছাড়া তুমি অন্য যা কিছু চাও তা ভর্তি প্রশংসা তোমার জন্য।" (মুসলিম)



লক্ষণীয়ঃ (রাব্বানা লাকাল হামদ) বলার সময় হচ্ছে: রুকূ' থেকে উঠে দন্ডায়মান হওয়ার পর- রুকূ' থেকে উঠার মুহূর্তে নয়।
তারপর তাকবীর বলে সিজদাবনত হবে। সিজদাবস্থায় দু' বাহুকে পার্শ্বদেশ থেকে এবং পেটকে দু' রান থেকে দূরে রাখবে। হাত দু' টিকে কাধঁ বরাবর রাখবে। পিছনে দু' পাকে মিলিত করে তার আঙ্গুলগুলো কিবলামখী রাখবে। এসময় পাঠ করবে: سبحان ربي الأعلى তিনবার।



লক্ষণীয়ঃ সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করা ওয়াজিব। দু' পা, দু' হাঁটু, দু' হাত এবং মখু মন্ডল তথা কপাল ও নাক। উল্লেখিত অঙ্গগুলোর কোন একটি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে মাটিতে না রাখে তবে নামায বাতিল হয়ে যাবে।

এরপর তাকবীর দিয়ে মাথা উঠাবে ও বসবে। এসময় বসার দু'টি বিশুদ্ধ নিয়ম আছেঃ
১) বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া রাখবে। আর তার আঙ্গুলগুলো বাঁকা করে কিবলামুখী রাখবে। ২) দু'টি পা-কেই খাড়া রাখবে। আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী রেখে দু'পায়ের গোড়ালীর উপর বসবে। এসময় তিনবার পাঠ করবেঃ رَبِّ اغْفِرْ لِي "আমাকে ক্ষমা কর হে আমার পালনকর্তা।"

এদু'আও পড়তে পারেঃ وَارْحَمْنِى وَاجْبُرْنِى وَارْفَعْنِى "আমাকে দয়া কর, আমার ক্ষতি পূরণ করে দাও, আমার মর্যাদা উনড়বীত কর, আমাকে রিযিক দান কর, আমাকে সাহায্য কর ও হেদায়াত দাও। আমাকে নিরাপত্তা দান কর ও ক্ষমা কর।".



এরপর প্রথম সিজদার মত দ্বিতীয়বার সিজদা করবে। তারপর তাকবীর দিয়ে সিজদা থেকে মাথা উঠাবে এবং দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর প্রম রাকাতের মত দ্বিতীয় রাকাত পড়বে।

লক্ষণীয়ঃ সূরা ফাতিহা পড়ার সময় হচ্ছে দাঁড়ানো অবস্থায়। পরিপূর্ণরূপে দাঁড়ানোর পূর্বেই যদি পড়া শুরু করে, তবে পূর্ণরূপে দাঁড়ানোর পর নতুন করে সূরা ফাতিহা শুরু করা আবশ্যক। নতুবা নামায বাতিল হয়ে যাবে।

দু'রাকাত শেষ করলে প্রথম তাশাহুদের জন্য বাম পা বিছিয়ে ডান পায়ের উপর বসবে। বাম হাত বাম উরুর উপর এবং ডান হাত ডান উরুর উপর রাখবে। ডান হাতের কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙ্গুল দ্বারা মুষ্টিবদ্ধ করবে, আর মধ্যমার সাথে বৃদ্ধাঙ্গুলকে মিলিত করে গোলাকৃত করবে, তর্জনী আঙ্গুল খাড়া রেখে তা দ্বারা ইঙ্গিত করবে। এ সময় পাঠ করবেঃ



التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

"সব রকম মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক এবাদত সমূহ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল।"

এরপর তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযের ক্ষেত্রে তাকবীর দিয়ে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবে। এ সময় হাত দু'টিকে উত্তোলন করবে। অবশিষ্ট নামায প্রথম দু'রাকাতের মত করেই আদায় করবে। কিন্তু এসময় কিরাত জোরে পাঠ করবে না এবং সূরা ফাতিহা ব্যতীত কোন কিছু পাঠ করবে না।

নামায শেষ হলে তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে তাওয়াররুক করে বসবে। এর কয়েকটি নিয়ম আছেঃ ১) বাম পা বিছিয়ে ডান পায়ের নলার নিচে দিয়ে বের করে দিবে এবং ডান পা খাড়া রাখবে ও বাম নিতম্ব মাটিতে রেখে তার উপর বসবে। ২) বাম পা বিছিয়ে তা ডান পায়ের নলার নিচে দিয়ে বের করে দিবে এবং ডান পাকে শুইয়ে রাখবে ও নিতম্ব মাটিতে রেখে তার উপর বসবে। ৩) বাম পা বিছিয়ে তা ডান পায়ের নলা ও রানের মধ্যে দিয়ে বাইরে বের করে দিবে এবং নিতম্ব মাটিতে রেখে তার উপর বসবে। যে নামাযে দু'বার তাশাহুদ আছে তার শেষ বৈঠকেই শুধু তাওয়াররুক করবে। এরপর প্রথম তাশাহুদের দু'আ পাঠ করবেঃ التحيات لله والصلوات ... **তারপর দরূদ পাঠ করবেঃ** اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ



"হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর পরিবারের উপর ঐ রূপ রহমত নাযিল কর যে রূপ নাযিল করেছিলে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর পরিবারের উপর বরকত নাযিল কর যেমনটি বরকত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারের উপর নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত।"

এরপর হাদীছে বর্ণিত যে কোন দু'আ পাঠ করা মুস্তাহাব। যেমনঃ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ... "আমি আল্লাহ কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি জাহানড়বামের শাস্তি হতে, কবরের শাস্তি হতে, জীবনের ও মরণ কালীন ফেৎনা (কঠিন পরীক্ষা) হতে, এবং মসীহ দাজ্জালের ফিৎনা হতে।"



তারপর প্র মে ডান দিকে সালাম ফেরাবে। বলবেঃ অনুরূপভাবে বাম السلام عليكم ورحمة الله وبركاته **দিকেও সালাম ফেরাবে।**

সালাম ফিরানো হলে হাদীছে বর্ণিত দু'আ ও তাসবীহ সমূহ মুছাল্লাতে বসেই পাঠ করবে।

ইল্‌মের (জ্ঞানের) দাবি আমল

আমলবিহীন ইল্‌ম আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মো'মিনদের নিকট নিন্দনীয়। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ অর্থ: "হে মু'মিনগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক।" [সূরা আস-সাফ্‌ফ: ২-৩] আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন: ((আমলবিহীন ইল্‌মের উদাহরণ সেই সঞ্চিত ধনের যাথেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করা হয় না।)) ফুযাইল রাহেমাহুল্লাহ বলেন: ((আমল না করলে আলেম (জ্ঞানী ব্যক্তি) জাহেল (অজ্ঞ) বলেই বিবেচিত।)) মালিক বিন দীনার রাহেমাহুল্লাহ বলেন: ((কোন ব্যক্তি একটি অক্ষর শিখে অশুদ্ধ উচ্চারণ করলে তার সমস্ত আমল অশুদ্ধ।))

হে মুসলিম ভগ্নি ও ভ্রাতা!

এই ফলপ্রসূ পুস্তকখানা পড়া মহান আল্লাহ আপনার জন্য সহজ করুন এবং আপনার পড়ার উপকারিতা অর্থাৎ এর প্রতি আপনার আমল অব্যাহত থাকুক।

❖ কুরআনে কারীমের যে তাফসীরটুকু আপনি পড়েছেন তার প্রতি আমল করার জন্য আগ্রহী হন। কেননা নাবী ﷺএর সাহাবীগণ 'তাঁর কাছ থেকে দশটি আয়াত শিখার পর একাদশ আয়াতটি অতক্ষণ পর্যন্ত শিখতেন না, যতক্ষণ না জেনে নিতেন যে, এগুলির মধ্যে কি শিক্ষণীয় ও করণীয় বিষয় আছে। তাঁরা বলতেন: কুরআনের জ্ঞান ও তার উপর আমল দু'টাই (অভিনিবেশ সহকারে) সমভাবে শিখতাম।' এবং শরীয়ত তো এরই প্রতি উৎসাহিত করেছে। ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা মহান আল্লাহর এই বাণী ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ এর অর্থে বলেন: 'যথাযথ এর অনুসরণ করে।' ফুযাইল রাহেমাহুল্লাহ বলেন: ((কুরআন আমল করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু মানুষ এর তিলাওয়াত করাটাকেই আমল মনে করে নিয়েছে।))

❖ অনুরূপ নাবী ﷺ এর সুন্নাতের যে অংশটুকু আপনি পড়েছেন তার প্রতি আমল করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করুন। কেননা উম্মতে মুহাম্মাদীর নেক ব্যক্তিরা একটু কিছু শিখলেই তার প্রতি আমল করার ক্ষেত্রে ও অন্যদেরকে এদিকে দা'ওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করতেন। তাদের লক্ষ্য-উদ্দ্যেশ্য থাকতো নাবী ﷺ এর নিম্নোক্ত বাণীর অনুসরণ। তিনি ﷺ এরশাদ করেন: ((যখন আমি তোমাদেরকে কোন নির্দেশ দিই, তখন তোমরা তোমাদের সাধ্যমত তা পালন করবে। এবং যখন তোমাদেরকে কোন কিছু হতে নিষেধ করি, তখন তোমরা তা হতে বিরত থাকবে।)) [বুখারী ও মুসলিম] এবং মহান আল্লাহর ভয়াবহ শাস্তির শঙ্কা। তিনি বলেন:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (৬৩) سورة النور

অর্থ: "সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁরা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর কঠিন শাস্তি।" [সূরা আন-নূর: ৬৩]

শিখার পর ওর প্রতি তাদের আমলের কতিপয় নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- ((দিনরাতে যে ব্যক্তি ১২ রাক'আত নামায পড়ে, তার জন্য তৎপরিবর্তে জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করা হয়।)) [মুসলিম] উম্মুল মো'মিনীন উম্মে হাবীবা রাযিয়াল্লাহু আনহা উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন: '(উক্ত বারো রাক'আত নামাযের ফযীলত) সম্পর্কে যতদিন থেকে রাসূল ﷺ এর কাছ থেকে শুনেছি ততদিন থেকে এর প্রতি আমল করতে ছেড়ে দেইনি।'

- ((যে মুসলমানের নিকট ওসিয়াতের উপযোগী অর্থ-সম্পদ রয়েছে, ওসিয়াতনামা তার নিকট লিখিত অবস্থায় থাকা ব্যতীত তার জন্য তিন রাত অতিবাহিত করা জায়েয নয়।)) [মুসলিম] ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা উক্ত হাদীস বর্ণনা করে বলেন: 'রাসূল ﷺ এর উক্ত বাণী শোনার পর থেকে একটি রাতও পার হয়নি যে আমার কাছে অসীয়ত লিপিবদ্ধ ছিল না।'

- ইমাম আহমদ রাহেমাহুল্লাহ বলেন: 'আমি যত হাদীস লিখেছি তার উপর আমল করেছি, এমনকি যখন আমি এ হাদীসটি পেলাম যে, নাবী ﷺ শিঙা লাগানোর পর আবূ তাইবাকে একটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিয়েছিলেন। তাই যখন আমি শিঙা লাগাতাম তখন আমিও হাজ্জামকে (যে শিঙা লাগায় তাকে) একটি দীনার দিতাম।'

- ইমাম বুখারী রাহেমাহুল্লাহ বলেন: 'আমি যখন থেকে জানতে পেরেছি যে, গীবত হারাম, তখন থেকে আমি কখনো কারো গীবত করিনি। এবং আমি আশা রাখি যে, আল্লাহর সাথে এ অবস্থায় সাক্ষাৎ করবো যে, আমি কারো গীবত করেছি বলে তিনি আমার হিসাব নিবেন না।'

- হাদীসে এসেছে: ((যে ব্যক্তি প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পরে আয়াতুল কুরসী পড়ে থাকে, তাকে মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন জিনিস বেহেশতে যেতে বাধা দেয় না।)) [সুনানুল কুবরা] ইবনুল কাইয়িম রাহেমাহুল্লাহ বলেন: 'আমি শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, ভুলে যাওয়া অথবা অনুরূপ অন্য কোন কারণ ব্যতীত প্রতি নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়তে ছাড়িনি।'

❖ ইলম ও আমলের পর মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে ভুলে যাবেন না এবং নিজেকে নেকী থেকে ও অপরকে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করবেন না। নাবী ﷺ এরশাদ করেন: ((যে ব্যক্তি কোন সৎকাজের পথ দেখায়, তার জন্য উক্ত কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব রয়েছে।)) [মুসলিম] তিনি ﷺ আরো বলেন: ((তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে কুরআন নিজে শিখে এবং অন্যকে তা শিখায়।)) [বুখারী] তিনি ﷺ আরো বলেন: ((একটি আয়াত হলেও তোমরা তা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছিয়ে দেবে।)) [বুখারী ও মুসলিম] আপনি বেশি বেশি কল্যাণের প্রচার করলে আপনার সওয়াব বেশি হবে ও বৃদ্ধি পাবে এবং ইহকালে ও পরকালে নেকী অব্যাহত থাকবে। নাবী ﷺ বলেন: ((মানুষ মরে যাওয়া মাত্র তার কার্যাবলী শেষ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি কাজ অবশিষ্ট থাকে। (১) সাদ্‌কাহ্ জারিয়াহ, (২) ইল্‌ম যদ্বারা উপকার লাভ করা হয়, (৩) নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে।)) [মুসলিম]

আলোক: আমরা প্রতিদিন সত্তরবার সূরা ফাতিহা পড়ে থাকি এবং তাতে (যাদের উপর গযব বর্ষিত হয়েছে) তাদের থেকে ও (পথভ্রষ্টদের) থেকে আল্লাহর আশ্রয় চেয়ে থাকি। অথচ আমরা কার্যকলাপে ও আচার-আচরণে তাদের অনুরূপতা অবলম্বন করি। অর্থাৎ জ্ঞানার্জন ছেড়ে দিয়ে অজ্ঞতার ভিত্তিতে আমল করি, যার ফলে পথভ্রষ্ট খৃষ্টানদের অনুরূপ হয়ে যায়। অথবা জ্ঞানার্জন করি কিন্তু আমল করি না, যার ফলে ক্রোধভাজন ইয়াহূদীদের অনুরূপ হয়ে যায়।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের সকলকে লাভজনক ইল্‌ম ও নেক আমল করার তাওফীক দান করেন।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বেশি জানেন। দরূদ ও সালাম নাযেল হোক আমাদের সর্দার ও আমাদের হাবীব মুহাম্মাদের উপর, তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর এবং তাঁর সমস্ত সাহাবীর উপর।

বাংলা



এই কিতাবটি পূর্ণ অথবা আংশিক কোনরূপ পরিবর্তন ব্যতীত যে কোন মুসলিম ছাপার অধিকার রাখেন।